আস্তিক্য-দর্শনম্

আস্তিক্য-দর্শনম্

(সুদর্শনভাষ্যোপেতং বঙ্গবিবৃতিসমেতঞ্চ)

চতুর্থঃ পাদঃ

শ্রীপট্টগোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবাপ্রকাশক শ্রীমদ্ রসিকানন্দ
বংশাবতংস-বিশ্ববৈষ্ণবত্ম্যমণিনা 'বেদার্থতত্ত্বদীপিকা' 'সুবিজ্ঞান-রত্নমালা'
'হরিভক্তিসর্বস্ব'-গোবিন্দ-পরিচর্য্যাদি-গ্রন্থপ্রণেত্রা

শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ-দেবগোস্বামিনা

বিরচিতম্

শ্রীগ্রন্থকারাত্মজ-

শ্রীগোপীবল্লভানন্দ-দেবগোস্বামিনা প্রকাশিতম্

নবদ্বীপ গভঃ সংস্কৃত কলেজস্থিত
অধ্যাপক—**শ্রীকানাইলাল অধিকারী**, পঞ্চতীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্টম্।

আনুকূল্য—

● শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত বর্ষ মহাজয়ন্তী উৎসবের উপকরণ ●

পঞ্চমমুদ্রণম্

১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা"

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্বং সংরক্ষিতম্]

প্রথম মুদ্রণম্—১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (ঢাকা)
দ্বিতীয় মুদ্রণম্—১৩৬৩ বঙ্গাব্দ (কলিকাতা)
তৃতীয় মুদ্রণম্—১৩৮১ বঙ্গাব্দ (নবদ্বীপ)
চতুর্থ মুদ্রণম্—১৩৮৫ বঙ্গাব্দ (নবদ্বীপ)

মুদ্রাকর :
কুণ্ডু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
নবদ্বীপ, নদীয়া।

আস্তিক্য-দর্শনম্

সূত্র-সূচী

চতুর্থঃ পাদঃ [] প্রথমঃ খণ্ডঃ

১।	চিত্তাকর্ষণাভিধ্যান-সন্দিতিজ্ঞান-বিস্মরণ-বাসনা-কাম-পতন-দেহাবেশ-কর্ম্ম-সংসরণম্	১—২৮ পৃষ্ঠা
২।	বিবেক-বৈরাগ্য-প্রীতিযোগেন পুনঃ স্বরূপাবস্থিতিঃ	২৮—৩০
৩।	বিবেক-যোগৌ পূর্ব্বোক্তৌ	৩০—৪০
৪।	গুণাসঙ্গো বৈরাগ্যম্	৪০—৪২
৫।	ভগবতি পরমানুরক্তিঃ প্রীতিঃ	৪২ - ৫৯
৬।	পরমস্বরূপ—সেব্যবুদ্ধ্যা	৫৯—৬০
৭।	সখি-পুত্র-পত্যাদি বুদ্ধ্যা বা	৬০—৮৪
৮।	সাধনমনুশীলনং নিয়মনঞ্চ	৮৪—৮৬
৯।	যজনাদ্যনুশীলনম্	৮৬—১৬১
১০।	অঙ্গেষ্বর্পণম্	১৬১—৬৪
১১।	তদভিন্নাৎ	১৬৪—৬৭
১২।	আবির্ভাবাচ্চ	১৬৭—৬৮

—*—

—শুদ্ধিপত্রম্—

পৃষ্ঠা ঃ	স্তম্ভ/পংক্তি ঃ	স্থানে ঃ	হইবে ঃ
২	২।৬	অন্যেঽপি	অন্যোঽপি
৩	২।২৯	সতঃ	স্বতঃ
১২	১।৩০	সংপত্তন	সংপতন
২৪	২।২৯	মুক্ত	ভক্তরূপ মুক্ত
২৮	২।১৩	॥ ১ ॥	॥ ২ ॥
৪০	২।৯	গুণসঙ্গো	গুণাসঙ্গো
৪৭	১।৩০	গণ	গণ্য
৭৭	১।৩০	স্মিরণ	বিস্মরণ
৮৭	১।৭	এবোচারান্	এবোপচারান্
৮৭	২।১০	কার্যানি	কার্যাণি
৮৮	১।১৪	করং	করণং
৮৮	২।৩	তাড়নত্রন্দনা	তাড়নক্রন্দনা
৯০	১।২২	পরিচয্যা	পরিচর্যা
৯১	১।২২	ভগ ৎ	ভগবৎ
৯৩	২।৭	ভা জন্মনে	ভাবজন্মনে
৯৩	২।১০	দেবস্যা শ্রয়ণং	দেবস্যাশ্রয়ণং
৯৪	২।১	র্ভক্ত	র্ভক্তি
৯৪	২।১২	যষ্টব্যুবদ্ধ্যা	যষ্টব্যবুদ্ধ্যা
৯৫	১।৯	বদস্তি	বদন্তি
৯৬	২।৩	কর্মাণং	কর্মণাং
১০১	১।১৮	চিত্ত বেশ	চিত্তনিবেশ
১০৫	১।১৮	তত্তৎভক্তসেদাত্মক	সকল বস্তুর শ্রীভগবৎস্বরূপঘন বৈচিত্র্যাত্ম-কতাহেতু তত্তৎ ধামগত তত্তৎ ভক্তদেহাত্মক
১১৮	১।২৭	উসাসনা	উপাসনা
১১৮	২।৮	উপাসনায়াব	উপাসনায়া
১২০	২।১৭	অদেশে	আদেশে
১৩৩	১।২০	কনে	মনে
১৪১	২।৪	কস্যানকেস্য	কস্যানেকস্য
১৪১	২।২৬	মহামন্ত্র	মন্ত্র-
১৬০	২।২২	নবলীলা	নরলীলা

—০—

আস্তিক্য-দর্শনম্ (৪র্থ পাদ)

বিষয় সূচী

বিষয় :	পৃষ্ঠা :
সূত্রার্থ সমূহ—	১
জীবের সংসার প্রাপ্তির প্রকার	২
বিরজা দর্শন	৫
ব্রহ্মভাব দর্শন	৫
বৈকুণ্ঠ দর্শন	৬
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রকাশদ্বয়	৮
বৈকুণ্ঠধামে সমারোহণ যোগ্যতা	৯
লালসা ভেদে মুক্তিভেদ	৯
নির্গুণ শ্রুতি, গুণাতীত বাচক	১০
গুণহীন বস্তু, অবস্তু তুল্য	১০
সাযুজ্য মুক্তির অধিকারী	১১
বিশেষানুভব ও সামান্যানুভব	১২
সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবই নির্বিশেষ ব্রহ্ম	১২
পরমাত্ম সাযুজ্যের অধিকারী	১৩
পরমাত্মোপাসক ত্রিবিধ	১৪
সংসার দুঃখে পতনযোগ্য জীব	১৫
প্রাকৃত বিষয় গুণে উত্তমতা বোধ	১৬
স্বরূপ বিস্মৃত জীব দেহাত্মাভিমানী	১৭
বদ্ধ জীবের সংসার গতি	১৭
স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বুদ্ধি ও আসুরভাব	১৭
সাযুজ্য মুক্তি হইতে পতনাশঙ্কা	১৮
নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধের সমাধান	১৯
সাযুজ্য প্রাপ্তের অনুভব	২০
জীব চিত্তের বিলয়, বিনাশ নহে	২১
গুণাতীত, গুণহীন নহেন	২১
মুক্ত জীবের সংসারগতি	২২
বিষয় স্নেহই দুঃখের কারণ	২৩
মাধুর্যনিষ্ঠ ও ঐশ্বর্যনিষ্ঠ ভক্ত	২৫
সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের বিষয়াবেশ	২৬
অসাবধানতা দোষে পতন	২৭
সংসার দুঃখ নিবৃত্তির উপায়	২৮
ত্রিবিধ বিবেক, বৈরাগ্য ও প্রীতি	২৯
বন্ধনের বৈপরীত্যই মুক্তি	৩০
প্রীতি, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, জ্ঞান	৩১
সাংখ্য, যোগ	৩২
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ব্রহ্মত্ব, ভগবত্তা	৩৩
পঞ্চকোষ ও শরীরত্রয়	৩৪
ধ্যানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ	৩৭
সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি	৩৮
জ্ঞান নিষ্ঠা ও জ্ঞান সন্ন্যাস	৩৮
জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত	৩৮
বিজ্ঞানযোগই জ্ঞানযোগের ফল	৩৯
পরমেশ্বর পরমাত্মা সাযুজ্য	৩৯
অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন	৩৯
মহাপুরুষ সাযুজ্য	৪০
বৈরাগ্য লক্ষণ	৪০
শান্তভাব	৪১
ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য	৪২
প্রীতির লক্ষণ	৪২
ধ্যানযোগে শ্রীভগবৎ সাযুজ্য	৪৩
শ্রীভগবৎ প্রীতিরস	৪৪
প্রীতিযোগাভাবে আসুরভাব	৪৪
মহাযোগীন্দ্রগণ ও ব্রজদেবীগণ	৪৫
প্রীতিযোগীগণের সংসার নিবৃত্তি	৪৬
প্রেমনেত্রে বৈকুণ্ঠদর্শন	৪৮
শ্রীভগবানের কারুণ্য	৪৮

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠা ঃ
পূর্ববর্ণিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি	৪৯
জীবন্মুক্ত ও পরমহংস	৫০
লীলাবতার বৈচিত্রী	৫১
হরিগুণাকৃষ্ট মহাযোগীন্দ্রগণ	৫২
ভক্তবৎসল ভগবানের নরলীলা	৫২
প্রীতিলেশ জ্ঞানবিজ্ঞানের ফল	৫৩
দৈবাসুর ভাব পরীক্ষার্থ নরলীলা	৫৪
শ্রীভগবৎপ্রীতির স্তরভেদ	৫৪
ভাব, প্রেম, স্নেহ, রাগ	৫৪
অনুরাগ, মহাভাব	৫৫
প্রণয়, মান, রূঢ়, অধিরূঢ়, মহাভাব,	৫৫
মোদন, মোহন, মাদন	৫৫
বিভাবাদিযোগে প্রীতিরস	৫৬
বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের ৬৪ গুণ	৫৬
অসাধারণ গুণচতুষ্টয়	৫৭
পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ	৫৭
ধীরললিত, ধীরোদাত্ত-ধীরপ্রশান্ত, ধীরোদ্ধত	৫৭
সর্ববিরুদ্ধগুণ-সমাশ্রয়	৫৭
অষ্টাদশ মহাদোষরহিত	৫৭
শোভা বিলাসাদি অষ্টসদ্‌গুণ	৫৭
প্রীতিরসের আশ্রয়ালম্বন	৫৭
উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বিক	৫৮
ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব	৫৮
স্থায়ীভাব. প্রীতিরস	৫৯
মুখ্যপঞ্চ, গৌণসপ্ত রস	৫৯
প্রীতিলাভের উপায়	৫৯
শান্ত ও দাস্যভাব	৫৯
সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব	৬০
শ্রীভগবান সর্বসম্বন্ধের সমাশ্রয়	৬১
ভক্তে প্রীতিদান ভগবানের নিত্যকর্ম্ম	৬২
পরস্পর প্রীতির ব্যবহার নিরুপাধিক	৬২
শ্রীভগবৎ বশীকরণই প্রীতির লক্ষণ ও স্বরূপ	৬৩

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা ঃ
শ্রীভগবৎ রতি বা ভাব পঞ্চবিধ মুখ্য	৬৩
শুদ্ধা রতি ত্রিবিধা	৬৩
দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য	৬৪
হাসাদি সপ্ত গৌণরতি	৬৫
শান্তভক্তিরস	৬৫
দাস্য ভক্তিরস	৬৬
সখ্যভক্তিরস	৬৮
বাৎসল্যভক্তিরস	৬৯
মধুর ভক্তিরস	৭০
শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতমূর্তি	৭১
জ্ঞেয়বিশ্ব ও ধ্যেয়বিশ্ব	৭২
ভক্তপ্রীতিই প্রধানা ও স্থায়ীভাব	৭২
শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ভক্তিরসের আধার	৭২
শ্রীভগবানই রসরূপ, রসভেদরূপ এবং রসাধাররূপ	৭৩
শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিই পরমমুখ্যা ভক্তি ঈশ্বরী	৭৩
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি মহাদেবীর ভৃত্য	৭৩
শ্রীভগবৎ প্রীতির সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি আসুরভাব প্রাপ্ত হয়	৭৩
শ্রীভগবানের অনুগ্রহ প্রকাশ	৭৩
ধ্যেয় বিশ্ব ও সৌরবিশ্বের প্রকটকারণ	৭৩
সাংখ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রাকট্যহেতু	৭৪
চতুর্বিধযোগ ও বৈরাগ্য	৭৫
পঞ্চমযোগ শ্রীভগবদ্‌প্রকটিতরূপে	৭৫
শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে প্রীতির ফল	৭৬
জ্ঞান-যোগ-বৈরাগ্য প্রীতির অন্তর্ভুক্ত	৭৬
জ্ঞানাদির সহিত প্রীতির তারতম্য	৭৮
প্রীতিই বিবেক বৈরাগ্য যোগাদির পরমাশ্রয়	৭৯
শ্রীভগবৎস্বরূপ মাহাত্ম্য	৭৯
প্রীতি ও শ্রবণকীর্তনাদি পরমানন্দঘন	৮০
প্রকটাপ্রকটলীলা অভিন্ন	৮১
মহাপ্রকরণের উপসংহার	৮২—৮৪

বিষয় :	পৃষ্ঠা :
শ্রীভগবৎপ্রীতি পরমশান্তিরূপা	৮৩
প্রাকৃত মনুষ্যদেহে শান্ত ও দাস্যরস	৮৩
অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে সখ্য ও বাৎসল্য	৮৩
নিত্যসিদ্ধ গোপীদেহে মধুর রস	৮৩
অনুশীলন ও নিয়মন সাধনদ্বয়	৮৫
যজনাদি অনুশীলন	৮৬
শ্রীভগবানে প্রীতিই পরম মুখ্য যজন	৮৭
ভগবৎ তুষ্টিকর ব্যাপারই যজন	৮৭
প্রীতিতে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনে ভয়শূন্য	৮৭
শ্রীভগবানে প্রীতির পরিচায়ক	৮৭
নবধা ভক্তি, শরণাপত্তি, মহৎসেবা	৮৭
প্রীতিলাভের অন্তরঙ্গসাধন	৮৮
সিদ্ধের অনুকরণই সাধকের সাধন	৮৮
সাধনাঙ্গ সকল, অর্চন, বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ	৮৮
তদ্দ্বারা তদীয়তা জ্ঞানের পুষ্টি	৮৮
উৎসাহ বৃদ্ধিকর অঙ্গসকল	৮৯
পরমমুখ্য ও মুখ্যতম সাধন	৮৯
শ্রবণ, কীর্তন, সংকীর্তন, স্মরণ	৮৯
পরিচর্যা, বন্দন, দাস্য, সখ্য	৯০
আত্মনিবেদন, শরণাপত্তি	৯১
শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়	৯১
সৎসঙ্গ, তদীয়সেবন	৯২
পরমমুখ্যতম সাধনপঞ্চক	৯৩
ভক্তিতে প্রবেশের দ্বার বিশ অঙ্গ	৯৩
ভক্তিপথে বর্জনীয় দশ অঙ্গ	৯৪
সগুণাভক্তি প্রীতিপ্রদ নয়	৯৪
নির্গুণা ভক্তি উত্তমাভক্তি	৯৫
ভক্তিভেদ, ভক্তিতে অধিকারী	৯৫
ভক্তিসাধনেও দুঃখোদয়ের অভাব	৯৬
বর্ণাশ্রমধর্ম অপালনে দোষাভাব	৯৬
দৈবাৎ নিষিদ্ধাচরণে প্রায়শ্চিত্তাভাব	৯৬
ক্ষমা প্রার্থনাই মার্জন	৯৬
বর্ণাশ্রমধর্ম, জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে	৯৬
সাংখ্য, যোগ ভক্তির অঙ্গ নহে	৯৬
যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য	৯৭
ধনশিষ্যাদিদ্বারা ভক্তিযাজন উত্তমাভক্তির অঙ্গ নহে	৯৭
যম, নিয়মাদি ভক্তির অঙ্গ নহে	৯৭
যুগ বিশেষে একমুখ্য অঙ্গী সাধন অথবা বহুঅঙ্গ সাধন সিদ্ধিপ্রদ	৯৭
রাগাত্মিকা ও রাগানুগাভক্তি	৯৭
কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তি	৯৭
রাগানুগাতে অধিকারী	৯৮
প্রাকৃত-সাধকদেহ, সিদ্ধসাধকদেহ	৯৮
সম্ভোগেচ্ছাময়ী, তদ্ভাবেচ্ছাময়ী	৯৮
বৈধীভক্তি—শান্ত দাস্য অনুগতা	৯৯
রাগানুগা—সখ্যাদি রসানুগতা	৯৯
ভয় দ্বেষ প্রতিকূলহেতু উত্তমাঙ্গ নহে	৯৯
সূর্যোপম শ্রীকৃষ্ণের কিরণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম	৯৯
শ্রীকৃষ্ণরূপে চিত্ত নিবেশ পঞ্চমযোগ	১০০
শ্রীকৃষ্ণরূপে চিত্তনিবেশের ফল	১০১
শ্রীভগবানের লীলার নিত্যত্ব	১০২
যুগপৎ অনন্তলীলার প্রকাশ	১০২
স্বানুভবযোগ্য লীলার অনুভব	১০৩
নিজাভিলষিত লীলার অনুভব	১০৩
নিত্যধামে অসুর সংহার লীলার সমাধান	১০৪
লীলাশক্তিই সর্বলীলা সমাধাত্রী	১০৫
ভক্ত বাৎসল্যে চিৎশক্তিবিলাস	১০৫
অভক্ত শাসনার্থে বিশ্ব সৃষ্টি	১০৬
শ্রীভগবানের পরব্রহ্মতা ও ভগবত্তা	১০৬
,, পরমাত্মত্ব ও মহাপুরুষত্ব	১০৬
,, পরমেশ্বরত্ব ও জগত্ত্ব	১০৬
শ্রীভগবানের নির্বিশেষতা কল্পনা	১০৭
ভক্তসুখার্থে ভগবানের বিষয় সৃষ্টি	১০৭
দেহাভিমানীর চৌর্য্যাপরাধ	১০৮
দ্বারপাল জয় বিজয় চরিত্র	১০৮

বিষয় :	পৃষ্ঠা :
ব্রহ্ম সাযুজ্য, সুষুপ্তি, প্রলয়	১০৯
সাযুজ্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়	১১০
সংসারী ও মুক্তজীব	১১০
মুক্তের ত্রিবিধ ভেদ	১১১
শ্রীভগবৎ স্বরূপ প্রাকট্য চতুর্বিধ	১১১
শ্রীমূর্তির অনুভব, তদীয়গুণলীলাদির সহিত শ্রীমূর্তির অনুভব ভিন্ন	১১১
পরমানন্দস্বরূপের আস্বাদন বৈচিত্র্য	১১১
শ্রীকৃষ্ণরূপের পরমপূর্ণ ভগবদ্‌রূপতা	১১২
অবতারতত্ত্ব	১১৩—১১৮
দেবতত্ত্ব, মুখ্যপঞ্চ দেবতা	১১৭
উপাসনা তারতম্য	১১৮
শ্রীকৃষ্ণভক্তজ্ঞানে দেবপূজা শ্রেয়ঃপ্রদা	১১৯
শ্রীভগবৎ প্রীতির অনুশীলন ফল	১২১
বৈরাগ্য সাংখ্যাদির উপযোগিতা	১২১
শ্রীগঙ্গাতে অস্থিনিক্ষেপাভিপ্রায়	১২২
শ্রীরাধিকার প্রার্থনা	১২৩
শ্রীভাগবতগণের দেহ অপ্রাকৃত	১২৩
শ্রীকৃষ্ণার্চনের ফল	১২৪
আসুরভাবে শ্রীগুরুপূজা, আসুরভাবের আচরণ, শ্রীবিষ্ণুভক্তিতে অবজ্ঞার ফল	১২৫
আচ্ছাদিত ব্রহ্মে ফল তারতম্য	১২৬
জগদীশ্বর-শব্দের তাৎপর্য	১২৬
পরম উপাস্য নির্ণয়	১২৬
শিব লিঙ্গরূপে পূজ্য কেন ?	১২৭
উপাসক চরিত্রে পরমোপাস্য নির্ণয়	১২৭
বৃক ও ধ্রুব চরিত্র	১২৭
পরম শান্তি কোথায়	১২৮
বিষ্ণু উপাসনাতে অপ্রবৃত্তি কেন	১২৮
ঐকান্তিকী ভক্তিতেই প্রীতিলাভ	১২৮

বিষয়:	পৃষ্ঠা :
গীতোক্ত দুরাচারতা ব্যাখ্যা	১২৯
গীতা তাৎপর্য ব্যাখ্যা	১৩০
শ্রীমদ্ভাগবতে একান্ত ভক্তি	১৩২
শ্রীবিগ্রহদ্বেষী আসুর প্রকৃতি	১৩২
শ্রীবিগ্রহে সংশয়	১৩৩
শ্রীবিগ্রহোপাসনায় বেদের নির্দেশ	১৩৪
শ্রীমূর্তিতে ঐকান্তিকী প্রীতি পরমপুরুষার্থ	১৩৫
আসুরভাবে শ্রীবিগ্রহ বিদ্বেষ	১৩৬
দৈবভাবে সাধনভক্তি অনুশীলন	১৩৭—৪০
শরণাপত্তিমার্গ, শ্রীমহামন্ত্রাশ্রয়	১৪১
ঐকান্তিক প্রেমিক মহাভাগবত	১৪২
দেহত্রয়ানুসন্ধান	১৪২
সিদ্ধ-সাধকদেহ	১৪৩
দশবিধ সংস্কার	১৪৪
রাগানুগা সাধনভক্তি, অর্চনে ১২শ অধিষ্ঠান, অষ্টবিধা প্রতিমা	১৪৫
শ্রীভক্তই শ্রীভগবানের সচলমূর্তি	১৪৬
ব্রাহ্মণগণও শ্রীভগবদ্ভক্ত	১৪৬
যে প্রকারে অর্চন ফলপ্রদা হয়, সকামভক্তি	১৪৭
নানাদেবোপাসনাতে তারতম্য	১৪৮
শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মরুদ্রাদিসম নহেন	১৪৮
পঞ্চদেবোপাসনার পার্থক্য	১৪৯
যজনভেদ সংখ্যা ও তারতম্যাদি	১৫১
পূর্বপূর্ব শ্রেষ্ঠক্রমে ৩০ প্রকার উপাসনাভেদ	১৫১—১৬০
পূজাধিষ্ঠানসমূহে সংশয়	১৬১
অধিষ্ঠান ও উপাচারসকল শ্রীভগবদঙ্গ	১৬২-৬৩
অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় অভিন্ন	১৬৪
অধিষ্ঠানসমূহে শ্রীভগবদ্ আবির্ভাব	১৬৫ ৬৮
অনুশীলনরূপ সাধন সমাপ্ত	১৬৮

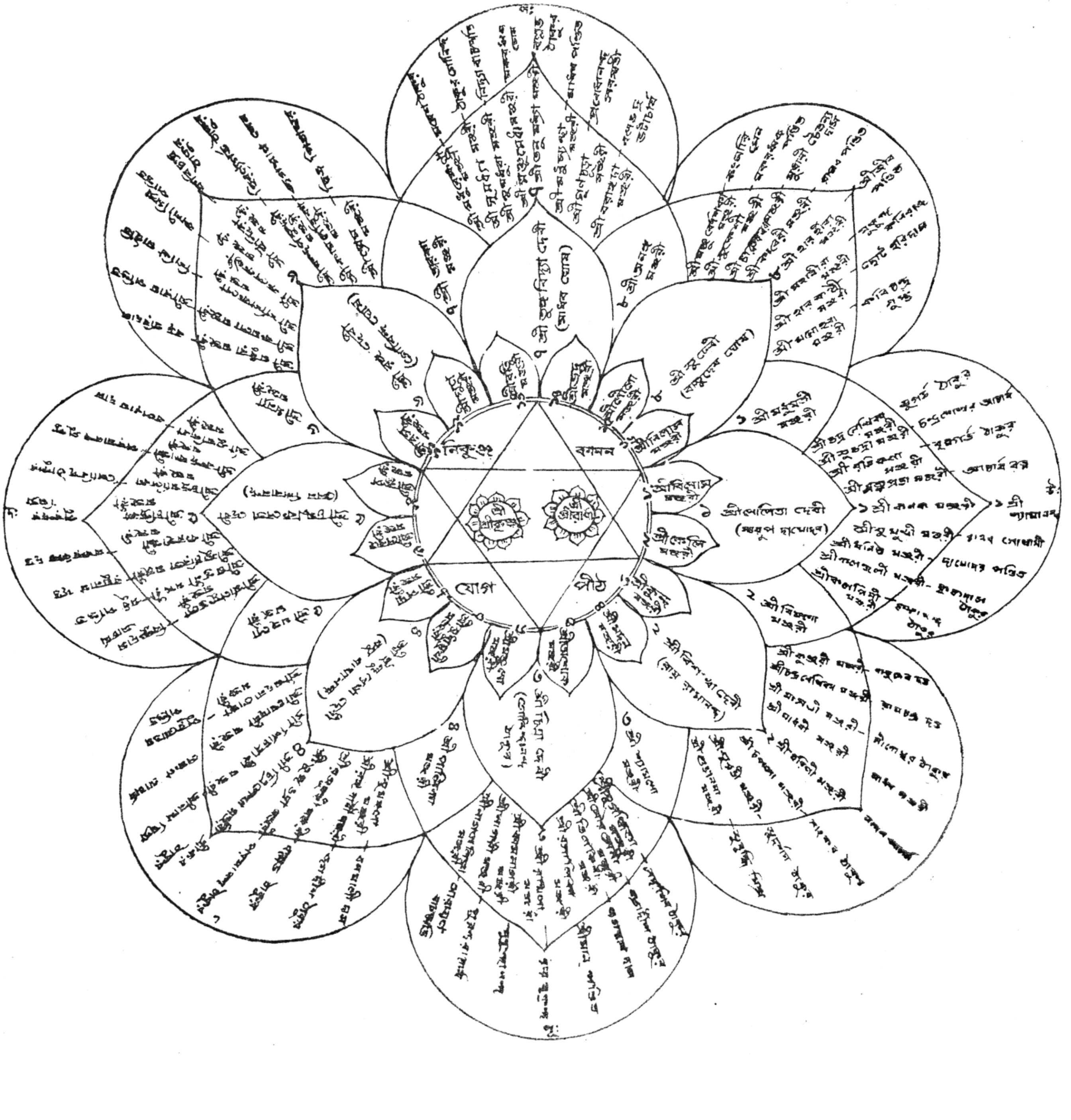

শ্রীরাধা
শ্রীকৃষ্ণ
যোগ
পীঠ
১ শ্রীললিতা দেবী
(স্বরূপ দামোদর)

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ জয়তঃ

আস্তিক্য দর্শনম্

চতুর্থঃ পাদঃ

সুদর্শনভাষ্যম্

নিরস্য সর্ব্বসন্দেহানেকীকৃত্য সুদর্শনম্ ।
প্রকাশিতরহস্যং তং বন্দে বিশ্বম্ভরাত্মকম্ ।।
বাণবেদমিতৈঃ সূত্রৈর্জীবানাং সংসৃতিপ্রথা ।
স্বরূপাবস্থিতিশ্চৈব সোপায়ৈস্তুর্য্যসংহিতা ।।

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

অথ চতুর্থপাদে পঞ্চচত্বারিংশতা সূত্রৈঃ জীবানাং **সংসারপ্রাপ্তিপ্রকারঃ, পুনঃ স্বরূপাবস্থান-বিষয়ে** উপায়োঽপি কথিতো ভবিষ্যতি । তত্রোপায়েষু যোগবর্ণনং, বৈরাগ্যবর্ণনং, প্রীতিবর্ণনং, পরম স্বরূপ-সেব্যত্ব বর্ণনং, সখি-পুত্র-পত্যাদিবুদ্ধ্যা প্রীতিভেদবর্ণনঞ্চ বর্ত্ততে । অত্রোপায়ানামনুশীলন-নিয়মনরূপং সাধনদ্বয়মপি বর্ণনীয়ম্ । তত্রানুশীলনপ্রকারঃ, অত্রাধিষ্ঠানানাং শ্রীভগবৎস্বরূপতা, তথা তত্র শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারতাঽপি বক্তব্যা ।

কিঞ্চ সপ্রয়োজন-নিয়মনলক্ষণং, প্রবর্তনকারণং ভেদকারণম্, এবঞ্চ লক্ষণপ্রয়োজন সহিত বর্ণাশ্রমধর্মোঽপি প্রতিপাদ্যতে ।

তত্রাপি বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মস্থান বিচারো ভেদজ্ঞানং পরিবর্ত্তন-প্রকারশ্চ বক্তব্যঃ । জন্ম-ভেদ-সংস্কার-প্রায়শ্চিত্ত - ব্রত-সেবোপদেশানাঞ্চ প্রয়োজনং প্রতিপাদনীয়ম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

অথ চতুর্থপাদে (১) জীবগণের সংসার প্রাপ্তি প্রকার, (২) পুনঃ স্বরূপাবস্থান বিষয়ে উপায়ও কথিত হইবেন ।

(৩) বিবেক-যোগ বর্ণন, (৪) বৈরাগ্য বর্ণন, (৫) প্রীতিবর্ণন, (৬) পরম স্বরূপ-সেব্য, (৭) সখি পুত্র-পত্যাদি বুদ্ধি দ্বারা প্রীতিভেদ বর্ণিত হইবেন ।

(৮) উক্ত উপায় সকলের অনুশীলন ও নিয়মনরূপ দ্বিবিধ সাধনও বর্ণিত হইবেন । (৯) অনুশীলন প্রকার, (১০-১১) অধিষ্ঠান সকলের শ্রীভগবৎ স্বরূপতা, (১২) শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারতাও কথিত হইবেন । (১৩) নিয়মন লক্ষণ, (১৪) তৎপ্রয়োজন, (১৫) প্রবর্ত্তন কারণ, (১৬) ভেদ কারণ এবং (১৭) লক্ষণ, (১৮) প্রয়োজন সহিত বর্ণ এবং (১৯) আশ্রমও বর্ণিত হইবেন। (২০-২১-২২) বর্ণের এবং আশ্রমের জন্মস্থান বিচার, (২৩) ভেদ-জ্ঞান ও পরিবর্ত্তন প্রকার কথিত হইবেন । (২৪) জন্মভেদের, (২৫)সংস্কারের, (২৬) প্রায়শ্চিত্তের, (২৭) ব্রতের, (২৮) সেবার এবং(২৯) উপদেশের প্রয়োজন বর্ণিত হইবেন ।

মহদবজ্ঞায়া দোষঃ, সঙ্গ-সংসর্গয়োর্গুণদোষঃ, ভক্ষ্যাভক্ষ্যয়োর্বিচারঃ, অশৌচস্য প্রয়োজনম্, বিবাহ-স্ত্রীশিক্ষাদীনাং বিচারস্তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি প্রভৃতের্বিচারোঽপি বর্ত্ততে। বৈষয়িকসুখস্য হেয়তা, স্বর্গলাভো ব্রহ্মলোকাদিলাভো ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্তিঃ শ্রীভগবৎ প্রীতিলাভশ্চৈষাং তার-তম্যঞ্চ প্রতিপাদনীয়ম্।

অপিচ—পাদচতুষ্টয় কথিতবিষয়া বিজ্ঞস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধা অপি অজ্ঞস্য শব্দপ্রমাণপ্রয়োজনতাত্র দৃশ্যতে।

তৃতীয়পাদোক্ত-বিষয়ান্ শ্রুত্বা নাস্তিকৈরিদ-মুক্তম্—অন্তিমসিদ্ধান্ত শ্রবণানন্তরমস্মাকং মনসি প্রসন্নতা জাতা।

কিঞ্চ পূর্বোক্তসিদ্ধান্তেষু অস্মাকং ন কথমপি সংশয়ঃ। এতে সিদ্ধান্তা অস্মাভিঃ স্বীকৃতাঃ। পরন্তু জিজ্ঞাস্যং বর্ততে—জীবা যদি নিত্যমুক্তাঃ স্যুস্তর্হি তেষাং সংসার-দুঃখ-প্রাপ্তিঃ কথং স্যাৎ? তথা জীবা যদি দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদ্ ভিন্নাস্তর্হি তেষাং তদ্রূপতালাভঃ কেন প্রকারেণ ভবতি? অন্যেঽপি সংশয়ঃ—জীবা যদি পারমার্থিক-বিচারেণ পরব্রহ্মণো ন ভিন্নাস্তর্হি তস্মাদ্বিযুজ্য সংসারপ্রাপ্তিস্তেষাং কথং ভবতি? অথ পরমেশ্বরেচ্ছয়া জীবানাং সংসারলাভঃ স্বীক্রিয়তে চেৎ, তর্হি পরমেশ্বরে বৈষম্যদোষস্যারোপণং স্যাৎ এতান্ বিষয়ান্, এষামানুষঙ্গিকাংশ্চ জ্ঞাতু-মিচ্ছামঃ। অস্মাকং সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥

সূত্রকারেণ পূর্বোক্তসংশয়ানাং সমাধানং ক্রিয়তে—

---

(৩০) মহদবজ্ঞার দোষ, (৩১) সঙ্গ এবং সংসর্গের গুণদোষ, (৩২) ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার, (৩৩) অশৌচের প্রয়োজন, (৩৪) বিবাহ, (৩৫) স্ত্রীশিক্ষাদির বিচার, (৩৬) দেহান্তর, (৩৭-৩৮) প্রাপ্তি প্রভৃতির বিচারও কথিত হই-বেন। (৩৯) বৈষয়িক সুখের হেয়তা, (৪০) স্বর্গলাভ, (৪১) ব্রহ্মলোকাদি লাভ, (৪২) ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্তি, (৪৩) শ্রীভগবৎ প্রীতি লাভ—এই সকলের তারতম্যও বর্ণিত হইবেন।

(৪৪) পাদ চতুষ্টয় কথিত বিষয় সকল, বিজ্ঞের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইলেও (৪৫) অজ্ঞের শব্দ প্রমাণ প্রয়োজনতাও বর্ণিত হইবেন॥

তৃতীয় পাদে কথিত বিষয় সকল শ্রবণ করিয়া নাস্তিকগণের পক্ষ হইতে বলা হইল, — অন্তিম সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া আমাদের মনের প্রসন্নতা হইল। আর পুর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সকলে, আমাদের কোন প্রকার সংশয় নাই। পুর্বোক্ত সিদ্ধান্ত-সকল স্বীকার করিলাম। কিন্তু জানিতে ইচ্ছা করি--জীবগণ যদি নিত্যমুক্ত তবে তাহাদের সংসার দুঃখ প্রাপ্তি হয় কি কারণে? এবং জীব গণ যদি দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ হইতে ভিন্ন, তবে তাহাদের তদ্রূপতা লাভ হয় কি প্রকারে? আরও সংশয় হয়—জীব সকল যদি পারমার্থিক বিচারে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়, তবে তাঁহা হইতে বিয়োগ-পূর্বক সংসার প্রাপ্তি হয় কি প্রকারে? যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা জীবগণের সংসার লাভ হয় তবে তাঁহাতে বৈষম্যদোষের আরোপণ হয়--এই সকল বিষয় এবং ইহার আনুষঙ্গিক বিষয় সকলও জানিতে ইচ্ছা করি। আমাদের সংশয় ছেদন করুন।

সুত্রকার উক্ত বিষয় সকলের সমাধান করি-তেছেন--

১॥ চিত্তাকর্ষণাভিধ্যান-সদিতিজ্ঞান-বিস্মরণ-বাসনা-কাম-পতন-দেহাবেশ-কর্ম-সংসরণম্॥ ১॥

১। চিত্তাকর্ষণ, ২। অভিধ্যান, ৩। সদিতিজ্ঞান, ৪। বিস্মরণ, ৫। বাসনা, ৬। কাম, ৭। পতন,

চিত্তাকর্ষণাভিধ্যান সদিতি জ্ঞান-বিস্মরণ-বাসনা-কাম পতন-দেহাবেশ কর্ম-সংসরণম্ ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ পরমেশ্বরস্য মায়াশক্তিকার্যসমূহানামাকর্ষণ শক্ত্যা জীবনাং চিত্তাকর্ষণং ভবতি। ততঃ পরিচ্ছিন্নতয়া মায়িক-বিষয়ানাম্ অভিধ্যানম্, পশ্চাৎ 'ইদমেব অত্যুত্তমম্' ইতি জ্ঞানং জায়তে। অথ পরমেশ্বরস্য স্বরূপৈশ্বর্যয়োর্বিস্মরণম্, ততঃ পরং মায়িকবিষয়েষু বাসনানামুদয়ো ভবতি তৎ-পশ্চাৎ সা বাসনা কামাকারেণ পরিণমতে। তদনন্তরং মুক্তিপদাৎ পতনং ভবতি। পশ্চাৎ কামপ্রাপ্তদেহে আবেশো জায়তে। অথ তদ্দেহে আত্মাভিমানপূর্ব্বক কর্মাচরণং, তেন বিধিনিষেধাত্মককর্মণা উচ্চাবচদেহধারণরূপং, জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপং বা সংসারং প্রাপ্নুবন্তি জীবাঃ।

ভো মহোদয়াঃ! পূর্বমেবোক্তম্—অনন্তকোটী শক্তিসমাশ্রয়ঃ শ্রীভগবান্ স্বকীয়চিৎশক্ত্যাঽ-পরিচ্ছিন্নভাবেনাচিন্ত্যজ্ঞানমাত্রে পরমাণু-পরম-মহন্মধ্যমাকারেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্বরূপানন্দ বৈচিত্র্যাত্মকসর্ববস্তু,নমুভবতি, তথা স্বশক্তিভূত-জীব,নমুভাবয়তি চ।

স্বয়ং শ্রীভগবান্ অনন্তশক্তি সমাশ্রয়তা-স্বসত্তানুভবসুখ পরিপূর্ণোঽপি ভক্তবাৎসল্যগুণেন নিত্য পরিকরাত্মক নিত্যমুক্ত জীবগণ সহিত পরস্পরং প্রীতিং সমুদ্ভাবয়ন্ তাদৃশানুভবস্যানুভাবনস্য

৮। দেহাবেশ, ৯। কর্ম, ১০। সংসরণম্।

অগ্রে পরমেশ্বরের মায়াশক্তির কার্যসকলের আকর্ষণ শক্তিদ্বারা জীবগণের চিত্তের আকর্ষণ হয়। তদনন্তর পরিচ্ছিন্নভাবে সেই সকল বিষয়ের অভিধ্যান হয়। 'পরে ইহাই অতি উত্তম' এই-রূপ জ্ঞান হয়। তদনন্তর পরমেশ্বরের স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যের বিস্মরণ হয়। পরে মায়িক বিষয়ে বাসনার উদয় হয়, পরে ঐ বাসনা কামাকারে পরিণত হয়। তদনন্তর মুক্তিপদ হইতে পতন হয়। পরে কাম প্রাপ্ত দেহে আবেশ হয়, পরে সেই দেহে আত্মাভিমান পূর্ব্বক কর্মাচরণ হয়, সেই বিধিনিষেধাত্মক কর্ম দ্বারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট দেহধারণরূপ অথবা জন্মমৃত্যু-প্রবাহরূপ সংসার প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

হে মহোদয়গণ! পূর্বেই বলা হইয়াছে—অনন্তকোটী শক্তি সমাশ্রয় শ্রীভগবান্ স্বকীয় চিৎ-শক্তিদ্বারা অপরিচ্ছিন্নভাবে অচিন্ত্যজ্ঞানমাত্রে পরমাণু-পরমমহন্মধ্যমাকারে সর্বকালে সর্বদেশে স্বরূপ ও আনন্দবৈচিত্র্যাত্মক সর্ববস্তুর অভনুব করিতেছেন, স্বশক্তিভূত জীবসমূহকে অনুভব করাইতেছেন।

স্বয়ং শ্রীভগবান্ অনন্তশক্তি সমাশ্রয়তা-স্বসত্তানুভবসুখ পরিপূর্ণ হইলেও ভক্তবাৎসল্য-গুণে নিত্য—পরিকরাত্মক জীবগণের সহিত পরস্পর প্রীতি সমুদ্ভাবন করিয়া উক্তরূপ অনু-ভবের এবং অনুভাবনের আশ্রয় হইতেছেন। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানে অপূর্ণতাশঙ্কা হইতে পারে না। যে প্রকার আনন্দ-বিশেষ দ্বারা মত্ত ব্যক্তি অন্য কার্যে নিরপেক্ষ হইলেও নর্তন করিয়া থাকেন। সেই নর্তন আনন্দরূপ ভাবের অনু-ভাবহেতু তাহা অন্য কার্য্যরূপে গণ্য হয় না। সেই প্রকার ভক্তবাৎসল্যই শ্রীভগবানের নিত্য স্বতঃসিদ্ধ গুণ, শ্রীভগবৎ প্রীতিই নিত্যস্বতঃসিদ্ধ ভক্তজীবগণের নিত্য সতঃসিদ্ধ গুণ হইতেছে। শ্রীভগবানের ভগবত্তার অনুভাবন এবং প্রাকট্য না হইলে ভক্তবাৎসল্যের প্রাকট্য হয় না, তদ্ব্যতিরেকে নিত্যপরিকর জীবগণের শ্রীভগবৎ

চাশ্রয়ো ভবতি। অনেন শ্রীভগবতি অপূর্ণতা শঙ্কা ন স্যাৎ। যথা, আনন্দ বিশেষেণ মত্তো জনঃ কার্যান্তরে নিরপেক্ষোঽপি স্বয়ং নৃত্যতি। তচ্চানন্দরূপভাবস্যানুভাবত্বাৎ কার্যান্তরতয়া ন গণ্যতে। তথা, ভক্তবাৎসল্যমেব শ্রীভগবতো নিত্যস্বতঃসিদ্ধো গুণঃ, এবং শ্রীভগবৎপ্রীতিরেব নিত্যস্বতঃসিদ্ধ-ভক্তজীবানাং নিত্য-স্বতঃ সিদ্ধো-গুণঃ। শ্রীভগবতো ভগবত্তায়া অনুভাবনং প্রাকট্যঞ্চ বিনা ভক্তবাৎসল্যং ন স্যাৎ, তদ্ব্যতিরেকেণ চ নিত্য পরিকরজীবানাং শ্রীভগবৎ প্রীতেরপি প্রাকট্যং ন স্যাৎ। অতএব শ্রীভগবতি স্বকীয়-ভগবত্তানুভবং স্বশক্তিস্থানীয় নিত্যপরিকর-জীবান্ প্রতি তদনুভাবনঞ্চৈতদ্দ্বয়ং স্বসত্ত্বানুভবানন্দ দানবৈচিত্র্যরূপম্। তস্মাদেতদেব শ্রীভগবতঃ পরিপূর্ণত্বম্, অনেন শ্রীভগবতো ঽপূর্ণতাশঙ্কা ভবিতুং নার্হতি।

শ্রীভগবান্ নিত্যস্বতঃসিদ্ধঃ সম্রাট্ স্থানীয়ঃ। তচ্ছক্তিত্বাৎ জীবা নিত্যস্বতঃসিদ্ধাঃ প্রজাস্থানীয়াঃ। অতএব পরস্পরং উভয়োঃ প্রীতিরপি নিত্যস্বতঃসিদ্ধা স্যাৎ, অত্রোভয়োঃ প্রীতিসূচক ভগবত্তারূপ-সাম্রাজ্যস্যানুভবমনুভাবনঞ্চ নিত্যস্বতঃসিদ্ধং কথং ন স্যাৎ, তদবশ্যমেব স্যাৎ। যদ্যপি শ্রীভগবান্ অপরিচ্ছিন্নবস্তূনাং সর্বত্র সর্বদা তথানুভবতি, স্বশক্তিভূত জীবাননুভাবয়তি চ, তথাপি পরিচ্ছিন্ন দর্শীত্বাজ্জীবা অপরিচ্ছিন্ন—ভাবেনানুভবিতুম-সমর্থাঃ। পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ, তদীয়চিচ্ছক্তেরপি সর্ব্বব্যাপিকাত্বাৎ শ্রীভগবান্ এবোক্তলক্ষণাপরিচ্ছিন্নবস্তূনামনুভববিষয়ে সমর্থঃ। জীববিশেষস্তদনুগ্রহানুগৃহীতোঽপি পরিচ্ছিন্নদর্শীত্বাদবশ্যমপরিচ্ছিন্ন-ভাবেন সর্ব্ববস্তূনামনুভববিষয়ে সমর্থো ন ভবতি। যদসম্ভবং কদাপি তৎসম্ভবিতুং নার্হতি। যো যদ্-বিষয়েঽনধিকারী স তদ্-বিষয়েঽধিকারী ভবিতুং নার্হতি। অস্মাদত্র শ্রীভগবদনুগ্রহেঽপি

প্রীতিরও প্রাকট্য হয় না। অতএব শ্রীভগবানে স্বকীয় ভগবত্তানুভব এবং স্বশক্তি স্থানীয় নিত্য পরিকর জীবগণের প্রতি তদনুভাবন স্বসত্ত্বানুভবানন্দ-দান-বৈচিত্র্যরূপ হইতেছে। এইহেতু ইহাই শ্রীভগবানের পরিপূর্ণতা, এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের অপূর্ণতাশঙ্কা হইতে পারে না।

শ্রীভগবান নিত্য স্বতঃসিদ্ধ সম্রাটস্থানীয়। জীবসকল শক্তিহেতু নিত্য স্বতঃসিদ্ধ প্রজাস্থানীয়। অতএব পরস্পর প্রীতিও নিত্য স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। এস্থলে পরস্পর প্রীতিসূচক ভগবত্তারূপ সাম্রাজ্যের অনুভব এবং অনুভাবন নিত্য স্বতঃসিদ্ধ হইবে না কেন, তাহা অবশ্যই হইবে। যদ্যপি শ্রীভগবান্ উক্ত প্রকারে অপরিচ্ছিন্ন বস্তুসকলের সর্বদেশে সর্বকালে অনুভব করিতেছেন এবং স্বশক্তিভূত জীবগণকে অনুভব করাইতেছেন, তথাপি জীবগণ পরিচ্ছিন্নদর্শীহেতু উক্ত প্রকারে অপরিচ্ছিন্নভাবে অনুভব বিষয়ে অসমর্থ হইতেছেন। পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপকহেতু তদীয় চিৎশক্তিও সর্ব্বব্যাপিকাহেতু তিনিই উক্ত লক্ষণ অপরিচ্ছিন্ন বস্তু সকলের অনুভব বিষয়ে সমর্থ। জীববিশেষ তদনুগ্রহানুগৃহীত হইলেও পরিচ্ছিন্নদর্শীহেতু অবশ্য অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্ববস্তুর অনুভব বিষয়ে সমর্থ হইতে পারেন না। যাহা অসম্ভব তাহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না, যে যে-বিষয়ে অনধিকারী সে সে-বিষয়ে অধিকারী হইতে পারে না, এহেতু এস্থলে শ্রীভগবদনুগ্রহেও দুর্বলতাশঙ্কা হইতে পারে না। অতএব শ্রীভগবান লীলা শক্তি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইলেও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান অনন্তবৈকুণ্ঠাশ্রয় পরব্যোমাখ্যধামের প্রাকট্যাভিপ্রায়ে মায়াশক্তির

দুর্বলতাশঙ্কা নাস্তি।

তদেবং শ্রীভগবান্ লীলাশক্ত্যাপরিচ্ছিন্নোঽপি পরিচ্ছিন্নবৎপ্রতীয়মানানন্তবৈকুণ্ঠাশ্রয়-পরব্যোমাখ্যধাম্নঃ প্রাকট্যাভিপ্রায়ে মায়াশক্তেরংশিনীভূতা চিচ্ছক্ত্যা, তৎপ্রকাশ বিশেষরূপা-লীলাশক্ত্যা চ তদ্‌বহিঃকক্ষাস্থানীয়া-বিরজাসমুদ্রাখ্যা-মহাবৈকুণ্ঠ পরিখাভূতায়াং চিন্ময়ীনদ্যাং পূর্ব্ববদপরিচ্ছিন্নোঽপি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানানন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-গণানামনুভবং জীবান্ কারয়তি।

জীবাস্তত্র বিরজানদ্যাং সর্বদা আদ্যন্তহীনত্রিকালবর্তি-ব্রহ্মাণ্ডসমূহান্ অনুভবতি। তেষাং ব্রহ্মাণ্ডগণানাং প্রত্যেক-ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশভুবনানি পশ্যন্তি। সৃজনপালন-সংহরণলীলাং প্রলয়কালমপি পশ্যন্তি। মহাকল্পগত প্রতিকল্পস্য প্রতিমন্বন্তরস্য প্রতিযুগস্য ব্যাপার সমূহান্ পশ্যন্তি, শ্রীভগবতো কল্পাবতার-মন্বন্তরাবতার-যুগাবতার-শক্ত্যাবেশাবতার-গুণাবতার-পুরুষাবতারাণাং সমুদায়লীলায়া অপি সন্দর্শনং কুর্বন্তি। একদৈকত্র বিদ্যুৎপ্রবাহবদনুভবমাত্রে এষাং সন্দর্শনং ভবতি। যথা শ্রীভগবান্ মহাভারতযুদ্ধারম্ভেঽর্জ্জুনং স্বকীয়বিশ্বরূপস্য সন্দর্শনং কারয়ামাস, এতদ্দর্শনব্যাপারোঽপি তথা জ্ঞেয়ম্। জীবগণঃ স্বকীয় বিশুদ্ধচিত্তরূপশক্ত্যা শ্রীভগবতোঽনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাকারৈশ্বর্যবৈভবমিদম্ অপরিচ্ছিন্নমপি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানতয়ানুভবপদবীং লভতে।

যে তাবজ্জীবগণাস্তাদৃশব্রহ্মাণ্ডশোভামধ্যে প্রকটীভূত-স্বয়ংভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজলীলানুভবে বিমুগ্ধাঃ সন্তঃ ব্রজরাজনন্দনস্য পরম মাধুর্যেঽতিশয়বশী-ভবন্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমাকর্ষক-সুমধুর-শ্রীমূর্তৌ পতিভাবসম্ভাবনং কুর্বন্তি, ত এব পূর্বোক্ত

অংশিনীভূতা চিৎশক্তিদ্বারা এবং তৎপ্রকাশ বিশেষরূপা লীলা শক্তিদ্বারা তদ্‌বহিঃকক্ষাস্থানীয়া বিরজা সমুদ্রাখ্যা মহাবৈকুণ্ঠ দুর্গভূতা চিন্ময়ী নদীতে পূর্ববৎ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডশ্রেণীর অনুভব জীবগণকে করাইতেছেন।

জীবগণ সেই বিরজা নদীতে সর্বকালে অনাদ্যন্ত ত্রিকালবর্তী ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অনুভব করিতেছেন। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডগণের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশভুবন দর্শন করিতেছেন। সৃষ্টি-পালন-সংহার লীলার প্রলয়কালেরও দর্শন করিতেছেন। মহাকল্পগত প্রতিকল্পে প্রতি মন্বন্তরের প্রতিযুগের সকল ব্যাপার দর্শন করিতেছেন। শ্রীভগবানের কল্পাবতার মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, গুণাবতার এবং পুরুষাবতার সকলের সমুদায় লীলারও সন্দর্শন করিতেছেন। এক সময়ে এক স্থানে বিদ্যুৎ প্রবাহবৎ অনুভবমাত্রেই এই সকলের সন্দর্শন করিতেছেন।

যে প্রকার শ্রীভগবান মহাভারত যুদ্ধের আরম্ভকালে পাণ্ডব অর্জুনকে স্বকীয় বিশ্বরূপের সন্দর্শন করাইয়াছিলেন, এই দর্শন ব্যাপারও সেই প্রকার জানিতে হইবে। জীবগণ স্বকীয় বিশুদ্ধ চিত্তরূপ শক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাকার ঐশ্বর্যবৈভব অপরিচ্ছিন্ন হইলেও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানহেতু অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন।

যে সকল জীব সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডশোভা মধ্যে প্রকটীভূত স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলানুভবে মুগ্ধবৎ হইয়া ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যে অতিশয় বশীভূতবৎ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর শ্রীমূর্ত্তিতে পতিভাবের সংভাবন করিতেছেন, সেই সকল জীবই পূর্বোক্ত পরব্যোমাখ্য মহাবৈকুণ্ঠ শিরোবর্তী শ্রীগোলোক বৈকুণ্ঠধামে সেই শ্রীভগবানকে পতিরূপে লাভ করিতেছেন।

পরব্যোমাখ্যমহাবৈকুণ্ঠশিরোবর্তী শ্রীগোলোকধাম্নি তং ভগবন্তং পতিরূপেণ লভন্তে।

যে তাবজ্জীবাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমসৌন্দর্যমনুভবন্তস্তদীয় শ্রীমূর্তৌ পুত্রভাবসম্ভাবনং কুর্বন্তি, তে গোলোকধামনি তং শ্রীকৃষ্ণং পুত্ররূপেণ লভন্তে। অপরে শ্রীকৃষ্ণস্য পরমমাধুর্যে আকৃষ্টাস্তস্য সুমধুরশ্রীমূর্তৌ সখিভাবসম্ভাবনং কুর্বন্তি, তে তস্মিন্ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণং সখিরূপেণ প্রাপ্নুবন্তি। অন্যে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্য ব্রজযুবরাজত্বরূপসুমধুর লীলায়ামাকৃষ্ট চিত্তাস্তস্য সেবায়াং লোলুপাঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্তৌ প্রভুত্বসম্ভাবনং কুর্বন্তি, তে তদ্-গোলোকধাম্নি শ্রীকৃষ্ণং প্রভুরূপেণ প্রাপ্নুবন্তি। যে কেচিজ্জীবাঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনে যাদৃশী ভাবনাযুক্তাঃ, তে গোলোকধাম্নি শ্রীকৃষ্ণং তাদৃশ ভাবেন লভন্তে। ইতি।

যে জীবগণা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্য ন কেবলং সৌন্দর্যমাধুর্যগুণে বিমুগ্ধা, অপি তু কিঞ্চিদৈশ্বর্যানুভবং কুর্বন্তি, তে শ্রীগোলোকধাম্নি গমনংস্থিতিং বাহকৃত্বা শ্রীকৃষ্ণস্যান্যস্মিন্ বৈকুণ্ঠধাম্নি অবস্থিতিং লভন্তে। যে জীবগণা ঐশ্বর্যভাবনতারতম্যেন শ্রীকৃষ্ণমূর্তৌ পত্যাদিভাবযুক্তাস্তে শ্রীমাথুরবৈকুণ্ঠে দ্বারকাবৈকুণ্ঠে বা স্বকীয়ভাবানুসারেণ শ্রীবসুদেবনন্দনস্য সেবাং প্রাপ্নুবন্তি।

যে কেচিৎ শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুর্যানুভবসহিত পারমৈশ্বর্যস্যানুভবযুক্তাঃ, শ্রীবসুদেবপুত্রত্বাদিলীলাং ভক্তানুগ্রহায়ানুকরণমাত্রমিতি ভাবয়ন্তি। তে শ্রীমহাবৈকুণ্ঠধাম্নি শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীনারায়ণরূপে পরম প্রভুভাবেন লভন্তে। ইত্থং যে কেচিজ্জীবাঃ শ্রীভগবতোঽবতারান্তরস্য শ্রীমূর্তৌ প্রীতিযুক্তাস্তচ্ছ্রীমূর্তের্বৈকুণ্ঠধাম্নি ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রিত স্বীয়

যে সকল জীব শ্রীকৃষ্ণের পরম সৌন্দর্যের অনুভব করিয়া তদীয় শ্রীমূর্ত্তিতে পুত্রভাবের সংভাবন করিতেছেন, সেই সকল জীব উক্ত গোলোক বৈকুণ্ঠধামে সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিতেছেন। যে সকল জীব শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর শ্রীমূর্ত্তিতে সখিভাবের সংভাবন করিতেছেন, সেই সকল জীব উক্ত গোলোক বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে লাভ করিতেছেন। যে সকল জীব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজযুবরাজত্বরূপ সুমধুর লীলাতে মুগ্ধবৎ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাতে লালসা পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিতে প্রভুত্ব সংভাবন করিতেছেন, সেই সকল জীব উক্ত গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুরূপে লাভ করিতেছেন। এই প্রকার যে সকল জীব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ ভাব ধারণ করিতেছেন, উক্ত গোলোকে শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভাবে লাভ করিতেছেন।

যে সকল জীব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কেবল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যমাত্রগুণে বিমুগ্ধবৎ না হইয়া কিঞ্চিদৈশ্বর্য্যের অনুভব করিতেছেন, সেই সকল জীব শ্রীগোলোকবৈকুণ্ঠধামে গমন বা অবস্থিতি না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্য বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিতি করিতেছেন। যে সকল জীব ঐশ্বর্য্যভাবন তারতম্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে উক্ত ভাবসকল ধারণ করিতেছেন, সেই সকল জীব শ্রীমথুরা বৈকুণ্ঠে বা দ্বারকা বৈকুণ্ঠে নিজ নিজ ভাবানুসারে শ্রীবসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভ করিতেছেন।

যে সকল জীব শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যানুভব সহিত পারমৈশ্বর্য্যের অনুভব করিতেছেন, শ্রীবসুদেব পুত্রত্বাদিলীলাকে ভক্তানুগ্রহার্থে অনুকরণমাত্র ভাবনা করিতেছেন, সেই সকল জীব শ্রীমহাবৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীনারায়ণরূপে পরম প্রভুভাবে লাভ করিতেছেন। এই প্রকার যে সকল জীব শ্রীভগবানের যে অবতারের শ্রীমূর্তিতে প্রীতি

ভাবানুসারেণ, কেবলৈশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তদাসভাবেন বা তে জীবাস্তত্তচ্ছ্রীমূর্তেঃ সেবাং প্রাপ্নুবন্তি যে তাবজ্জীবা সেবালালসা ব্যতিরেকেণ যস্মিন্ শ্রীমূর্তৌ প্রীতিপরায়ণাঃ তস্য সালোক্যং, সামীপ্যং সারূপ্যং সার্ষ্টিং সাযুজ্যং বা ইচ্ছন্তি, তে তদিচ্ছানুরূপং লভন্তে।

যে জীবা শ্রীনারায়ণস্যাবতার বুদ্ধ্যা শিবস্য বিষ্ণোঃ গণেশস্য সূর্যস্য দুর্গায়া বা শ্রীমূর্তৌ প্রীতি-যুক্তাঃ, তে তু তত্তৎসাযুজ্যাদীন্ লভন্তে। যে জীবাঃ পরমেশ্বর বুদ্ধ্যা তদীয়দাস ভাবেন সকল শ্রীভগবন্মূর্তৌ প্রীতিযুক্তাস্তে, সর্ববৈকুণ্ঠ-ধাম্নি স্তুতি প্রণামাদি পরায়ণাঃ শ্রীবৈকুণ্ঠগত-দেবাদিলোকে বসন্তি।

শ্রীবৈকুণ্ঠধাম্নস্তত্ত্বং তদ্গতদেবাদিতত্ত্বমখিলবস্তু-তত্ত্বঞ্চ প্রাগ্ বর্ণিতমেব। শ্রীভগবদ্বৈকুণ্ঠধাম্নি ভাবতারতম্যেনৈবাবস্থিতিতারতম্যং ভবতি, ভাব-তারতম্যন্তু পশ্চাদ্বর্ণ্যতে। শ্রীমূর্তিবিশেষে সাযুজ্যং সমাধিমাত্রেণৈব ভবতি, তত্র ভাববিশেষস্য প্রয়োজনং নাস্তি।

যে জীবগণা শ্রীভগবতো ভগবত্তারূপপারমৈশ্বর্যে বিশেষাদরহীনাস্তে বৈকুণ্ঠধাম্নি গন্তুমবস্থাতুং বা নৈব শক্নুবন্তি।

পরব্যোমাখ্যমহাবৈকুণ্ঠে দুর্গভূতাবিরজানদ্যাং শ্রীভগবান্ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানাং ত্রিকালগত-চিত্রং যথা প্রদর্শয়তি, তথা তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত বেদাদিশাস্ত্রবাক্যানাঞ্চানুভবং কারয়তি। তৈঃ শাস্ত্রবাক্যার্থানুভবৈঃ সর্বে জীবাঃ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত বেদাদি শাস্ত্রাণাংতাৎপর্যসংবি-জ্ঞানে সমর্থা ভবন্তি। তথানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডব্যক্তী-কৃতাখিলভগবল্লীলায়া অখিল ব্যক্তিবর্গাণামখি-

---

ধারণ করিতেছেন, সেই শ্রীমূর্তির বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রিত নিজ ভাব দ্বারা বা কেবল ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত দাসভাব দ্বারা সেই সকল জীব সেই শ্রীমূর্তির সেবালাভ করিতেছেন। যে সকল জীব সেবালালসা ব্যতিরেকে যে শ্রীমূর্তিতে প্রীতিধারণ পূর্বক তল্লোকবাস বা তৎসামীপ্যলাভ বা তৎ-সারূপ্যলাভ অথবা তৎসমানৈশ্বর্যলাভ কিংবা তৎসাযুজ্যলাভ ইচ্ছা করিতেছেন, সেই সকল জীব সেইরূপ মুক্তিলাভ করিতেছেন।

যে সকল জীব শ্রীনারায়ণের অবতার জ্ঞানে শ্রীশিবের, শ্রীবিষ্ণুর, শ্রীগণেশের, শ্রীসূর্য্যের অথবা শ্রীদুর্গার শ্রীমূর্তিতে প্রীতিধারণ করিতেছেন। সেই সকল জীব তত্তৎসাযুজ্যাদি লাভ করিতেছেন। যে সকল জীব পরমেশ্বর-জ্ঞানে তদীয় দাস ভাবে যে সকল শ্রীভগবন্মূর্তিতে প্রীতিধারণ করিতেছেন, সেই সকল জীব সর্ববৈকুণ্ঠধামে স্তুতি প্রণামাদি পর থাকিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠগত দেবাদিলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। শ্রীবৈকুণ্ঠধামের তত্ত্ব এবং তদগত দেবাদিতত্ত্ব, আর অখিল বস্তুতত্ত্ব পূর্বে লিখিত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্ বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিতি-তারতম্য ভাব-তারতম্যেই হইয়া থাকে, ভাবের তারতম্য পরে লিখিত হইবে। শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তি-বিশেষে সাযুজ্যলাভ কেবল সমাধি মাত্রেই হইয়া থাকে, তাহাতে ভাব বিশেষের প্রয়োজন নাই। যে সকল জীব শ্রীভগবানের ভগবত্তারূপ পারমৈশ্বর্য্যে বিশেষাদর করেন না, সেই সকল জীব শ্রীভগবদ্ বৈকুণ্ঠধাম লাভ এবং তদ্ধামে অবস্থিতি করিতে পারে না।

শ্রীপরব্যোমাখ্য মহাবৈকুণ্ঠ দুর্গভূতা বিরজানদীতে শ্রীভগবান্ যে প্রকার অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিকাল গত চিত্র প্রদর্শন করাইতেছেন, অবশ্য সেই প্রকার তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত বেদাদি শাস্ত্র বাক্যেরও অনুভব করাইতেছেন, সেই সকল শাস্ত্রবাক্যার্থানুভব দ্বারা জীবগণ অনন্ত-

জীবানামখিলপদার্থানাঞ্চানুভববিষয়েঽপি সমর্থা ভবন্তি। তথাপি শ্রীভগবতোঽচিন্ত্যমাহশক্তেঃ পরম-প্রভাবানুভবেঽসমর্থবৎ প্রতীয়ন্তে। তস্মাৎ পরমমুক্তাবস্থায়ামপি জীবানাং বক্ষমানানুসারেণ ভাববৈচিত্র্যং প্রকটীভবতি।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বরূপভূতয়া স্বকীয়চিচ্ছক্ত্যা স্বরূপাভ্যন্তরেঽপরিচ্ছিন্নভাবেন সর্ববস্তূন, অনু. ভবতি। যতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বদা পরমাণু-পরমমহৎমধ্যমাকারেণ সর্বাননুভবতি। তাদৃশস্বানুভবো জীবানামননুভবাযোগ্যত্বাৎ তয়া স্বরূপভূতয়া চিচ্ছক্ত্যা স্বয়ং শ্রীভগবান্ অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গভেদেন প্রকাশদ্বয়ে প্রকটী ভবতি। ইমং বহিরঙ্গপ্রকাশমেবানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানাং সমাশ্রয়ো বিরজাসমুদ্র ইতি বর্ণিতোঽস্তি। অথান্তরঙ্গপ্রকাশমনন্তকোটি-বৈকুণ্ঠাকারেণ শোভিতং পরব্যোমাখ্যমহাবৈকুণ্ঠ-মিতি বর্ণিতোঽস্তি। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সমাশ্রয়-স্তদ্বহিরঙ্গপ্রকাশ এবান্তরঙ্গ প্রকাশসমারোহণ-স্যাত্যন্তবহিঃস্থিততত্ত্বে সমুৎপতনস্যে চ পরীক্ষা-স্থলম্। অস্মিন্ বহিরঙ্গপ্রকাশ প্রকটিতানন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে শ্রীভগবতো রূপ গুণ লীলানুভবেন যেষাং জীবানাং শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিবিশেষস্য পরম-মাধুর্যে পারমৈশ্বর্যে বা চিত্তসমাকর্ষণং ভবতি, তে জীবা অন্তরঙ্গপ্রকাশরূপে পরব্যোম বৈকুণ্ঠধাম্নি পূর্বোক্তপ্রকারেণ সমারোহন্তি। শ্রীভগবৎশ্রীমূর্তৌ অনাদরাভাসমাত্রে প্রকটিতে তদ্ধাম্নি আরোহণম-বস্থানঞ্চ ন ভবতি। শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিবিশেষে ঐকান্তিকীপ্রীতিরেব তত্তদ্বৈকুণ্ঠধামপ্রাপিকা ভবতি। শ্রীভগবতস্তদন্তরঙ্গপ্রকাশো ভক্তপ্রীতি-রসবৈচিত্র্যস্বরূপঃ, শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রীতিরসবৈ-চিত্র্যাকারেণৈব প্রকটিতত্বাৎ।

কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত বেদাদি শাস্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য সংবিজ্ঞানে সমর্থ হইতেছেন এবং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্তীকৃতাখিল ভবল্লীলার অখিল ব্যক্তিবর্গের অখিল জীব সমূহের এবং অখিল বস্তুর অনুভব বিষয়েও সমর্থ হইতেছেন। তথাপি শ্রীভগবানের অবিচিন্ত্যমহাশক্তির পরম প্রভাবানুভবে অসমর্থবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। অতএব পরম মুক্তাবস্থাতেও জীব সকলের বক্ষমাণরূপে ভাব বৈচিত্র্যের প্রাকট্য হইতেছে॥

স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপভূতা স্বকীয়া চিৎ-শক্তিদ্বারা স্বরূপাভ্যন্তরে অপরিচ্ছিন্ন সর্ববস্তুর অনুভব করিতেছেন। অর্থাৎ সর্বদেশে সর্বকালে পরমাণু-পরমমহৎ-মধ্যমাকারে সর্ববস্তুর অনুভব করিতেছেন। উক্তরূপ স্বানুভব জীবসকলের অনুভব যোগ্য না হওয়ায় সেই স্বরূপভূতা স্বকীয়া চিৎশক্তি দ্বারা স্বয়ং শ্রীভগবান অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রূপে প্রকাশ দ্বয়ে প্রকটিত হইতেছেন। এই বহিরঙ্গ প্রকাশকেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমাশ্রয় বিরজা সমুদ্ররূপে বর্ণন করা হইয়াছে এবং অন্তরঙ্গ প্রকাশকে অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠাকারে শোভিত পরব্যোমাখ্য মহাবৈকুণ্ঠরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডসমাশ্রয় উক্ত বিরজাখ্য বহি-রঙ্গপ্রকাশই অন্তরঙ্গ প্রকাশ সমারোহণের এবং অতি বহিঃস্থিত তত্ত্বে সমুৎপতনের পরীক্ষাস্থল হইতেছেন। এই বহিরঙ্গ প্রকাশ প্রকটিত অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত শ্রীভগবানের রূপ গুণলীলানুভব দ্বারা যে সকল জীবগণের শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তি বিশেষের পরমমাধুর্যে অথবা পারমৈশ্বর্যে চিত্তসমাকর্ষণ হয়, সেই সকল জীব উক্ত অন্তরঙ্গ প্রকাশরূপ পরব্যোম বৈকুণ্ঠধামে কথিতপ্রকারে সমারোহণ করেন। শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিতে অনাদরের গন্ধমাত্র প্রকটিত হইলে উক্ত ধামে আরোহণ এবং অবস্থান হয় না।

যে জীবাঃ শ্রীবিগ্রহমাধুর্যে আকৃষ্টচিত্তাঃ সর্বত্র সর্বদা নিখিলবস্তুনোঽভ্যন্তরে তৎশ্রীবিগ্রহস্য পরমাণু পরমমহৎ-মধ্যমাকারেণাস্তিত্বম্ অনুভবন্তি, তথা তাদৃশশ্রীমূর্তৌ সর্ব দেশকালোদ্ভবনিখিল-বস্তূনামস্তিত্বমনুভবন্তি, শ্রীভগবৎস্বরূপঘনবৈচিত্র্য রূপেণ শ্রীমূর্তি-ধামপরিকরাদীংশ্চানুভবন্তি, তে শ্রীভগবদ্‌বৈকুণ্ঠধাম্নি সমারোহণ-পূর্বকস্থিতিং লভন্তে ।

শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিমাধুর্যে চিত্তসমাকর্ষণাভাবে, শ্রীমূর্তৌ ঐকান্তিকী—পরমাপ্রীতিবিহীনে, তদ্-ধাম্নি অবস্থিতি-লালসা বর্জিতে চ শ্রীধাম্নি অবস্থানং ন সম্ভবতি। যথা লালসাতারতম্যে সালোক্যাদিলাভঃ, তথা লালসাভেদে সেবা-প্রাপ্তিভেদঃ, লালসামন্তরেণ তদপ্রাপ্তিশ্চ।

যে জীবাঃ শ্রীভগবন্ মূর্তিবিশেষস্য মাধুর্যেঽনা-কৃষ্টচিত্তাঃ, তস্মিন, ঐকান্তিকী পরমপ্রীতিরহিতা-তদ্ধাম্নি অবস্থিতিলালসা বর্জিতাশ্চ, কেবলং তাদৃশমহিমানুশীলনযুক্তাস্তৎ শ্রীবিগ্রহস্য লোম-কূপবিবরমাত্রমনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডসমাশ্রয়মিতি স্মরন্তি, তে জীবাস্তৎ শ্রীবিগ্রহে সাযুজ্যং লভন্তে। যে চ সমাধিযোগেন শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ বিশেষ-স্যানুশীলনরতাস্তে চ তত্র সাযুজ্যং গচ্ছন্তি।

যদ্যপি বৈকুণ্ঠধাম্নি বস্তুমাত্রমেব শ্রীভগবৎ স্বরূপঘন বৈচিত্র্যরূপং তথাপি আশ্রয়াশ্রিত ভেদাৎ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহাণাং প্রাধান্যমবশ্যমেব স্বীকরণীয়ম্ । তদ্ধামগত বস্তুমাত্রস্যাপরিছিন্ন-

শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিবিশেষে ঐকান্তিকী প্রীতিই তত্তদ্‌ বৈকুণ্ঠধাম প্রাপিকা হইয়া থাকেন। উক্ত শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ-প্রকাশ ভক্ত প্রীতিরস বৈচিত্র্য স্বরূপ, যেহেতু শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রীতিরস বৈচিত্র্যাকারেই প্রকটিত হইতেছেন।

যে সকল জীব শ্রীভগবন্মূর্তির মাধুর্যে আকৃষ্ট-চিত্ত হন, সর্বদেশে সর্বকালে সর্ববস্তুর অভ্যন্তরে সেই শ্রীভগবন্মূর্তির পরমাণু পরমমহৎ-মধ্যমাকারে অস্তিত্ব অনুভব করেন—পরমাণু পরমমহৎ-মধ্য-মাকার সেই শ্রীমূর্তিতে সর্বদেশের সর্বকালের এবং সর্ববস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করেন। শ্রীভগবৎ স্বরূপ ঘন বৈচিত্র্যরূপে শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তির শ্রীভগ-বদ্ধাম পরিকরাদির অনুভব করেন, সেই সকল জীব শ্রীভগবদ্‌ বৈকুণ্ঠ ধামে সমারোহণ পূর্বক অবস্থিতি করেন।

শ্রীভগবৎ-শ্রীমূর্তির মাধুর্যে চিত্ত-সমাকর্ষণ না হইলে, শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিতে ঐকান্তিকী পরমা প্রীতি না হইলে, শ্রীভগবদ্ধামে অবস্থিতি লালসা না হইলে, শ্রীভগবদ্ধামে অবস্থিতি হইতে পারে না। লালসার তারতম্যে সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য বা সমানৈশ্বর্য লাভ হয়, সেই প্রকার লালসাভেদে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তির সেবাপ্রাপ্তি বা সেবার অপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে সকল জীব শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিবিশেষের মাধুর্যে আকৃষ্ট চিত্ত হন না, শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিবিশেষে ঐকান্তিকী পরমাপ্রীতি ধারণ করেন না, তদ্ধামে অবস্থি-তির লালসা করেন না, কেবলমাত্র উক্তপ্রকার মাহাত্ম্যের অনুশীলন করেন এবং সেই শ্রীমূর্তির লোমকূপ মাত্রকে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমাশ্রয় রূপে ভাবনা করিয়া থাকেন, সেই সকলজীব সেই শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিতে সাযুজ্যলাভ করিয়া থাকেন। যে সকল জীব সমাধিযোগে শ্রীভগ-বৎ শ্রীমূর্তিবিশেষের অনুশীলন করেন, সে সকল জীবগণও সেই শ্রীমূর্তিতে সাযুজ্য লাভ করেন।

যদ্যপি শ্রীভগবৎ বৈকুণ্ঠধামে বস্তুমাত্রই শ্রীভগবৎস্বরূপ ঘন বৈচিত্র্যরূপ তথাপি আশ্র-য়াশ্রিত ভেদহেতু ভগবন্মূর্তি সকলের অবশ্য প্রাধান্য হয়।

ত্বেঽপি তাদৃশাশ্রয়াশ্রিতভাবাৎ শ্রীভগবদ্‌-বিগ্রহাণাং রোমবিবরমেবানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানামাশ্রয়রূপেণ পরিভাবনীয়ম্, বস্ত্বন্তরং বস্ত্বন্তরস্যাধারতয়া ন ভাব্যম্। কিঞ্চ প্রাকৃত প্রপঞ্চগতভেদমবলম্ব্য শ্রীভগবদ্‌ধাম্নি ভেদব্যবহারশ্চলতি, কেবলং শ্রীভগবদ্ধামগত বস্তুতত্ত্ববিচারে ভেদস্য নোদয়ঃ।

যদ্যপি বিরজা সমুদ্রস্তদ্‌গতব্রহ্মাণ্ডগণস্তদ্‌গত-বস্তুনিচ শ্রীভগবৎস্বরূপভূত চিৎশক্ত্যাবির্ভূতত্বাৎ তদীয়স্বরূপঘন-বৈচিত্র্যরূপাণি, তথাপি তানি ব্রহ্মাণ্ডানি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডানাং চিত্রত্বাৎ তদ্‌গত-ভেদস্য চাশ্রয়ো ভবন্তি। প্রাকৃত প্রপঞ্চগণমধ্যে শ্রীভগবন্মূর্তীনামাবির্ভাবঃ শ্রীভগবতো ভক্তবাৎসল্যগুণহেতুকোঽতি-দীনজনকৃপয়ৈব চ। যে চাপকৃষ্টজীবাস্তাদৃশ-ভগবদ্‌গুণান্ ন গণয়ন্তি, দম্ভং প্রকাশয়ন্তি চ, কদাপি তেষাং পরমমঙ্গলং ন স্যাৎ।

যদ্বস্তু স্বকীয়াচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেন বেদানামপ্যগম্যমন্বেষণীয়মেব—যদ্বাচা নাভ্যুদিতং,মনসা নানুভূতঞ্চ, তদ্‌ যদি স্বানুগ্রহপ্রকাশেন নয়নগোচরং ভবতি, তর্হি সুমন্দমতয়ো বিনা কস্তত্রানাদরং প্রকাশয়তি। নির্গুণতাবাচকশ্রুতয়ো গুণাতীত-স্বরূপমাত্রবোধনপরাঃ, নতু গুণরাহিত্যপ্রতিপাদিকাঃ, এতৎপূর্বমুক্তম্। যদ্বস্তুনো যঃ স্বরূপভূতনিত্য-গুণ স্তদ্‌বর্জনে তস্য বস্তুত্বমপি ন স্থাস্যতি। যথা-গ্নের্দাহিকাশক্তিমপহায়াগ্নিত্বং ন তিষ্ঠতি, অপাং প্লাবনীশক্তিবিয়োগে অপ্‌ত্বং ন তিষ্ঠতি, বায়োঃ

শ্রীবৈকুণ্ঠধামগত বস্তুমাত্রই অপরিচ্ছিন্ন হইলেও পূর্বোক্ত আশ্রয়াশ্রিতভাবহেতু শ্রীভগবন্মূর্তি সকলের লোমকূপই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় রূপে পরিভাবনীয় হন, অন্যবস্তু অন্যবস্তুর আধার রূপে ভাবনীয় হন না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগত ভেদ লইয়া শ্রীভগবদ্ বৈকুণ্ঠ ধামে ভেদব্যবহার হইয়া থাকে, কেবল শ্রীভগবদ্ধামগত পদার্থতত্ত্ববিচারে ভেদের উদয় হইতে পারে না। যদ্যপি বিরজা-সমুদ্র, তদ্গত ব্রহ্মাণ্ডগণ এবং তদ্গত বস্তুসকল ভগবৎস্বরূপভূতচিৎশক্ত্যাবির্ভূতাহেতু শ্রীভগবৎ-স্বরূপঘনবৈচিত্র্যরূপ হন, তথাপি উক্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সকলের চিত্রহেতু তদ্গত ভেদের আশ্রয় হইয়া থাকেন। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসকল মধ্যে শ্রীভগবন্মূর্তি সকলের আবির্ভাব, শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যগুণে এবং অতিদীনের প্রতি কৃপাগুণেই হইয়া থাকে। যে সকল অধমজীব উক্ত শ্রীভগবদগুণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া দম্ভ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পরমমঙ্গল কোনকালেই হয় না।

যে বস্তু স্বকীয়াচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে বেদ সকলেরও অগোচর, বেদ সকল যে বস্তুকে বাক্যদ্বারা বলিতে পারেন না এবং মনোদ্বারা অনুভবও করিতে পারেন না; সে বস্তু যদি স্বয়ং অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বক নেত্র-গোচর হন, তবে অতিশয় অধমভিন্ন কোন ব্যক্তি সেই পদার্থেতে অনাদর প্রকাশ করিতে পারে। নির্গুণতা বাচক শ্রুতি-বাক্য সকল গুণাতীত স্বরূপের বোধক মাত্র, কিন্তু গুণরাহিত্য প্রতিপাদক নয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

যে বস্তুর যাহা স্বরূপভূত নিত্যগুণ তাহা বাদ দিলে বস্তুর বস্তুত্বও থাকে না। যে প্রকার অগ্নির দাহিকা শক্তি বাদ দিলে অগ্নিত্ব থাকে না, জলের প্লাবনী শক্তি বাদ দিলে জলত্ব থাকে না, বায়ুর শোষনী চালনী শক্তি বাদ দিলে বায়ুত্ব থাকে না, আকাশের ছিদ্রদাতৃত্ব শক্তি বাদ দিলে আকাশত্ব থাকে না; সেই প্রকার পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীভগবানের সর্বশক্তিমত্ত্ব বাদ দিলে তত্ত্ব থাকে না। যে স্থানে অগ্নি সেই স্থানেই দহিকা শক্তি,

শোষণী-চালনী শক্তিবিহীনে বায়ুত্বং নাবতিষ্ঠতি, এবমাকাশস্য ছিদ্রদাতৃত্ব শক্তিমন্তরেণাকাশত্বং ন বিদ্যতে, তথা পরব্রহ্ম-পরমাত্ম-শ্রীভগবতঃ সর্বশক্তিমত্ত্বমন্তরেণ তত্ত্বং ন বিদ্যতে। যত্রাগ্নিস্তত্রৈব দাহিকাশক্তিঃ, যত্রাপস্তত্রৈব প্লাবনীশক্তিঃ, যত্র বায়ুস্তত্রৈব শোষনী-চালনীশক্তিঃ, যত্রাকাশস্তত্রৈব ছিদ্রদাতৃত্বশক্তিঃ, যত্র পরব্রহ্ম-পরমাত্ম শ্রীভগবান তত্রৈব সর্বশক্তি র্বিদ্যমানা।

যস্মাৎ শ্রীভগবতোঽপরিচ্ছিন্নতা, তস্মাত্তৎস্বরূপভূতাশক্তিরপি অপরিচ্ছিন্না, অতএব তদাবিস্কৃত বস্তূন্যপ্যপরিচ্ছিন্নানি। তদ্ বিরজা নদ্যন্তর্গতানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেষু শ্রীভগবতা নানাবতারলীলাপ্রদর্শিতে ঽপি যে জীবাঃ শ্রীভগবন্মূর্তিষু বিশেষাদরহীনাঃ, কেবলং তদীয়নির্বিশেষস্বরূপস্যানুশীলনরতাস্তে জীবা বিরজাসমুদ্রাদ্‌বহিঃস্থিতে শ্রীভগবদদ্যুমণি-কিরণস্থানীয়ে ব্রহ্মাখ্যনির্বিশেষস্বরূপে সমুৎপত্য তৎসাযুজ্যং লভন্তে। যস্মাদেষাং জীবানাং চিচ্ছক্তি প্রদর্শিত ব্রহ্মাণ্ডেষ্বপি পরিচ্ছিন্নবোধো জায়তে। তদনু চ তদন্তর্গতবস্তুষ্বপি তাদৃশবোধো ভবতি। তাদৃশদৃষ্ট্যা তন্মধ্যাবিস্কৃত-শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহেষ্বপি পরিচ্ছিন্নবোধঃ স্যাৎ। তস্মাৎ তেষ্ববজ্ঞাঽনাদরশ্চ ভবতি। তদ্দোষাত্তেষাং শ্রীবৈকুণ্ঠধাম্নি সমারোহণং ন ভবতি।

শ্রীমূর্তৌ অবজ্ঞয়া তদীয় ভগবত্তারূপ-পারমৈশ্বর্যেঽপ্যবজ্ঞা ভবতি। তয়া তেষামনুভবস্থানাৎ ভগবত্তারূপপারমৈশ্বর্যমন্তর্ধিয়তেঽভ্যন্তরে প্রবিষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। এবং পারমৈশ্বর্যে তদীয়স্বরূপাভ্যন্তরে প্রবিষ্টে তেঽভক্তজীবাস্তদীয় স্বরূপমাত্রমনুভবন্তি। যদ্যপি ভগবত্তারূপ-পারমৈশ্বর্যং স্বরূপা-

---

যে স্থানে জল সে স্থানেই প্লাবনী শক্তি, যে স্থানে বায়ু সে স্থানেই শোষণী চালনী শক্তি, যে স্থানে আকাশ সেই স্থানেই ছিদ্রদাতৃত্ব শক্তি, যে স্থানে পরব্রহ্ম-পরমাত্মা শ্রীভগবান, সেই স্থানেই সর্বশক্তি বিদ্যমানা আছেন।

অতএব শ্রীভগবানের অপরিচ্ছিন্নতা-হেতু তৎস্বরূপভূতা চিৎশক্তি অপরিচ্ছিন্না হন, এহেতু তদাবিস্কৃত বস্তুসকলও অপরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন। সেই বিরজা নদীগত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডগণের মধ্যে শ্রীভগবান নানাবতার লীলা প্রদর্শন করিলেও যে সকল জীব শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্ত্তি সকলে বিশেষাদর করেন না, কেবলমাত্র তদীয় নির্বিশেষ স্বরূপের অনুশীলন করেন, সেই সকল জীব উক্ত বিরজা সমুদ্রের বহিঃস্থিত শ্রীভগবৎ সূর্যের কিরণস্থানীয় ব্রহ্মাখ্য নির্বিশেষ স্বরূপে সংপতিত হইয়া তৎসাযুজ্য লাভ করেন। যেহেতু এসকল জীবের চিৎশক্তি প্রদর্শিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহেও পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান হয়। তদনুসারে তদন্তর্গত বস্তু সকলেও পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান হয়, তদ্দৃষ্টিতে তন্মধ্যে আবিস্কৃত শ্রীভগবনমূর্ত্তি সকলেও পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান হইয়া থাকে। শ্রীভগবন্মূর্ত্তিসকলে পরিচ্ছিন্নজ্ঞানহেতু সেইসকল শ্রীমূর্ত্তিতে অবহেলা এবং অনাদর হয়, সেই দোষে শ্রীভগবদ-বৈকুণ্ঠধামে সমারোহণ হইতে পারে না। শ্রীভগবন্মূর্ত্তিতে অবজ্ঞাহেতু তদীয় ভগবত্তারূপ পারমৈশ্বর্যেও অবজ্ঞা হইয়া থাকে। পারমৈশ্বর্যের অবজ্ঞাহেতু তাহাদের অনুভবস্থান হইতে উক্ত ভগবত্তারূপ পারমৈশ্বর্য অন্তর্হিত হন অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন। সেই ভগবত্তারূপ পারমৈশ্বর্য তদীয় স্বরূপাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই অভক্ত জীবগণ কেবল তদীয় স্বরূপমাত্রের অনুভব করেন। যদ্যপি ভগবত্তারূপ পারমৈশ্বর্যও স্বরূপের বহিঃস্থিত নয়, স্বরূপঘন বৈচিত্র্যমাত্র, তথাপি প্রীতিহীনতা ও বিকৃতজ্ঞানতাদোষে কেবল স্বরূপমাত্রের অনুভব করিতে পারেন

ন্নাতিরিচ্যতে—স্বরূপঘন বৈচিত্র্যমাত্রমেব, তথাপি তত্র প্রীতিহীনতয়া বিকৃতজ্ঞানতা—দোষাৎ স্বরূপমাত্রমনুভবিতুং শক্যন্তে, তদ্ঘনবৈচিত্র্যং স্বরূপভূতাঽবিচিন্ত্যমহাশক্তিঞ্চানুভবিতুং নার্হন্তি।

যদ্যপি ভক্তবৎসলঃ শ্রীভগবান্ কদাপি কুত্রাপি বৈকুণ্ঠ-বিহারলীলা বিরহিতো ন ভবতি। তথাপি প্রীতিনেত্রবর্জিতা-বিকৃতজ্ঞানান্ধজীবা—স্তদনুভবাযোগ্যা নির্বিশেষ স্বরূপমাত্রমনুভবন্তি। যদ্যপি চিদেকরসবস্তুনি কিরণ-কিরণমালীতি ভেদো ন সম্ভবতি, তথাপি চিদ্ঘন বৈচিত্র্য রূপ-ভগবত্তাশ্রয়ঃ শ্রীভগবান্ সুর্যস্থানীয়ঃ, চিন্মাত্র-সত্তারূপং নির্বিশেষং ব্রহ্ম তু কিরণ স্থানীয়ম্। অত্রাভ্যন্তরস্বরূপমেবোর্ধ্বপ্রদেশরূপেণ, বহিঃস্থিত স্বরূপমেবাধঃপ্রদেশরূপেণ চানুভূয়তে স্বীক্রিয়তে চ। অতএব বিরজাসমুদ্রাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মণি সম্পদ্যতে। পশ্চাদপ্যেবং জ্ঞাতব্যম্।

শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তানুসারেণাদ্বয়-তত্ত্বমেব প্রীতিমদ্ভক্তস্য প্রেমনেত্রেণ বৈকুণ্ঠধামা-শ্রয় ভগবদ্রূপেণানুভূয়তে। প্রেমনেত্রবিহীন সর্বমূল -জ্ঞানচক্ষুষা তদেব তত্ত্বং নির্বিশেষ ব্রহ্ম রূপে ণানুভূয়তে। অতো বিশেষানুভবো-ঽন্তঃপ্রদেশঃ উর্ধ্ব প্রদেশশ্চ সুর্যস্থানীয়ো ভবতি, সামান্যানুভবস্তু বহিঃপ্রদেশোঽধঃপ্রদেশশ্চ কিরণ স্থানীয়ো ভবতি, যথা তেজোঘন মণ্ডলাকারবৈচিত্র্যরূপং সুর্যমণ্ডলং তেজোমাত্রস্বরূপং তদীয়কিরণম্; তথা সচ্চিদানন্দ ঘনবৈচিত্র্যরূপো ভগবত্তাশ্রয়ঃ শ্রীভগবান্, সচ্চি-দানন্দমাত্রস্বরূপং নির্বিশেষং ব্রহ্ম। ভগবত্তায়াঃ প্রকাশনেনৈব পরব্রহ্মণঃ পরিপূর্ণতা, তদপ্রকা-শনেন তু তৎস্বরূপস্যাপূর্ণতা, শ্রীভগবৎ স্বরূপস্য নিরবচ্ছিন্নভগবত্তাশ্রয়ত্বাৎ।

তদ্ঘনবৈচিত্র্যের বা স্বরূপভূতা অবিচিন্ত্যমহা-শক্তির অনুভব করিতে পারেন না।

যদ্যপি ভক্তবৎসল শ্রীভগবান—কোন কালে কোন দেশেই স্বরূপভূতা চিৎশক্তিদ্বারা আবিষ্কৃত বৈকুণ্ঠবিহারলীলা রহিত হন না, তথাপি প্রীতি নেত্র-বর্জিত বিকৃত-জ্ঞানান্ধ জীবগণ তদনুভবে অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র নির্বিশেষ স্বরূপের অনু-ভব করিয়া থাকেন। যদ্যপি চিদেকরস বস্তুতে কিরণ-কিরণমালী ভেদ হইতে পারেনা, তথাপি চিদ্ঘনবৈচিত্র্য ভগবত্তাশ্রয় শ্রীভগবান সুর্যস্থানীয় এবং চিন্মাত্র সত্তারূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিরণস্থানীয় হন। এস্থলে অভ্যন্তর স্বরূপই উর্ধপ্রদেশরূপে বহিঃস্থিত স্বরূপই অধঃপ্রদেশরূপে অনুভূত বা স্বীকৃত হন। অতএব বিরজা সমুদ্র হইতে নির্বি-শেষ ব্রহ্মস্বরূপে সংপত্তন স্বীকার করা হয়, পরেও এইরূপ জ্ঞাতব্য।

শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত মতে—একমাত্র বস্তুই প্রীতিযুক্ত ভক্তের প্রেমনেত্রদ্বারা বৈকুণ্ঠা-শ্রয় ভগবদ্রূপে অনুভূত হন, প্রেমনেত্র বিহীন সর্বমূল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুভূত হন। অতএব 'বিশেষানুভব' অন্তঃপ্রদেশ, উর্ধ্বপ্রদেশ এবং সুর্যস্থানীয় হন। 'সামান্যা-নুভব' বহিঃপ্রদেশ, অধঃপ্রদেশ এবং কিরণ স্থানীয় হইয়া থাকেন। যে প্রকার তেজোঘন মণ্ডলাকার বৈচিত্র্যস্বরূপ সুর্যমণ্ডল, তজোমাত্র স্বরূপ তদীয় কিরণ। সেই প্রকার সচ্চিদানন্দ ঘনবৈচিত্র্যস্বরূপ ভগবত্তাশ্রয় শ্রীভগবান্, সচ্চিদা-নন্দমাত্র স্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম হন। ভগবত্তার আবিষ্কার দ্বারাই পরব্রহ্মের পরিপুর্ণতা হইয়া থাকে, ভগবত্তার অনাবিষ্কারে তৎস্বরূপের অপু-র্ণতা হয় — শ্রীভগবৎস্বরূপ নিরন্তর ভগবত্তাশ্রয়-হেতু। কেবলমাত্রানুভব স্বীকৃত নির্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণই নির্বিশেষ ব্রহ্ম রূপে উপাস্য হইয়া থাকেন।

কেবলানুভবস্বীকৃত-নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে সাযুজ্য-প্রাপ্তা জীবা এব নির্বিশেষ ব্রহ্ম-রূপেণোপাস্যো ভবতি। তস্মাৎ যে জীবা গুণাতীত-ব্রহ্মাখ্যনির্বিশেষ-স্বরূপস্যানুশীলনপরা ত এব তৎস্বরূপে সাযুজ্যং লভন্তে।

যে চান্যে তথা শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহেঽনাদরাৎ বিরজাসমুদ্রাখ্য-চিৎশক্তিসমাশ্রয় পরব্রহ্মণি প্রতিভাতমনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডমেব পরমেশ্বরস্য স্থুলবিগ্রহ রূপেণ ধ্যায়ন্তি, তৎসাক্ষী-তৎপ্রেরক-তন্‌মূলরূপং চিন্মাত্রং পরব্রহ্ম রূপং বিদুঃ, তে জীবা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমাশ্রয়ো যো মায়াশক্তিপ্রেরকঃ পরমাত্মা, তস্মিন্নেব সাযুজ্যং লভন্তে। যস্মাদেষামপি বিরজা প্রতিভাত ব্রহ্মাণ্ডেষু তদ্গতবস্তুষু তদাবির্ভূত শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহেষু চ পূর্ববৎ পরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টি র্ভবতি, তস্মাৎ শ্রীবিগ্রহেষু এতেষামবজ্ঞানাদরশ্চ জায়তে। অত এবৈষাং শ্রীবৈকুণ্ঠধাম্নি সমারোহণং ন ভবতি।

ব্রহ্মাণ্ডেষু তদ্গতবস্তুষু চ হেয়ত্বজ্ঞানাভাবাৎ পূর্ববন্নির্বিশেষ ব্রহ্মণি স্থিতিরপি ন ভবতি। পরন্তু মায়াশ্রয়পরমাত্মন্যেব সংপতনং ভবতি। মায়াশক্ত্যাশ্রয়-পরমাত্মস্বরূপস্তু নির্বিশেষ বিশুদ্ধা ব্রহ্মস্বরূপাদ্‌বহিঃ স্থিতবৎ প্রতীয়তে। ইমমেব কারণসমুদ্র ইত্যুচ্যতে।

অনাবিষ্কৃত-চিৎশক্তিক-শ্রীভগবৎস্বরূপমেব নির্বিশেষব্রহ্মোপাসকানামন্বেষণীয়ম্‌। অতএব মায়াশক্ত্যাশ্রয়পরমাত্মস্বরূপস্তদ্‌ গুণাতীত বিশুদ্ধ-স্বরূপাদ্‌বহিঃস্থিতবদ্‌ভাতি। বিরজা প্রতিভাত-ব্রহ্মাণ্ডানাং প্রেরকত্বেন শ্রীভগবতোঽপি পরমাত্মত্বং স্বীক্রিয়তে, নতু মায়াশক্তিপ্রেরকত্বেন।

যদ্যপ্যেকমেব পরতত্ত্বং পরব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি

উক্ত প্রকারে যে সকল জীব গুণাতীত ব্রহ্মাখ্য নির্বিশেষ স্বরূপের অনুশীলন করেন, সেই সকল জীব সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপে সাযুজ্যলাভ করেন। যে সকল জীব উক্ত প্রকারে শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে অনাদর পূর্বক বিরজা সমুদ্রাখ্য চিৎশক্তি সমাশ্রয় পরব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকেই পরমেশ্বরের স্থূল বিগ্রহ-রূপে ধ্যান করেন; তৎসাক্ষী, তৎপ্রেরক তন্মুল-রূপে চিন্মাত্র পরব্রহ্মস্বরূপকে ভাবনা করেন, সেই সকল জীব অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমাশ্রয় যে মায়াশক্তি প্রেরক পরমাত্মা, সেই স্বরূপেই সাযুজ্যলাভ করেন। যে হেতু এই জীবগণেরও বিরজাসমুদ্র প্রতিভাত ব্রহ্মাণ্ডসমূহে, তদ্গত বস্তুসমূহে এবং তদাবির্ভূত শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ সকলে পূর্ববৎ পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান হয়। অতএব শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিসমূহে অবজ্ঞা এবং অনাদর হয়। এ হেতু জীবগণের শ্রীভগবৎ বৈকুণ্ঠধামে সমারোহণ হয় না। ব্রহ্মাণ্ড সমূহে এবং তদগত বস্তু-সমূহে হেয়ত্বজ্ঞান না থাকা হেতু পূর্ববৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিও হয় না; কিন্তু মায়াশক্তি-সমাশ্রয় পরমাত্ম-স্বরূপেই সংপতন হইয়া থাকে। মায়াশক্তি-সমাশ্রয় পরমাত্ম-স্বরূপ---নির্বিশেষ বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে বহিঃস্থিত হন। এই স্বরূপকেই কারণ সমুদ্র বলা হয়।

অনাবিষ্কৃত চিৎ-শক্তিক শ্রীভগবৎস্বরূপকেই নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকগণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, অতএব মায়াশক্তি-সমাশ্রয় পরমাত্মস্বরূপ সেই গুণাতীত বা বিশুদ্ধ স্বরূপ হইতে বহিঃস্থিতবৎ হন। বিরজাসমুদ্র-প্রতিভাত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের প্রেরকত্বহেতু শ্রীভগবানেরও পরমাত্মত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা মায়াশক্তি প্রেরকত্ব নয়।

যদ্যপি একমাত্র পরতত্ত্ব বস্তুই পরব্রহ্ম নামে, পরমাত্ম নামে এবং শ্রীভগবন্নামে কথিত হন,

ভগবানিতি চ শব্দ্যতে, তথাপি লীলামর্যাদানুসারাদ্ বিভিন্ন লীলাশ্রয় দৃষ্ট্যা পৃথক্ পৃথক্ নাম্নি-ভাষ্যতে। শ্রীপরমভাগবত ব্যতিরেকেণান্যো-পাসকানামস্মিন্ সিদ্ধান্তে প্রবেশাধিকারোঽপি নাস্তি।

ইমে পরমাত্মোপাসকা মায়িকবিশ্বস্য সৃষ্টিকালাদাপ্রলয়ং সত্য লোকাদি লোকচতুষ্টয়ে বসন্তি, প্রলয়ারম্ভাৎ পুনঃসৃষ্টিংযাবৎ পরমাত্মনি লীনাস্তিষ্ঠন্তি। এতে পুনঃ প্রকৃত্যন্তর্যামি বিরাড়ন্তর্যামি ব্যষ্টিজীবান্তর্যামীনামুপাসনাভেদাৎ ত্রিবিধা ভবন্তি। যে জীবা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডং ধ্যাত্বা তদন্তর্যামিরূপং পরমাত্মানম্ উপাসন্তে, তে প্রকৃত্যন্তর্যাম্যুপাসকা ইত্যুচ্যন্তে। যতো মূল প্রকৃতিরেবানন্তকোটি জগদাকারেণাভিব্যক্তা তদভিমানিনী ভবতি। যে জীবা ব্রহ্মাণ্ডবিশেষান্তর্গতচতুর্দশলোকং ধ্যাত্বা তদন্তর্যামিরূপং পরমাত্মানমুপাসন্তে, তে বিরাড়ন্তর্যাম্যুপাসকা ইত্যুচ্যন্তে। বিধাতৃব্রহ্মৈব চতুর্দশ ভুবনগতসর্ব জীবাভিমানী সর্বস্থূল দেহাভিমানী চ তস্মাদ্‌বিরাড় ইত্যুচ্যতে যে জীবা ব্যষ্টিজীবান্তর্যামিরূপং পরমাত্মানমুপাসন্তে, তে ব্যষ্টিজীবান্তর্যাম্যুপাসকা ইত্যাখ্যায়ন্তে। প্রতিজীবং ব্যষ্টিজীবেতি কথ্যতে যস্মাদেকৈকো জীব একৈকদেহাভিমানী ভবতি। পূর্বোক্তা উপাসকা স্বকীয়ধ্যেয়বিষয়মেব পরমাত্মবিগ্রহং স্বীকুর্বন্তি। এতে ক্রমেণোত্তরোত্তরং নিকৃষ্টোপাসকাঃ। প্রাকৃত্যন্তর্যামী প্রথমপুরুষেতি, বিরাড়ন্তর্যামী দ্বিতীয়পুরুষেতি, ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী তৃতীয়পুরুষেতি কথ্যতে। মহাপুরুষত্রয়ং শ্রীভগবতো পুরুষাবতারেতি ভণ্যতে।

নির্বিশেষব্রহ্মোপাসকা পরমাত্মোপাসকাশ্চ শ্রীভগবচ্ছ্রীবিগ্রহে বিশেষাদররহিতা অপি স্বকীয়োপাস্য-

---

তথাপি লীলামর্যাদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লীলাশ্রয় দৃষ্টিতে পৃথক নামে কথিত হইয়া থাকেন। শ্রীপরম-ভাগবত ব্যতিরেকে অন্যোপাসকগণের এই সিদ্ধান্তে প্রবেশাধিকারও হয় না।

এই পরমাত্মোপাসকগণ মায়িকবিশ্বের সৃষ্টিকাল হইতে সংহার কাল পর্যন্ত ব্রহ্মলোকাদি লোকচতুষ্টয়ে অবস্থিতি করেন, প্রলয়ারম্ভ হইতে পুনঃ সৃষ্টিকালের পূর্ব পর্যন্ত পরমাত্ম স্বরূপে সাযুজ্য লাভ করেন। এই পরমাত্মার উপাসকগণ প্রকৃত্যন্তর্যামীর, বিরাড়ন্তর্যামীর এবং ব্যষ্টিজীবান্তর্যামীর উপাসনা ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। (ক) যে সকলজীব অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ধ্যান পূর্বক তদন্তর্যামি-রূপ পরমাত্মার উপাসনা করেন, সেই সকল জীব প্রকৃত্যন্তর্যামীর উপাসক। যেহেতু মূল প্রকৃতিই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডাকারে ব্যক্তা, অতএব তদভিমানিনী হইয়া থাকেন। (খ) যে সকল জীব ব্রহ্মাণ্ডবিশেষের অন্তর্গত চতুর্দশ ভুবনের ধ্যানপূর্বক তদন্তর্যামিরূপ পরমাত্মার উপাসনা করে, সেই সকল জীবকে বিরাড়ন্তর্যামীর উপাসক বলা হয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই চতুর্দশ ভুবনগত সর্বজীবাভিমানী হন, সর্বস্থূল দেহাভিমানী হেতু বিরাটনাম ধারণ করেন। (গ) যে সকল জীব ব্যষ্টিজীবের অন্তঃর্যামিরূপ পরমাত্মার উপাসনা করেন, সেই সকল জীব ব্যষ্টি জীবান্তর্যামির উপাসক নামে খ্যাত হন। প্রত্যেক জীবকেই ব্যষ্টিজীব বলা হয়, যেহেতু এক এক জীব এক এক দেহাভিমানী হইয়া থাকেন। উক্ত উপাসকগণ নিজ নিজ ধ্যেয় বিষয়কেই পরমাত্মাবিগ্রহরূপে স্বীকার করেন। এই ত্রিবিধোপাসক ক্রমে পরপর নিকৃষ্ট হইয়া থাকেন। প্রকৃত্যন্তর্যামী 'প্রথম পুরুষ' নামে, বিরাড়ন্তর্যামী 'দ্বিতীয় পুরুষ' নামে এবং ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী 'তৃতীয় পুরুষ' নামে কথিত হন। এই সকল মহাপুরুষকে শ্রীভগবানের পুরুষাবতার বলা হয়।

স্বরূপং শ্রীভগবৎস্বরূপান্তর্ভূ্তং স্বীকুর্বন্তি।

যেষাং জীবানাং বিরজাগতব্রহ্মাণ্ডসমূহস্য তন্মধ্যগতবস্তুসকলস্য তন্মধ্যাবির্ভূত শ্রীভগবল্লীলাদের্বেদাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্তস্য চানুভবাত্তে শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহাদৌ আদরো ন জায়তে, তদবতারবুদ্ধ্যা মুখ্যদেববিশেষেষু চ। তে জীবা সংসারদুঃখে নিপতন্তি। তেষাং চিত্তমুগ্ধকরা বহিঃসৌন্দর্যবিষয়া এব, বস্তুবিশেষস্য মহিমনি, অন্তর্নিহিততত্ত্বে বা তেষাং চিত্তপ্রবেশোনাস্তি। অতএব শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য মাহাত্ম্যাননুভবাৎ শ্রীবিগ্রহস্য প্রভাবমাধুর্যৈনৈষাং জীবানাং চিত্তাকর্ষণং ন ভবতি। কিঞ্চ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে আদরাভাবাদনাদরো জায়তে। যদ্যপি শ্রীবিগ্রহস্য স্বতঃসিদ্ধগুণেষু চিত্তাকর্ষণং সম্ভবতি, তথাপি প্রাকৃতবিষয়াস্তরাসক্তচিন্তানাং তদাকর্ষণমসম্ভবমেব। অন্যথাঽসুরস্বভাবদূষিতানাং চিত্তমপি শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শনে সমাকৃষ্টমভূৎ, পরন্তু তন্ন দৃশ্যতে। আসুর স্বভাব দূষিতানাং বার্তাদূরেঽস্তু ঐকান্তিকী প্রীতিব্যতিরেকেণাতিশয়পুণ্যশীলানাং (মহাযোগীন্দ্রাণাং পরম তত্ত্বজ্ঞানাঞ্চ) চিত্তমপি নাকৃষ্যতে। বহিঃসৌন্দর্য মাত্রাকৃষ্টত্বাৎ তদভ্যন্তরনিহিত-তত্ত্বেঽপি তেষাং জীবানাং চিত্তং প্রবেষ্টুং নার্হতি। অতএব তে কেবলং পরিচ্ছিন্নদৃষ্ট্যা বহির্বিষয়নিষ্ঠা ভবন্তি।

শ্রীভগবতশ্চিচ্ছক্তিরেব ব্যতিরেকভাবেন মায়াশক্তেরংশিনী, মায়াশক্তিস্তৎচিচ্ছক্তেরংশরূপা। যদ্যপি চিচ্ছক্তিমধ্যে মায়ায়াঃ প্রবেশো নাস্তি। তথাপি বহির্মুখজীবান্‌প্রতি স্বয়ং চিচ্ছক্তিরেব মায়াশক্তিবদাক্রম্য তান্‌মায়ায়াং নিক্ষিপতি। যতস্তে জীবাঃ চিচ্ছক্তি সমাবিষ্কৃতাপরিচ্ছিন্নবস্তুষু পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিং কুর্বন্তি, শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদিষ্বপি

পূর্বোক্তনির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকগণ এবং এই পরমাত্মোপাসকগণ শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে বিশেষাদর করেন না, তথাপি নিজ নিজ উপাস্য স্বরূপকে শ্রীভগবৎস্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন।

যে জীবগণের বিরজা সমুদ্রগত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের তন্মধ্যগত বস্তুসমূহের, তন্মধ্যাবির্ভূত শ্রীভগবল্লীলাদির এবং বেদাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্তের অনুভবাত্তে শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহাদিতে আদর হয় না, তদবতার বুদ্ধিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মুখ্যদেববিশেষেও আদর হয় না, সেই সকল জীব সংসাররূপ দুঃখে নিপতিত হন। এই জীবগণের কেবল বহিঃসৌন্দর্যেই চিত্তমুগ্ধ হয়, বস্তুবিশেষের মাহাত্ম্যে বা অভ্যন্তর নিহিত তত্ত্বে চিত্তপ্রবেশ করে না। অতএব শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্যের অননুভবহেতু শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্যদ্বারা এই জীবসমূহের চিত্তের আকর্ষণ হয় না। এহেতু সেই শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে আদর না হইয়া অনাদর হইয়া থাকে। যদ্যপি শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহের স্বতঃসিদ্ধগুণে চিত্তের আকর্ষণ সম্ভব হয়, তথাপি অন্যবিষয়াসক্তচিত্তের তদাকর্ষণ অসম্ভব হয়; অন্যথা আসুর স্বভাব দুষিত ব্যক্তিগণের চিত্তও শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ সংন্দর্শনে সমাকৃষ্ট হইত, কিন্তু তাহা দেখা যায় না। আসুর স্বভাব দূষিত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক শ্রীভগবৎশ্রীবিগ্রহে ঐকান্তিকী প্রীতি ব্যতিরেকে তাহাতে অতিশয় পুণ্যশীল ব্যক্তির চিত্তও আকৃষ্ট হয় না, (মহাযোগীন্দ্রের চিত্তও আকৃষ্ট হয় না, পরম তত্ত্বজ্ঞের চিত্তও আকৃষ্ট হয় না।) উক্ত জীবগণের চিত্ত কেবলমাত্র বহিঃসৌন্দর্যে আকৃষ্টহেতু তদভ্যন্তরে নিহিত তত্ত্বেও প্রবেশ সামর্থ্য লাভ করে না, অতএব তাঁহারা কেবলমাত্র পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে বহির্বিষয় নিষ্ঠ হন।

ব্যতিরেকভাবে শ্রীভগবানের চিৎশক্তিই মায়াশক্তির অংশিনী হন, মায়াশক্তি ঐ চিৎশক্তির

তেষামপরিচ্ছিন্নদৃষ্টির্ন ভবতি। তথাস্থিতেঽপি তদভ্যন্তরে পরমাত্মস্বরূপে নির্বিশেষব্রহ্মস্বরূপে বা তেষাং চিত্তং ন প্রবিশতি। তে জীবা মায়ায়াং নিপত্য তত্রানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডমনু ভবন্তি, তন্মধ্যগত বিষয়মাধুর্য্যেণ তেষাং চিত্তং সমাকর্ষতি, ন তু তত্র প্রকটিত শ্রীভগবদবতার প্রপঞ্চনলীলাদিনা। যতস্তেষু তেষামাদরো ন ভবতি। শাস্ত্রোপদেশেঽপি তেষাং চিত্তসমাকর্ষণং ন ভবতি। অতএব পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনশ্চ তত্ত্বজ্ঞানাত্তে দূরে বর্তন্তে। বিষয়াভিধ্যানমাত্রং ভবতি, 'এতদ্বস্তুনিচয়াঃ কিমীদৃশাঃ?' ইতি ভাবনয়া তেষাং চিত্তং তদাকারং ভজতে। পুর্বং চিদচিচ্ছক্তিমধ্যে শ্রীভগবতো যেষাং রূপগুণলীলাদীনামনুভূতিরাসীত্তথা শাস্ত্রোপদেশানাং তদুপদেশবাক্যেন পরব্রহ্ম-পরমাত্মশ্রীভগবতস্তত্ত্বানাঞ্চানুভূতিরাসীৎ তাসাং পুনস্তদাঽভিধ্যানং ন ভবতি।

অথ তৎপরিচ্ছিন্ন-বিষয়গতশব্দ-স্পর্শরূপরসগন্ধাত্মক গুণেষু উত্তমতা বুদ্ধির্জায়তে। এতে গুণা এবাত্যুত্তমাঃ, ন পুনঃ পূর্বানুভূত শ্রীভগবৎতত্ত্ব জ্ঞানাদিকমপি ইত্থং বোধো ভবতি, ততস্তেষু বিষয়গুণেষু অত্যাসক্তিবশাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্ম-শ্রীভগবৎস্বরূপৈশ্বর্যানুভবস্য বিস্মরণং ভবতি। ততঃপরং তত্তদ্ বিষয়ানাং সম্ভোগবাসনা উদেতি। তদনন্তরং সা বাসনৈবাতি বৃদ্ধ্যা কামাকারেণ পরিণমতি, ততস্তেষাং জীবানাং মুক্তাবস্থা বিলুপ্যতে। অথ তে মুক্তা ইতি ন পরিগণ্যন্তে। তদনন্তরং তত্তদ্ বিষয়ভোগোপযুক্ত মনুষ্যদেহ প্রাপ্তির্ভবতি।

পশ্চাত্তস্মিন্ মনুষ্যদেহে আত্মাভিমানমুৎপদ্যন্তে 'ইমং দেহ রূপোঽহম্' এতাদৃশং জ্ঞানঞ্চ ভবতি।

অংশরূপা হইয়া থাকেন। যদ্যপি চিৎশক্তিমধ্যে মায়াশক্তির প্রবেশ নাই, তথাপি উক্ত বহির্মুখ জীবগণের প্রতি স্বয়ং চিৎশক্তিই মায়াশক্তিবৎ আক্রমণপূর্বক সেই সকল জীবকে মায়াশক্তিতে নিক্ষেপ করেন। যেহেতু উক্ত জীবগণ চিৎশক্তি সমাবিষ্কৃত অপরিচ্ছিন্ন বস্তু সকলে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি করেন এবং শ্রীভগবদ্ বিগ্রহাদিতেও তাহাদের অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি হয় না। উক্ত বস্তুসকলে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি হইলেও তদভ্যন্তরে পরমাত্ম স্বরূপে বা নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে তাহাদের চিত্ত প্রবেশ করে না। সেই সকল জীব মায়াশক্তি মধ্যে নিপতিত হইয়া তন্মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনুভব করেন। পূর্ববৎ সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত শব্দাদি বিষয় মাধুর্য্য দ্বারা তাহাদের চিত্ত সমাকৃষ্ট হয়, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত শ্রীভগবদবতার প্রপঞ্চন লীলাদি দ্বারা চিত্ত সমাকৃষ্ট হয় না; যেহেতু সেই সকলে তাহাদের আদর হয় না। শাস্ত্রোপদেশেও তাহাদের চিত্ত সমাকৃষ্ট হয় না। অতএব পরব্রহ্মস্বরূপের ও পরমাত্মস্বরূপের তত্ত্ব জ্ঞান হইতে দূরীভূত হন। কেবলমাত্র সেই সকল বিষয়ের অভিধ্যান হয়। এই সকল বস্তু কি এইরূপ? ভাবনা পূর্বক তাহাদের চিত্ত তদাকারে আকারিত হয়। পূর্বে চিৎশক্তি মধ্যে এবং মায়াশক্তি মধ্যে যে সকল শ্রীভগবানের রূপগুণলীলাদির অনুভব করিয়াছিলেন এবং যে সকল শাস্ত্রোপদেশ অনুভব করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ বাক্যদ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্ম শ্রীভগবানের যে তত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সকলের অভিধ্যান আর সেকালে হয় না।

তদনন্তর সেই সকল পরিচ্ছিন্ন বিষয়গত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাত্মক গুণেই উত্তমতা জ্ঞান হয়, এই সকলই অতি উত্তম, আর পূর্বানুভূত শ্রীভগবৎতত্ত্ব জ্ঞানাদি কিছুই উত্তম নয়, এইরূপ

তেন দেহেন বিষয়-ভোগং বিধিনিষেধ-কর্মাচরণঞ্চ করোতি। বৈধকর্মানুষ্ঠানেন স্বর্গভোগানন্তরমিহ সৎকুলজাতঃ পুনঃ কর্মানুষ্ঠীয়তে। নিষিদ্ধাচরণেন নরকাদিভোগানন্তরং স্থাবরকীটপক্ষি পশুদেহধারণ মন্ত্যজাদিদেহধারণঞ্চ করোতি। ঈদৃশঃ কর্মাধীনঃ সময়ে পুরুষদেহং, সময়ান্তরে স্ত্রীদেহং বা কালে ক্লৈব্যং বা ভজ্যতে। কদাচিদ্, দেবদেহং, পশ্বাদি দেহং মনুষ্যদেহং বা প্রাপ্নোতি। এবং জন্মমৃত্যু-প্রবাহরূপে সংসারে নিপতন্তি বিষয়বিমুগ্ধা জীবাঃ।

যে জীবাস্তদ্ বিরজাখ্য-চিচ্ছক্তিমধ্যে ঽনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানাং তন্মধ্য গত বস্তূনাঞ্চানুভবাৎ পরমাসুরভাবালম্বনেন শ্রীরুদ্রে শ্রীগণেশে শ্রীসবিতরি শ্রীদুর্গায়াঞ্চ শ্রীভগবদ্ বিষ্ণোরবতার দৃষ্টিং বিনা স্বতন্ত্র পরমেশ্বরদৃষ্টিসংস্থাপনেন তন্নিষ্ঠা ভবন্তি, তৎকল্পিত পরমেশ্বরনিষ্ঠয়া তদ্‌বিরজামধ্যগতব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তত্তদ্দেবনিত্যধাম্নি সাযুজ্যাদীন্ লভন্তে। তন্মুখ্যদেবেষু নির্বিশেষপরব্রহ্মণোঽবতারজ্ঞানে জাতে নির্বিশেষসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি। অথ যদি শ্রীবিষ্ণোরবজ্ঞাপূর্বক-স্তত্তদ্দেবানামুপাসকা ভবন্তি তর্হি তদপরাধদোষাৎ পূর্বোল্লিখিত প্রকারেণ বিষয়াকৃষ্টা মায়িক-বিশ্বে নিপতন্তি, তেষামাসুরভাবঃ প্রবলঃ। এতে বিষয়াঃ পূর্বং দেবতত্ত্বনির্ণয়কালে লিখিতাঃ সন্তি। যেষাং জীবানাং নির্বিশেষ-

---

জ্ঞান হয়। তদনন্তর সেই সকল বিষয় গুণে অতিশয় আসক্তি হেতু পরব্রহ্ম-পরমাত্ম-শ্রীভগবানের স্বরূপৈশ্বর্য্য-মাধুর্যানুভবের বিস্মরণ হয়। পরে সেই সকল বিষয়ের সম্ভোগ বিষয়ে বাসনা হয়। তদনন্তর সেই বাসনা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইয়া কামাকারে পরিণতা হয়। তদনন্তর সেই সকল জীবগণের মুক্তাবস্থার বিলোপ হয়, আর তাহারা মুক্তরূপে পরিগণিত হন না। তদনন্তর সেই সকল বিষয়ভোগের উপযুক্ত মনুষ্যদেহ লাভ হয়।

পরে সেই মনুষ্যদেহে আত্মাভিমান হয়। 'আমি এই দেহরূপ' ইত্যাকার জ্ঞান হয়, সেই দেহ দ্বারা বিষয়সকলের ভোগ করে এবং বিধি-নিষেধাত্মক কর্মেরও আচরণ করে। বৈধ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গভোগাদি লাভ হয়, তদনন্তর সৎকুলে জন্মলাভ পূর্বক পুনর্বার কর্মের অনুষ্ঠান করে। নিষিদ্ধাচরণ দ্বারা নরকাদি-ভোগ করে। তদনন্তর স্থাবর দেহ ধারণ, কীট পক্ষী পশুদেহ ধারণ, অন্ত্যজাদি দেহ ধারণ করে। এই প্রকার কর্মাধীন হইয়া কোন কালে পুরুষদেহ ধারণ করে, কোন কালে স্ত্রীদেহ ধারণ করে, কোন কালে বা উভয় বর্জিত হয়। কোন কালে দেব দেহ ধারণ করে, কোন কালে পশ্বাদি দেহ ধারণ করে, কোন কালে মনুষ্য দেহ লাভ করে। এই প্রকার জন্মমৃত্যু প্রবাহরূপ সংসারে নিপতিত হয়।

যে সকল জীব সেই বিরজা সমুদ্রাখ্য চিৎশক্তি মধ্যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং তন্মধ্যগত বস্তু সকলের অনুভব, পরে আসুর ভাবের অবলম্বন পূর্বক শ্রীরুদ্রে, শ্রীগণেশে, শ্রীসূর্যে এবং শ্রীদুর্গাতে শ্রীভগবদ্ বিষ্ণুর অবতার দৃষ্টি না করিয়া স্বতন্ত্র পরমেশ্বর দৃষ্টি সংস্থাপনপূর্বক তন্নিষ্ঠ হন, সেই কল্পিত পরমেশ্বর নিষ্ঠা দ্বারা সেই বিরজা সমুদ্র মধ্যগত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থিত তত্তদ্দেব-নিত্যধামে সাযুজ্যাদি লাভ করেন। উক্ত মুখ্য দেব সকলে নির্বিশেষ পরব্রহ্মের অবতার জ্ঞান হইলে নির্বি-শেষ সাযুজ্য লাভ করেন। যদি শ্রীভগবদ্-বিষ্ণুতে অবজ্ঞাপূর্বক উক্ত দেবগণের উপাসক হন, তবে সেই অপরাধ দোষে পূর্বলিখিত প্রকারে বিষয়াকৃষ্ট হইয়া মায়িক বিশ্বে নিপতিত হন,

ব্রহ্মণি স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টির্ভবতি, শ্রীবিষ্ণুস্বরূপে জ্ঞানাভাবঃ, পরমাত্মস্বরূপেঽপি তথা, তেষাং শ্রীবিষ্ণৌ অনাদরবতাং পূর্বোক্ত দিশা বিষয়াকৃষ্টতাদোষাৎ মায়িকবিশ্বেঽবপতনং স্যাৎ।

যস্যামুপাসনায়াং শ্রীবিষ্ণোঃ প্রাধান্যং নাস্তি তত্র শান্তেরপি তথা। অতএব শ্রীবিষ্ণুপ্রাধান্য-বিহীনান্যমুখ্যদেব-সাযুজ্যাদ্ ব্রহ্মসাযুজ্যাৎপরমাত্মসাযুজ্যাচ্চ পূর্ববৎ পতনাশঙ্কা বিদ্যতে। শ্রীবিষ্ণুমাহাত্ম্যং তদনাদরদোষশ্চ বহুশো লিখিতঃ।

অত্রেয়মাশঙ্কা— শাস্ত্রেষু শ্রূয়তে, জীবানাং মুক্তিলাভানন্তরং সংসারে পুনরাবৃত্তির্ন ভবতি। শ্রীশিবাদিরূপ পরমেশ্বরসাযুজ্যাৎ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-সাযুজ্যাচ্চ পুনঃ কথং জীবা বিষয়াকৃষ্টাঃ সংসৃতৌ গন্তুর্মর্হন্তি? যে জীবাঃ সাযুজ্যং প্রাপ্তাস্তেষামন্তঃ-করণং বিলীয়াশ্রয়াকারেণাকারিতং ভবতি, পুনস্তদন্তঃকরণস্য বিষয়ানুভবঃ কথং স্যাৎ? তদ-ভাবাদ্ বিষয়েন চিত্তাকর্ষণঞ্চ কথং স্যাৎ! তদ্ বিনা সংসৃতৌ পতনঞ্চ কথং ভবতি! সংসার-পতনে পুনরাবৃত্তিরাহিত্যং ন স্থীয়তে। তস্মাৎ 'ন স পুনরাবর্ততে' ইতি শাস্ত্রবাক্যঞ্চানৃতং ভবতীতি।

অত উক্তং ভবতি—শাস্ত্রোক্তিঃ 'মুক্তো নাবর্ততে পুনঃ, সংসারগ্রস্ত জীবানাং সংসারোঽনাদিঃ,

---

তাহাদের আসুর ভাব প্রবল হয়। এই সকল বিষয় পূর্বে 'দেবতত্ত্ব' নির্ণয় কালে লিখিত হইয়াছে।

যে জীবগণের নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টি হয়, শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণুর স্বরূপ জ্ঞান হয় না এবং পরমাত্মস্বরূপেও এই প্রকার হইয়া থাকে, সেই জীবগণের শ্রীবিষ্ণুতে অবজ্ঞা থাকিলে পূর্বলিখিত প্রকারে বিষয়াকৃষ্টতা দোষে মায়িক বিশ্বে পতন হয়।

যে উপাসনাতে শ্রীভগবদ্‌ বিষ্ণুর প্রাধান্য নাই, সেই উপাসনাতে শান্তিরও প্রাধান্য নাই। অতএব শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণু-প্রাধান্য রহিত অন্য মুখ্য দেব সাযুজ্যাদি হইতে এবং ব্রহ্ম-সাযুজ্য পরমাত্ম-সাযুজ্য হইতেও পূর্বলিখিতবৎ পতনাশঙ্কা হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য এবং তদনাদরের দোষ বহুবার লিখিত হইয়াছে।

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়, জীবগণ মুক্তিলাভ করিলে আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। শ্রীশিবাদিরূপ পরমেশ্বরের সাযুজ্যাদি লাভ করিয়া এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে আর পরমাত্ম স্বরূপে সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে আর কি প্রকারে জীব সকল বিষয়াকৃষ্ট হইয়া সংসারে আসিতে পারেন? যে সকল জীব সাযুজ্য লাভ করিলেন তাহাদের অন্তঃকরণ বিলয়প্রাপ্ত হইয়া আশ্রয় বস্তুর আকারে আকারিত হইল, আর সেই অন্তঃকরণের বিষয়ানুভব কি প্রকারে হইতে পারে? বিষয়ানুভব না হইলে বিষয় দ্বারা চিত্তের আকর্ষণ বা কি প্রকারে হয়? তদ্ব্যতি-রেকে সংসারে পতন বা কি প্রকারে হয়? সংসারে পতন হইলে পুনরাবৃত্তি রাহিত্য থাকে না, শাস্ত্রবাক্যও অসত্য হয় ইতি।

অতএব কথিত হইতেছে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে মুক্তের পুনরাবৃত্তি নাই এবং সংসার দুঃখ গ্রস্ত জীবসকলের সংসারের আদিও নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে জীব সকল নিত্যমুক্ত এবং নিত্য-বদ্ধ হইতেছেন। যদি জীবসকল নিত্যমুক্ত হন, তবে তাহাদের সংসার হইতে পারে না, সংসার অনাদিও হইতে পারে না। যদি জীব-সকল নিত্যবদ্ধ হন, তবে তাহাদের মুক্তি হইতে

জীবা নিত্যমুক্ত-নিত্যবদ্ধ-ভেদাদ্দ্বিবিধাঃ' ইতি। যদি জীবা নিত্যমুক্তাঃ স্যুঃ, তর্হি তেষাং স সারো ভবিতুং নাহ'তি, সংসারস্যানাদিত্বমপি ন স্যাৎ। যদি জীবা নিত্যবদ্ধাঃ স্যুঃ, তর্হি তেষাং মুক্তির্ন স্যাৎ, মুক্তেঃ পশ্চাৎ পুনরাবৃত্তিবিচারে কিং প্রয়োজনম্?

অতএব শাস্ত্রবাক্যানাং ভাবার্থো যথা—যে জীবা মুচ্যন্তে, তেষাং পুনরাবৃত্তেঃ কালনির্ণয়ো নাস্তি, যাদৃশঃ সত্যলোকাদিপ্রাপ্তজীবানাং পতনকালনির্ণয়োঽস্তি। তথা সংসারদুঃখগ্রস্তজীবানাং সংসারপ্রাপ্তেরাদিকালনির্ণয়ো নাস্তি, যাদৃশঃ দেহপ্রাপ্তেরাদিকালনির্ণয়ো ভবতি। মোক্ষস্যান্তকাল নির্ণয়াভাবান্মোক্ষোঽনন্তঃ, সংসারস্যাদিকালনির্ণয়াভাবাৎ সংসারোঽনাদিঃ। জীবা নিত্যমুক্তাঃ জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্জীবস্য শক্তিমাত্রত্বাৎ, জীবস্য নিত্যত্বাৎ জীবশক্তেরপি নিত্যত্বাম্ জীবো জ্ঞানশক্ত্যা তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্টত্বান্নিত্যমুক্তঃ, অজ্ঞানশক্ত্যা তত্ত্বজ্ঞান রহিতত্বাৎ নিত্যবদ্ধঃ। জীবস্য সংসার বন্ধনমনিত্যোঽপি অজ্ঞানশক্তের্নিত্যত্বাৎ জীবো নিত্যবদ্ধসংজ্ঞাং লভতে। অজ্ঞানং নাম তত্ত্বজ্ঞানবিস্মরণম্। বিষয়াধ্যাসেন জীবস্য তত্ত্বজ্ঞানবিস্মরণং ভবতি। জীবসম্বন্ধীয়বিষয়াধ্যাসস্য তত্ত্বজ্ঞানবিস্মরণস্য চ কালনির্ণয়ো নাস্তি। তত্ত্বজ্ঞানস্য দুর্বলতাবশাদেব বিষয়াধ্যাসো ভবতি। অতএব নিত্যমুক্তজীবপক্ষে সংসারবন্ধনং নিত্যসম্ভবাৎ জীবো নিত্যবদ্ধোঽপি ভবতি।

পরমেশ্বরস্য মায়াশক্তির্নিত্যা নিত্যস্বরূপাশ্রিতা চ, শক্তের্গুণরূপত্বাৎ। যো যদীয় গুণবিশেষঃ স তস্মিন্ গুণীন্যেব সদা বিদ্যমানঃ। কদাচিদুদেতি কদাচিন্নোদেতি ভেদমাত্রম্। তদেবং পরমেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ সর্বদা পরমেশ্বরস্বরূপে এব বিদ্যমানা যদাবির্ভবতি তদা বিশ্বস্য সৃষ্টিপালনসংহারা

পারে না, মুক্তির পরে পুনরাবৃত্তির বিচারে প্রয়োজন কি?

অতএব শাস্ত্রবাক্য সকলের ভাবার্থ এইরূপ যে সকল জীব মুক্ত হন, তাহাদের পুনরাবৃত্তির কাল নির্ণয় নাই, যে প্রকার সত্যলোকাদিপ্রাপ্ত জীবের পতনের কাল নির্ণয় আছে। সেই প্রকার সংসার দুঃখগ্রস্ত জীবের সংসার প্রাপ্তির আদি কাল নির্ণয় নাই, যে প্রকার দেহ প্রাপ্তির আদি কাল নির্ণয় হইয়া থাকে। মোক্ষের অন্তকাল নির্ণয় না থাকা হেতু মোক্ষ অনন্ত, সংসারের আদিকাল নির্ণয় না থাকা হেতু সংসার অনাদি হয়। জীবসকল নিত্যমুক্ত, যেহেতু জ্ঞান এবং অজ্ঞান জীবের শক্তিমাত্র, জীবের নিত্যত্বহেতু জীবশক্তিরও নিত্যত্ব হইয়া থাকে। জীব জ্ঞানশক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট হেতু নিত্যমুক্ত, অজ্ঞানশক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান রহিত হইলে নিত্যবদ্ধ হন। জীবের সংসার বন্ধন অনিত্য হইলেও অজ্ঞানশক্তির নিত্যত্বহেতু জীব নিত্যবদ্ধ নামে কথিত হন। তত্ত্বজ্ঞানের বিস্মরণের নাম অজ্ঞান, বিষয়াধ্যাস দ্বারা জীবের তত্ত্বজ্ঞান বিস্মরণ হইয়া থাকে। জীব সম্বন্ধীয় বিষয়াধ্যাসের এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্মরণের কাল নির্ণয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানের দুর্ব্বলতা হইলেই বিষয়াধ্যাস হইয়া থাকে। অতএব নিত্যমুক্ত জীবের পক্ষে সংসার বন্ধন নিত্য সম্ভব হেতু জীব নিত্যবদ্ধও হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরের মায়াশক্তি নিত্যা এবং নিত্য স্বরূপাশ্রিতা, যেহেতু শক্তি গুণরূপা। যে বস্তুর যে গুণবিশেষ, সেই গুণবিশেষ সেই বস্তুতেই সদা বিদ্যমান থাকে। কোন কালে উদয় হয়, কোন কালে উদয় হয় না—এই মাত্র ভেদ। অতএব পরমেশ্বরের মায়াশক্তি সর্বকালে পরমেশ্বরের স্বরূপেই বিদ্যমানা থাকেন। যে কালে সেই শক্তির

অতএব নিত্যমুক্ত জীব পক্ষে সংসার বন্ধনং নিত্য-সম্ভবাৎ জীবো নিত্যবদ্ধোঽপি ভবতি।

পরমেশ্বরস্য মায়াশক্তির্নিত্যা নিত্যস্বরূপাশ্রিতা চ, শক্তেগুর্ণরূপত্বাৎ। যো যদীয় গুণবিশেষঃ স তস্মিন্ গুণীন্যেব সদা বিদ্যমানঃ। কদাচিদুদেতি কদাচিন্নোদেতি ভেদমাত্রম্। তদেবং পরমেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ সর্বদা পরমেশ্বর-স্বরূপে এব বিদ্যমানা যদাবির্ভবতি তদা বিশ্বস্য সৃষ্টি-পালন-সংহারা ভবন্তি, যদা সা তিরোভবতি তদা বিশ্বং তস্যামেব বিলীনং তিষ্ঠতি, সা শক্তিরপি পরমেশ্বরূপে এব বিলীনা তিষ্ঠতি।

যে মুক্তজীবা তৎপরমেশস্বরূপে সাযুজ্যং লভন্তে, তে নিরন্তরং পরমেশ স্বরূপমাত্রস্যানুভবে কৃতেঽপি কাদাচিৎকরূপেণ পারমেশ্বরীশক্তেরপ্যনুভবং কুর্বন্তি যস্য বস্তুনঃ সদানুভবং ভবতি, কদাচিৎ তদ্ গুণস্যাপি অনুভবং ভবিষ্যতি পুনরত্র কঃ সংশয়ঃ।

ইত্থং কাদাচিৎকরূপেণ মায়াশক্তেস্তৎকার্য্য-বিশ্বস্য চানুভবেঽপি যৎ সাযুজ্যং ভিদ্যতে, তন্ন। তদৈব স্বরূপমাত্রজ্ঞানং তত্র হেয়জ্ঞানপূর্বক স্বরূপমাত্রনিষ্ঠতা চৈব ভবতি। ইদং জ্ঞানসংন্যাসাৎ জ্ঞানংনিষ্ঠায়ামাগমনবৎ, তথাঽসংপ্রজ্ঞাতসমাধিতঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধাবাগমনবচ্চ ভবতি। অত্রোভয়কালেঽপি তত্ত্বজ্ঞানার্হত্বাৎ সমাধিস্থত্বাৎ বিষয়াসক্তিরহিতত্বাচ্চ জীবোঽবিবেক-বৈরাগ্য-সমাধিশক্তিতো বিচ্যুতো ন ভবতি।

স্বয়ং পরমেশ্বরো যদনুভবতি, তৎস্বরূপে সাযুজ্য প্রাপ্তা জীবাস্তদনুভববর্জিতাঃ কথং স্যুঃ? অবশ্যমেব তদনুভবিতারঃ স্যুঃ। পরমেশো যথাকালে ত্রিগুণসাম্যাপ্রকৃতেরনুভব পূর্বক প্রলয় কালমনুভবতি, রজোগুণাধিকা মায়ায়া অনুভবপূর্বক সৃষ্টিকালমনুভবতি, সত্ত্বগুণাধিকামায়ায়া অনুভবপূর্বকপালনকালমনুভবাতি, তমোগুণাধিকামায়ায়া

আবির্ভাব হয়, সেইকালে বিশ্বের সৃষ্টি পালন সংহার হইয়া থাকে। যে কালে সেই শক্তির তিরোভাব হয়, সেই কালে বিশ্ব সেই শক্তিতেই বিলীন থাকে, সেই শক্তিও সেই পরমেশ্বরের স্বরূপেই বিলীনা থাকেন।

যে সকল মুক্ত জীব সেই পরমেশ্বর স্বরূপে সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন, সেই সকল মুক্ত জীব নিরন্তর পরমেশ্বর স্বরূপমাত্রের অনুভব করিলেও কাদাচিৎকরূপে পারমেশ্বরী শক্তিরও অনুভব করিয়া থাকেন, সর্বদা যে বস্তুর অনুভব করা হয়, কদাচিৎ সে বস্তুর গুণেরও অনুভব হইবে, এবিষয়ে আর সংশয় কি আছে। উক্ত প্রকারে কাদাচিৎক রূপে মায়াশক্তির এবং তাৎকার্য বিশ্বের অনুভব হইলেও যে সাযুজ্য ভঙ্গ হয়, তাহা নয়। তৎক্ষণাৎ স্বরূপ-মাত্র জ্ঞান এবং বিশ্বে হেয়জ্ঞান পূর্বক স্বরূপমাত্র নিষ্ঠ-

তাই হইয়া থাকে। এই ব্যাপার জ্ঞান সংন্যাস হইতে জ্ঞাননিষ্ঠাতে আগমনবৎ এবং অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি হইতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আগমনবৎ হইয়া থাকে। এই উভয় কালেই জীব তত্ত্বজ্ঞানার্হ হেতু, সমাধিস্থ হেতু এবং বিষয়াসক্তি রহিত হেতু বিবেক বৈরাগ্য সমাধি শক্তি হইতে বিচ্যুত হন না।

স্বয়ং পরমেশ্বর যাহা অনুভব করিতেছেন, তৎস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণ তাহা অনুভব না করিবেন কি প্রকারে? অবশ্য তদনুভব করিবেন, পরমেশ্বরে যথাকালে ত্রিগুণসাম্যা প্রকৃতির অনুভব পূর্বক প্রলয়কালের অনুভব করেন, রজোগুণাধিকা মায়াশক্তির অনুভব পূর্বক সৃষ্টিকালের অনুভব করেন, সত্ত্বগুণাধিকা মায়াশক্তির অনুভব পূর্বক পালনকালের অনুভব করেন, তমোগুণাধিকা মায়াশক্তির অনুভবপূর্বক সংহারকালের

অনুভব-পূর্বক-সংহারকালমনুভবতি। তৎস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্তা জীবাস্তত্তদনুভববর্জিতাঃ কথং ভবেয়ুঃ ? তস্মাদবশ্যমেব কাদাচিৎকরূপেণ তদনু ভবন্তি।

সাযুজ্যপ্রাপ্ত-জীবানাং চিত্তং গুণাতীত-পরমেশ্বর-স্বরূপে কেবলং বিলীনং তিষ্ঠতি, পরন্তু ন বিনষ্টং ভবতি, তদ্‌বিনাশশীলং বস্তু ন, চিত্তস্য বিনাশে জীববিনাশস্যাপি সম্ভাবনা স্যাৎ। চিত্তং জীবস্য শক্তিঃ, তৎচিত্তশক্তেরাশ্রয় এব জীব ইত্যুচ্যতে। বিশুদ্ধচিত্তেনৈব জীবস্বরূপে পরমেশ্বর-স্বরূপস্য ; তথা পরমেশ্বর-স্বরূপে জীবস্বরূপস্য সাযুজ্যানুভবো ভবতি। পরমেশস্বরূপে জীবচিত্তস্য বিলয়প্রাপ্তি-মেব তত্র জীবস্য সাযুজ্যমুচ্যতে। চিত্তস্য বিনাশে এতদ্‌ ভবিতুং নার্হতি।

ভো মহোদয়া ভবন্তঃ বৈরাগ্য-সমাধিভ্যাং বিবেকস্যাবলম্বনং কুর্বন্তু, সর্বান্‌ বিষয়ান্‌ প্রত্যক্ষং পশ্যন্তু, এতে প্রত্যক্ষবিষয়াঃ, ন কেবলং বাক্‌চাতুর্যস্য কার্যম্‌। এতে পশ্চাদ্‌ বিস্তরতঃ উক্তং ভবিষ্যতি। অতোঽত্র পুনরধিকং নোচ্যতে। এতদেবোচ্যতে যৎ সাধকাবস্থায়াঃ সিদ্ধাবস্থারূপ-জীবন্মুক্তাবস্থায়াশ্চ যো ব্যাপারস্তথা কর্মাধীনদেহস্য ত্যাগঃ পশ্চাৎপরমমুক্তাবস্থায়াশ্চ ব্যাপারঃ প্রায় একরূপ এব ভবতি। অতএব প্রত্যক্ষ বিষয়ে পুনঃ কোঽপি সংশয়ো নাস্তি। অত্র কেবলং বর্বরপ্রলাপ-শ্রবণেন মস্তকান্দোলিতুং প্রবৃত্তে সতি কিমপি বোধসামর্থ্যং ন লভেয়ুঃ।

তথৌপনিষদ্‌বাক্যাবলীরপি পরমেশ্বরস্য গুণাতীত-স্বরূপস্যানুভবমাত্রং কারয়তি, ন পুনঃ তস্য গুণরাহিত্যং প্রতিপাদয়তি।

পরমেশ্বরঃ স্ব স্বরূপে সাযুজ্য প্রাপ্তজীবান্‌ পশ্যতি, প্রলয়ে স্বকীয়ামায়াশক্তের্বিলয়প্রাপ্তিং,

---

অনুভব করিয়া থাকেন; তৎস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণ তত্তদনুভব না করিবেন কি প্রকারে? অতএব অবশ্য কাদাচিৎকরূপে তাহা করিয়া থাকেন।

সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবসকলের চিত্ত গুণাতীত পরমেশ্বর-স্বরূপে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিনষ্ট হয় নাই, তাহা বিনষ্ট হইবার বস্তুই নয়, চিত্তের বিনাশ হইলে জীব বিনাশেরও সম্ভাবনা হইবে। চিত্ত জীবের শক্তি, সেই চিত্ত-শক্তির আশ্রয়কেই জীব বলা হয়। বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারাই জীবস্বরূপে পরমেশ্বর স্বরূপের এবং পরমেশ্বর-স্বরূপে জীব-স্বরূপের সাযুজ্যের অনুভব হইয়া থাকে। পরমেশ্বর স্বরূপে জীবচিত্তের বিলয়-প্রাপ্তিকেই তৎস্বরূপে জীবের সাযুজ্য বলা হয়, চিত্তের বিনাশ হইলে এসকল হইতে পারে না।

হে মহোদয়গণ! আপনারা বৈরাগ্য এবং সমাধির সহিত বিবেকের অবলম্বন করুন, সকল বিষয় প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইবেন, এসকল প্রত্যক্ষের বিষয়, কেবলমাত্র বাক্‌চাতুরীর কার্য নয়, এসকল বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে কথিত হইবে, অতএব এস্থলে আর অধিক বলা হইল না। কেবল এইমাত্র বলা হইতেছে যে—সাধনকালের ব্যাপার, সিদ্ধাবস্থারূপ জীবন্মুক্তাবস্থার ব্যাপার এবং কর্মাধীন দেহের ত্যাগ, পরে পরমমুক্তাবস্থার ব্যাপার প্রায় একরূপই হইয়া থাকে, অতএব প্রত্যক্ষ বিষয়ে আর সংশয় কিছুই নাই। এসকল স্থলে কেবলমাত্র বর্বর প্রলাপ শ্রবণপূর্বক মস্তক আন্দোলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে কিছুই বোধ করিতে পারিবেন না।

সেইপ্রকার উপনিষদবাক্য সকলও পরমেশ্বরের গুণাতীত স্বরূপের অনুভবমাত্র করাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার গুণরাহিত্য প্রতিপাদন করেন না।

পরমেশ্বর স্বকীয়স্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব-গণকেও দেখিয়া থাকেন, প্রলয়কালে স্বকীয়া

তত্তু অনুভব-নেত্রেণ, ন তু চর্মচক্ষুষা। মায়ায়াঃ প্রেরকোঽপি সঃ। প্রাকৃতপ্রলাপানুসারাৎ কাষ্ঠ-পাষাণাদিবৎ স্বানুভবরহিতঃ পরমেশ্বরস্বরূপোঽপি ন, নাপি মুক্ত-জীবস্বরূপঃ। যদি সাযুজ্যপ্রাপ্তা জীবাঃ কাদাচিৎকরূপেণ বিষয়ানুভব-বিহীনা ভবেয়ুঃ, তর্হি তে কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ স্বানুভবরহিতাঃ স্যুঃ। সুষুপ্তেরনন্তরং জাগ্রদবস্থা ভবতি, অতএব তত্র সুষুপ্তিসাক্ষিণঃ স্মরণং ভবতি, সাযুজ্যানুভবমধ্যে যদি কদাচিদপি বিষয়ানুভবো ন স্যাৎ, সাযুজ্যোঽপ্যনন্তঃ, তর্হি তাৎকালিকসুখানুভবোঽপি ভবিতুং নার্হতি।

শ্রীভগবদ্গুণ-শ্রবণাদি-তাদাত্ম্যে যেষাং জীবানাং সাযুজ্যং ভবতি, তে জীবাঃ সাযুজ্যাদভ্যুত্থায় স্বেচ্ছাময়দেহ-প্রকটনেন শ্রীভগবদ্ভজনে নিরতা ভবন্তি—শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্যপূজ্যপাদাঃ শ্রীনৃসিংহ-তাপন্যুপনিষদ্ভাষ্যে সিদ্ধান্তমিমং স্থাপিতবন্তঃ। অতএব স্বয়ং বেদৈরপি কথ্যতে, পরমেশ্বরঃ স্বকীয়া-মায়াশক্তেস্তৎকার্য্যস্য চানুভবযুক্তোঽপি তন্মায়া-কার্য্যেণ কদাচিন্ন বিমুহ্যতি, স্বকীয়াশক্তেঃ কার্যত্বাৎ। স্ব-শক্তিকার্য্যেণ ন কোঽপি কদাপি বিমুহ্যতি; পরন্তু তৎস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত-জীবেষু কদাচিৎ কোঽপি জীবঃ কাদাচিৎকরূপেণ বিষয়াননুভূয় মায়াকার্যরূপ বিষয়মাধুর্য্যেণ বিমুগ্ধঃ সংসারদুঃখে নিপততি।

কিঞ্চ—সর্বে জীবাঃ স্বভাবত এব নিত্যমুক্ত-স্বরূপাঃ। যদি মুক্তস্য পূর্বোক্তকারণবশাৎ সংসার-প্রাপ্তির্ন স্যাত্তর্হি সংসারঃ কুত আয়াতঃ? যদ্যেবং স্বীকার্য্যং স্যাৎ মুক্তস্য পুনঃ সংসারো ন ভবতি, অনন্ত-সংসার-গ্রস্তজীবেভ্য একৈকো জীবো মুচ্যতে ইতি, তর্হ্যেকদা সর্বেষাং মুক্তির্যুজ্যতে, জীবানা-

---

মায়াশক্তির বিলয়প্রাপ্তিও দেখিয়া থাকেন, বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি কালে ঐ শক্তির অভ্যুত্থানও দেখিয়া থাকেন, তাহা অবশ্য অনুভব-নেত্রদ্বারা, চর্মনেত্র দ্বারা নয়। সেই মায়াশক্তির প্রেরকও পরমেশ্বর হন। বর্বর প্রলাপানুসারে কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ স্বানুভব রহিত পরমেশ্বর স্বরূপও হন না, মুক্তজীব স্বরূপও হন না। যদি সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণ কাদাচিৎকরূপে বিষয়ানুভব বিহীন হন, তবে সেই-সকল জীবকে কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ স্বানুভব রহিত হইতে হয়। সুষুপ্তির পরে জাগ্রদবস্থা হয়, অতএব সেই জাগ্রদবস্থায় সুষুপ্তির সাক্ষীর স্মরণ হয়, সাযুজ্যানুভব মধ্যে যদি বিষয়ানুভব কোন কালেও হয় না এবং সাযুজ্যেরও অন্ত নাই, তবে তাৎকালিক সুখানুভবও হইতে পারে না।

শ্রীভগবদ্গুণ শ্রবণাদি তাদাত্ম্যে যে জীব-গণের সাযুজ্য হয়, সেইসকল জীব সাযুজ্য হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া ইচ্ছাময় দেহ প্রকটপূর্বক শ্রীভগবদ্ভজনে নিরত হন—শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য শ্রীনৃসিংহ তাপনী উপনিষদ্ ভাষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অতএব স্বয়ং বেদও বলিতেছেন—পরমেশ্বর স্বকীয়া মায়াশক্তির এবং তৎকার্যের অনুভব করিলেও সেই মায়াশক্তির কার্য্যদ্বারা কদাচিৎ বিমুগ্ধ হন না, যেহেতু তাহা স্বকীয়া শক্তির কার্য হইতেছে, স্বশক্তির কার্যদ্বারা কেহ কোন কালে বিমুগ্ধ হন না। তৎস্বরূপে সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবগণমধ্যে কদাচিৎ কোন জীব কাদাচিৎক-রূপে বিষয়ানুভব করিয়া সেই মায়াশক্তি-কার্যরূপ বিষয় সকলের মাধুর্য দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া সংসার দুঃখে নিপতিত হন।

আরও কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে—জীবগণ স্বভাবতঃই নিত্যমুক্ত স্বরূপ, যদি মুক্ত জীবের ঐ কারণবশতঃ সংসার-প্রাপ্তি না হয়, তবে সংসার আসিল কোন স্থান হইতে? যদি এরূপ স্বীকার করা যায়—মুক্তের আর সংসার হয় না, অনন্ত

মানন্ত্যেঽপি কালস্যাপি আনন্ত্যং স্বীক্রিয়তে, ততঃ কিং সংসারাভাবঃ ?

অতএব নিত্যমুক্তা অপি জীবাঃ স্বকীয় জ্ঞান-শক্তেঃ সমাধিশক্তে বৈরাগ্যশক্তেশ্চ দুর্বলতাদোষাৎ সংসারদুঃখে নিপতন্তি। তদ্‌বিবেকশক্তের্দুর্বলতা-বশাৎ স্বকীয় চিত্তরূপশক্তের্ভিন্নোঽপি তস্মিন্ চিত্তে আত্মাভিমানং জায়তে। তত ইন্দ্রিয়েষু ভৌতিক-শরীরে চাত্মাভিমানং ভবতি। অতঃ পারমার্থিক-বিচারে জীবঃ স্বয়ং পরমাত্মনোঽভিন্নোঽপি আত্মানং ভিন্নং স্বতন্ত্রঞ্চ পশ্যতি, অতএব পরমাত্মনো বিযুজ্য সংসারসাগরে নিপততি। কেবলং বিষয়-স্নেহেনৈবেত্থং দুঃখং লভতে। পরমেশ্বরঃ কমপি জীবং বলপূর্ব্বকং সংসারে ন পাতয়তি, অতএব তস্মিন্ বৈষম্যদোষাভাবঃ।

যথা কশ্চিৎ পথিকঃ স্বকীয় বিষয়ং চিন্তয়ন্ নগরপার্শ্বদ্বয়স্থিত-গৃহেষু সুসজ্জিত দ্রব্যানি পরি-পশ্যতি, অথ তেষু কুত্রাপি কস্যচিৎ সৌন্দর্যেন তস্য চিত্তাকর্ষণং ভবতি। ততঃ এতৎ কিমিতি চিন্তয়া তস্যাভিধ্যানাত্তস্মিন্নুত্তমতা বোধো ভবতি; তেন স্বকীয় চিন্তায়া বিস্মরণং, তস্মিন্ দ্রব্যে বাসনা চ ভবতি। বাসনা প্রাবল্যাৎ কামে পরিণমতে, পশ্চাৎ তদ্দ্ব্যহরণাৎ রাজদণ্ডাদিকং লভতে। প্রকৃতেঽপি প্রায়ঃ তাদৃশব্যাপারো ভবতি। উক্তঃ পথিকো যাদৃশ স্বকীয় দোষবশাৎ রাজদণ্ডং প্রাপ্নোতি, তথা জীবোঽপি স্বকীয় দোষবশাদেব সংসারদুঃখে নিপততি।

কস্যচিদ্রাজপ্রাসাদস্যোপরিতলং পুরুষ-প্রমাণোচ্চপ্রাকারবেষ্টিতমস্তি। হরি-সংজ্ঞকঃ কশ্চি-জ্জনো রাম-নামানমুবাচ—ভো রাম! অস্য প্রাসাদোপরিভ্রমণে কদাপি পতনাশঙ্কা নাস্তি।'

সংসার-গ্রস্ত জীব হইতে এক এক জীব মুক্ত হইতেছেন, তাহা হইলে একসময়ে সর্বজীবেরমুক্তি হইতে পারে, জীবের আনন্ত্য হইলেও কালেরও আনন্ত্য স্বীকৃত হয়, তারপর কি ? সংসার রহিত হইবে।

অতএব জীবগণ নিত্যমুক্ত হইলেও স্বকীয় জ্ঞানশক্তির, সমাধিশক্তির, বৈরাগ্যশক্তির দুর্ব্বলতা দোষে সংসার দুঃখে নিপতিত হইয়া থাকেন। সেই বিবেক-শক্তির দুর্বলতাহেতু স্বকীয় চিত্তরূপ শক্তি হইতে ভিন্ন হইলেও তাহাতে আত্মাভিমান হয়, পরে ইন্দ্রিয় সকলে এবং ভূতময় শরীরেও আত্মাভিমান হয়। এহেতু পারমার্থিক জ্ঞানে স্বয়ং পরমাত্মা হইতে ভিন্ন না হইলেও আপনাকে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্ররূপে দেখে, এহেতু পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত হয় এবং সংসার সাগরে নিপতিত হয়। **একমাত্র বিষয় স্নেহেই এইপ্রকার দুঃখ লাভ করে।** পরমেশ্বর কোন জীবকে বলপূর্বক সংসারে পতন করান না। অতএব তাহাতে বৈষম্য দোষ হয় না।

যে প্রকার কোন পথিক স্বকীয় কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কোন নগরের পার্শ্বদ্বয়স্থিত গৃহ সমুহে সুসজ্জিত দ্রব্য সমুহের পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। তন্মধ্যে কোন স্থানের কোন দ্রব্যের সৌন্দর্য্যদ্বারা তদীয় চিত্তের আকর্ষণ হয়, পরে 'এই দ্রব্যটি কি দ্রব্য' এইরূপ চিন্তাদ্বারা তাহাতে অভি-ধ্যান হেতু তদনন্তর তাহাতে উত্তমতা জ্ঞান হয়, পরে স্বকীয় চিন্তার বিস্মরণ হয়, পরে সেই দ্রব্যে বাসনা বলবতী হইয়া কামে পরিণত হয়, পরে সেই দ্রব্যের হরণ করিয়া রাজদণ্ডাদি লাভ করে। এস্থলেও প্রায় তদ্রূপ ব্যাপার হইয়া থাকে।

উক্ত পথিক যে প্রকার নিজের দোষেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, জীবও সেই প্রকার নিজের দোষেই সংসার দুঃখে নিপতিত হয়।

কোন এক রাজপ্রাসাদের আচ্ছাদনের

ইতিশ্রুত্বা সোপানমবলম্ব্য প্রাসাদোপরি ভ্রমন্ রামঃ প্রাচীর সন্নিহিত আম্রবৃক্ষে সুপক্কানি সুরম্যাণি আম্রাণি পশ্যন্ তল্লোভাৎ প্রাকারোপরিভাগমারুহ্য বৃক্ষমালক্ষ্য কুর্দন্নাত্মানং রক্ষিতুমসমর্থঃ সন্ ভূমৌ নিপতিতঃ। তস্য হস্তপদাদিকং ভগ্নং জাতম্। যথাত্র রামঃ স্বদোষান্ নিপতিতঃ, হরের্বাক্যং নানৃতম্, হরের্দোষোঽপি নাস্তি। তথা 'ন স পুনরাবর্ততে' ইতি বেদবাক্যোঽপি নানৃতম্, বেদস্য দোষোঽপি ভবিতুং নার্হতি। যঃ স্বদোষান্নিপততি, তং পরমেশ্বরোঽপি রক্ষিতুং নার্হতি, বেদোঽপি ন।

অত্র পুনরাশঙ্ক্যতে—জীবানাং মুক্তাবস্থায়ামপি বিষয়সৌন্দর্য্যেণ বিমুগ্ধতা দোষাৎ সংসারে নিপতনং স্যাৎ, তর্হি সর্বমুক্তপক্ষেঽপি তৎ স্যাৎ ? অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তানামপীদৃশং সংসারপতনং স্বীকার্য্যমাপদ্যতে। শাস্ত্রেঽপি শ্রূয়তে—শ্রীবৈকুণ্ঠাদ্ ভগবদ্ ভক্তয়ো র্জয়বিজয়য়ো র্ব্রহ্মশাপেন পতনমভূৎ। অতএব কেবলং শ্রীবিষ্ণুতঃ পৃথক্ স্বতন্ত্রদৃষ্ট্যা শ্রীশিবাদি সাযুজ্যপ্রাপ্তানাং, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-স্বরূপয়োঃ সাযুজ্যপ্রাপ্তানাঞ্চ জীবানাং সংসারপ্রাপ্তিরাশঙ্কা—ইতি স্বীকার্য্যং ন ভবতি। ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তমুক্ত জীবেভ্যঃ শ্রীবিষ্ণুভক্ত-রূপ মুক্তজীবানাং বিষয়সম্বন্ধাধিক্যং দৃশ্যতে। অত এবৈষাং সংসারপ্রাপ্তি সম্ভাবনাধিক্যেন আশঙ্ক্যতে। ইতি।

অত্রোচ্যতে—পরমমুক্তরূপ শ্রীভগবদ্ভক্তা

উপরিভাগ, পুরুষপ্রমাণ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। হরি নামক একব্যক্তি রাম নামক অপর ব্যক্তিকে বলিলেন—'রাম! এই প্রাসাদের উপরিভাগে বিচরণ করিলে কোন কালেই পতনাশঙ্কা নাই।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামও সোপান অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাসাদের উপরিভাগে পরিভ্রমণ করিতে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন প্রাচীরের নিকটে এক আম্রবৃক্ষে সুপক্ক সুন্দর আম্র সকল বিদ্যমান আছে। রাম আম্রের লোভে প্রাচীরের উপরিভাগে উঠিয়া বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কূর্দন করিলেন, আপনাকে রক্ষণ করিতে না পারিয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন, তাঁর হস্তপাদ ভগ্ন হইল। এস্থলে যে প্রকার রাম নিজের দোষেই নিপতিত হইলেন, হরির বাক্য অসত্য নয়, হরির দোষও হইতে পারে না। সেই প্রকার 'মুক্তের পুনরাবৃত্তি হয় না'—এই বেদবাক্যও অসত্য নয়, বেদের দোষও হইতে পারেনা। যে নিজের দোষে নিপতিত হয়, তাহাকে হরিও রক্ষা করিতে পারেন না, বেদও রক্ষা করিতে পারেন না।

এস্থলে পুনরাশঙ্কা হইতে পারে, যদি জীবগণের মুক্তাবস্থাতেও বিষয় সৌন্দর্যদ্বারা বিমুগ্ধতা দোষে সংসার দুঃখে নিপতন হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে সকল প্রকার মুক্তের পক্ষেই তাহা হইতে পারে। অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তগণেরও উক্ত প্রকারে সংসার দুঃখে নিপতন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রে শ্রবণও করা যায়—শ্রীভগবদ্-বৈকুণ্ঠ ধাম হইতে 'জয়-বিজয়' নামক শ্রীভগবদ্-ভক্তদ্বয়ের ব্রহ্মশাপে পতন হইয়াছিল।

অতএব কেবল শ্রীভগবদ্বিষ্ণু হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর দৃষ্টিতে শ্রীশিবাদি সাযুজ্যপ্রাপ্ত এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা স্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণের সংসার দুঃখ প্রাপ্তির আশঙ্কা হয়, এরূপ স্বীকার করা যায় না। নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত জীবসকল হইতে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর মুক্ত জীবগণের বিষয়সম্বন্ধ আধিক্যরূপে দেখা যায়। অতএব সেই ভক্তগণেরই সংসার প্রাপ্তির সম্ভাবনা আধিক্যরূপে হইতে পারে!ইতি।

অতএব বলা হইতেছে—পরমমুক্তরূপ শ্রীভগবদ্

অস্মিন্ শ্রীগোলোকধাম্নি স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুর্যানুভবেন বিস্মৃতভগবদৈশ্বর্যস্বরূপ মাহাত্ম্য-জ্ঞানভক্তানাং কেবলং শ্রীভগবৎপরমৈশ্বর্যানুভব-ভীতিরেব শ্রীভগবদৈশ্বর্যানুভবপ্রধানপরব্যোমমধ্য-বর্তি শ্রীমন্নারায়নস্য মহাবৈকুণ্ঠধাম্নি গমনবিষয়ে কারণং ভবতি। স্বল্পমাত্রভীতিসঞ্চারে মথুরা-দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ গমনং ভবতি। শ্রীভগবৎপারমৈ-শ্বর্যানুভবেন ভীতিসঞ্চারে 'মমপতিঃ, মম পুত্রঃ, মম সখা' ইত্যাদি আত্মীয়তাভাবং সঙ্কুচতি। অতএব কেবলমাধুর্যপ্রধানধাম্নি স্থিতির্ন ভবতি।

তদেবমৈশ্বর্যনিষ্ঠভক্তা ঐশ্বর্যানুভবপ্রধান শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠাদিধাম্নি শ্রীভগবৎসুখোদ্দেশেনা-প্রাকৃতসকলবিষয়ান্ সর্ব্বব্যাপারাংশ্চ স্বীকুর্বন্তি। তেষামপ্রাকৃতচিত্তং শ্রীমূর্তিমাধুর্যে তৎপারমৈশ্বর্যে চ দ্বিবিধা-শ্রীভগবন্মাধুর্যনিষ্ঠ-শ্রীভগবদৈশ্বর্যনিষ্ঠভেদাৎ। তত্রাদ্যা শ্রীগোলোকধাম্নি স্বয়ং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং স্বস্বভাবানুসারেণ পতিপুত্র-সখ্যাদিরূপেণ প্রাপ্নুবন্তি। তেষামপ্রাকৃত নিখিল বিষয়স্বীকরণং সর্ব্বে ব্যাপারাশ্চ শ্রীকৃষ্ণসুখৈকোদ্দেশেন ভবন্তি। অতএব স্বদেহসুখোদ্দিষ্ট বিষয় বাসনা স্বাতন্ত্র্যেণ বিষয়সৌন্দর্যবিমুগ্ধতা বা তেষাং চিত্তমধ্যে প্রবেষ্টুং নার্হতি। যতস্তেষামপ্রাকৃতচিত্তং শ্রীভগবদ্রূপ-মাধুর্যে প্রেমমাধুর্যে চ বিমুগ্ধম্।

তদেবং যেষামপ্রাকৃতং চিত্তং শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্যে নিরন্তরং ব্যগ্রং ভবতি, তেষাং অপ্রাকৃত বিত্তমধ্যে প্রাকৃতবিষয়বিমুগ্ধতা প্রাকৃত বিষয় বাসনা বা কথং প্রবেষ্টুং ক্ষমতে? তন্ন কদাপি সম্ভাবনীয়ম্।

ভক্তগণ শ্রীভগবন্মাধুর্যনিষ্ঠ এবং শ্রীভগবদ্ঐশ্বর্য-নিষ্ঠ ভেদে দ্বিবিধ হন। শ্রীভগবন্মাধুর্যনিষ্ঠ ভক্ত-গণ শ্রীগোলোকধামে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ ভাবানুসারে পতিরূপে, পুত্ররূপে এবং সখি প্রভৃতি রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত সকল বিষয় স্বীকার এবং সকল ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণসুখের উদ্দেশে হইয়া থাকে। অতএব স্বদেহ-সুখোদ্দেশে বিষয় বাসনা অথবা স্বতন্ত্রভাবে বিষয় সৌন্দর্য বিমুগ্ধতা তাঁহাদের চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাঁহাদের অপ্রাকৃতচিত্ত শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তি-মাধুর্যে এবং শ্রীভগবৎ প্রীতি-মাধুর্যে বিমুগ্ধ এবং যাঁহাদের অপ্রাকৃতচিত্ত শ্রীভগবৎ শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্য নিরন্তর ব্যগ্র, তাঁহাদের অপ্রাকৃত চিত্তমধ্যে প্রাকৃত বিষয় সৌন্দর্যবিমুগ্ধতা বা প্রাকৃত বিষয় বাসনা কি প্রকারে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা কদাচ সম্ভব হয় না।

এই শ্রীগোলোকধামে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যানুভবদ্বারা বিস্মৃত-ভগবদৈশ্বর্যস্বরূপ-মাহাত্ম্য জ্ঞান-ভক্তগণের কেবলমাত্র শ্রীভগবৎ-পরমৈশ্বর্যানু-ভব ভীতিই শ্রীভগবদৈশ্বর্যানুভব প্রধান পরব্যোম-মধ্যবর্ত্তি শ্রীভগবন্নারায়ণের মহাবৈকুণ্ঠ ধামে গমন বিষয়ে কারণ হইয়া থাকে, অল্পমাত্র ভীতিসঞ্চারে মথুরা-দ্বারকা বৈকুণ্ঠে গমন হয়। শ্রীভগবানের পারমৈশ্বর্যানুভব দ্বারা ভীতি সঞ্চার হইলে 'আমার পতি, আমার পুত্র, আমার সখা' ইত্যাদি আত্মীয়তা ভাবের সঙ্কোচ হয়। অতএব কেবলমাত্র মাধুর্য প্রধান ধামে আর অবস্থিতি হয় না।

এইপ্রকার ঐশ্বর্যনিষ্ঠ ভক্তগণ ঐশ্বর্যানুভব-প্রধান শ্রীভগবান্ নারায়ণ-বৈকুণ্ঠাদিধামে শ্রীভগবৎ সুখোদ্দেশেই অপ্রাকৃত সকল বিষয়ের এবং সর্ব-ব্যাপারের স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃতচিত্ত শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্ত্তিমাধুর্য এবং তৎপর-মৈশ্বর্য সমাকৃষ্টহেতু, তাঁহাদের চিত্তমধ্যেও প্রাকৃত বিষয় সৌন্দর্য বিমুগ্ধতা এবং তৎসম্ভোগ বাসনা, পূর্ববৎ প্রবেশ করিতে পারে না। কেবলমাত্র শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে এবং তৎপরমৈশ্বর্যে পরিচ্ছিন্ন

সমাকৃষ্টত্বাত্তেষাং চিত্তমধ্যেঽপি প্রাকৃত বিষয় সৌন্দর্য বিমুগ্ধতা, তৎসম্ভোগবাসনা চ পূর্ব্ববৎপ্রবেষ্টুং নার্হতি। কেবলং শ্রীভগবদ্-বিগ্রহে তৎপরমৈশ্বর্যে চ পরিচ্ছিন্নদৃষ্টের্গন্ধমাত্রস্যোদয়ে, তদতীত স্বরূপমাত্রে প্রাধান্যদৃষ্টেরপি গন্ধমাত্রস্যোদয়ে, অথবা তল্লোকবাসে শ্রদ্ধায়াঃ স্বল্পহ্রাসেঽপি নির্বিশেষ ভগবৎস্বরূপে সাযুজ্যং ভবতি। পরন্তু শ্রীবিগ্রহে স্নেহাভাসস্য বিদ্যমানতায়াং সবিশেষ ভগবৎসাযুজ্যমেব ভবতি। শ্রীমূর্তি-সৌন্দর্যানুভবে, তৎপরমৈশ্বর্যানুভবে তল্লোকানুভবে চ পরমাগ্রহ এব তল্লোকবাসে কারণং ভবতি। তত্তদ্বস্তুনি পরিচ্ছিন্নাদিদৃষ্ট্যা তৎপরমাগ্রহস্য কিঞ্চিন্মাত্রহ্রাসেঽপি শ্রীভগবদ্ধাম্নি অবস্থাতুং নার্হতি।

শ্রীজয়বিজয়য়োঃ শ্রীভগবদ্ধমতঃ পতনং তত্তদ-বতারলীলাপ্রাকট্যাভিপ্রায়বশাদ্ ব্রহ্মশাপচ্ছলেন শ্রীভগবদিচ্ছয়া সম্পাদিতম্। প্রকৃতপতনতয়া তন্ন স্বীকার্য্যম্।

অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তানামাধিক্যেন বিষয়ানুভবেস্থিতেঽপি তদপ্রাকৃতত্বাত্তদাবেশেন পতনাশঙ্কা নাস্তি। শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে সাযুজ্যবতামপি শ্রীবিগ্রহে স্নেহাভাসস্থিতত্বাৎ সাক্ষাদবিষয়াবেশো ন ভবতি। শ্রীবিগ্রহে স্নেহস্যাত্যন্তিকাভাবে এব তদীয় নির্বিশেষস্বরূপে স্থিতি র্ভবতি। শ্রীভগবন্নির্বিশেষস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্তানামপি জীবানাং যাবৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধদৃষ্টেরন্তর্ধানং ন ভবতি তাবৎ শ্রীভগবদনুগ্রহেণ বিষয়াবেশো ভবিতুং নার্হতি। অতএব শ্রীবিষ্ণোঃস্বরূপাত্তন্নির্বিশেষস্বরূপে

দৃষ্টির গন্ধমাত্রের উদয় হইলে, তদতীত স্বরূপমাত্রে প্রাধান্য দৃষ্টিরও গন্ধমাত্রের উদয় হইলে, অথবা তল্লোকবাসে শ্রদ্ধার অল্পমাত্র হ্রাস হইলে নির্বিশেষ ভগবৎ স্বরূপেই সাযুজ্যলাভ হয়। শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে স্নেহের গন্ধমাত্র থাকিলে সবিশেষ শ্রীভগবৎ সাযুজ্যই হইয়া থাকে। শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্যানুভবে, তৎপরমৈশ্বর্যানুভবে, তল্লোকানুভবে পরমাগ্রহই তল্লোকবাসে কারণ হইয়া থাকে। তত্তদ্বস্তুতে পরিচ্ছিন্নাদি দৃষ্টি হেতু সেই পরমাগ্রহের কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হইলে আর শ্রীভগবদ্ধামে অবস্থিতি হইতে পারে না।

শ্রীজয়-বিজয়ের শ্রীভগবদ্ধাম হইতে পতন তত্তদবতার লীলাপ্রাকট্যাভিপ্রায়ে ব্রহ্মশাপছলে শ্রীভগবানের ইচ্ছাদ্বারাই হইয়াছিল। তাহাকে প্রকৃত পতনরূপে স্বীকার করা যায় না।

অতএব শ্রীভগবদ্ ভক্তগণের বিষয়ানুভব আধিক্যরূপে থাকিলেও তাহা অপ্রাকৃতহেতু তদাবেশে পতনাশঙ্কা হয় না। শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণেরও শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে স্নেহগন্ধ থাকাহেতু সাক্ষাদ্ভাবে বিষয়াবেশ হয় না। শ্রীবিগ্রহে স্নেহের আত্যন্তিক অভাব হইলেই তদীয় নির্বিশেষস্বরূপে অবস্থান হয়। শ্রীভগবন্ নির্বিশেষস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণেরও যাবৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধ দৃষ্টির অন্তর্হিত ভাব না হয়, তাবৎ শ্রীভগবদনুগ্রহে বিষয়াবেশ হইতে পারে না। অতএব শ্রীভবগদ্বিষ্ণু হইতে সেই নির্বিশেষ-স্বরূপে পৃথক্ স্বতন্ত্রদৃষ্টি হইলেই তদবজ্ঞাদোষে অবশ্য তাহা হইয়া থাকে।

মায়াশক্তির আশ্রয় সেই ব্রহ্মস্বরূপকেই পরমাত্মা বলা হয়। শ্রীভগবদ্বিষ্ণুর অংশ দৃষ্টিতে সেই পরমাত্মস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণেরও উক্তবৎ বিষয়াবেশ সম্ভাবনা হয় না, পৃথক্ স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টি হইলেই বিষয়াবেশের সম্ভবনা হয়।

শ্রীভগবদ্ বিষ্ণুর অবতার দৃষ্টিতে শ্রীশিবাদি-দেবের সাযুজ্যাদি লাভ হইলেও তৎসম্ভবনা হয় না। উক্ত প্রকারে পৃথক্ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর দৃষ্টি

পৃথক্ স্বতন্ত্রদর্শনাদেব তদবজ্ঞাদোষাদবশ্যং বিষয়াবেশো ভবতি।

মায়াশক্তেরাশ্রয়ত্বাৎ তদ্‌ব্রহ্মস্বরূপমেব পরমাত্মা ইত্যুচ্যতে। শ্রীবিষ্ণোরংশদৃশা তৎপরমাত্মস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্তজীবনামপি পূর্ববৎবিষয়াবেশসম্ভাবনা ন ভবতি, পৃথক-স্বাতন্ত্র্যদৃশৈব তৎস্যাৎ। শ্রীবিষ্ণোরবতারদৃশা শ্রীশিবাদিদেব সাযুজ্যাদিলাভেঽপি বিষয়াবেশসম্ভাবনা ন ভবতি, তাদৃশপৃথক্ স্বতন্ত্রেশ্বর দৃশা তু পূর্বোক্তানুসারেণ বিষয়ৈশ্চিত্তাকর্ষণং স্যাৎ। শ্রীবিষ্ণোরবতারদৃশা শ্রীশিবাদিদেবোপাসকানাং বৈকুণ্ঠধামান্তর্গত শ্রীশিবাদিবৈকুণ্ঠে সাযুজ্যাদিকং ভবতি। পৃথক্-স্বতন্ত্রেশ্বরদৃশা তু বিরজাস্থিত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতশিবাদিলোকগমনং ভবতি।

শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তিপ্রভামহিম্নঃসম্বন্ধমাত্রস্থিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবানামপি আসুরভাবরূপ বিষয়প্রাধান্যং ন প্রবলয়তি। তদভাবাদেব তৎপ্রাবল্যং ভবতি। হিরণ্যকশিপুরাবণাদি দৈত্যদানবরাক্ষসাদীনাং জ্ঞানযোগনিষ্ঠাং তত্তদ্দেবভক্তিঞ্চ প্রতি দৃক্‌পাতেন সর্বে সংশয়া এব দূরীভবিষ্যন্তি, এবমাসুরস্বভাবপ্রাপ্তজনানামপি কাপি আপত্তির্ন স্থাস্যতি।

পূর্বমেবোক্তম্—সাধনাবস্থায়াঃ, জীবন্মুক্তাবস্থায়াঃ পরমমুক্তাবস্থায়াশ্চ ব্যাপারঃ প্রায়িক এব ভবতি। অতএব যৎসাধনাবস্থায়াং স্যাৎ, তৎকদাচিৎ জীবন্মুক্তাবস্থায়ামপি স্যাৎ, তৎ পরমমুক্তাবস্থায়ামপি কাদাচিৎকরূপেণ সম্ভবতি। জীবন্মুক্তাবস্থা সাধকদশায়াঃ সিদ্ধাবস্থামাত্রম্।

হইলে পূর্বকথিতানুসারে বিষয় সকল দ্বারা চিত্ত সমাকর্ষণ হইবার সম্ভাবনা হয়। শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণুর অবতার-দৃষ্টিতে শ্রীশিবাদিদেবের উপাসকগণের শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামান্তর্গত শ্রীশিবাদি বৈকুণ্ঠেই সাযুজ্য প্রভৃতি লাভ হয়, পৃথক্ স্বতন্ত্র দৃষ্টি হইলে বিরজা সমুদ্র মধ্যগত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত শ্রীশিবাদিলোক গমন হইয়া থাকে।

শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তিপ্রভামাহাত্ম্যের সম্বন্ধমাত্র থাকিলেই নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণেরও আসুর-ভাবরূপ বিষয় প্রাধান্য প্রবল হইতে পারে না, তদভাবেই তৎপ্রাবল্য হইয়া থাকে। হিরণ্যকশিপু-রাবণাদি-দৈত্য-দানব-রাক্ষস প্রভৃতির জ্ঞানযোগনিষ্ঠা এবং তত্তদ্ দেবভক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকল সংশয়ই দূরীভূত হইবে এবং আসুর স্বভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—সাধনাবস্থার ব্যাপার, জীবন্মুক্তাবস্থার ব্যাপার এবং ভৌতিক দেহত্যাগের পরে পরম মুক্তাবস্থার ব্যাপার প্রায় একরূপই হইয়া থাকে। অতএব যাহা সাধনাবস্থাতে হওয়া সম্ভব, তাহা কদাচিৎ জীবন্মুক্তাবস্থাতেও হইয়া থাকে; তাহা পরম মুক্তাবস্থাতেও কাদাচিৎকরূপে সম্ভব হয়। জীবন্মুক্তাবস্থা সাধকাবস্থার সিদ্ধাবস্থামাত্র, সেই জীবন্মুক্তাবস্থায় ভৌতিক কর্মাধীন দেহের বিয়োগ মাত্রেই পরম মুক্তাবস্থা হইয়া থাকে।

নটগণের নাট্যসাধনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকল সংশয় দূরীভূত হইবে। নটগণের নাট্যসাধনকালে বহু বিঘ্ন হইয়া থাকে, সিদ্ধাবস্থালাভ হইলে অলৌকিক ব্যাপারেও আর বিঘ্ন হয় না। কিন্তু অসাবধানতা দোষে কদাচিৎ বিঘ্নও হইয়া থাকে। এই বিষয় বৈরাগ্যসাধনেও সেইরূপ দ্রষ্টব্য। অতএব শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়—যদি অচিন্ত্য মহাশক্তি সম্পন্ন শ্রীভগবানে অপরাধ হয়, তবে জীবমুক্তগণও সংসার প্রাপক বিষয় বাসনা লাভ করিয়া থাকেন।

তজ্জীবন্মুক্তা বস্থায়াং কর্মাধীন ভৌতিক-দেহস্য বিয়োগাদেব পরমমুক্তাবস্থা ভবতি। নটানাং নাট্যসাধনং প্রতি দৃক্পাতেনৈব সকলসংশয়া দূরী-ভবিষ্যন্তি। নটানাং নাট্যসাধনকালং বিঘ্নসঙ্কুলং, সিদ্ধাবস্থালাভেঽলৌকিক ব্যাপারোঽপি পুনর্বিঘ্না-ভাবঃ। কিন্তু প্রমাদাৎ কদাচিদ্ বিঘ্নোঽপি স্যাৎ। বৈরাগ্য সাধনেঽপ্যেবং দ্রষ্টব্যম্।

অতএব শাস্ত্রে শ্রূয়তে—"জীবন্মুক্তা অপি যান্তি পুনঃসংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্য-পরাধিনঃ।" তস্মাৎ পূর্বোক্তানুসারেণ পৃথক্ স্বতন্ত্রেশ্বরদৃশা যে জীবাঃ শ্রীশিবাদীনাং সাযুজ্যা-দিকং লভন্তে, তথা ব্রহ্মস্বরূপে পরমাত্মস্বরূপে বা সাযুজ্যং লভন্তে, তেষাং জীবানামেব কাদাচিৎক-রূপেণ বিষয়েণ চিত্তাকর্ষণং সম্ভবতি, অন্যেষাং মুক্তানাং তথা ন ভবতি। যে পণ্ডিতাঃ সাযুজ্য-মুক্তৌ আত্যন্তিকমৈক্যং স্বীকুর্বন্তি, তে জয়বিজয়য়োঃ সাযুজ্যপ্রাপ্তিং পুনঃ শ্রীভগবদ্ দ্বারপালত্বপ্রাপ্তিং প্রতিদৃষ্টিং পাতয়িষ্যন্তি, অথবা স্বকীয়া সংপ্রজ্ঞাত সমাধেরবসানং প্রতি দৃক্পাতয়িষ্যন্তি ॥১॥

নাস্তিকঃ—জীবানাং সংসারপ্রাপ্তিকারণং শ্রুতম্, স্বীকৃতঞ্চ, অত্রাপত্তিরপি নাস্তি। অতঃপরং সংসার দুঃখ প্রাপ্তজীবানাং কেনোপায়েনাস্মাদ্দুঃখা-ন্নিস্তারো ভবতি, তদেব শ্রোতুমিচ্ছামি।

সূত্রকারঃ—জীবানাং সংসারদুঃখান্নিস্তারোপায়ং বর্ণয়তি।

বিবেক-বৈরাগ্য-প্রীতি-যোগেন পুনঃ স্বরূপাবস্থিতিঃ ॥১॥

এহেতু পূর্বোক্তানুসারে পৃথক্-স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে যে সকল জীব শ্রীশিবাদিদেবের সাযুজ্যাদি লাভ করেন কিংবা ব্রহ্মস্বরূপে বা পরমাত্মস্বরূপে সাযুজ্য লাভ করেন, সেই জীবগণেরই কাদাচিৎরূপে বিষয়-দ্বারা চিত্তের আকর্ষণ হইবার সম্ভাবনা হয়, অন্য মুক্তগণের সেরূপ হয় না। যে সকল পণ্ডিত সাযুজ্য মুক্তিতে আত্যন্তিক ঐক্যের স্বীকার করেন, সেই পণ্ডিতগণ সেই জয়-বিজয়দ্বয়ের সাযুজ্যলাভ পরে পুনঃ শ্রীভগবদ্দ্বারপালত্ব লাভের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিবেন, অথবা স্বকীয় অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির অবসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন ॥১॥

নাস্তিক—জীবগণের সংসারপ্রাপ্তির কারণ শ্রবণ করিলাম, তাহা স্বীকার করিলাম। অতএব এ বিষয়ে আপত্তি নাই। অতঃপর সংসার দুঃখপ্রাপ্ত জীবগণের কিরূপ উপায় দ্বারা এই সংসার দুঃখ হইতে মিস্তার হয়, তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সূত্রকার—জীবগণের সংসার দুঃখ হইতে নিস্তারের উপায় বর্ণন করিতেছেন—

সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপ ত্রিবিধ বিবেকে, বিষয় বৈরাগ্যে এবং শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহপ্রীতিতে যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ, এই ত্রিবিধ পরমধর্মে 'যোগ'-শব্দের প্রয়োগহেতু শ্রীপরব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবৎস্বরূপে যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ সেই উপায় দ্বারাই পুনর্বার স্বরূপে অবস্থান হইয়া থাকে।

হে মহোদয়গণ ঃ সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান ভেদে 'বিবেক' ত্রিবিধ। প্রকৃতির এবং পুরুষের অর্থাৎ শক্তির এবং স্বরূপের ভেদ বিচারকে **সাংখ্য** বলা হয়। যদ্যপি শ্রীভগবানের শক্তি সমূহ অনন্তকোটি সংখ্যক হন, তথাপি অন্য শক্তিসমূহের শ্রীভগবৎ প্রভাবত্বহেতু কেবলমাত্র মায়াশক্তির ভেদ বিচারই এই সাংখ্যযোগে বলা হইয়া থাকে। অনন্তকোটি ভেদপ্রাপ্তা চিৎপরমাণু-পুঞ্জরূপা জীব শক্তি ভগবৎস্বরূপ-সদৃশীহেতু 'পুরুষ' নামে খ্যাত হন। মায়াশক্তি মাত্রের নিরীক্ষকহেতু চিৎশক্ত্যংশ মাত্র প্রকটকারী শ্রীভগবান্ এই সাংখ্যযোগে

সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপত্রিবিধবিবেকে, বিষয়-বৈরাগ্যে, শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহপ্রীতৌ চ যশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ, এতৎত্রিবিধপরমধর্মে যোগশব্দস্য প্রয়োগাৎ শ্রীপরব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎস্বরূপে যশ্চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ স্তেনোপায়েনৈব পুনঃস্বরূপাবস্থানং ভবতি।

ভো মহোদয়াঃ, সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান ভেদেন বিবেকস্ত্রিবিধঃ। প্রকৃতি পুরুষয়োঃ শক্তিস্বরূপয়োর্বা ভেদবিচারং সাংখ্যমিত্যুচ্যতে। যদ্যপি শ্রীভগবতঃ শক্ত্যয়োঽনন্তকোটিসংখ্যকাঃ, তথাপি অ ন্যা সা ং শ্রীভগবৎপ্রভাবরূপত্বাৎ কেবলং মায়াশক্তের্ভেদ-বিচার এবাত্র সাংখ্যযোগে ভবতি। অনন্তকোটি-ভেদপ্রাপ্তাঃ চিৎপরমাণুপুঞ্জরূপা জীবশক্তিস্তৎস্বরূপ-সদৃশীহেতুঃ 'পুরুষ' নাম্না খ্যায়তে। মায়াশক্তি-মাত্রস্য নিরীক্ষকত্বাৎ চিচ্ছক্ত্যংশ মাত্র প্রকটকারী শ্রীভগবান্ অস্মিন্ সাংখ্যযোগে পরমপুরুষো মহা-পুরুষো বা সংজ্ঞয়া খ্যায়তে।

তন্মায়াশক্তি-প্রভৃতীনাং প্রেরণমাত্র গুণপ্রকটনেন পরমাত্মেত্যভিধীয়তে। তস্য পরমাত্মনো মায়া-শক্তি প্রভৃতের্বিশ্বসৃষ্টি-পালন-সংহারাত্মকপ্রভাব-জ্ঞানং জ্ঞানমিত্যুচ্যতে।

তস্য পরমাত্মনঃ স্বরূপমাত্রস্য সর্বমূলত্ব-সর্বাত্ম-ত্বরূপমাহাত্ম্যানুভবং বিজ্ঞানমিত্যুচ্যতে। এতৎত্রি-বিধবিবেকবলাৎ মায়াশক্তি কার্যরূপে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক-বিষয়-পঞ্চকে হেয়জ্ঞান পূর্বকো যো স্নেহাভাবঃ, তদ্বৈরাগ্যমিত্যুচ্যতে।

তন্মায়াশক্তিকার্যস্য বিশ্বস্য পালনায় ভক্তানু-গ্রহায় বা যেষাং শ্রীভগবদতারাণাং প্রাকট্যং ভবতি, তেষু শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘন বৈচিত্র্য-শ্রীভগবন্মূ-র্তিবিশেষেষু পরমোপাদেয়ত্ব- পরমোপাস্যত্বজ্ঞান-পূর্বকং পরমাত্মীয় জ্ঞানপূর্বকং বা যঃ পরমস্নেহঃ তং প্রীতিরিত্যুচ্যতে।

অস্মিন্ পরমধর্মত্রয়ে, বিশ্বাত্মক-বিশ্বাদি-মহাপুরুষ-স্বরূপে, বিশ্বতৎকারণ-মায়াশক্তিপ্রেরক পরমাত্ম-স্বরূপে, বিশ্বতৎকারণ-মূলাশ্রয়ভূত ত দ তী ত শ্রীভগবন্মহিমাত্মকনির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে, ভক্তানুগ্রহ

'পরমপুরুষ' বা 'মহাপুরুষ' নামে খ্যাত হন। সেই মায়াশক্তি প্রভৃতির প্রেরণমাত্ররূপ গুণ প্রকটকারী হইলে 'পরমাত্মা'-নাম ধারণ করেন। সেই পর-মাত্মার মায়াশক্তি প্রভৃতির বিশ্বসৃষ্টি পালন সংহার রূপ প্রভাব জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলা হয়। সেই পরমাত্মার স্বরূপমাত্রের সর্বমূলত্ব, সর্বাত্মত্ব রূপ মাহাত্ম্যানুভবকে 'বিজ্ঞান' বলা হইয়া থাকে।

এই ত্রিবিধ বিবেক বলে মায়াশক্তির কার্যরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চবিষয়ে হেয়ত্বজ্ঞানপূর্বক যে স্নেহের অভাব তাহাকে 'বৈরাগ্য' বলা হয়।

সেই মায়াশক্তি-কার্য বিশ্বের পালনোদ্দেশে বা ভক্তানুগ্রহোদ্দেশে যে শ্রীভগবন্মূর্তি সকলের প্রাকট্য হইয়া থাকেন, সেই শ্রীসচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্য শ্রীভগবন্মূর্তি বিশেষে পরমোপাদেয়ত্ব-পরমোপাস্যত্ব জ্ঞানপূর্বক বা পরমাত্মীয় জ্ঞানপূর্বক যে পরম স্নেহ তাহাকে 'প্রীতি' বলা হয়। এই পরমধর্মত্রয়ে এবং বিশ্বাত্মক বিশ্বাদি মহাপুরুষ স্বরূপে, বিশ্ব তৎকারণ মায়াশক্তির প্রেরক পরমাত্ম স্বরূপে এবং বিশ্ব তৎকারণ-মূলাশ্রয়ভূত তদতীত শ্রীভগবন্মহিমাত্মক নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে এবং ভক্তানুগ্রহ প্রকটিত শ্রীভগবন্মূর্ত্তি বিশেষে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যে যোগ, সেই যোগ দ্বারাই যথানুভব নিষ্ঠতানুসারে পুনর্বার স্বরূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ উক্ত উপায়ানুসারে সংসার দুঃখগ্রস্ত জীবগণ সংসারদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নিজ নিজ উপাসনানুসারে শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া পরমমুক্তরূপে অবস্থিত হন॥২॥

প্রকটিত শ্রীভগবন্মূর্তি বিশেষে চ চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপো যো যোগস্তেন যোগেনৈব যথানুভব-নিষ্ঠতানুসারাৎ পুনঃ স্বরূপাবস্থিতির্ভবতি। ফলতঃ পূর্বোক্তোপায়ানুসারতঃ সংসার দুঃখ গ্রস্তজীবাঃ সংসার দুঃখাদ্‌বিমুচ্য স্বস্বোপাসনানুসারেণ শ্রীভগবন্তং প্রাপ্য পরমমুক্তরূপাঃ তিষ্ঠন্তি।

নাস্তিকঃ—বিবেকবৈরাগ্য-প্রীতিযোগাঃ সংক্ষেপতঃ কথিতাঃ। বিস্তৃত বিবরণং বিনাঽস্মাকং বোধগম্যো ন ভবিষ্যতি। অতএব বিস্তরতঃ শ্রোতুমিচ্ছামঃ।

সূত্রকারঃ—বিবেক যোগয়োঃ স্মরণং কারয়তি—

বিবেকযোগৌ পূর্বোক্তৌ ॥ ৩ ॥

ভো মহোদয়াঃ বিবেকযোগৌ পূর্বোক্তাবপি পুনরত্র কিঞ্চিৎপ্রকারান্তরেণ সুখবোধায় বর্ণয়িতব্যৌ। ততঃ প্রাগ্ বিচার্যমেতৎ—অঙ্গবিশেষে কণ্টকো যথা প্রবিশতি তদ্‌বিপর্যয়েণ বহির্গচ্ছতি। মনুষ্যাদিজীবশরীরো যথাজলমগ্নো ভবতি তদ্‌-বিপর্যয়েণ জলাদুত্থিতো ভবতি। তন্মনুষ্যাদিদেহো যথারজ্জুবদ্ধো ভবতি তদ্বৈপরীত্যেন বন্ধনান্মুচ্যতে। অত্রাপি সংসারবীজো বিষয়বাসনারূপ কণ্টকো যস্মাজ্জীবান্তঃকরণে প্রবিষ্টস্তদ্বৈপরীত্যেন বহির্গমিষ্যতি। জীবো যস্মাৎ সংসারসমুদ্রেনিমজ্জিতস্তদ্‌বৈপরীত্যেন সংসারসমুদ্রাদুত্থাষ্যতি। এবং যস্মান্মায়ারজ্জ্বা বদ্ধস্তদ্ বিপর্যয়েণ ততো মুক্তো ভবিষ্যতি। অতএব জীবস্য সংসারপ্রাপ্তৌ যৎ কারণমুক্তং তদ্‌বৈপরীত্যেন জীবঃসংসারদুঃখান্মুক্তো ভবিষ্যতীত্যত্র সংশয়ো নাস্তি।

যে জীবাঃ শ্রীভগবৎপ্রকটিত-রূপগুণলীলাদি-মাধুর্যেঽনাকৃষ্টচিত্তা মায়িকবিষয়মাধুর্যে আকৃষ্ট চিত্তাস্তে এব সংসারদুঃখে নিপতিতাঃ। তদ্‌বৈপরীত্যেন মায়িকবিষয়মাধুর্যেঽনাকৃষ্টচিত্তাঃ শ্রীভগবদ্-

নাস্তিক—বিবেক, বৈরাগ্য, প্রীতি এবং যোগ অতি সংক্ষেপে উক্ত হইলেন, বিস্তৃতভাবে কথিত না হইলে আমাদের বোধগম্য হইবে না। অতএব বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সূত্রকার—বিবেকের এবং যোগের স্মরণ করাইতেছেন। বিবেক এবং যোগ পূর্বে উক্ত হইয়াছেন।

হে মহোদয়গণ **বিবেক** এবং **যোগ** পূর্বে উক্ত হইলেও এস্থলে পুনর্বার কিঞ্চিৎ-প্রকারান্তরে সুখ বোধাভিপ্রায়ে কথিত হইবেন। তদ্বর্ণনের পূর্বে বিচার্য এই যে—(ক) কণ্টক অঙ্গ-বিশেষে যেভাবে প্রবেশ করে তদ্‌বিপরীত ভাবে বহির্গত হয়। (খ) মনুষ্যাদি জীবশরীর যে প্রকারে জলমগ্ন হয়, তদ্‌-বিপরীত প্রকারে জল হইতে উত্থিত হয়। (গ) উক্ত মনুষ্যাদি দেহ যেভাবে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হয় তদ্বিপরীত ভাবে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

এস্থলেও সংসারবীজ বিষয় বাসনারূপ কণ্টক যে কারণে জীবান্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তদ্বিপরীত ভাবে বহির্গত হইবে। জীব যে কারণে সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে, তদ্‌বিপরীত ভাবে সংসার সমুদ্র হইতে উত্থিত হইবে এবং যে কারণে মায়ার রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে, তদ্‌বিপরীত ভাবে মায়ার রজ্জু হইতে মুক্ত হইবে। অতএব জীবের সংসার প্রাপ্তি-বিষয়ে যে কারণ উক্ত হইয়াছে, তদ্‌বিপরীত ভাবে জীব সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

(ক) যে সকল জীব শ্রীভগবৎ-প্রকটিত রূপগুণ লীলাদির মাধুর্যে আকৃষ্ট-চিত্ত না হইয়া মায়িক বিষয় সকলের মাধুর্যে আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়াছেন, সেই সকল জীব সংসার দুঃখে নিপতিত হইয়াছেন। তদ্বিপরীত ভাবে মায়িক বিষয় সকলের মাধুর্যে আকৃষ্ট-চিত্ত না হইয়া শ্রীভগবৎ-শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য গুণলীলাদির মাধুর্যদ্বারা আকৃষ্ট-চিত্ত হইলেই পুনর্বার সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।

(খ) যে সকল জীব পারমার্থিক দৃষ্টির অভাবে

বিগ্রহস্য সৌন্দর্যগুণ-লীলাদের্মাধুর্যেণাকৃষ্টচিত্তাঃ সন্তঃ সংসারদুঃখান্মুক্তা ভবিষ্যন্তি। যে জীবা পারমার্থিক দৃষ্ট্যভাবাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপাদাত্মানং ভিন্নং স্বতন্ত্রঞ্চ দৃষ্ট্বা দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণেষু অহং-জ্ঞানবন্তস্তে সর্বে সংসরন্তঃ। তদ্বৈপরীত্যেন মায়িক দেহেন্দ্রিয়ান্তঃ-করণাদাত্মানং ভিন্নং দৃষ্ট্বা শ্রীভগবচ্ছক্তিত্বাৎ পারমার্থিকদৃষ্ট্যা শ্রীভগবৎস্বরূপাদাত্মানমভিন্নং পশ্যন্ত এব সংসারান্মুক্তা ভবিষন্তি।

যে জীবা বিশ্বসৃষ্টিপালন সংহার বিষয়ে শ্রীভগবতঃ স্বাতন্ত্র্যমদৃষ্ট্বা বিশ্বগতগুণ-বিশেষস্য স্বাতন্ত্র্যং পশ্যন্তি তে সংসরন্তি। তদ্বৈপরীত্যেন বিশ্বগত-গুণ-বিশেষস্য স্বাতন্ত্র্যমদৃষ্ট্বা বিশ্বসৃষ্ট্যাদৌ নিরন্তরং শ্রীভগবতঃ স্বাতন্ত্র্যদর্শনে এব মুক্তা ভবিষ্যন্তি। যে জীবা চিৎশক্ত্যাবিষ্কৃতানন্তবৈকুণ্ঠসমাশ্রয়েঽখিলরসানন্দবিগ্রহে শ্রী ভ গ ব ৎ স্বরূপে; অথবা ব্রহ্মাখ্যতন্মহিমাত্মক নির্বিশেষস্বরূপে; অথবা— পরমাত্মসংজ্ঞকমায়াশক্ত্যাশ্রয়বিশ্বাত্মকতদংশস্বরূপে চিত্তবৃত্তিমযুঞ্জন্তঃ মায়িকবিষয়েষু চিত্তবৃত্তিংযুঞ্জন্তি, তে এব সংসরন্তি। তদ্ব্যতিক্রমেণ মায়িকবিষয়েষু চিত্তবৃত্তিমযুঞ্জন্তঃ শ্রীভগবতস্তত্তৎস্বরূপে চিত্তবৃত্তিং-যুঞ্জন্ত এব সংসারান্মুক্তা ভবন্তি।

তদেবং শ্রীভগবৎস্বরূপভূত-রূপগুণলীলানামাদি-মাধুর্যেণ চি ত্ত স মা ক র্ষ ণং 'প্রীতি' রিত্যুচ্যতে। মায়িকবিষয়ানাং মাধুর্যাভাসেন চিত্তস্যানাকর্ষণং 'বৈরাগ্যম্'। শ্রীভগবৎ স্বরূপস্য সর্বমূলতাপ্রযুক্তং সর্বাত্মকতারূপং ত ন্ম হি ম জ্ঞা ন ং 'বিজ্ঞানম্'। অ খি ল শ ক্তী না ং প্রভাবজ্ঞানাত্তাসামাশ্রয়ত্বাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপস্য তদতীতত্বানুভবং 'জ্ঞানম্'। পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বাত্মকমায়াশক্তিরূপায়াঃ প্র কৃ তে স্ত থা পরমাত্ম-জীবাত্মরূপস্য পুরুষদ্বয়স্য চান্যোন্যং ভেদ-

শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে আপনাকে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র দেখিয়া মায়িক দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণে অহংজ্ঞান করিয়াছেন, সেই সকল জীব সংসারী হইয়াছেন। তদ্বিপরীতভাবে মায়িক দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া শ্রীভগবৎশক্তি হেতু পারমার্থিক দৃষ্টি দ্বারা শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে আপনাকে অভিন্ন দেখিলেই সংসার হইতে মুক্ত হইবেন।

(গ) যে সকল জীব বিশ্বের সৃষ্টি পালন সংহার বিষয়ে শ্রীভগবানের স্বাতন্ত্র্য না দেখিয়া বিশ্বগত গুণ-বিশেষের স্বাতন্ত্র্য দেখেন, সেই সকল জীব সংসারী হন, তদ্বিপরীত ভাবে বিশ্বগত গুণ-বিশেষের স্বাতন্ত্র্য না দেখিয়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদি বিষয়ে নিরন্তর শ্রীভগবানের স্বাতন্ত্র্য দেখিলেই মুক্ত হইবেন। (ঘ) যে সকল জীব চিৎশক্ত্যাবিষ্কৃতানন্ত বৈকুণ্ঠ সমাশ্রয় অখিল রসানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবৎ স্বরূপে, কিংবা ব্রহ্মাখ্য তন্মহিমাত্মক নির্বিশেষ স্বরূপে, অথবা পরমাত্ম-সংজ্ঞক মায়াশক্ত্যাশ্রয় বিশ্বাত্মক তদংশস্বরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধ না করিয়া মায়িক বিষয় সকলে চিত্ত বৃত্তির নিরোধ করেন, সেই সকল জীব সংসারী হন, তদ্বিপরীত-ভাবে মায়িক বিষয় সকলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ না করিয়া শ্রীভগবানের উক্ত তত্তৎস্বরূপে চিত্ত বৃত্তির নিরোধ করিলেই সংসার হইতে মুক্ত হন।

উক্ত প্রকারে শ্রীভগবানের স্বরূপভূত রূপগুণ-লীলা-নামাদির মাধুর্য দ্বারা চিত্তের সমাকর্ষণকে **প্রীতি** বলা হয়। মায়িক বিষয় সকলের মাধুর্যাভাস দ্বারা চিত্তের আকর্ষণ না হওয়াকে **বৈরাগ্য** বলা হয়। শ্রীভগবৎস্বরূপের সর্বমূলতাহেতু সর্বাত্মকতারূপ তন্মাহাত্ম্য জ্ঞানকে **বিজ্ঞান** বলা হয়। অখিল শক্তির প্রভাব-জ্ঞান পূর্বক সেই সকল শক্তির আশ্রয়হেতু সেই সকল শক্তি হইতে শ্রীভগবৎস্বরূপের অতীতত্বানুভবকে **জ্ঞান** বলা হয়। পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বাত্মক মায়াশক্তিরূপ প্রকৃতির এবং পরমাত্ম-জীবাত্ম-রূপ পুরুষদ্বয়ের পরস্পর ভেদ

জ্ঞানং 'সাংখ্যম্'। সাংখ্য-জ্ঞান বিজ্ঞানরূপৈঃ তৎ-ত্রিবিধানুভবে 'বিবেকঃ'। এতৎত্রিবিধভগবৎস্বরূপে চিত্তবৃত্তের্নিরোধো 'যোগঃ'। এতদুপায়চতুষ্টয়েন সংসারদুঃখগ্রস্ত জীবাঃ পুনঃ সংসারদুঃখান্মুচ্যন্তে।

প্রীতিবৈরাগ্যে পশ্চাদ্বক্তব্যে। বিবেকযোগৌ উক্তাবপি সুখবোধায় সমাসতঃ পুনরুচ্যতে। অনন্তকোটি শক্তীনাং সমাশ্রয়ঃ শ্রীভগবান্ সম্রাট্স্থানীয়ঃ। তাসাং শক্তীনাং মধ্যে চিচ্ছক্তিঃ লীলাশক্তিঃ জীবশক্তিঃ ধর্মশক্তিঃ, মায়াশক্তিঃ কালশক্তিঃ, আধারশক্তিঃ, পরিণমনশক্তিঃ শব্দশক্তিঃ, শক্ত্যাবেশনশক্তিঃ অন্তর্যামিত্বশক্তিঃ, স্বসত্ত্বানুভবশক্তি—ইতি দ্বাদশশক্তয়ঃ প্রধানাঃ। আসাং লক্ষণং প্রাগ্ বর্ণিতম্। আসু শক্তিষু অনন্তকোটি-চিৎপরমাণুপুঞ্জরূপা জীবশক্তিরেব প্রজাস্থানীয়া। অন্যাঃ শক্তয়ঃ সাম্রাজ্যস্থানীয়াঃ। চিচ্ছক্ত্যাঽনন্তকোটিবৈকুণ্ঠ তদগতবস্তূনাং প্রাকট্যং ভবতি। লীলাশক্ত্যা বৈকুণ্ঠ-মধ্যে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চাবির্ভাববৈচিত্র্যং, মায়াশক্ত্যানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানাং সৃষ্ট্যাদি, কালশক্ত্যা তত্তচ্ছক্তিপ্রেরণম্, আধারশক্ত্যা ব্রহ্মাণ্ডানাং ধারণং পরিণমনশক্ত্যা মায়াশক্তের্ব্যক্তরূপেণ পরিণতি, ধর্মশক্তির্জীবগতা, শব্দশক্তিস্তৎপ্রকাশিকা। শক্ত্যাবেশনশক্ত্যা জীবেষু শক্তিসঞ্চারঃ। অন্তর্যামিত্বশক্ত্যা শক্তীনাং প্রেরণম্। স্বসত্তানুভবশক্ত্যা শ্রীভগবান্ স্বকীয়সর্বাশ্রয়তানুভবং করোতি।

সর্বরসাশ্রয়ঃ শ্রীভগবান্ স্বরূপভূতস্বমহিমঘন বৈচিত্র্যাত্মকত্বাৎ পরিপূর্ণস্বরূপঃ। গুণাতীতজ্ঞানাত্মকোঽপরিচ্ছিন্ন নৈরপেক্ষ সুখাত্মকো নির্বিশেষ ব্রহ্মাখ্যস্বরূপস্তদীয়মহিমমাত্রাত্মকত্বাৎ অপূর্ণস্বরূপমাত্রম্। মায়াশক্ত্যাদিসাক্ষিপ্রেরকস্তন্মূলভূততদাত্মকাদেঃ প্রশান্তসমাবিষ্কৃতানন্দস্বরূপঃ পরমাত্মা

জ্ঞানকে **'সাংখ্য'** বলা হয়। এই সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপ ত্রিবিধ অনুভবকে **'বিবেক'** বলা যায়। উক্ত ত্রিবিধ ভগবৎস্বরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধকে **'যোগ'** বলা হইয়া থাকে। এই চতুর্বিধ উপায় দ্বারা সংসার দুঃখ গ্রস্ত জীবগণ পুনর্বার সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

প্রীতি এবং বৈরাগ্য পরে কথিত হইবেন। বিবেক এবং যোগ উক্ত হইয়া থাকিলেও সুখবোধের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে পুনর্বার কথিত হইতেছেন।

অনন্ত কোটি শক্তির সমাশ্রয় শ্রীভগবান সম্রাট স্থানীয় হন। সেই সকল শক্তি মধ্যে চিৎশক্তি, লীলাশক্তি, জীবশক্তি, ধর্মশক্তি, মায়াশক্তি, কালশক্তি, আধারশক্তি, পরিণমনশক্তি, শব্দশক্তি, শক্ত্যাবেশনশক্তি, অন্তর্যামিত্বশক্তি এবং স্বসত্ত্বানুভব শক্তি এই দ্বাদশ শক্তিই প্রধানা। এইসকল শক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছেন, আর তদ্বর্ণনের প্রয়োজন নাই। এই সকল শক্তি মধ্যে অনন্তকোটি-চিৎপরমাণুপুঞ্জরূপা জীবশক্তিই প্রজা স্থানীয় হন, অন্য-শক্তি সকল সাম্রাজ্য স্থানীয় হইয়া থাকেন। চিৎ-শক্তি দ্বারা অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠের এবং তদগত বস্তু সকলের প্রাকট্য হয়। লীলাশক্তি দ্বারা তন্মধ্যে এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আবির্ভাব বৈচিত্র্য হইয়া থাকেন। মায়াশক্তি দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-পালন-সংহার হয়, কালশক্তি দ্বারা তৎশক্তির প্রেরণ হয়, আধারশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-সকলের ধারণ হয়। পরিণমনশক্তি দ্বারা মায়া-শক্তির ব্যক্তাব্যক্তরূপে পরিণাম হইয়া থাকে। ধর্মশক্তি জীবগতা হন, শব্দশক্তি তৎপ্রকাশিকা হন। শক্ত্যাবেশন শক্তি দ্বারা জীবসকলে শক্তি-সঞ্চার হয়, অন্তর্যামিত্ব শক্তি দ্বারা শক্তি সকলের প্রেরণ হয়, স্বসত্তানুভব শক্তি দ্বারা শ্রীভগবান স্বকীয় সর্বাশ্রয়তার অনুভব করিয়া থাকেন।

সর্বরসাশ্রয় শ্রীভগবান স্বরূপভূত স্বমহিম ঘন বৈচিত্র্যাত্মকহেতু পরিপূর্ণস্বরূপ হন। গুণাতীত

শ্রীভগবতোহংশস্বরূপঃ। বস্তুতস্তু শ্রীভগবতশ্চিন্মাত্রসত্তারূপং মহিমানমেব নির্বিশেষ ব্রহ্মেতি কথ্যতে। তথা শ্রীভগবানেবৈকাংশেন মায়াশক্ত্যাদেঃ সাক্ষিপ্রেরকত্বাৎ পরমাত্মেতি শব্দ্যতে। শ্রীভগবতঃ স্বতো নিরপেক্ষতৈব ব্রহ্মত্বম্। ভক্তবাৎসল্যগুণেন চিৎশক্ত্যাবিষ্কারিত্বমেব 'ভগবত্তা'। বিষয়বিমুগ্ধজীবান্ প্রতি দীনদয়ালুত্বগুণেন মায়াশক্ত্যাদিপ্রেরকত্বমেব পরমাত্মত্বম্।

শ্রীভগবান্ চিচ্ছক্ত্যাপরিচ্ছিন্নানন্তকোটিবৈকুণ্ঠস্য তত্রস্থপরিকরাণাঞ্চ প্রাকট্যং করোতি, পরমাত্মরূপেণ মায়াশক্ত্যা দেশকালবস্তুলক্ষণপরিচ্ছিন্নানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানাং তদগত বস্তূনাঞ্চ সৃষ্ট্যাদীন্ বিদধাতি। সা মায়াশক্তিঃ প্রলয়কালে সর্ববিস্মরণকারিণী মূলপ্রকৃতিরূপা তিষ্ঠতি, সৃষ্টিকালে মূলপ্রকৃতিতঃ সর্বস্মরণরূপমহত্তত্ত্বং চিত্তং বোৎপদ্যতে। তস্মাদভিমানাত্মকাহংকারস্যোৎপত্তিঃ, তৎত্রিবিধো-ভবতি, সাত্ত্বিকাহংকারাদধিষ্ঠাতৃদেবানাং মনসশ্চোৎপত্তিঃ, দেবানাং পরিচয়ঃ প্রাগুক্তঃ। রাজসাহংকারাদ্ বুদ্ধিঃ প্রাণাঃ; তত্তদানুগত্যেন শ্রোত্রাদি-পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি-চোৎপদ্যন্তে। মূলপ্রকৃতি-চিত্তাহংকারবুদ্ধি র্মনাংসি এতৎ পঞ্চকমন্তঃকরণম্। দশ ইন্দ্রিয়ানি বহিঃকরণম্। তামসাহংকারাচ্ছব্দস্য, শব্দাৎ স্পর্শাকাশয়োঃ স্পর্শাদ্ রূপবায়্বোঃ, রূপাদগ্নি-রসয়োঃ, রসাজ্জল-গন্ধয়োঃ, গন্ধাৎ পৃথিব্যাশ্চোৎপত্তিঃ। প্রলয়ে ব্যুৎক্রমেণ বিলয়ঃ। শব্দ স্পর্শরূপরসগন্ধাঃ পঞ্চ তন্মাত্রাণি, আকাশাদি পঞ্চমহাভূতাঃ, মায়াশক্তিরেতৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাকারেণ ভেদপ্রাপ্তাঃ, তত্ত্বলক্ষণং প্রাগুক্তম্। এতৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেনানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড-তন্মধ্য গতচতুর্দশ ভুবনানি, অনন্ত-

---

অস্তিজ্ঞানাত্মক অপরিচ্ছিন্ন নৈরপেক্ষ সুখাত্মক নির্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য-স্বরূপ তদীয় মহিমমাত্রাত্মকহেতু অপূর্ণ স্বরূপমাত্র হইয়া থাকেন। মায়াশক্ত্যাদির সাক্ষি-প্রেরক, তন্মূল ভূত তদাত্মকাদির প্রশান্ত সমাবিষ্কৃত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীভগবানের অংশভূত হন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের চিন্মমাত্র সত্তরূপ মহিমাকেই নির্বিশেষ **'ব্রহ্ম'** বলা হয় এবং শ্রীভগবানই একাংশদ্বারা মায়াশক্ত্যাদির সাক্ষি-প্রেরকত্বাদিহেতু **পরমাত্মা** রূপে কথিত হন। শ্রীভগবানের স্বতঃ নিরপেক্ষতাই **'ব্রহ্মত্ব'** হয়, ভক্তবাৎসল্যগুণে চিৎশক্ত্যাবিষ্কারিত্বই **'ভগবত্তা'** হয়। বিষয় বিমুগ্ধ জীবগণের প্রতি দীনদয়ালুত্বগুণে মায়াশক্ত্যাদি-প্রেরকত্বই **'পরমাত্মত্ব'** হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান চিৎশক্তিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠের এবং তত্রস্থ পরিকর সমূহের প্রাকট্য করিতেছেন। পরমাত্মরূপে মায়াশক্তিদ্বারা দেশকাল বস্তু লক্ষণ পরিচ্ছিন্ন অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের এবং তদ্‌গত বস্তু-সকলের সৃষ্টি-পালন-সংহার করিতেছেন। সেই মায়াশক্তি প্রলয়কালে সর্ববিস্মরণ কারিণী মূলপ্রকৃতিরূপে অবস্থান করেন। সৃষ্টিকালে মূলপ্রকৃতি হইতে সর্বস্মরণরূপ মহত্তত্ত্বের বা চিত্তের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে অহংকরণ রূপ অহংকারের উৎপত্তি হয়। সেই অহঙ্কার ত্রিবিধ হয়। সাত্ত্বিক অহংকার হইতে অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণের এবং মনের উৎপত্তি হয়। দেবগণের নাম পূর্বে লিখিত হইয়াছে। রাজস অহংকার হইতে বুদ্ধির, প্রাণের, তত্তদানুগত্যে শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাক্, পাণি, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্মন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। মূল প্রকৃতি, চিত্ত, অহংকার, মন, বুদ্ধি এই পঞ্চকে অন্তঃকরণ বলা হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় সকলকে বহিঃকরণ বলা হইয়া থাকে। তামস অহংকার হইতে শব্দের, শব্দ হইতে স্পর্শের এবং আকাশের, স্পর্শ

স্থাবরজঙ্গমাত্মকজীবশরীরাণি চ রচিতানি। জীবশরীরাণ্যেকরূপপ্রতীতান্যপি পঞ্চকোষেণ শরীরত্রয়েণ চ বিভক্তানি। ক্ষিত্যপ্তেজসাংত্রয়েনান্নময়কোষঃ, বায্বাকাশাভ্যাং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ৈশ্চ প্রাণময়কোষঃ। এতৎকোষদ্বয়েন স্থূলদেহোৎপত্তিঃ, মনোবুদ্ধিপঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈশ্চ মনোময়কোষঃ, চিত্তাহংকারাভ্যাং বিজ্ঞানময়কোষঃ, এতৎকোষদ্বয়েণ লিঙ্গশরীরোৎপত্তিঃ, মূলপ্রকৃতিরেবানন্দময়কোষঃ কারণশরীরঞ্চ ভবতি।

দৃশ্যসৌরবিশ্বে জীবস্য সুখদুঃখভোগঃ স্থূলদেহেনৈব ভবতি। অদৃশ্যব্রহ্মাণ্ডেষু সুখদুঃখভোগঃ, স্বপ্নে বিষয়দর্শনঞ্চ লিঙ্গদেহেন, কারণদেহেন সুষুপ্তিপ্রলয়স্থাবরত্বপ্রভৃতেরনুভবো ভবতি। সকলশরীরেষু কোষপঞ্চকস্য শরীরত্রয়স্য চাস্তিত্বসম্ভবেঽপি স্থাবরদেহে আধারস্যাযোগ্যতাবশাৎ তত্তদনুভবো নাস্তি। মনুষ্যশরীরং বিনাঽন্যজঙ্গমদেহেঽপি আধারস্য অপূর্ণতয়া লিঙ্গদেহস্য পুষ্টি র্ন ভবতি। অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডেষু স্থূলদেহস্য অপ্রবেশেঽপি মনোময় কল্পিত স্থূলদেহেনৈব সুখদুঃখ ভোগব্যবহারো ভবতি। জীবস্য স্থূলদেহানি জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জভেদেন চতুর্বিধানি। প্রতিশরীরং পৃথক্ পৃথক্জীবাত্মা তত্তদভিমানী ভূত্বা তিষ্ঠতি। পরমাত্মা নিরভিমানী সন্ সাক্ষী-প্রেরকরূপেণ তত্তৎশরীরস্যান্তর্বহির্বসতি। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূর্ভুবাদ্যূর্ধ্ব সপ্তলোকা, ভূবিবররূপাঃ অতলাদি নিম্নসপ্তলোকাশ্চ এতচ্চতুর্দশভুবনানি রচিতানি। পাতালতলে জলোপরি তমসি দণ্ডভোগস্থানং নরকং তিষ্ঠতি। জীবাঃ স্বকীয় শুভাশুভকর্মবশাদুচ্চাবচ স্থানেষু পরিভ্রমন্তি। এতানি স্থানানি জীবস্য চর্মনেত্রগোচরাণি ন ভবন্তি। মায়িক সৌর বিশ্বমেব

হইতে রূপের এবং বায়ুর, রূপ হইতে রসের এবং অগ্নির, রস হইতে গন্ধের এবং জলের, গন্ধ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। প্রলয়কালে ইহার বিপরীতভাবে বিলয় হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ এই পঞ্চকে তন্মাত্রা বলা হয়। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ,পৃথিবী এই পঞ্চকে মহাভূত বলা হইয়া থাকে। মায়াশক্তি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাকারে ভেদ প্রাপ্তা হন। তত্ত্বসকলের লক্ষণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে, আর এস্থলে লিখিবার প্রয়োজন নাই। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, তন্মধ্যগত চতুর্দশভুবন এবং অনন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীব-শরীর সকল রচিত হইয়াছেন।

জীবশরীর সকল একরূপে প্রতীক হইলেও পঞ্চকোষ এবং শরীরত্রয় দ্বারা বিভক্ত হন। পৃথিবী জল অগ্নি এই ভূতত্রয় দ্বারা **অন্নময়কোষ** হয়, বায়ু আকাশ এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা **প্রাণময়কোষ** হয়। এই কোষদ্বয় দ্বারা **স্থূলদেহ** হইয়া থাকে।

মন বুদ্ধি এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা **মনোময়কোষ** হয়, অহংকার এবং চিত্তদ্বারা **বিজ্ঞানময়কোষ** হয়, এই কোষদ্বয় দ্বারা **লিঙ্গশরীর** হইয়া থাকে। মূলপ্রকৃতিই আনন্দময়কোষ এবং **কারণশরীর** নামে খ্যাত হন।

দৃশ্য সৌর বিশ্বে জীবের সুখদুঃখ ভোগ স্থূলদেহ দ্বারাই হয়। অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড সকলে সুখদুঃখ ভোগ এবং স্বপ্নে বিষয়দর্শন লিঙ্গদেহ দ্বারা হয়, কারণদেহ দ্বারা সুষুপ্তি, প্রলয় এবং **স্থাবরত্ব** প্রভৃতির অনুভব হয়। সকল শরীরে এই পঞ্চকোষ এবং শরীরত্রয়ের অস্তিত্বের সম্ভবনা হইলেও স্থাবরদেহে আধারের অযোগ্যতাহেতু তত্তদনুভব হয় না। কেবলমাত্র মনুষ্যশরীর ব্যতিরেকে অন্য জঙ্গম দেহেও আধারের অপূর্ণতা হেতু লিঙ্গদেহের পুষ্টি হয় না। অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডসকল মধ্যে স্থূলদেহের

জীবস্য চর্মনেত্র গোচরং ভবতি। ইদং সৌরবিশ্বমদৃশ্য-ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষস্য বহিরঙ্গরূপম্। জীবস্য প্রাকৃতচিত্তং যদাঽশুদ্ধং দুর্বলঞ্চ ভবতি তদৈব সৌরবিশ্বে পততি। চিত্তে সবলে সতি অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডগত ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকত্রয়ে সপ্তভূবিবরে চ গচ্ছতি। চিত্তে বিশুদ্ধে সতি মহর্লোকাদি-লোকচতুষ্টয়ে গচ্ছতি। চিশুদ্ধচিত্তে নিবৃত্তে সতি ব্রহ্মসাযুজ্যং লভতে। অপ্রাকৃতচিত্তেন শ্রীভগবদ্ধাম প্রাপ্নোতি। শ্রীভগবচ্চিত্তং সর্বদাঽপ্রাকৃতম্। এতে বিষয়াঃ প্রাগুল্লিখিতাঃ।

তদেবং ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমঃ, গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ, বাক্ পাণিপাদ পায়ূপস্থাং ঘ্রাণজিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণি, মনোবুদ্ধ্যহংকার চিত্তমূলপ্রকৃতয়শ্চৈতস্য পঞ্চবিংশতি প্রকৃতিভেদস্য জীবা-ত্ম পরমাত্মরূপ পরুষভেদস্য চ স্ব স্বলক্ষণেনান্যোন্যং পার্থক্যজ্ঞানমেব **'সাংখ্যম্'।**

অনেন সাংখ্যযোগেন জীবঃ পঞ্চবিংশতি ভেদপ্রাপ্তাৎ প্রকৃতিনির্মিত পঞ্চকোষদেহত্রায়াদ্ আত্মানং ভিন্নং তত্তৎ সাক্ষিরূপঞ্চ পশ্যন্ বিষয়েন বিমুগ্ধো ন ভবতি। দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণেষু 'অহং' বুদ্ধ্যভাবাৎ 'ইন্দ্রিয়াণি বিষয়ং গৃহ্ণন্তি'—ইত্যেব পশ্যতি। দেহান্তরেভ্যস্তত্তজীবাত্মানমপি এবং ভিন্নং সাক্ষিরূপঞ্চ পশ্যতি। বিশ্বশরীরিণং পরমাত্মানং বিশ্বপ্রপঞ্চাদ্ ভিন্নং তৎসাক্ষিরূপং পশ্যতি। অনেন সাংখ্যযোগেন জীব আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়াদ্ বিমুক্তঃ সন্ জ্ঞানবিজ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সাহায্যেন,

---

প্রবেশ না হইলেও মনোময় কল্পিত স্থূলদেহ দ্বারাই সুখদুঃখ ভোগ ব্যবহার হইয়া থাকে। জীবের স্থূলদেহ সকল জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্বিধ হন। প্রতি শরীরে পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মা তত্তদভিমানী হইয়া অবস্থিতি করেন। পরমাত্মা নিরভিমানী হইয়া সাক্ষী এবং প্রেরকরূপে তত্তৎশরীরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বাস করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহর্জন তপঃ সত্য এবং ভূবিবররূপে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল এই চতুর্দশ ভুবন রচিত হন। পাতাল তলে জলের উপরি অন্ধকার মধ্যে নরক নামে দণ্ডভোগ স্থান থাকে। জীব সকল স্বকীয় শুভাশুভ কর্মবশে উক্ত স্থান সকলে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই সকল স্থান জীবের চর্মনেত্র গোচর হয় না। মায়িক সৌরবিশ্বই জীবের চর্মনেত্র গোচর হইয়া থাকে। এই সৌরবিশ্ব অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড বিশেষের বহিরঙ্গরূপ হইয়া থাকে। জীবের প্রাকৃত চিত্ত অশুদ্ধ এবং দুর্বল হইলে এই সৌরবিশ্বে পতন হয়। সেই চিত্ত সবল হইলে অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডগত ভূর্ভুবঃস্বঃ এবং সপ্ত ভূবিবরে গমন হয়। সেই চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে মহর্লোকাদি লোকচতুষ্টয়ে গমন হয়। সেই বিশুদ্ধ চিত্ত নিবৃত্ত হইলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়। অপ্রাকৃত চিত্ত দ্বারা শ্রীভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবানের চিত্ত সর্বদা অপ্রাকৃত হয়, এসকল বিষয় পূর্বেই লিলিত হইয়াছে।

উক্ত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ; গন্ধ রস, রূপ, স্পর্শ শব্দ; উপস্থ, পায়ু, পাদ, পানি বাক্; ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষুঃ ত্বক্ শ্রোত্র; মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত, মূলপ্রকৃতি—এই পঞ্চবিংশতি প্রকৃতি ভেদের এবং জীবাত্ম-পরমাত্মরূপ পুরুষভেদের স্বস্বলক্ষণ দ্বারা পরস্পর পার্থক্য-জ্ঞানকেই **'সাংখ্য'** বলা হয়।

এই সাংখ্যযোগ দ্বারা জীব পঞ্চবিংশতি ভেদপ্রাপ্ত প্রকৃতি নির্মিত পঞ্চকোষ, দেহত্রয় হইতে আপনাকে ভিন্নরূপে এবং তত্তৎসাক্ষিরূপে দেখিলেই আর পঞ্চবিধ বিষয় দ্বারা বিমুগ্ধ হয় না। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ প্রভৃতিতে

ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তিমপি প্রাপ্নোতি।

পরমাত্মারূপী শ্রীভগবান্ মায়াশক্ত্যাদিভির্যথা বিশ্বস্য সৃষ্টিপালন-সংহারান্ বিদধাতি, তচ্চরিত্রানু-শীলয়ন্ তত্তচ্ছক্তেস্তত্তচ্চরিতস্য চাশ্রয়-পরমাত্মরূপ শ্রীভগবৎস্বরূপস্যানুশীলনং **'জ্ঞানম্'**। এবং স্বশক্তি-প্রভাবরূপে পরমাত্মমাহাত্ম্যজ্ঞানে যুঞ্জন্ জ্ঞান-যোগং বদন্তি। অনেন জ্ঞানযোগেন বিজ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সাহায্যেন ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তির্ভবতি।

পরমাত্মরূপিণঃ শ্রীভগবতো মায়াশক্তি প্রভৃতয়ঃ শক্তিত্বাৎ গুণবৎ শক্তিমতঃ পরমাত্মন আশ্রিতাঃ। মায়াশক্ত্যাদেঃ কার্য্যাণি তত্তচ্ছক্তে-রাশ্রিতানি। এবঞ্চ তৎকার্যাণাং মায়াশক্ত্যাদিরাশ্রয়ঃ। তন্মায়া-শক্ত্যাদীনাং তদতীত পরমাত্মস্বরূপ আশ্রয়ঃ। আশ্রিতাদাশ্রয়ো ভিন্নঃ, যস্মাদাশ্রিতাভিব্যক্তিং বিনাপি আশ্রয়ো বিদ্যতে। পরন্তু আশ্রয়াদাশ্রিতোঽভিন্নঃ, আশ্রিতপদার্থাঃ আশ্রয়ান্তর্ভূতাঃ, যতঃ আশ্রয়স্য সদ্ভাবাদাশ্রিতস্য সদ্ভাবঃ, আশ্রিতস্যা-স্বাতন্ত্র্যাচ্চ। তদেবং পারমার্থিক জ্ঞানেন কার্যেভ্যঃ শক্তীনাং ভিন্নত্বদর্শনং, শক্তিভ্যঃ পরমাত্মস্বরূপস্য ভিন্নত্বদর্শনঞ্চ এবং পরমাত্মস্বরূপাৎ জীবমায়াদি শক্তীনাং শক্তিকার্যানাঞ্চ ভিন্নত্বদর্শনরূপং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনমেব **বিজ্ঞানম্**। বিজ্ঞানে চিত্তং যুঞ্জন্ বিজ্ঞানযোগো ভবতি। বৈরাগ্য-ভগবদ্ভক্তি সাহায্যাদনেন বিজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মসাযুজ্যাদিমুক্তি র্ভবতি। ইত্থং সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ স্ত্রিবিধা-নুভবো বিবেকঃ।

চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃত সচ্চিদানন্দ ঘন বৈচিত্র্যপদার্থা বিবেকাতীতত্বাদত্র নোট্টঙ্কিতাঃ। বিবেকাধিকার শ্চিচ্ছক্তি লীলাশক্তি ব্যতিরেকেন মায়াশক্তি ব্যাপারে ভবতি। শ্রীভগবান্ স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি

আর অহংবুদ্ধিও করে না। ইন্দ্রিয় সকল বিষয়-গ্রহণ করিতেছেন—ইহাই মাত্র দেখিতে পায়। অন্যান্য দেহসমূহ হইতে তত্তজ্জীবাত্মাকেও এই প্রকার ভিন্ন এবং সাক্ষিরূপে দেখিতে পায়। বিশ্বশরীরী পরমাত্মাকেও বিশ্ব হইতে ভিন্ন এবং তৎসাক্ষিরূপে দেখিয়া থাকে। এই সাংখ্যযোগ দ্বারা জীব আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক রূপ তাপত্রয় হইতে বিমুক্ত হয় এবং জ্ঞান বিজ্ঞান বৈরাগ্যাদির সাহায্যে ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তি লাভও করিয়া থাকে।

পরমাত্মারূপী শ্রীভগবান্ মায়াশক্তি প্রভৃতি দ্বারা যে প্রকার বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন এবং সংহার করিতেছেন সেই সকল চরিতের অনুশীলন পূর্বক তত্তৎশক্তির এবং তত্তৎ-চরিতের আশ্রয়রূপে পরমাত্মা রূপ শ্রীভগবৎ-স্বরূপের অনুশীলনকে **'জ্ঞান'** বলা হয়, এই স্বশক্তি প্রভাব রূপ পরমাত্মমাহাত্ম্যজ্ঞানে যোগ হইলে ইহাকেই জ্ঞানযোগ বলা হয়। এই জ্ঞানযোগ দ্বারা বিজ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সাহায্যে ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তি হয়।

পরমাত্মারূপী শ্রীভগবানের মায়াশক্তি প্রভৃতি শক্তিহেতু গুণবৎ শক্তিমান্ পরমাত্মার আশ্রিত হইতেছেন। মায়াশক্তি প্রভৃতির কার্যসকল তত্তৎশক্তির আশ্রিত হইতেছেন। অতএব সেই কার্যসকলের মায়াশক্তি প্রভৃতি আশ্রয় হইতেছেন। সেই মায়াশক্তি প্রভৃতির তদতীত পরমাত্মস্বরূপ আশ্রয় হইতেছেন। আশ্রিত হইতে আশ্রয় ভিন্ন, যেহেতু আশ্রিতের অভিব্যক্তি না হইলেও আশ্রয় বিদ্যমান থাকেন, কিন্তু আশ্রয় হইতে আশ্রিত ভিন্ন নয়। আশ্রিত বস্তুসকল আশ্রয় বস্তুর অন্তর্ভূত, যেহেতু আশ্রয় বস্তুর সদ্ভাবেই আশ্রিত বস্তুর সদ্ভাব এবং আশ্রিতের স্বাতন্ত্র্য নাই। এইরূপ পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা কার্যসকল হইতে শক্তিসমূহের ভিন্নত্ব দর্শন এবং

লীলাশক্তিভ্যামনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিবিধরূপং প্রকটয়ন্ ভক্তমনোরথপূরণায় লীলাং বিস্তারয়তি। তস্মিন্ শ্রীভগবৎ প্রকটিতরূপবিশেষে প্রীতিবিহীন-চিত্তস্য নিরোধো ধ্যানযোগঃ, কল্পিতচিচ্ছক্ত্যনাবিষ্কৃত-মায়া-শক্ত্যাদ্যতীত-শ্রীভগবৎ স্বরূপমাত্রে চিত্তবৃত্তি-নিরোধমপি ধ্যানযোগ ইত্যুচ্যতে।

প্রথম মহাপুরুষস্য বিগ্রহ বুদ্ধ্যাঽনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডাকাররূপে, দ্বিতীয় মহাপুরুষস্য বিগ্রহবুদ্ধ্যা ব্রহ্মাণ্ডবিশেষাকাররূপে, তৃতীয় মহাপুরুষস্য বিগ্রহ-বুদ্ধ্যা স্ব শরীরমাত্ররূপে চিত্তবৃত্তিনিরোধমপি ধ্যাম-যোগ ইত্যুচ্যতে। ব্রহ্মাণ্ডবিশেষ মধ্যগত-চতুর্দশ-ভুবনস্য ধ্যানং দ্বিতীয়মহাপুরুষ ধ্যানযোগমধ্যগতং ভবতি। শরীরমধ্যগত-সপ্তপদ্মস্য ধ্যানং তৃতীয়-মহাপুরুষধ্যানান্তর্গতং ভবতি।

যৎকিঞ্চিদ্বস্তুনি চিত্তবৃত্তের্নিরোধ এব যোগ উচ্যতে, অতএব যস্মিন্ বস্তুনি চিত্তবৃত্তের্নিরোধো ভবতি, তং তন্নামক-যোগ উচ্যতে। তস্য যোগস্য যমনিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণাধ্যান সমাধি ভেদাদষ্টাঙ্গানি। যোগ প্রতিকূলব্যাপারা-ন্নিবৃত্তির্নাম যমঃ, যোগানুকূলব্যাপারে প্রবৃত্তির্নাম নিয়মঃ। দেহস্থিরীকরণমাসনম্। প্রাণস্থিরী-করণং প্রাণায়ামঃ, বহিরিন্দ্রিয়স্থিরীকরণং প্রত্যাহারঃ, অন্তঃকরণস্থিরীকরণং ধারণা, বশীভূতান্তঃকরণস্য ধ্যেয় বিষয়ে সঞ্চারণং ধ্যানম্, ধ্যেয়াকারে পরিণমনং সমাধিঃ। এতদ্বিষয়াঃ প্রাগ্ বর্ণিতাঃ।

তদেবং মহাপুরুষরূপত্রয়ে যঃ সমাধিঃ সঃ

শক্তিসমূহ হইতে পরমাত্মস্বরূপের ভিন্নত্ব দর্শন-পূর্বক পরমাত্মস্বরূপ হইতে জীব-মায়াদি শক্তি-সমূহের এবং শক্তিকার্য সকলের অভিন্নত্ব দর্শনরূপ সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শনকেই **'বিজ্ঞান'** বলা হয়। সেই বিজ্ঞানে যোগকে বিজ্ঞান যোগ বলা হইয়া থাকে। বৈরাগ্য এবং ভগবদ্ভক্তির সাহায্যে এই বিজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তি হয়। এই **সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপ ত্রিবিধ অনুভবকে 'বিবেক'** বলা হইয়া থাকে।

চিৎশক্ত্যাবিষ্কৃত সচ্চিদানন্দ ঘনবৈচিত্র্য বস্তু-সকল বিবেকের অতীতহেতু এস্থলে লিখিত হইলেন না; এই বিবেকের অধিকার, চিৎশক্তি এবং লীলাশক্তি ব্যতিরেকে মায়াশক্তি প্রভৃতির ব্যাপারে হইয়া থাকে। শ্রীভগবান স্বরূপভূত চিৎশক্তি এবং লীলাশক্তি দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নানারূপের প্রাকট্য পূর্বক ভক্তমনোরথ পূরণার্থে লীলাবিস্তার করিয়া থাকেন। সেই শ্রীভগবৎ প্রকটিকৃত রূপ বিশেষে প্রীতিরহিত চিত্তের নিরোধ হইলে তাহাকে **'ধ্যানযোগ'** বলা হয়। কল্পিত চিৎশক্ত্যানাবিষ্কৃত মায়াশক্ত্যাদ্যা-তীত শ্রীভগবৎস্বরূপমাত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেও ধ্যানযোগ বলা হয়।

প্রথম মহাপুরুষের বিগ্রহ জ্ঞানে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাকাররূপে, দ্বিতীয় মহাপুরুষের বিগ্রহ জ্ঞানে ব্রহ্মাণ্ড বিশেষাকাররূপে, তৃতীয় মহাপুরুষের বিগ্রহ জ্ঞানে স্বশরীর মাত্র রূপে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেও 'ধ্যানযোগ' বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ মধ্যগত চতুর্দশ ভুবনের ধ্যান উক্ত দ্বিতীয় মহাপুরুষ ধ্যানযোগ মধ্যগত হয়। শরীর মধ্যগত সপ্তপদ্মের ধ্যান এই তৃতীয় মহাপুরুষ ধ্যান মধ্যগত হইয়া থাকে।

যে কোন বস্তুতে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলা হয়, অতএব যে বস্তুতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাকে তন্নামক যোগ বলা হইয়া থাকে। সেই যোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি ভেদে অষ্ট সংখ্যক অঙ্গ হইয়া থাকে। যোগ প্রতিকূল ব্যাপার হইতে নিবৃত্তির নাম যম, যোগানুকূল ব্যাপারে প্রবৃত্তির নান **নিয়ম,** দেহ স্থিরীকরণের নাম

সংপ্রজ্ঞাত সংজ্ঞঃ। গুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপে সমাধিমসংপ্রজ্ঞাতমিতি বদন্তি। অতএব শ্রীভগবদ্ বিগ্রহে যঃ সমাধিস্তং সংপ্রজ্ঞাতাসংপ্রজ্ঞাতমিতি বদন্তি। স্বকীয় মায়াশক্তি কার্য মধ্যে প্রকটিতত্বাৎ সংপ্রজ্ঞাতসংজ্ঞঃ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ঘনবৈচিত্র্যত্বাদ সংপ্রজ্ঞাত সংজ্ঞোঽপি ভবতি।

এবং সৃষ্ট্যাদিকালং প্রলয়কালঞ্চোপলক্ষীকৃত্য বিবেক মধ্যগত সাংখ্যমপি দ্বিবিধং—ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষ বিবেক ভেদাৎ। জ্ঞাননিষ্ঠা-জ্ঞান সংন্যাস ভেদাৎ জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চ দ্বিবিধম্। যদা পরব্রহ্মস্বরূপাৎ অভিন্নত্বাৎ পরমাশ্রিত বিশ্বং তন্মাত্ররূপেণ পশ্যতি, পরন্তু বিশ্বানুভবং নান্তর্হিতং, তদা এতদনুভবং বিজ্ঞান-নিষ্ঠেতি ভণ্যতে। যদা পরমাশ্রিতং বিশ্বমনাদৃত্য তদনুভবং বিনা পরমাশ্রয় পরব্রহ্মস্বরূপ মাত্রস্যৈবানুভবং ভবতি তদা তাদৃশানুভবং বিজ্ঞান সংন্যোসেতি বদন্তি। তদেবং বিজ্ঞান যোগো দ্বিবিধো বিজ্ঞান নিষ্ঠারূপো বিজ্ঞান সংন্যাসরূপশ্চ। কর্মাধীন দেহেঽবস্থানকালে ঈদৃশ বিজ্ঞান যোগে সতীয়ং জীবন্মুক্তাবস্থেতি বদন্তি, দেহত্যাগানন্তরং পরমমুক্তাবস্থা ভবতি, ইদমেব বিদেহ কৈবল্যং ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির্বা কথয়তি। অস্যাং ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তৌ বিজ্ঞান সংন্যাসস্যৈব নিত্যস্থিতিঃ প্রায়িকঃ। বিশ্বানুভবরূপো বিজ্ঞাননিষ্ঠা যোগঃ কাদাচিৎকরূপেণ ভাতি।

যদা পরমাত্মনঃ তৎপ্রেরিত মায়াশক্ত্যাদিভি র্বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলায়া অনুভবো ভবতি, তদেদৃগনুভবং

আসন, প্রাণস্থিরীকরণের নাম **প্রাণায়াম,** বহিরিন্দ্রিয় স্থিরীকরণের নাম **প্রত্যাহার,** অন্তঃকরণ স্থিরীকরণের নাম **ধারণা,** বশীভূতান্তঃকরণের ধ্যেয়বিষয়ে সংচারণের নাম **ধ্যান,** ধ্যেয়াকারে পরিণমণের নাম **সমাধি** হয়। এসকল বিষয় বিস্তারিতরূপে পূর্বে লিখিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে আর লিখিবার প্রয়োজন নাই।

উক্ত মহাপুরুষ রূপত্রয়ে যে সমাধি তাহাকে **সংপ্রজ্ঞাত** সমাধি বলা হয়। গুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপে সমাধিকে **অসংপ্রজ্ঞাত** সমাধি বলা হয়। অতএব শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে যে সমাধি তার নাম **সংপ্রজ্ঞাতাসংপ্রজ্ঞাত** সমাধি। যেহেতু স্বকীয় মায়াশক্তি কার্যমধ্যে প্রকটিতহেতু সংপ্রজ্ঞাতও হন, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ঘনবৈচিত্র্যহেতু অসংপ্রজ্ঞাতও হইয়া থাকেন।

এইরূপ সৃষ্ট্যাদি কাল এবং প্রলয় কালকে লক্ষ্য করিয়া বিবেক মধ্যগত সাংখ্য ও **ব্যক্ত প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক** এবং **অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষ বিবেক** ভেদে দ্বিবিধ হন। **জ্ঞাননিষ্ঠা** এবং **জ্ঞানসংন্যাস** ভেদে জ্ঞান এবং বিজ্ঞানও দ্বিবিধ। যেকালে পরব্রহ্মস্বরূপ হইতে পরমাশ্রিত বিশ্বকে অভিন্নহেতু তন্মাত্ররূপে দেখা যায় কিন্তু বিশ্বানুভব অন্তর্হিত হয় না, সেই-কালে এই অনুভবকে **বিজ্ঞাননিষ্ঠা** বলা হয়। যেকালে পরমাশ্রিত বিশ্বে অনাদরপূর্বক তদনুভব ব্যতিরেকে পরমাশ্রয় পরব্রহ্মস্বরূপ মাত্রেরই অনুভব হয়, সেই কালে অনুভবকে **বিজ্ঞান সংন্যাস** বলা হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞান-নিষ্ঠারূপ যোগ এবং বিজ্ঞান-সংন্যাসরূপ যোগ ভেদে বিজ্ঞানযোগ দ্বিবিধ। কর্মাধীন দেহে অবস্থান কালে এইরূপ বিজ্ঞানযোগ হইলে ইহাকে **জীবন্মুক্তাবস্থা** বলা হয়। এই দেহের ত্যাগের পর **পরম মুক্তাবস্থা** হয়, ইহাকেই বিদেহ কৈবল্য অথবা ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি বলা হয়। এই ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিতে প্রায় বিজ্ঞান সংন্যাসেরই নিত্যস্থিতি হইয়া থাকে। বিশ্বানুভবরূপ বিজ্ঞান নিষ্ঠা যোগ কাদাচিৎকরূপে উদিত হইয়া থাকে।

যে কালে পরমাত্মার, তৎপ্রেরিত মায়াশক্তি প্রভৃতি দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টিপালন সংহার লীলার

জ্ঞাননিষ্ঠেত্যুচ্যতে। যদা বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলানুভবং বিনা কেবলং তৎ প্রেরকত্বাৎ তত্তৎশক্ত্যাশ্রয়-পরমাত্মনোঽনুভবং ভবতি। তদেদৃগনুভবং জ্ঞান-সংন্যাসেতি বদতি। তদেবং জ্ঞানযোগো দ্বিবিধঃ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগো জ্ঞানসংন্যাসযোগশ্চ। বিজ্ঞান-যোগে মায়াদিশক্তীনাং পৃথগস্তিত্বানুভবো নাস্তি, জ্ঞানযোগে তত্তৎশক্তীনাং পারতন্ত্র্যভাবেন পৃথগ-স্তিত্বস্যানুভবো ভবতীতি যোগদ্বয়স্য ভেদঃ। অতএব বিজ্ঞানযোগ এব জ্ঞানযোগস্য ফলরূপঃ। অধিকারিবিশেষেঽয়ং জ্ঞানযোগঃ স্বতন্ত্রফলরূপোঽপি ভবতি। অনেনাপি জীবন্মুক্তা-বস্থা পরমমুক্তাবস্থা চ পূর্ববদ ভবতি। ইমাং মুক্তিং পরমেশ্বরসাযুজ্যেতি ভণ্যতে। অস্যাং জ্ঞান-সংন্যাসস্য নিত্যস্থিতিত্বেঽপি কাদাচিৎকরূপেণ জ্ঞাননিষ্ঠাপি উদেতি। ইত্থং ধ্যানযোগো বিজ্ঞান-যোগস্য সাংনোঽপি অধিকারিবিশেষে স্বতন্ত্রফল-রূপো ভবতি। সকামাধিকারী অনেন ধ্যান-যোগেন সিদ্ধিসকলান্ লভতে, নিষ্কামাধিকারী তু মুক্তিম্, ইমাং মুক্তিং পরমাত্মসাযুজ্যং বদতি। অস্যামসংপ্রজ্ঞাতসমাধের্নিত্যস্থিতিত্বেঽপি কদাচিৎ সংপ্রজ্ঞাতসমাধিরপি উদেতি। অনেন ধ্যান-যোগেনাপি জীবন্মুক্তাবস্থা পরমমুক্তাবস্থাপি পূর্ব-বদ্ ভবতি। সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধ্যানেষু অষ্টাঙ্গ-যোগস্য প্রয়োজনং ভবতি। কেবলং শ্রীভগবৎ-প্রীতিং বিনা মার্গান্তরং যোগব্যতিরেকেণ ফল-প্রদো ন ভবতি। কর্মানুষ্ঠানকালেঽপি যোগস্য

অনুভব হয় এবং তত্তৎশক্তি প্রেরকরূপে পরমাত্মারও অনুভব হইয়া থাকে, সেইকালে এইরূপ অনুভবকে 'জ্ঞাননিষ্ঠা' বলা হয়। যে কালে বিশ্বসৃষ্টি-পালন-সংহার-লীলার অনুভব ব্যতিরেকে কেবলমাত্র প্রেরকহেতু তত্তৎশক্ত্যাশ্রয় পরমাত্মারই অনুভব হইয়া থাকে, সেইকালে এইরূপ অনুভবকে 'জ্ঞান সংন্যাস' বলা হয়। জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ এবং জ্ঞান-সংন্যাস যোগ এই দ্বিবিধ যোগকে জ্ঞানযোগ বলা হয়। বিজ্ঞান যোগে মায়াদি শক্তি সমূহের পৃথ-গস্তিত্বের অনুভব হয় না। জ্ঞান যোগে তত্তৎ-শক্তি সমূহের পারতন্ত্র্যভাবে পৃথগস্তিত্বের অনুভব হইয়া থাকে। এইমাত্র এই যোগদ্বয়ে ভেদ হয়। অতএব **বিজ্ঞান-যোগই জ্ঞানযোগের ফলরূপ।** অধিকারী বিশেষে এই জ্ঞানযোগ স্বতন্ত্র ফলরূপও হয়। এই জ্ঞানযোগ দ্বারাও জীবন্মুক্তাবস্থা এবং পরমমুক্তাবস্থা পূর্ববৎ হয়। এই মুক্তিকে **পরমেশ্বর সাযুজ্য** বলা হয়, ইহাতে জ্ঞান সংন্যাসের নিত্যস্থিতি হইলেও কাদাচিৎকরূপে জ্ঞান নিষ্ঠারও উদয় হয়। উক্ত প্রকারে ধ্যানযোগ বিজ্ঞান-যোগের সাধন হইলেও অধিকারী বিশেষে স্বতন্ত্র ফলরূপ হইয়া থাকেন। সকামাধিকারী এই ধ্যান যোগ দ্বারা সিদ্ধি সকল লাভ করেন। নিষ্কামাধিকারী মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই মুক্তিকে **পরমাত্ম-সাযুজ্য** বলা হয়। ইহাতে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির নিত্যস্থিতি হইলেও কাদা-চিৎকরূপে সংপ্রজ্ঞাত সমাধিরও উদয় হয়। এই ধ্যান যোগ দ্বারাও জীবন্মুক্তাবস্থা এবং পরমমুক্তা-বস্থা পূর্ববৎ হইয়া থাকে। **সাংখ্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, এবং ধ্যানে সর্বত্রই অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন হয়।** একমাত্র শ্রীভগবৎপ্রীতি ব্যতি-রেকে অন্য কোন মার্গই যোগ ব্যতিরেকে ফলপ্রদ হয় না। কর্মানুষ্ঠানকালেও যোগের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যে কালে মায়াশক্তিরূপ প্রকৃতিকে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বরূপে ভেদপ্রাপ্তা দেখা যায়, সেই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব হইতে পৃথক্ এবং তৎসাক্ষিরূপে মহাপুরুষকে দেখা হয়, জীবকে তদংশরূপে দেখা হয়, বিশ্বকে পঞ্চবিংশাতিতত্ত্বময় দেখা হয়, সেইকালে এইরূপ

বিশেষপ্রয়োজনমস্তি ।

যদা মায়াশক্তিরূপাং প্রকৃতিং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপেণ ভেদপ্রাপ্তাং পশ্যতি, ততঃ পৃথক্ত্বেন তৎসাক্ষিত্বেন চ মহাপুরুষং পশ্যতি, জীবং তদংশরূপেণ পশ্যতি বিশ্বং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বময়ং পশ্যতি চ, তদেদৃশমনুভবং 'ব্যক্ত-প্রকৃতিপুরুষবিবেকঃ' কথয়তি। যদা কেবলং মূলপ্রকৃতেঃ সাক্ষিরূপেণ জীবসহিতমহাপুরুষস্যানুভবং ভবতি, তদেদৃশমনুভবং 'অব্যক্তপ্রকৃতিপুরুষবিবেকঃ' কথয়তি। ইমংবিবেকযোগদ্বয়ং সাংখ্যযোগং বদতি । অয়ং সাংখ্যযোগঃ পূর্বোক্তযোগত্রয়স্য সাধনোঽপি অধিকারী বিশেষে স্বতন্ত্রফলরূপো ভবতি। অনেনাপি পূর্ববৎজীবন্মুক্তাবস্থা পরমমুক্তাবস্থা চ ভবতি। ইমাং মুক্তিং মহাপুরুষসাযুজ্যং বদতি। অস্যাং অব্যক্তপ্রকৃতিপুরুষবিবেকস্য নিত্যস্থিতিত্বেঽপি কদাচিদ্ব্যক্তপ্রকৃতিপুরুষ বিবেকস্যাপি উদয়ো ভবতি। যতো মুক্তানামপি কদাচিদ্বিশ্বস্মৃতিঃ জায়তে। পরন্তু বৈরাগ্যস্য কিঞ্চিন্মাত্র দুর্বলতয়া এবৈতদ্‌যোগচতুষ্টয়ং মুক্তিপ্রদো ন ভবতি। অতএব সর্বত্রৈব বৈরাগ্যস্য বিশেষ-প্রয়োজনং ভবতীতি ॥ ৩॥

নাস্তিক ঃ—বিবেকযোগয়োর্বিষয়ং শ্রুতবান্, অতঃপরং বৈরাগ্যলক্ষণং তদ্বিষয়শ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি।

সূত্রকার ঃ—বৈরাগ্যলক্ষণং বর্ণয়তি।

গুণসঙ্গো বৈরাগ্যম্ ॥ ৪ ॥

—শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধেষু পঞ্চপ্রাকৃতবিষয়েষু য আসক্তেরভাবঃ, তদেব বৈরাগ্যং ভো মহোদয়াঃ, প্রাগুক্তং যৎ—কেবলা বিষয়াশক্তিরেব মুক্তাবস্থাতঃ সংসৃতিমহার্নবে সংপতনস্য কারণম্। প্রথমতঃ শব্দাদিপঞ্চবিষয়স্য মাধুর্য্যে জীবানাং চিত্তাকর্ষনং ভবতি, তেন বিষয়াভিধ্যানং তস্মাত্তত্ত্বমতাবোধঃ, পশ্চাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ-

---

অনুভবকে 'ব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষ বিবেক' বলা হয়। যেকালে কেবলমাত্র মূলপ্রকৃতির সাক্ষিরূপে জীবসহিত মহাপুরুষের অনুভব হয়, সেইকালে এইরূপ অনুভবকে 'অব্যক্ত প্রকৃতিপুরুষবিবেক' বলা হয়। এই দ্বিবিধ বিবেকযোগকে 'সাংখ্যযোগ' বলা হইয়া থাকে। এই সাংখ্যযোগ পূর্বোক্ত যোগত্রয়ের সাধন হইলেও অধিকারী বিশেষে স্বতন্ত্র ফলরূপ হইয়া থাকেন। এই সাংখ্যযোগ দ্বারাও পূর্ববৎ জীবন্মুক্তাবস্থা এবং পরমমুক্তাবস্থা হয়। এই মুক্তিকে **'মহাপুরুষ সাযুজ্য'** বলা হয়। এই মুক্তিতে অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষ বিবেকের নিত্যস্থিতি হইলেও কাদাচিৎকরূপে ব্যক্তপ্রকৃতি পুরুষ বিবেকেরও উদয় হয়। যেহেতু মুক্তসকলেরও কাদাচিৎকরূপে বিশ্বস্মৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ মাত্র দুর্বলতা হইলেই উক্ত যোগচতুষ্টয় মুক্তিপ্রদ হয় না। অতএব সর্বত্রই বৈরাগ্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে ইতি॥ ৩॥

নাস্তিক—বিবেক সম্বন্ধীয় এবং যোগ সম্বন্ধীয় বিষয় শ্রবণ করিলাম। অতঃপর বৈরাগ্য কাহাকে বলা হয় তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সূত্রকার—বৈরাগ্যের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন—

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চবিধ প্রাকৃত বিষয়ে যে আসক্তির অভাব, তাহাই **বৈরাগ্য** নামে কথিত হইয়া থাকেন।

হে মহোদয়গণ! পূর্বে বলা হইয়াছে যে—একমাত্র বিষয়াসক্তিই মুক্তাবস্থা হইতে সংসার মহাসাগরে সংপতনের হেতু হয়। অগ্রে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চবিধ বিষয়ের মাধুর্যে জীবগণের চিত্তের আকর্ষণ হয়, সেই আকর্ষণ হেতু বিষয়ের অভিধ্যান হয়, পরে তত্ত্বমতা জ্ঞান হয়। পরে শ্রীভগবৎস্বরূপ-মাহাত্ম্যাদির বিস্মরণ হয়, পরে বিষয়ে বাসনা এবং কাম হইলে মুক্তাবস্থা

মাহাত্ম্যাদীনাং বিস্মরণং, ততো বিষয়ে বাসনা কামশ্চ জায়তে, তেন মুক্তাবস্থাতঃ পতনম্। দেহাবেশেন কর্মানুষ্ঠানং, তদনুসারাৎ জন্মমৃত্যু-প্রবাহরূপঃ সংসারঃ। অতএব বিষয়াসক্তিরেব সংসারদুঃখপ্রাপ্তৌ হেতু র্ভবতি। তদ্বৈপরীত্যেন শ্রীভগবৎস্বরূপ-মাহাত্ম্যাদিস্মরণপ্রভাবাৎ তন্নামরূপ-গুণলীলাদিমাধুর্যানুভবপ্রভাবাৎ, বিষয়ানাং দোষ-পর্যালোচনাচ্চ বিষয়েষু স্নেহত্যাগে সতি পুন-র্বিষয়ানাং মাধুর্যেণ চিত্তাকর্ষণং ন ভবতি। তদ-ভিধ্যানং তত্তত্তমতাবোধশ্চ ন ভবতি, তস্মিন্ বাসনায়াঃ কামস্য চ সম্ভাবনা নাস্তি, তদভাবাদ্-দেহাদাবহংবুদ্ধিশ্চ ক্রমাৎ সঙ্কুচতি। তদনুসারাৎ কর্মাণি চ দুর্বলানি ভূত্বা পুনঃ সংসারপ্রদো ন ভবতি। বিষয়েষু স্নেহত্যাগাদেব তেষু পুনরাসক্তি-র্ন জায়তে, তস্মাদ্ বিষয়াসক্তেরভাব এব বৈরাগ্যম্।

যদা বিষয়স্নেহস্য বিষয়াসক্তেশ্চাভাবাৎ ঐহিকসাধারণ-বিষয়ভোগে, রাজশক্ত্যাদিপরিচালনে, সাম্রাজ্য-পরিচালনে, পারলৌকিক ভূর্ভুবঃস্বর্লোকভোগে, অতলাদিসপ্তপাতালভোগে, মহর্জনতপঃসত্যলোক-ভোগে, মহেন্দ্রপদে ব্রহ্মপদে চ বাসনাভাসোঽপি-ন তিষ্ঠতি। তদেদৃশং শান্তিরূপং ভাবং বৈরাগ্য-মিতি বদন্তি। অস্য বৈরাগ্যস্যাবির্ভাবে চিত্তং স্থিরং প্রশান্তং সমমবিকৃতঞ্চ ভবতি। বৈরাগ্যং বিনা সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধ্যান-কর্মযোগাঃ কদাপি স্থিতিং ন লভন্তে। ইদমেব বৈরাগ্যং জীবন্মুক্তা-বস্থায়াঃ পরিচায়কং ভবতি। শ্রীভগবৎপ্রীতি-যোগোঽপি প্রথমাবস্থায়াং বৈরাগ্যম পেক্ষতি। প্রীতিযোগে প্রবলে স্বয়ং বৈরাগ্যমেব তদনুসরতি। শ্রীভগবৎ প্রীতিযোগস্তৎপ্রভাবশ্চাগ্রে ব্যক্তী-ভবিষ্যতি। ফল্গুবৈরাগ্যযুক্ত বৈরাগ্যভেদাদ্ বৈরাগ্যং দ্বিবিধম্। ইহলোকাদ্ব্রহ্মলোকং যাবৎ

হইতে পতন হয়। দেহাবেশে কর্মানুষ্ঠান হয়। তদনুসারে জন্মমৃত্যু-প্রবাহ রূপ সংসার হইয়া থাকে। অতএব একমাত্র বিষয়াসক্তিই সংসার-দুঃখ প্রাপ্তি বিষয়ে হেতু হইয়া থাকে। তদ্বিপরীত প্রকারে শ্রীভগবৎস্বরূপ-মাহাত্ম্যাদির স্মরণ প্রভাবে এবং তন্নামরূপ-গুণলীলাদির মাধুর্যানুভব প্রভাবে এবং বিষয় সকলের দোষ পর্যালোচনা হেতু সেই সকল বিষয়ে স্নেহত্যাগ হইলে আর বিষয় সকলের মাধুর্যদ্বারা চিত্তের আকর্ষণ হয় না। তদভিধ্যান এবং তত্তত্তমতা জ্ঞানও হয় না। তাহাতে বাসনা এবং কামেরও সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে দেহাদিতে অহংবুদ্ধিরও ক্রমে সঙ্কোচ হয়। তদনুসারে কর্মসকলও দুর্বল হন। আর সংসার প্রদ হন না। বিষয় সকলে স্নেহত্যাগ হইলেই সেই সকল বিষয়ে আর আসক্তি হয় না। এই বিষয়াসক্তির অভাবকে 'বৈরাগ্য' বলা হয়।

যে কালে বিষয় স্নেহের এবং বিষয়াসক্তির অভাব হেতু ইহলোকের সাধারণ বিষয়ভোগে, রাজশক্ত্যাদির পরিচালনে, সাম্রাজ্যের পরিচালনে, পরলোক সম্বন্ধীয় ভূলোক ভুবলোক, স্বলোক ভোগে, অতলাদি সপ্ত ভূবিবর ভোগে, মহর্জন তপঃসত্য লোক ভোগে, ইন্দ্রাদিপদে এবং ব্রহ্ম-পদেও বাসনার গন্ধমাত্র থাকে না, সেইকালে এই 'শান্তি' রূপ ভাবকেই **'বৈরাগ্য'** বলা হয়। এই বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইলে চিত্ত স্থির, প্রশান্ত, সম এবং অবিকৃত হইয়া থাকে। বৈরাগ্য ব্যতিরেকে সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞানযোগ এবং ধ্যানযোগ, কর্মযোগ কদাপি স্থায়ী হইতে পারেন না। এই বৈরাগ্যই জীবন্মুক্তাবস্থার পরিচয় প্রদ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎপ্রীতিযোগও প্রথমাবস্থাতে বৈরাগ্যের অপেক্ষা করেন। প্রীতি-যোগ প্রবল হইলে স্বয়ং বৈরাগ্যই তদনুসরণ

সর্বেলোকাস্তত্তদ্‌বস্তূনিচ শ্রীপমেশ্বরস্য মায়ারচিতত্বাৎ পরিচ্ছিন্ননি, অতএব হেয়ানি। অনেন ভাবনয়া শ্রীহরিসম্বন্ধিবস্তুনো যঃ পরিত্যাগস্তং ফল্গুবৈরাগ্যং বদন্তি। মুমুক্ষবো ব্রহ্মসাযুজ্যাদিমুক্তি লাভায়ে-দৃশং বৈরাগ্যমবলম্বন্তে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ্য অনাসক্ত্যা নিষিদ্ধং পরিত্যক্ত্বা যদ্বিষয়গ্রহণং তদ্-যুক্ত বৈরাগ্যম্। পরমভাগবতা ঈদৃশং বৈরাগ্য-মনুশীলয়ন্তি। অনেনৈব শ্রীভগবৎপ্রীতিঃ পরিপুষ্টিং লভতে। বিষয়ানাং তদ্‌ভোগস্য চ দোষাঃ পশ্চাদ্ বৈষয়িকসুখস্যহে য়ত্বর্ণনাবসরে বক্তব্যাঃ। ॥ ৪ ॥

নাস্তিকঃ—বৈরাগ্যলক্ষণং জ্ঞাতম্, অতঃপরং প্রীতিলক্ষণং জ্ঞাতুমিচ্ছামি। সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান ধ্যানযোগেষু যথা বৈরাগ্যস্য পরিপুষ্টিঃ দৃশ্যতে, তথা প্রীতৌ ন সম্ভবতি। প্রীতিরপি বিষয়স্নেহরূপৈব ভবিষ্যতি স্নেহরূপাত্বাৎ। বৈরাগ্যাভাবাৎ শান্তি-সুখস্যাপি অভাবাশঙ্কা বিদ্যতে। প্রীতিবশাৎ নানাভাবোদয়তঃ যোগস্যাপি স্থায়িত্বং ন দৃশ্যতে, যত্র নামাভাবস্য প্রাবল্যং তত্র সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান ধ্যানযোগস্যাপি কথং স্থায়িত্বং ভবিতুমর্হতি? কদাপি তন্ন। যত্র বৈরাগ্যাভাবঃ শান্তিসুখাভাবঃ যোগবিবেকাভাবশ্চ, তাদৃশপ্রীত্যা কথং সংসার-দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি, তত্র বিশ্বাসো ন ভবতি। অতএবৈতে সংশয়াশ্ছেদনীয়াশ্চ ॥ ১ ॥

সূত্রকারঃ—প্রীতিলক্ষণং বর্ণয়তি—

ভগবতি পরমানুরক্তিঃ প্রীতিঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবতি যা পরমানুরক্তিঃ সৈব প্রীতি-সংজ্ঞিতা।

ভো মহোদয়াঃ, পূর্বমুক্তং যৎ—শ্রীভগবান্ স্বস্বরূপমধ্যেঽপরিচ্ছিন্নভাবেন সর্ববস্তুনোঽনুভবং

করিয়া থাকেন। শ্রীভগবৎপ্রীতিযোগ এবং তৎপ্রভাব পরে ব্যক্ত হইবেন।

ফল্গু বৈরাগ্য এবং যুক্ত বৈরাগ্য ভেদে বৈরাগ্য দ্বিবিধ হন। (ক) ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকললোক এবং তত্তৎলোকগত সর্ববস্তু শ্রীপরমেশ্বরের মায়াশক্তি রচিত হেতু পরিচ্ছিন্ন, অতএব হেয় হন। এইরূপ বুদ্ধিদ্বারা শ্রীহরিসম্বন্ধী বস্তুর যে পরিত্যাগ তাহাকে **'ফল্গু বৈরাগ্য'** বলা হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তিলাভের উদ্দেশে এইরূপ বৈরাগ্যের অবলম্বন করিয়া থাকেন।

(খ) শ্রীভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্বন্ধ স্থাপন পূর্বক অনাসক্তভাবে নিষিদ্ধ পরিত্যাগ পূর্বক যে বিষয় গ্রহণ, তাহাকে **'যুক্ত বৈরাগ্য'** বলা হয়। পরমভাগবতগণ এইরূপ বৈরাগ্যের অনুশীলন করিয়া থাকেন। এই বৈরাগ্যদ্বারাই শ্রীভগবৎ-প্রীতি পরিপুষ্টি লাভ করেন। বিষয় সকলের এবং বিষয় ভোগের দোষ সকল পরে 'বৈষয়িক সুখের হেয়ত্ব' বর্ণন কালে কথিত হইবেন ॥ ৪ ॥

নাস্তিক—বৈরাগ্য কাহাকে বলা হয়, তাহা জ্ঞাত হইলাম। অতঃপর প্রীতি কাহাকে বলা হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। সাংখ্যযোগে, জ্ঞান-যোগে, এবং বিজ্ঞানযোগে অথবা ধ্যানযোগে যে প্রকার বৈরাগ্যের পরিপুষ্টি দেখা যায়, সে প্রকার বৈরাগ্যের পরিপুষ্টি প্রীতিতে সম্ভব হয় না। প্রীতিও স্নেহরূপা হেতু বিষয় স্নেহরূপাই হইবেন? বৈরাগ্যের অভাবে শান্তি সুখেরও অভাবাশঙ্কা হইয়া থাকে। প্রীতিবশে নানাভাবের উদয় হেতু যোগেরও স্থায়িত্ব দেখা যায় না। যে স্থানে নানাভাবের প্রাবল্য সেস্থানে সাংখ্যযোগের জ্ঞান-যোগের বিজ্ঞান-যোগের এবং ধ্যানযোগেরও কি প্রকারে স্থায়িত্ব হইতে পারে? তাহা কদাচ হইতে পারে না। যাহাতে বৈরাগ্য নাই, শান্তি সুখ নাই, যোগ নাই, বিবেক নাই, সেরূপ প্রীতিদ্বারা কি প্রকারে সংসার দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, তাহাতে বিশ্বাস হয় না। অতএব এই সকল সংশয় ছেদনও প্রয়োজনীয়। ॥ ১ ॥

কুর্বন্নপি ভক্তবাৎসল্যাদনন্তকোটি বৈকুণ্ঠমধ্যে নানারূপং প্রকটয়ন্ ভক্তৈঃ সহ তদ্‌ভাবগ্রহণরূপাং-লীলাং বিস্তারয়তি। বিষয়াসক্ত সংসারিজীবানাং মঙ্গলায় চ পরমাত্মরূপেণানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্যাপি সৃষ্টিপালনসংহারান্ করোতি। স ভক্ত-বৎসলঃ শ্রীভগবান্ বিশ্বপালনচ্ছলেন ভক্তানুগ্রহোদ্দেশে নিজ বৈকুণ্ঠধামগত নানারূপস্য প্রাকট্যং ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে করোতি। ২

যে ভক্তজীবা ঐহিক ভোগৈশ্বর্যলালসাং ত্যক্ত্বা, স্বর্গভোগাদিলালসাং বিহায়, ব্রহ্মলোকবাসাদৌ ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তৌ চানাদৃত্য, অতএব তত্তৎসাধন-রূপে সর্বধর্মে বিবেকে ফল্গুবৈরাগ্যেঽষ্টাঙ্গযোগেঽ-প্যনাদৃত্য কেবলং ভগবৎ প্রকটিতরূপবিশেষস্য নিরন্তর দর্শন লালসারূপাং পরমানুরক্তিং পুষ্ণন্তি, তেষাং ভক্তানাং শ্রীভগবদ্রূপবিশেষস্য নিরন্তর দর্শন লালসারূপঃ শ্রীভগবতি পরমানুরাগ এব 'প্রীতি' সংজ্ঞকঃ। ৩

অষ্টাঙ্গক্রমেণ ধ্যানপূর্বকমেতদ্ ভগবদ্রূপবিশেষে নিরবচ্ছিন্ন-সমাধ্যনুষ্ঠিতে সতি তং ধ্যানযোগং বদতি তত্র দর্শনলালসা ন তিষ্ঠতি, ধ্যানতৃপ্তিরেব বিদ্যতে, অতএব তেন ধ্যানযোগেন শ্রীভগবৎসাযুজ্য-মুক্তিং লভন্তে। অস্মাৎ প্রীতিযোগিনো ধ্যানমাত্রে ন তৃপ্যন্তি, অত্র দর্শনোৎকণ্ঠা সাতিশয়ং প্রবলয়তি। তস্মাদ্ ধ্যানযোগাৎ প্রীতিযোগো ভিদ্যতে। ৪

অনেন শ্রীভগবৎ প্রীতিযোগেন শ্রীভগবদ্‌ভক্তানাং কৌতুহলানুসারাৎ শ্রীভগবৎসালোক্য- সারূপ্য-সার্ষ্টি সামীপ্যং লব্ধির্ভবতি। পরন্তু পরমমুখ্য শ্রীভগবদ্ভক্তা শ্রীভগবৎসেবাব্যতিরেকেণ

সূত্রকার—প্রীতির লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন—

শ্রীভগবানে যে পরমানুরাগ তাহাই প্রীতি নামে উক্ত হন।

হে মহোদয়গণ! পূর্বে বলা হইয়াছে যে—শ্রীভগবান্ স্বকীয় স্বরূপমধ্যে অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্ববস্তুর অনুভব করিলেও ভক্তবাৎসল্যগুণে অনন্ত-কোটি বৈকুণ্ঠ- মধ্যে নানারূপের প্রাকট্য পূর্বক ভক্তগণের সহিত তদ্ভাবগ্রহণ অর্থাৎ আদানপ্রদান রূপলীলা বিস্তার করিতেছেন। বিষয়াসক্ত সংসারী জীবগণের মঙ্গলের জন্য পরমাত্মরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেরও সৃষ্টি পালন সংহার করিতেছেন। সেই ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ বিশ্বপালনছলে ভক্তানু-গ্রহোদ্দেশে নিজ বৈকুণ্ঠধামগত নানারূপের প্রাকট্য ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে করিয়া থাকেন। ২

যে সকল ভক্তজীব ইহলোকের ভোগৈশ্বর্য-লালসা ত্যাগপূর্ব্বক, স্বর্গভোগাদি লালসা ত্যাগ-পূর্বক, ব্রহ্মলোক-বাসাদিতে এবং ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তিতেও অনাদরপূর্বক, অতএব সর্বধর্মে অনাদর, বিবেকে, ফল্গু বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগেও অনাদরপূর্বক কেবলমাত্র সেই ভগবৎ-প্রকটিত রূপ বিশেষের নিরন্তর দর্শন লালসারূপ পরমানুরাগ ধারণ করিয়া থাকেন, সেই সকল ভক্তদিগের শ্রীভগবৎ-প্রকটিত-রূপ বিশেষের নিরন্তর দর্শন লালসারূপ শ্রীভগবানে পরমানুরাগকেই 'প্রীতি' বলা হইয়া থাকে। ৩

অষ্টাঙ্গক্রমে ধ্যানপূর্বক এই ভগবদ্রূপ বিশেষে নিরন্তর সমাধি করা হইলে তাহাকে 'ধ্যানযোগ' বলা হয়, তাহাতে দর্শন লালসা থাকে না, কেবল-মাত্র ধ্যান-তৃপ্তিই বিদ্যমানা থাকে, অতএব সেই ধ্যানযোগ দ্বারা শ্রীভগবৎসাযুজ্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই ভগবৎ প্রীতিযোগে কেবল ধ্যানমাত্রে তৃপ্তি হয় না, তৎকালে দর্শনোৎকণ্ঠা সাতিশয় বলবতী হইয়া থাকে, এহেতু ধ্যানযোগে এবং প্রীতিযোগে এই ভেদ হইয়া থাকে। ৪

এই ভগবৎ প্রীতিযোগ দ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্তগণের কৌতুহলানুসারে শ্রীভগবানের সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু

সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ামপি ন গৃহ্ণন্তি। স্বর্গাদি-লাভেচ্ছা দূরেঽস্তু, শ্রীভগবদ্ভক্তা ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তাবপি নরকবৎ হেয়ংতাং পশ্যন্তি। ৫

শ্রীভগবৎপ্রীতিরিয়ং বিভাবানুভাবাদিশুভা-লঙ্কারসুশোভিতা সতী 'শ্রীভগবৎপ্রীতিরস' সংজ্ঞিতা ভবতি। অস্য শ্রীভগবৎপ্রীতিযোগস্যা-ভাবে পূর্বোক্ত বিবেকবৈরাগ্যৌ আসুরস্বভাব-বর্দ্ধকত্বাদ্বিফলয়তঃ। বিশেষতশ্চৈতদ্ ভাবে বৈরাগ্যরূপস্য শান্তিগুণস্য কদাপি স্থায়িত্বং ন স্যাৎ। দৈত্যরাজহিরণ্যকশিপু র্বিবেকেঽষ্টাঙ্গ-যোগে চাতিশয় নিষ্ঠোঽপি কেবলং বিষ্ণুবিদ্বেষাৎ বৈরাগ্যরূপং শান্তিং লব্ধুং ন শশাক। শ্রীভগবৎ-প্রীতিযোগস্য সদ্ভাবে বিবেকবৈরাগ্যৌ স্বয়ং তমনু-গচ্ছতঃ। পঞ্চবর্ষবয়স্কবালকো ধ্রুবো বিমাতুঃ কটু-বাক্যমসহিষ্ণুতয়া শ্রীদেবর্ষিনারদস্যোপদেশাৎ শ্রীভগবৎপ্রীতিযোগপ্রভাবেন ষন্মাসাভ্যন্তরে শ্রীভগবদ্দর্শনাদ্ বরং লব্ধ্বাপি পূর্ববাসনাস্মরণা-দাত্মানং ধিক্কৃতঃ। শ্রীভগবৎপ্রীতিবিযুক্তত্বাৎ বিবেকযোগযুক্তোঽপি হিরণ্যকশিপুর্দেবমানেন শতবর্ষেঽপি যোগবৈরাগ্যে লব্ধুমসমর্থ আসীৎ। শ্রীভগবৎপ্রীতিযুক্তত্বাৎ বিবেকযোগবিহীনোঽপি ধ্রুবঃ মনুষ্যমানেন ষন্মাসেঽপি বিবেকযোগ সহিতং তদ্বৈরাগ্যং লব্ধুং সমর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীব্রহ্মণঃ প্রসন্নতালাভায় হিরণ্যকশিপোর্যোগ-সাধনং দৃষ্ট্বা স্বয়ং বরদাতা ব্রহ্মা অপি বিস্মিতোঽ-ভূৎ। ঈদৃশযোগসাধনোঽপি শ্রীভগবদ্বিদ্বেষ দোষাৎ কেবলপরপীড়নায় পর্যবসতি। অতএব শ্রীপ্রীতিযোগস্যাভাবাৎ বিবেকাষ্টাঙ্গযোগৌ ব্যর্থৌ ভবতঃ, বৈরাগ্যস্যোদয়োঽপি ন ভবতি। প্রীতি-সদ্ভাবে বিবেকযোগৌ বৈরাগ্যঞ্চ স্বয়ং তদনু-গচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

পরমমুখ্য শ্রীভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবৎসেবা ব্যতিরেকে উক্ত সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ও গ্রহণ করেন না। স্বর্গাদিলাভ বাঞ্ছা দূরে থাকুক শ্রীভগবদ্ভক্তগণ ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তিতেও নরকবৎ হেয়জ্ঞান করেন ॥ ৫ ॥

এই শ্রীভগবৎপ্রীতি বিভাবানুভাবাদি শুভা-লংকার সুশোভিতা হইলে শ্রীভগবৎপ্রীতিরস নামে খ্যাতা হন। এই শ্রীভগবৎপ্রীতিযোগের অভাবে পূর্বোক্ত বিবেকযোগ এবং বৈরাগ্য আসুরস্বভাব-বর্দ্ধক হেতু বিফল হন। বিশেষতঃ এতদ্ভাবে বৈরাগ্যরূপ শান্তির কদাচ স্থায়িত্ব হইতে পারে না। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বিবেকে এবং অষ্টাঙ্গযোগে অতিশয় নিষ্ঠ হইলেও কেবল শ্রীভগ-বদ্বিষ্ণুতে দ্বেষ থাকা হেতু বৈরাগ্যরূপ শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীভগবৎপ্রীতিযোগের সদ্ভাবে বিবেকযোগ এবং বৈরাগ্য স্বয়ং তদনুগমন করেন। পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালক ধ্রুব বিমাতার কটু-বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীদেবর্ষি নারদের উপদেশে শ্রীভগবৎপ্রীতিযোগ প্রভাবে ষন্মাসমধ্যে শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ পূর্বক বরলাভ করিলেও পূর্ব-বাসনা স্মরণ পূর্বক আত্মধিক্কার করিয়াছিলেন॥ শ্রীভগবৎপ্রীতিবিহীন হেতু বিবেকযোগ যুক্ত হিরণ্য-কশিপু দেবমানের শতবর্ষেও যোগবৈরাগ্যের লাভ করিতে পারিলেন না। শ্রীভগবৎপ্রীতিযুক্ত হেতু বিবেক যোগবিহীন পঞ্চবর্ষ বয়স্ক ধ্রুব মনুষ্যমানের ষন্মাসেও বিবেকযোগ সহিত সেই বৈরাগ্যের লাভ করিতে পারিলেন। ॥ ৬ ॥

শ্রীব্রহ্মার প্রসন্নতা লাভোদ্দেশে হিরণ্যকশিপুর যোগসাধন দেখিয়া স্বয়ং বরদাতা ব্রহ্মাও বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীপ্রীতিযোগের অভাবে বিবেক এবং অষ্টাঙ্গযোগ ব্যর্থ হইয়া থাকেন, বৈরাগ্যের উদয়ও হয় না। প্রীতিসদ্ভাবে বিবেক-যোগ এবং বৈরাগ্য স্বয়ং তদনুগমন করিয়া থাকেন। ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবৎপ্রীতিবিহীনা মহাযোগীন্দ্রাঃ কেবল-যোগসাধন বলেন বিষয়ান্মনঃ আকৃষ্য শ্রীভগবৎ-পদে যোজয়িতুং চেষ্টিতা অপি বিফলমনোরথা ভবন্তি। পরন্তু শ্রীব্রজগোপ্যঃ শ্রীভগবৎপ্রীতি-পরায়ণাঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহেঽতিদুঃখেন মনঃ শ্রীকৃষ্ণা-দাকৃষ্য বিষয়ে যোজয়িতুং ইচ্ছন্তোঽপি তদসমর্থা ভবন্তি। অনেন যোগবৈরাগ্যয়োঃ শ্রীভগবৎ-প্রীত্যনুগামিতা, প্রীত্যভাবে যোগস্য দুর্বলতা, বৈরাগ্যস্য দুষ্প্রাপ্যতা চানুমেয়া। শ্রীভগবৎ-প্রীতিবিহীনবিবেকযোগাদিনা কেবলমাসুর-ভাবস্য বৃদ্ধির্ভবতীতি কিং বক্তব্যম্। বিবেকযোগজাত-প্রবল প্রতাপান্বিতানাং প্রত্যেকদৈত্যদানবানাং ব্যবহারং প্রতি দৃক্‌পাতেন সর্বে সংশয়া দূরী-ভবিষ্যন্তি। ৮

শ্রীভগবৎপ্রীতাবেব বৈরাগ্যস্য পরাকাষ্ঠা ভবতি। সংসারদুঃখাভিভূতনাং জীবানাং সংসারপ্রদপ্রাকৃত-বিষয়স্নেহাৎ নিবৃত্তিরেব বৈরাগ্যম্। প্রাকৃত-বিষয়াতীতস্যকেবল ভক্তানুগ্রহায় স্বয়মবতীর্ণস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীবিগ্রহস্য পরমসৌন্দর্যানুভবে দেহদৈহিক প্রাকৃত সর্ববিষয় বিস্মরণং ভবতি। যস্য বিষয়স্য বিস্মরণং ভবতি, তস্মিন্ পুনঃ স্নেহঃ স্থাতুং নার্হতি। স্বত এব তস্মাৎ স্নেহস্য নিবৃত্তি-র্ভবতি। অস্মিন্ মনুষ্যলোকে দৃশ্যতে—কস্মিংশ্চিৎ প্রাকৃত বিষয়েঽপি অত্যধিকস্নেহে জাতে তদিতর-সর্ববিষয়ে এব স্নেহত্যাগো ভবতি। যথা বিট্-পুরুষানুরাগিণীস্ত্রীণাং, তথা তাদৃশীস্ত্রীষু অনুরাগযুক্ত-পুরুষানাং ব্যবহারদর্শনে কোঽপি সংশয়ো ন স্থাস্যতি। পরন্তু তৎপ্রাকৃত বিষয়বিশেষে স্নেহ-বশাদাধিক্যেন সংসারদুঃখে নিমজ্জয়তি, কেবলং তদিতর বৈরাগ্য প্রদর্শনায়াত্র তল্লিখিতম্। ৯

শ্রীভগবৎপ্রীতিবিহীন মহাযোগীন্দ্রগণ কেবল যোগসাধন বলে বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে যুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হন। কিন্তু শ্রীব্রজ-গোপীগণ শ্রীভগবৎপ্রীতি পরায়ণহেতু শ্রীকৃষ্ণবিরহে অতিদুঃখে মনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ে সংলগ্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে অসমর্থা হন। যোগের এবং বৈরাগ্যের শ্রীভগবৎ-প্রীতির অনুগামিতা, তদভাবে যোগের দুর্বলতা এবং বৈরাগ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এতদ্দ্বারাই অনুমেয়। শ্রীভগবৎপ্রীতিবিহীন বিবেক-যোগাদিদ্বারা কেবল-মাত্র যে আসুরভাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা আর বলিবারও প্রয়োজন নাই, প্রত্যেক বিবেক-যোগ-জাত প্রবলপ্রতাপান্বিত দৈত্যদানবের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকল সংশয় দূরীভূত হইবে। ৮

শ্রীভগবৎপ্রীতিতেই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। সংসার দুঃখাভিভূত জীবগণের সংসারপ্রদ প্রাকৃতবিষয়স্নেহ হইতে নিবৃত্তিকেই বৈরাগ্য বলা হয়। প্রাকৃত বিষয়াতীত কেবল ভক্তানুগ্রহার্থে স্বয়মবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের পরম-সৌন্দর্যানুভবে দেহদৈহিক-প্রাকৃত সর্ববিষয়েরই বিস্মরণ হইয়া থাকে। যে বিষয়ের বিস্মরণ হয়, সে বিষয়ে আর স্নেহ থাকিতে পারে না, স্বতঃই তাহা হইতে স্নেহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই মনুষ্যলোকে দেখা যায়—কোন এক প্রাকৃত-বিষয়েও অতিশয় স্নেহ হইলে তদিতর সর্ববিষয়েই স্নেহত্যাগ হইয়া থাকে। বিট্‌পুরুষানুরাগিণী স্ত্রী সকলের এবং তাদৃশী স্ত্রীতে অনুরাগযুক্ত পুরুষ-সকলের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কোন সংশয় থাকিবে না। কিন্তু তাহা প্রাকৃত বিষয় বিশেষে স্নেহ হেতু আধিক্যরূপে সংসারদুঃখে নিমগ্নকর হয়, কেবল তদিতর বৈরাগ্যের দৃষ্টান্তেই এস্থলে তাহা লিখিত হইল। ৯

অস্মিন্ শ্রীভগবদ্রূপে ত্রিগুণাতীতাপ্রাকৃত বস্তু-নিষ্ঠতাবশাৎ সংসারদুঃখস্যাত্যন্তিকনিবৃত্তি র্ভবতি। কংস শিশুপালপ্রভৃতয়ঃ ভয়দ্বেষাদিনা যস্মিন্ চিত্তমাবেশ্য সংসারদুঃখান্মুক্তা বভূবুঃ, তস্মিন্ প্রিয়-ভাবেন আবেশিতচিত্তানাং সংসারদুঃখনিবৃত্তৌ কঃ সংশয়ঃ। প্রাকৃত ব্যভিচারযুক্তাঃ স্ত্রীপুরুষাঃ স্বত এব বিষয়াসক্তত্বাৎ সংসারদুঃখ গ্রস্তা ভবন্তি। অতএব তেষাং পরস্পরাসক্তিরপি অচিরস্থায়ী, ঈদৃশাসক্ত্যা সংসারদুঃখস্য নিবৃত্তিঃ কথং ভবিতু-মর্হতি। ১০

শ্রীভগবান্ নিত্যপরমমুক্তঃ পরমাশ্রয়ঃ, সমগ্রৈশ্বর্য-বীর্যযশঃ শ্রীজ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ো যস্মিন্ নিত্যং বিরাজতে, সঃ কেবলং ভক্তেচ্ছা-ভক্তানুগ্রহাবেশাচ্চ পরমাকর্ষণেন যথাকথঞ্চিৎচিত্তসমর্পকান্ স্বনিষ্ঠং কারয়িতুং স্বয়মবতীর্ণঃ, তন্নিষ্ঠানাং সংসার-দুঃখ নিবৃত্তয়ে ন কোঽপি সংশয়ঃ। ১১

যথা নদ্যাঃ অত্যুগ্রপ্রবাহে নিপতিতজনঃ, তত্র নিপতিতং কঞ্চিদাশ্রিত্য প্রবাহবেগাৎ ন স্বং রক্ষিতুং শক্নোতি; কিন্তু স যদি তীরস্থং কঞ্চিৎ-সুদৃঢ়বৃক্ষপ্ররোহমাশ্রয়তি, তর্হি অনায়াসেনৈব নদী-প্রবাহাৎ সমুত্থিতঃ সন্ তীরগতো ভবতি। তথা কশ্চিদ্ বিষয়াসক্তঃ সংসারদুঃখগ্রস্তজনঃ, অন্যস্মিন্ বিষয়াসক্তে সংসারিজনে পরমানুরাগে কৃতে, তেন বিষয়াবেশস্য সংসারদুঃখস্য বা নিবৃত্তির্ন স্যাৎ, পরন্তু যঃ পরমমুক্তানাং নিত্যপরমাশ্রয়ঃ, স যদি পরমানুকম্পয়া বিষয়াসক্ত সংসারিজীবানাং প্রত্যক্ষো ভবতি, তর্হি তস্মিন্ পরমানুরাগে, যথা কথঞ্চিচ্চিত্তসমর্পণে বা তে সংসারিজীবাঃ কথং

উক্ত শ্রীভগবদ্রূপ বিষয়ে ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তুনিষ্ঠতা হেতু সংসারদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কংস, শিশুপাল প্রভৃতি ভয়দ্বেষাদি দ্বারা যে বস্তুতে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সে বস্তুতে প্রিয়ভাবে চিত্ত সংলগ্ন করিলে তাহাদের সংসার দুঃখ নিবৃত্তি বিষয়ে সংশয় কি হইতে পারে? প্রাকৃত ব্যভিচারযুক্ত স্ত্রীপুরুষগণ স্বভাবতঃই বিষয়াসক্ত হেতু সংসার দুঃখ গ্রস্ত হন। অতএব তাহাদের পরস্পর আসক্তিও অস্থায়ী হয়, এরূপ আসক্তি দ্বারা সংসারদুঃখের নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে। ১০

শ্রীভগবান নিত্যপরমমুক্ত পরমাশ্রয় এবং সর্বাশ্রয়, সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্রবীর্য, সমগ্রযশঃ, সমগ্র-শোভাদি সম্পত্তি, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য যাহাতে নিত্যবিরাজমান। কেবল ভক্তেচ্ছাও ভক্তানুগ্রহাবেশে পরমাকর্ষণ দ্বারা যে কোন প্রকারে চিত্ত সমার্পণকারিগণকে স্বনিষ্ঠ করাইবার উদ্দেশে স্বয়মবতীর্ণ হইয়াছেন, তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সংসার দুঃখ নিবৃত্তি বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় হইতে পারে না। ॥ ১১ ॥

যে প্রকার নদীর অত্যুগ্রপ্রবাহে নিপাতিত ব্যক্তি, সেই নদীপ্রবাহ-নিপতিত কোন বস্তুকে আশ্রয় করিলে সেই নদীপ্রবাহের বেগ হইতে রক্ষা পায় না। কিন্তু যদি সেই নদীপ্রবাহগত ব্যক্তি কোন তীরস্থ সুদৃঢ় বৃক্ষের প্ররোহকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে অনায়াসেই নদীর প্রবাহ হইতে সমুত্থিত হইয়া তীর ভূমিস্থ হইয়া থাকে। সেই প্রকার কোন বিষয়াসক্ত সংসারদুঃখ গ্রস্ত ব্যক্তি অন্যকোন বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তিতে পরমানুরাগ করিলে তদ্দ্বারা বিষয়াসক্তিরও নিবৃত্তি হয় না, সংসারদুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু যে বস্তু পরমমুক্তগণের নিত্য পরমাশ্রয়, সেই বস্তু যদি পরমানুকম্পা দ্বারা সেই বিষয়াসক্ত সংসারিজীবগণের নেত্রাদি গোচর হন, তবে সেই বস্তুতে পরমানুরাগ অথবা যে কোন প্রকারে চিত্ত

মুক্তা ন ভবিষ্যন্তি? অবশ্যমেব মুক্তয়ে যোগ্যো ভবিষ্যন্তি। ১২

পরমমুক্তানাং পরমাশ্রয়স্য শ্রীভগবতঃ মাহাত্ম্য-বর্ণনেঽপি ন প্রয়োজনম্, যদি যঃ কশ্চিজ্জীবস্তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীভগবদ্ভক্তো বা ভবতি, দেহসম্বন্ধানুসারাল্লোক-ব্যবহারগতস্নেহানুসারাদ্বা যদি অন্যো কশ্চিজ্জন-স্তস্মিন্ তত্ত্বজ্ঞেভগবদ্‌ভক্তে বা পরমানুরাগং সংস্থাপয়তি, তর্হি সোঽপি সৎসঙ্গপ্রভাবাৎ মোক্ষ-গমনায় বদ্ধপরিকরো ভবতি। ১৩

আত্মারামশিরোমণিনাং পরমোপাস্যে ভক্তানাং পরমাশ্রয়ে শ্রীভগবতি পরমানুরাগসংস্থাপনে যৎ সংসারমুক্তির্ভবতি—অত্র যো জনঃ সন্দিগ্ধো ভবতি, সোঽবশ্যমেবাপূর্বপণ্ডিতমধ্যে গণনীয়ঃ। শ্রীভগবৎ-প্রীতিঃ শ্রীভগবদ্রূপে পরমানুরাগরূপাঽপি প্রাকৃত-রূপাদ্যনুরাগবৎ ন হেয়া। যতঃ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিঃ সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যাত্মিকা, অতএব তচ্ছ্রীমূর্তৌ পরমানুরাগোঽব্যক্ত-প্রকৃতিপুরুষবিবেকস্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সন্ন্যাসস্যাসংপ্রজ্ঞাতসমাধেশ্চ ফলরূপো ভবতি। অস্মাদেব তত্ত্বংসিদ্ধাত্মারামমুখ্যমহামুনয়ঃ শ্রীভগবন্মূর্তৌ পরমানুরাগং সংস্থাপয়ন্তি। ১৪

সা শ্রীভগবৎপ্রীতির্যদা রসরূপা তদা নানা-সঞ্চারিভাবানাং আবির্ভাবতিরোভাবেঽপি তে পরমানন্দবারিধিস্থায়ীভাবরূপ প্রীতেস্তরঙ্গস্থানীয়ত্বাৎ পরমানন্দবৈচিত্রমাত্রা ভবন্তি। কিঞ্চ, তে ভাবাঃ শ্রীভগবৎসম্বন্ধিত্বাদ্ গুণাতীতা অপি প্রাকৃতজনানাং চিত্তমধ্যে ত্রিগুণময়সুখদুঃখাকারেণ প্রতীতিযোগ্যা ভবন্তি। অতএব সাংখ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযোগাঃ সর্বেষাং পরমফলে-

---

সমর্পণ করিলে, সেই বিষয়াসক্ত সংসারি জীবগণ কেন মুক্ত না হইবেন? অবশ্য মুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন। ১২

পরমমুক্তগণের পরমাশ্রয় শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য বলিবারও প্রয়োজন নাই, যদি সাধারণ কোন জীব তত্ত্বজ্ঞ বা শ্রীভগবদ্ভক্ত হন দেহসম্বন্ধ নুসারে বা লোকব্যবহারগত স্নেহানুসারে যদি কোন ব্যক্তি, সেই তত্ত্বজ্ঞে বা ভগবদ্ ভক্তে পরমানুরাগ সংস্থাপন করেন, তবে সেই ব্যক্তিও সৎসঙ্গপ্রভাবে মোক্ষমার্গে গমন বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন। ১৩

আত্মারাম শিরোমণিগণের পরমোপাস্যে, ভক্ত-গণের পরমাশ্রয়ে শ্রীভগবানে পরমানুরাগ সংস্থাপন করিলে যে সংসার হইতে মুক্তি হইবে, এ বিষয়ে যে ব্যক্তি সংশয় করিয়া থাকেন, তিনি অবশ্য অপূর্বপণ্ডিত মধ্যে গণ হন। শ্রীভগবৎপ্রীতি শ্রীভগবদ্রূপে পরমানুরাগরূপা হইলেও প্রাকৃত-রূপাদ্যনুরাগবৎ হেয় হন না। যেহেতু শ্রীভগবন্মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যাত্মিকা। অতএব সেই শ্রীমূর্তিতে পরমানুরাগ অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষ বিবেকের, জ্ঞানবিজ্ঞান-সন্ন্যাসের এবং অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির ফলরূপ হইয়া থাকেন। এহেতু তত্ত্বংসিদ্ধ আত্মারামমুখ্য মহামুনিগণ শ্রীভগবন্মূর্তিতে পরমানু-রাগ সংস্থাপন করিয়া থাকেন। ১৪

সেই শ্রীভগবৎপ্রীতি যে কালে রসরূপা হন, সেইকালে নানাসঞ্চারি ভাবের আবির্ভাব তিরো-ভাব হইলেও সেইভাবসকল পরমানন্দবারিধি স্থায়ীভাবরূপ প্রীতির তরঙ্গ স্থানীয় হেতু পরমানন্দ বৈচিত্র্য মাত্র হইয়া থাকেন এবং সেই সকল ভাব শ্রীভগবৎসম্বন্ধি হেতু গুণাতীত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তমধ্যে ত্রিগুণময় সুখদুঃখাকারে প্রতীত হইয়া থাকেন। অতএব সাংখ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ—পরমফল পরমানন্দঘনবৈচিত্র্যরূপা শ্রীভগবৎপ্রীতিতে তত্তদ-ভাবাশঙ্কা অবশ্য অপূর্ব-পাণ্ডিত্যের প্রাকট্যমাত্র ইহাতে সংশয় নাই। তথাপি অপূর্ব পণ্ডিত-

স্বরূপায়াং পরমানন্দঘনবৈচিত্র্যরূপায়াং শ্রীভগবৎপ্রীতৌ তত্তদভাবাশঙ্কা অবশ্যমেবাপূর্বপাণ্ডিত্যস্য প্রাকট্যমাত্রমিত্যত্র সংশয়ো নাস্তি। তথাপ্যপূর্বপণ্ডিতানাং মনোরঞ্জনায় পুনরপি কিঞ্চিল্লিখ্যতে। ১৫

শ্রীভগবতো গুণাতীতসচ্চিদানন্দঃ-স্বরূপঃ-চিচ্ছক্তেঃ সর্বত্র সর্বদা সর্ববস্তুরূপেণ আবির্ভাবহেতোঃ কেবলং মাহাত্ম্যরূপেণৈবানুভবো ভবতি। স্বরূপভূতাচিচ্ছক্তেঃ সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যরূপতয়া তদাবিষ্কৃতাপরিচ্ছিন্নবস্তুন্যপি সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যরূপাণি ভবন্তি। ইত্থং চিচ্ছক্তিস্তদাবিষ্কৃতবস্তূনি চ প্রীতিনেত্রবিহীনানাং সর্বমূলজ্ঞানান্ধজীবানামগোচরতয়া বিশুদ্ধ জীবসমষ্টি সমাশ্রয় কেবল চিন্মাত্রস্বরূপমেবানুভূতো ভবতি। ভৌতিক জ্ঞানান্ধজীবৈস্তদ্বিশুদ্ধজীবসমষ্টিরেব সর্বমূলরূপেণানুভূতো ভবতি। অতএব শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রীতিনেত্রবিহীনানামাসুর ভৌতিকজ্ঞানান্ধজীবানাং গোচরং ন ভবতি। তৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম শ্রীভগবতো ভক্তবাৎসল্যগুণেন প্রকটিতত্বাৎ কেবলং দৈবজ্ঞানাঞ্জনরঞ্জিত শ্রীভগবৎপ্রীতিনেত্র বিশিষ্ট শ্রীভগবদ্ভক্তানামেব গোচরো ভবতি। ১৬

শ্রীভগবান্ বিষয়াসক্তজীবান্ প্রতি কৃপয়া পরমাত্মরূপেণ মায়াশক্ত্যা পরিচ্ছিন্নানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানাং সৃষ্ট্যাদি কারয়তি। সা মায়া প্রকৃত্যাদি পৃথিব্যান্তপঞ্চবিংশতি-ভেদ ভিন্না ভবতি। তেন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বৈনানন্তব্রহ্মাণ্ডানি তন্মধ্যগতজীবশরীরাণি চ রচিতানি ভবতি। তেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু তদগতবস্তুষু চ পরমাত্মা সাক্ষিপ্রেরকরূপেণানাসক্তঃ সন্ প্রবিশতি। ১৭

সঃ পরমাত্মা অগ্রে প্রকৃতি-প্রেরক সাক্ষিতয়া

গণের মনোরঞ্জনের উদ্দেশে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। ১৫

শ্রীভগবানের গুণাতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ চিৎশক্তির সর্বদেশে ও কালে সর্ববস্তুরূপে আবির্ভাবহেতু কেবলমাত্র মাহাত্ম্যরূপেই অনুভব হয়। স্বরূপভূতা চিৎশক্তির সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যরূপতা হেতু তদাবিষ্কৃতা পরিচ্ছিন্ন বস্তু সকলও সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যরূপ হন। এই চিৎশক্তি এবং তদাবিষ্কৃত বস্তু সকল প্রীতিনেত্র বিহীন সর্বমূল জ্ঞানান্ধ জীবগণের অগোচর হেতু বিশুদ্ধ জীবসমষ্টি সমাশ্রয় কেবল চিন্মাত্র স্বরূপই অনুভূত হন। ভৌতিক জ্ঞানান্ধ জীবগণ কর্তৃক সেই বিশুদ্ধ জীব সমষ্টিই সর্বমূলরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবদ্বৈকুণ্ঠধাম শ্রীভগবৎপ্রীতিনেত্র বিহীন আসুর ভৌতিক জ্ঞানান্ধ জীবগণের গোচর হন না। সেই শ্রীভগবদ্ বৈকুণ্ঠধাম শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যগুণে প্রকটিত হেতু কেবলমাত্র দৈবজ্ঞানাঞ্জন রঞ্জিত শ্রীভগবৎপ্রীতিনেত্র বিশিষ্ট শ্রীভগবদ্ভক্তগণেরই গোচর হইয়া থাকেন। ১৬

শ্রীভগবান বিষয়াসক্ত জীবগণের প্রতি কৃপাগুণে পরমাত্মরূপে মায়াশক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পালন সংহার করিয়া থাকেন। সেই মায়াশক্তি প্রকৃত্যাদি পৃথিব্যন্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাকারে ভেদভিন্না হন। সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বদ্বারা অনন্তব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যগত জীবদেহ সকল রচিত হইয়া থাকেন। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে এবং তদগত বস্তুসকলে পরমাত্মারূপ শ্রীভগবান সাক্ষিরূপে এবং প্রেরকরূপে অনাসক্ত ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ১৭

সেই পরমাত্মা অগ্রে প্রকৃতির প্রেরক এবং সাক্ষী হেতু প্রথম মহাপুরুষ নামে, পরে বিরাড়ন্তর্যামী হইয়া দ্বিতীয় মহাপুরুষনামে, তদনন্তর জীবান্তর্যামী হইয়া তৃতীয় মহাপুরুষ নামে খ্যাত

প্রথম-মহাপুরুষনাম্না, পশ্চাদ্‌বিরাড়ন্তর্যামিতয়া দ্বিতীয় মহাপুরুষনাম্না, ততো জীবান্তর্যামিতয়া তৃতীয়মহাপুরুষনাম্না খ্যায়তে। এবং শ্রীভগবান্ স্বরূপেণ গুণেন চাতিবৃহত্ত্বাৎ পরব্রহ্মনাম্না বিশ্রুতো ভবতি। ১৮

দেহমাত্রগতজীবাত্মানঃ পুরুষনাম্না খ্যায়ন্তে, অন্তঃকরণাদীনাং সাক্ষি-প্রেরকা অপি তে বিষয়াসক্তি দোষাৎ তত্তদভিমানিনো ভবন্তি। তদ্‌বিষয়াসক্তির্দেহপ্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃ করণাভিমানশ্চৈব সংসারপরিভ্রমণে হেতুর্ভবতি। তৎ সংসারমূলবীজরূপায়া বিষয়াসক্তেস্তজ্জাতদেহাদ্যভিমানস্য চ নির্হরণায় সাংখ্যযোগিনঃ পঞ্চকোষদেহত্রয়াকারে পরিণতং প্রকৃত্যাদিপঞ্চবিংশতি তত্ত্বং বিলোমেন পৃথিবীতঃ মূলপ্রকৃতিং যাবদনাত্মদৃষ্ট্যা একৈকং তত্ত্বং পরিত্যজ্য তস্মাদ্‌ভিন্নং তত্তৎসাক্ষিরূপং জীবাত্মানমনুভবন্তি। এবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাত্মক বিশ্বাদ্‌ভিন্নং তৎসাক্ষিরূপঞ্চ মহাপুরুষমপি অনুভবন্তি। জীবরূপঃ পুরুষো দেহমাত্রস্য সাক্ষী মহাপুরুষো বিশ্বসাক্ষী এবং সাক্ষিত্বাংশেহংশাংশিভাবেন মহাপুরুষেণ সহ জীবপুরুষস্য সাদৃশ্যে-ঐক্যমপ্যনুভবন্তি। ১৯

পরিশ্রমবহুলেন বৈরাগ্যেণ যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগেন চ তৈলধারাবদনবচ্ছিন্নতাদৃগনুভবেন বিষয়াবেশস্য দেহাদ্যভিমানস্য চ পরিহারং কুর্বন্তি। যতো বিষয়ানাং গ্রাহকত্বেন দেহপ্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণান্ পশ্যন্তি, যথা দেহাদিভ্য আত্মানং সাক্ষীরূপঞ্চ পশ্যন্তি। অনেন সাংখ্যযোগপ্রভাবেন সিদ্ধা দেহাদিভির্বিষয়ান্ গৃহ্ণন্তোঽপি তেষাং চিত্তং স্থিরং প্রশান্তং সমমবিকৃতঞ্চ বিদ্যতে। ২০

এতান্ সাংখ্যযোগিনো'মহাপৌরুষিকা' উচ্যন্তে।

হন। উক্ত প্রকারে শ্রীভগবান স্বরূপদ্বারা এবং গুণদ্বারা অতি বৃহৎ হেতু 'পরব্রহ্ম' নামে বিশ্রুত হইয়া থাকেন। ১৮

দেহমাত্রত জীবাত্মা 'পুরুষ' নামে খ্যাত হন, অন্তঃকরণাদির সাক্ষী এবং প্রেরক হইলেও বিষয়াসক্তি দোষে তত্তদভিমানী হইয়া থাকেন। সেই বিষয়াসক্তি এবং দেহপ্রাণ-ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণাভিমানই সংসার পরিভ্রমণে হেতু হইয়া থাকে।

সেই সংসার মূলবীজ বিষয়াসক্তির এবং দেহাদ্যভিমানের নিরসনাভিপ্রায়ে সাংখ্যযোগীসকল পঞ্চকোষ দেহত্রয়াকারে পরিণত প্রকৃত্যাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে বিলোমক্রমে পৃথিবী হইতে মূলপ্রকৃতি পর্যন্ত অনাত্মদৃষ্টি দ্বারা এক এক তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল তত্ত্ব হইতে ভিন্ন এবং তত্তৎ সাক্ষিরূপে জীবাত্মার অনুভব করেন। উক্ত প্রকারে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বময় বিশ্ব হইতে ভিন্নরূপে মহাপুরুষেরও অনুভব করেন। জীবরূপ পুরুষ দেহমাত্র সাক্ষী, মহাপুরুষ বিশ্বসাক্ষী, এই প্রকার সাক্ষিত্বাংশে অংশাংশিভাবে মহাপুরুষের সহিত জীবপুরুষের সাদৃশ্যে ঐক্যও অনুভব করিয়া থাকেন। ১৯

বহু পরিশ্রমে বৈরাগ্যের এবং যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের সাহায্যে তৈলধারাবৎ অনবচ্ছিন্ন পূর্বোক্ত প্রকার অনুভব দ্বারা বিষয়াসক্তির এবং দেহাদ্যভিমানের পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যেহেতু বিষয়সকলের গ্রাহকরূপে দেহপ্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণকে দেখিয়া থাকেন এবং দেহপ্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ হইতে আপনাকে ভিন্নরূপে ও সাক্ষীরূপে দেখিয়া থাকেন। এই সাংখ্যযোগ প্রভাবে সিদ্ধ ব্যক্তিগণ দেহপ্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ দ্বারা বিষয় সকলের গ্রহণ করিলেও তাহাদের চিত্ত স্থির প্রশান্ত সম এবং অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান থাকে। ২০

এই সকল সাংখ্যযোগীকে 'মহাপৌরুষিক' বলা হয়। উপনিষদ্ বিশেষে ব্রহ্মের চিন্মাত্রসত্তা-

উপনিষদ্‌বিশেষে ব্রহ্মণশ্চিন্মাত্রসত্ত্বারূপত্বং স্বীকৃতত্বাৎ 'মুখ্যব্রাহ্মণা' অপ্যুচ্যন্তে, বিষয়তৃষ্ণা-বর্জিতত্বাৎ জীবন্মুক্তাঃ সারাসারবিবেকীত্বাৎ পরম-হংসাঃ, পরমেশ্বরস্য সাক্ষিত্বরূপমাহাত্ম্যদর্শিত্বাৎ 'পরমেশ্বরভক্তা' ইত্যপি স্বীক্রিয়ন্তে। বিষয়তৃষ্ণা-ত্যাগদর্শনাদেষামানন্দনিষ্ঠত্বং স্বীকার্যম্। প্রকৃতি-কার্যরূপেণ বিশ্বদর্শনপূর্বকং তৎসাক্ষিত্বেন মহা-পুরুষদর্শনং ব্যক্ত প্রকৃতিপুরুষদর্শনম্। প্রলয়াদি দৃষ্ট্যা বিশ্বকারণমূলপ্রকৃতিমাত্রদর্শনান্তে তৎসাক্ষি-ত্বেন মহাপুরুষদর্শনং 'অব্যক্তপ্রকৃতিপুরুষবিবেকঃ' এবং সাংখ্যযোগো দ্বিবিধঃ। ২১

এতে সাংখ্যযোগসিদ্ধাঃ তন্মহাপুরুষস্য মায়াশক্তি প্রেরকত্বমনুভূয় তন্মায়াশক্ত্যা তৎ-প্রেরকপরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলায়া অনুভবকৃতে 'জ্ঞানযোগী' নাম্না খ্যায়তে। প্রলয়কালাদিদৃষ্ট্যা মায়াশক্ত্যা-শ্রয়কেবল পরমেশ্বরস্বরূপানুভবং 'জ্ঞানসংন্যাস' ইতি বদন্তি। অতএব পূর্বোক্তমাহাত্ম্যবৃন্দং বিশেষেণ এষু যোগীষ্বপি বর্তন্তে। ২২

এতে জ্ঞানযোগিনো 'মায়াকার্যত্ত্বাৎ বিশ্বং মায়াতো ন ভিন্নং, শক্তিত্ত্বান্মায়া জীবশ্চ পরমেশ্বর-স্বরূপান্ন ভিন্নম্'—এবং পরব্রহ্মাখ্য পরমেশ্বরস্য সর্বাত্মকতানুভবেন সৃষ্ট্যাদিদৃষ্টিকালে বিশ্বস্য পরব্রহ্ম স্বরূপাত্মকতানুভবেকৃতে বিজ্ঞানযোগীতি খ্যায়তে। প্রলয়াদিদৃষ্ট্যা এষাং পরব্রহ্মস্বরূপমাত্রানুভবং বিজ্ঞানসংন্যাসেতি বদন্তি। পূর্বোক্তমাহাত্ম্যবৃন্দং পূর্বতোঽপি বিশেষরূপেণ এষু যোগীষু প্রবর্তন্তে।২৩

পূর্বোক্ত জ্ঞানযোগিনঃ প্রকৃত্যন্তর্যামিনঃ বিগ্রহ-রূপেঽনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, বিরাড়ন্তর্যামিনঃ বিগ্রহরূপে ব্রহ্মাণ্ডমাত্রে চতুর্দশভুবনাত্মকবিরাড়্‌দেহে বা, ব্যষ্টিজীবান্তর্যামিনঃ বিগ্রহরূপে ব্যষ্টিশরীরে তদন্ত-

---

রূপত্ত্ব স্বীকার হেতু 'মুখ্য ব্রাহ্মণ'ও বলা হয়। বিষয়তৃষ্ণাত্যাগী হেতু 'জীবন্মুক্ত' বলা হয়, সারা-সার বিবেকীহেতু 'পরমহংস' বলা হয়, পরমেশ্বরের সাক্ষিত্বরূপ মাহাত্ম্যদর্শীহেতু 'পরমেশ্বর-ভক্ত' রূপেও স্বীকার করা হয়। বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগদর্শনে ইহাদের আনন্দনিষ্ঠত্ত্বও স্বীকার করা হয়। প্রকৃতির কার্যরূপে বিশ্বদর্শন পূর্বক তৎসাক্ষী মহা-পুরুষদর্শনকে 'ব্যক্ত প্রকৃতিপুরুষ' দর্শন বলা হয়। প্রলয়াদি দৃষ্টিতে বিশ্বকারণ মূলপ্রকৃতিমাত্র দর্শনান্তে তৎসাক্ষি মহাপুরুষদর্শনকে 'অব্যক্ত প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক' বলা হয়, এইহেতু এই সাংখ্য যোগ দ্বিবিধ হন। ২১

এই সাংখ্যযোগসিদ্ধগণ সেই মহাপুরুষের মায়াশক্তিপ্রেরকত্ত্ব গুণের অনুভবপূর্বক সেই মায়াশক্তি দ্বারা তৎ প্রেরক পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি-পালন সংহার প্রকার লীলার অনুভব করিলে 'জ্ঞানযোগী' নামে খ্যাত হন। প্রলয়কালাদি দৃষ্টিতে মায়াশক্ত্যাশ্রয় কেবল পরমেশ্বর স্বরূপের অনুভবকে 'জ্ঞান সংন্যাস' বলা হয়, অতএব পূর্বোক্ত মাহাত্ম্যসকল বিশেষরূপে এই সকল যোগীতেও বর্তমান হয়। ২২

এই জ্ঞানযোগীগণ মায়াকার্য বিশ্ব মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন নয়, শক্তিহেতু মায়া এবং জীব পরমেশ্বর স্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়—এই প্রকার পরব্রহ্মাখ্য পরমেশ্বরের সর্বাত্মকতানুভব দ্বারা সৃষ্ট্যাদি দৃষ্টিকালে বিশ্বের পরব্রহ্মস্বরূপাত্মকতানু-ভব করিলে 'বিজ্ঞানযোগী' নামে খ্যাত হন। প্রলয়াদি দৃষ্টিতে ইহাদের পরব্রহ্মস্বরূপমাত্রের অনুভবকে 'বিজ্ঞানসংন্যাস' বলা হয়। পূর্বোক্ত মাহাত্ম্য সকল আরও বিশেষরূপে এই সকলে অবস্থিত হয়। ২৩

উক্ত জ্ঞানযোগী সকল প্রকৃত্যন্তর্যামীর বিগ্রহ-রূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ডে, বিরাড়ন্তর্যামীর বিগ্রহরূপে ব্রহ্মাণ্ডমাত্রে বা চতুর্দশভুবনাত্মকবিরাড়্‌দেহে,

র্গত চক্রবিশেষে বা অষ্টাঙ্গযোগানুক্রমে সমাধিপরা ভবন্তঃ ধ্যানযোগীতি খ্যায়তে। এষাং সমাধিঃ, 'সম্প্রজ্ঞাত' ইত্যুচ্যতে। তত্তদন্তর্যামিপরমাত্মনঃ স্বরূপমাত্রে সমাধিঃ 'অসংপ্রজ্ঞাত' ইতি কথ্যতে। অতএব এষু যোগীষ্বপি বিশেষতঃ পূর্বোক্তা গুণাঃ প্রকটী-ভবন্তি। ২৪

যং সাংখ্যযোগিনঃ সর্বাতীত সর্বাসাক্ষীরূপেণ পশ্যন্তি, যং জ্ঞানযোগিনঃ মায়াশক্তি প্রেরকত্বাদ্-বিশ্বস্য সৃষ্ট্যাদিকর্তৃরূপেণ পশ্যন্তি, যং বিজ্ঞান-যোগিনঃ সর্বমূলং সর্বময়ঞ্চ পশ্যন্তি, যং ধ্যান-যোগিনঃ বিশ্ববিগ্রহং বিশ্বান্তর্যামিনঞ্চ পশ্যন্তি, স এব শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্যগুণেন ভক্তস্য বশীভূয় নানাশরীরাকারেষু স্বরূপঘনবৈচিত্র্যশোভাং প্রকটয়তি। বিশ্বপালনচ্ছলেন বিশ্বকার্য বিশেষং লক্ষীকৃত্যৈব তৎস্বরূপঘনবৈচিত্র্যমাধুর্যস্য প্রাকট্যো ভবতি। কদাচিৎ মৎস্যাকারশোভায়াঃ, কদাচিৎ কূর্মাকারশোভায়াঃ, এবং বরাহাকার হংসাকার-অর্ধমনুষ্যাকার-ক্ষুদ্রমনুষ্যাকার-বিশ্বাকার-স্ত্রীরূপ-পুরুষরূপশোভায়াঃ প্রাকট্যং শ্রীভগবান্ করোতি।

তত্তৎস্বরূপঘনবৈচিত্র্যমাধুর্যস্য নেত্রগোচরতাং প্রাপ্য মহাপুরুষোপাসনানন্দ-সেবিনঃ তদানন্দ বৈচিত্র্যরূপমনু ভবন্তি, পরমেশ্বরোপাসনানন্দ সেবিনঃ তদানন্দ বৈচিত্র্যরূপমনু ভবন্তি, পরমা-ত্মোপাসনানন্দ সেবিনঃ তদানন্দ বৈচিত্র্যরূপমনু ভবন্তি, পরব্রহ্মোপাসনানন্দ সেবিনঃ তদানন্দঘন-বৈচিত্র্যরূপমনু ভবন্তি। অতএব এতে মহাযোগীন্দ্রাঃ পরমাদরেণ শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে সমাধিং সংস্থাপয়ন্তি। ২৬

তেষু মহাযোগীন্দ্রবিশেষাণাং চিত্তং সমাধিতঃ সমুত্থায় তদ্দর্শন লালসাব্যগ্রং ভবতি। কেষাঞ্চি-

---

ব্যষ্টি জীবান্তর্যামীর বিগ্রহরূপে ব্যষ্টিশরীরে বা তদন্তর্গত সপ্ত চক্রবিশেষে অষ্টাঙ্গ যোগক্রমে সমাধি-পর হইলে 'ধ্যানযোগী' নামে খ্যাত হন। ইহাদের এই সমাধিকে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়, তত্তদন্ত-র্যামী পরমাত্মার স্বরূপমাত্রে সমাধিকে অসংপ্রজ্ঞাত বলা হইয়া থাকে। অতএব এই সকল যোগীতেও বিশেষরূপে পূর্বকথিত গুণসকল প্রকটিত হইয়া থাকেন। ২৪

যাঁহাকে সাংখ্যযোগী সকল সর্বাতীত এবং সর্ব-সাক্ষীরূপে দেখিয়া থাকেন, যাঁহাকে জ্ঞানযোগী সকল মায়াশক্তির প্রেরক হেতু বিশ্বের সৃষ্টিপালন-সংহার কর্তারূপে দেখিয়া থাকেন, যাঁহাকে বিজ্ঞানযোগী সকল সর্বমূল এবং সর্বময়রূপে দেখিয়া থাকেন, যাঁহাকে ধ্যানযোগী গণ বিশ্ব-বিগ্রহ এবং বিশ্বান্তর্যামীরূপে দেখিয়া থাকেন, সেই শ্রীভগবানই ভক্তবাৎসল্যগুণে ভক্তের বশীভূত হইয়া নানাশরীরাকারে স্বরূপঘনবৈচিত্র্য শোভার প্রাকট্য করিয়া থাকেন।

বিশ্বপালনছলে বিশ্বকার্য বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই সেই স্বরূপঘনবৈচিত্র্যমাধুর্যের প্রাকট্য হইয়া থাকে। কোন কালে মৎস্যাকার শোভার, কোনকালে কূর্মাকার শোভার, কোনকালে বরাহাকার শোভার, কোনকালে হংসাকার শোভার, কোনকালে অর্ধমনুষ্যাকার শোভার, কোনকালে ক্ষুদ্রমনুষ্যাকার শোভার, কোনকালে বিশ্বাকার শোভার, কোনকালে স্ত্রীরূপ শোভার, কোনকালে পুরুষরূপ শোভার, শ্রীভগবান প্রাকট্য করিয়া থাকেন। ২৫

সেই স্বরূপঘনবৈচিত্র্য মাধুর্যের নেত্রগোচরতা লাভ করিয়া মহাপুরুষোপাসনানন্দ সেবীসকল তদানন্দবৈচিত্র্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরোপাসনানন্দ সেবীসকল তদানন্দবৈচিত্র্য-রূপে অনুভব করিয়া থাকেন। পরমাত্মোপাসনা-নন্দ সেবীসকল তদানন্দবৈচিত্র্যরূপে অনুভব

ন্মহাযোগীন্দ্রাণাং চিত্তমসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতঃ সমুত্থায় তদ্‌গুণকীর্তনাদিষু ব্যগ্রং ভবতি। অতএব সূতবংশাবির্ভূত মহামুনি উগ্রশ্রবা উবাচ—আত্মারামাশ্চ মহামুনয়ঃ নিবৃত্তাহংকারতয়ানুষ্ঠান-প্রয়োজন শূন্যা অপি, শাস্ত্রাভ্যাসাদি প্রয়োজন-শূন্যা অপি শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণোগুণমাধুর্যে বশীভূয় শ্রীবিষ্ণৌ প্রয়োজনরহিতাং ভক্তিং কুর্বন্তি। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণি শ্রীহরেগুণাক্ষিপ্তচিত্তঃ সন্ নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়তয়া এতন্মহদাখ্যানং শ্রীভাগবতরূপং শাস্ত্রমধ্যগাৎ। ভগবান শ্রীশুকদেবোঽপি উবাচ—প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তেস্ম গুণানুকথনে হরেঃ। পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ইতি। ২৭

অত্র সংশয়ঃ স্যাৎ— সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্য-বস্তুনি জীবশরীরবদ্‌ব্যবহার কথং সম্ভবতি? তত্রুক্তং ভবতি—ভক্তশরীরাণ্যপি পারমার্থিকতত্ত্ব-বিচারাৎ সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যমাত্রাণি, তৎশক্তি-ব্যাপারত্বাৎ ততো ভিন্নানি ন। কিঞ্চ জীবা অপি চিৎস্বরূপাস্তে বিষয়স্নেহাৎ তদভিমানাচ্চ শরীরাণি গৃহ্ণন্তি। শ্রীভগবান্ বিষয়স্নেহ-তদভিমানরহিতত্বাৎ তস্য সংসারীজীববৎ শরীরগ্রহণং ন ভবতি। স্বকর্তব্যনির্বাহে তস্য শরীরাপেক্ষাপি নাস্তি। কিন্তু ভক্তবাৎসল্য গুণেন ভক্তেচ্ছানুসারাদনাসক্ত্যা শরীরধারিজীববদবিচরিতুমসমর্থোঽপি ন। শ্রীভগবতস্তদ্‌ভক্তেচ্ছাময়শরীরাণি তৎসম্বন্ধিবস্তুনি চ

করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মোপাসনানন্দ সেবীসকল তদা-নন্দঘনবৈচিত্র্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব এই সকল মহাযোগীন্দ্রগণ পরমাদরে শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে সমাধি সংস্থাপন করিয়া থকেন। ২৬

তন্মধ্যবর্তি মহাযোগীন্দ্র বিশেষগণের চিত্ত সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া তদ্দর্শনলালসা ব্যগ্র হইয়া থাকে। কোন মহাযোগীন্দ্রগণের চিত্ত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া তদ্‌গুণ কীর্তনাদিতে ব্যগ্র হইয়া থাকে। অতএব সূত-বংশাবির্ভূত মহামুনি শ্রীউগ্রশ্রবা বলিয়াছেন—আত্মারাম মহামুনিগণ অহংকার বর্জিত হেতু অনুষ্ঠান প্রয়োজন শূন্য হইলেও, শাস্ত্রাভ্যাসাদি প্রয়োজন শূন্য হইলেও শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণুর গুণমাধুর্যে বশীভূত হইয়া শ্রীভগবদ্বিষ্ণুতে প্রয়োজনরহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণি শ্রীহরির গুণে আক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া, সর্বদা বিষ্ণুজন-প্রিয়হেতু এই বৃহদাখ্যান শ্রীভাগবতরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ভগবান্ শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—হে রাজন্ প্রায় মুনিসকল বিধি-নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইলেও এবং নির্গুণস্থ হইলেও শ্রীহরির গুণানুকথনে রত হইয়া থাকেন। আমি নৈর্গুণ্য পরিনিষ্ঠিত হইলেও আমার চিত্ত উত্তমশ্লোকলীলা দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। হে রাজর্ষে! যেহেতু আমি এই শ্রীভাগবতরূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি, ইতি। ২৭

এস্থলে সংশয় হইতে পারে—সচ্চিদানন্দঘন-বৈচিত্র্য বস্তুতে জীবশরীরবৎ ব্যবহার কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে—ভক্তশরীর সকলও পারমার্থিক তত্ত্ববিচারে সচ্চিদা-নন্দঘনবৈচিত্র্যমাত্র; যেহেতু তৎশক্তি ব্যাপার হেতু তাহা হইতে ভিন্ন নয় এবং জীবসকলও চিৎস্বরূপ। জীবসকল বিষয়স্নেহে বিষয়াভিমানে শরীর গ্রহণ করেন। শ্রীভগবান বিষয়স্নেহে বিষয়াভিমান রহিত হেতু শ্রীভগবানের সংসারী-জীববৎ শরীর গ্রহণ হয় না। স্বকর্তব্য নির্বাহবিষয়ে শরীরের অপেক্ষাও হয় না। কিন্তু ভক্তবাৎসল্যগুণে ভক্তেচ্ছা-

সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যাণি বিনান্যানি কিং ভবিতুমর্হন্তি। যদি জীবশরীরাণি বিষয়বাসনাময়ান্যপি সচ্চিদানন্দময়ানি স্যুঃ, তর্হি ভক্তেচ্ছাময় শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহাণি সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যাণি বিনা কিমন্যানি ভবিষ্যন্তি? অতএব শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহাণি তৎসম্বন্ধিবস্তূনি ন সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যমাত্রাণি ভবন্তি। ২৮

শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহাণাং জীবশরীরবদ্‌ব্যবহারোঽপি নামসম্ভবঃ। চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃত বস্তূনি চ শ্রীভগবৎস্বরূপাত্মকানি। মায়াশক্ত্যা সৃষ্টপালিতসংহৃত বস্তূনি চ শ্রীভগবৎস্বরূপাত্মকানি। চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃতবস্তূনি অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যরূপেণ পরিগৃহ্যন্তে, মায়াশক্তিকার্যাণি পরিচ্ছিন্নত্বাদ্‌ভ্রমবৈচিত্র্যবৎ হেয়ানি ভবন্তি। এতে সিদ্ধান্তা প্রাগ্‌ বিবৃতাঃ, অলমতিবিস্তরেণ। ২৯

অতএব শ্রীভগবতি দর্শনলালসারূপা পরমানুরক্তিমেব প্রীতিরিত্যুচ্যতে, সা শ্রীভগবৎপ্রীতিঃ-সাংখ্য-জ্ঞানবিজ্ঞান যোগবৈরাগ্যানাং পরমফলরূপা। অতঃ সাংখ্যেন যা ত্রিতাপনিবৃত্তি, র্যোগন যাঃ সিদ্ধয়ঃ, বৈরাগ্যেণ যা শান্তিঃ, জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং যামুক্তিশ্চ ভবতি তৎসর্বং শ্রীভগবৎপ্রীতেরেকাংশেন প্রাপ্যতে। ৩০

অস্যাঃ প্রীতেঃ সাহায্যং বিনা সাংখ্যাদি কোঽপি স্বস্বফলপ্রদাতুং সমর্থো ন ভবতি। যতঃ প্রীত্যভাবাদেতানি সাধনানি আসুরভাবে পরিণমন্তে। স্বস্বফলপ্রদানবার্তা দূরে অস্তু, শ্রীভগবৎপ্রীতেঃ সম্বন্ধলেশং বিনা এতে সাংখ্যাদয়ঃ স্থায়িত্বমপি ন লভন্তে, পরিশ্রমমাত্রে পর্যবস্যন্তি। সর্বশাস্ত্রতাৎপর্যবিদ্‌দৈবস্বভাবযুক্তং বিনা আসুর-

---

নুসারে অনাসক্ত ভাবে শরীরধারী জীববৎ বিচরণ করিতে শ্রীভগবান্‌ অসমর্থ হন না। শ্রীভগবানের সেই ভক্তেচ্ছাময় শরীর সকল এবং তৎসম্বন্ধী বস্তু সকল সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্য না হইয়া আর কি হইতে পারেন। যদি জীব শরীর সকল বিষয়বাসনাময় হইয়াও ভক্তি বলে সচ্চিদানন্দময় হইলেন, তবে ভক্তেচ্ছাময় শ্রীভগবৎবিগ্রহ সকল সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্য না হইয়া আর কি হইবেন। অতএব শ্রীভগবদ্‌ বিগ্রহ সকল এবং তৎসম্বন্ধী বস্তুসকল সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্য মাত্র হইয়া থাকেন। ২৮

শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ সকলের জীব শরীরবদ্‌ ব্যবহারও অসম্ভব হয় না। চিৎশক্ত্যাবিষ্কৃত বস্তু সকলও শ্রীভগবৎস্বরূপাত্মক, মায়াশক্তি সৃষ্ট পালিত সংহৃত বস্তু সকলও শ্রীভগবৎস্বরূপাত্মক। চিৎশক্ত্যা বিষ্কৃত বস্তু সকল অপরিচ্ছিন্ন হেতু শ্রীভগবৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, মায়াশক্তি কার্যসকল পরিচ্ছিন্ন হেতু ভ্রম বৈচিত্র্যবৎ হেয় হন। এসকল সিদ্ধান্ত পূর্বে বিস্তৃতরূপে পরিদর্শিত হইয়াছেন; আর এস্থলে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ২৯

অতএব শ্রীভগবানে দর্শন লালসারূপা পরমানুরক্তিকেই 'প্রীতি' বলা হয়। সেই ভগবৎপ্রীতি সাংখ্যের, জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, যোগের এবং বৈরাগ্যের পরমফল রূপা হন। এহেতু সাংখ্য দ্বারা যে ত্রিতাপনিবৃত্তি হন, যোগদ্বারা যে সিদ্ধি সকল লব্ধ হন, বৈরাগ্য দ্বারা যে শান্তিলাভ হন, জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা যে মুক্তিলাভ হন, তাহা শ্রীভগবৎপ্রীতির একাংশ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩০

এই শ্রীভগবৎপ্রীতির সাহায্য ব্যতিরেকে সাংখ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগ এবং বৈরাগ্য কেহই নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে পারেন না। যেহেতু তদভাবে এই সকল সাধন আসুরভাবে

-স্বভাব দূষিত শাস্ত্রজ্ঞাভিমানিনঃ প্রীতৌ কদাপি বিশ্বাসো ন ভবতি। দৈবাসুরস্বভাবপরীক্ষণায়ৈব শ্রীভগবৎপ্রীতিঃ বেদৈর্গোপয়তে। এতদর্থঞ্চ শ্রীভগবান্ আত্যন্তিকমনুষ্যনাট্যাবিষ্করণং করোতি। অতএব শ্রীভগবৎপ্রীতিসমলঙ্কৃতাঃ পরমভাগবতা এব সর্বমার্গসিদ্ধপরমহংসেভ্যঃ পরমপ্রধানাঃ। এষু পূর্বোক্ত গুণাবলী পরাকাষ্ঠাপর্যবসানা ভবন্তি। ৩১

অতঃপরং তস্যাঃ শ্রীভগবৎপ্রীতের্লক্ষণং লিখ্যতে। — অস্যাঃ প্রথমাঙ্কুরাবস্থা 'ভাব' ইত্যুচ্যতে। অস্যোদয়ে ক্ষান্তির ব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবদ্ধঃ সমুৎকুণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ। আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে, ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুঃ। ভাবোদয়ে উল্লাসমাত্রগুণস্য প্রাকট্যাধিক্যং শ্রীকৃষ্ণৈকপরতা, তদন্যত্রতুচ্ছতাবুদ্ধি র্ভবতি। স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বাবতারমূলত্বাৎ সর্বরসাশ্রয়ত্বাচ্চ তদ্বিষয়া প্রীতিরেবাত্র লিখ্যতে। সা মমতাতিশয়াঙ্কিতা সমৃদ্ধা চিত্তার্দ্রিভাবয়িত্রী প্রেম নাম্নাখ্যাতে।

তত্র প্রেমাবির্ভাবে ক্রমোযথা

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমা ইতি। চিত্তাতিদ্রবীভাবয়িত্রী সা স্নেহ ইতি কথ্যতে। স্নেহোদয়ে মহাবাষ্পাদি বিকারো ভবতি, প্রিয়দর্শনাদাবতৃপ্তিঃ, তদনিষ্টাশঙ্কা চ জায়তে। তস্মিন্নভিলাষাতিশয়ে স রাগ ইতি কথ্যতে। তত্র ক্ষণিকবিরহে-

---

পরিণত হন। নিজ নিজ ফলপ্রদানের কথা দূরে থাকুক, শ্রীভগবৎপ্রীতির কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ ব্যতিরেকে এই সাংখ্যাদি সকল স্থায়িত্বও লাভ করিতে পারেন না। কেবল পরিশ্রম মাত্র সার হয়। সর্বশাস্ত্র তাৎপর্য বিদ্ দৈবস্বভাবযুক্ত ব্যতিরেকে আসুরস্বভাব দূষিত শাস্ত্রজ্ঞাভিমানীর ইহাতে কদাচ বিশ্বাস হয় না। দৈবাসুর স্বভাব পরীক্ষার জন্যই শ্রীভগবৎপ্রীতি বেদকর্তৃক গুপ্ত রাখা হইয়াছেন, দৈবাসুর স্বভাব পরীক্ষার উদ্দেশেই শ্রীভগবান্ আত্যন্তিক মনুষ্য নাট্যের আবিষ্করণ করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবৎপ্রীতি সমলঙ্কৃত পরমভাগবতগণই পূর্বোক্ত সর্বমার্গ সিদ্ধ পরমহংসগণ হইতে পরমপ্রধান হইয়া থাকেন। এই সকল পরমভাগবতে পূর্বোক্ত গুণ সকলের পরাকাষ্ঠার পর্যবসান হইয়া থাকে। ৩১

অতঃপর সেই শ্রীভগবৎপ্রীতির লক্ষণ লিখিত হইতেছেন। সেই শ্রীভগবৎপ্রীতির প্রথম অঙ্কুররূপাবস্থাকে **'ভাব'** বলে। এই ভাবের উদয় হইলে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবদ্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, তদ্গুণাখ্যানে আসক্তি, তদ্বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব হইয়া থাকেন। এই ভাবের উদয়ে উল্লাসমাত্র গুণের অধিক প্রাকট্য হয়, শ্রীকৃষ্ণৈকমাত্র পরতা হয়, তদন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধি হইয়া থাকে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বাবতার মূলত্ব হেতু এবং সর্বরসাশ্রয়তা হেতু তদ্বিষয়া প্রীতিই লিখিতা হইতেছেন। সেই প্রীতি মমতাগুণের অতিশয় আবির্ভাব দ্বারা সমৃদ্ধা হইলে **'প্রেম'** নামে খ্যাতা হন। উক্ত ভাব গাঢ় রূপ হইলে চিত্তকে অতিশয় আর্দ্র করিলে, অতিশয় মমতাযুক্ত হইলে 'প্রেম' নামে কথিত হন। ৩২

প্রথমে শ্রদ্ধা হয়, তারপর সাধুসঙ্গ, ক্রমে ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব তদনন্তর প্রেমের উদয় হয়। সাধকগণের প্রেমের আবির্ভাবে এই ক্রম স্বীকৃত।

চিত্তকে অতিশয় দ্রব করিলে সেই প্রেমকে **'স্নেহ'** বলা হয়। যে স্নেহ জাত হইলে তৎ

ঽপি অত্যন্তা সহিষ্ণুতা, তৎসংযোগে দুঃখাতিশয়োঽপি সুখায়তে। স রাগঃ স্ববিষয়ং নবনবং কুর্যাৎ স্বয়ঞ্চ নবনবো ভবন্ অনুরাগ ইতীর্য্যতে। তস্যোদয়ে পরস্পর বশীভাবাতিশয়ো ভবতি। তৎ সম্বন্ধিপ্রাণহীনেষ্বপি জন্মলালসা, সম্ভোগে প্রেমবৈচিত্ত্যং বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তিরপি ভবতি। অসমোর্দ্ধ চমৎকারেণোন্মাদদশায়াং তমনুরাগং 'মহাভাবেতি' কথ্যতে। যস্যোদয়ে সংযোগে নিমেষাসহিষ্ণুতা, কল্পকালোঽপি ক্ষণিকায়তে, বিয়োগে ক্ষণোঽপি কল্পায়তে, উভয়ত্রাশেষ সাত্ত্বিকাদি মহোদ্দীপ্তো ভবতি। শ্রীভগবদ্ভক্তানাং ভাবভেদাৎ শ্রীভগবৎ প্রীতির্মহাভাবং যাবদ্‌বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। অতএব সর্বেভাবা সর্বথা বৃদ্ধিং নাপ্নোতি। তদূর্দ্ধং বর্ণয়িষ্যতে। ৩৩

অতো ভাববিশেষে সঃ প্রেমা বিশ্রম্ভাতিশয়াত্মকঃ 'প্রণয়' নাম্নাভিধীয়তে, তজ্জাতে সম্ভ্রমাদিষু তদভাবো ভবতি।প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমননেন কৌটিল্যাভাসাদ্ ভাব-বৈচিত্র্যং ধারয়ন্ সঃ প্রণয়ো মান ইতি কীর্ত্যতে। তদুদয়ে তৎপ্রণয়কোপাৎ শ্রীভগবানপি প্রেমময়ভয়ং প্রকটয়তি। ভাববিশেষে মহাভাবোঽপি রূঢ়াধিরূঢ়ভেদাদ্ দ্বিবিধো ভবতি। অধিরূঢ়েঽপ্যত্যন্তরঙ্গভক্ত-বিশেষে মোদন-মোহন মাদনাদি ভেদং ধারয়তি। অতিরহস্যত্বাদেতদ্‌বিষয়া ভাষ্যেঽস্মিন্ ন বক্তব্যাঃ। 'শ্রীগোবিন্দ-পরিচর্য্যাদিগ্রন্থেভ্যো জ্ঞাতব্যাঃ। ৩৪

ভাবান্মহাভাবাবধি ভেদ প্রাপ্তা শ্রীভগবৎপ্রীতিঃ

সম্বন্ধের আভাস মাত্রেও মহাবাষ্পাদি বিকার হয়। প্রিয়দর্শনাদিতে অতৃপ্তি হয়, তাঁর পরম সামর্থ্যাদি বিদ্যমান থাকিলেও কোন কোন ভক্তের অনিষ্টাশঙ্কা জাত হইয়া থাকে। অভিলাষ অতিশয় হইলে সেই স্নেহকে **'রাগ'** বলা হয়। যে রাগ জাত হইলে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা হয়; তৎসংযোগে অতিশয় দুঃখও সুখরূপে ভান হয়, সেই রাগ স্ববিষয়কে নব নব রূপে অনুভব করাইলে স্বয়ং নব নব রূপ হইলে **'অনুরাগ'** নামে কথিত হয়। যে অনুরাগ জাত হইলে পরস্পর বশীভাব অতিশয় হয়। তৎ সম্বন্ধী প্রাণহীন বস্তুতেও জন্ম লালসা হয়, সম্ভোগাবস্থাতে প্রেমবৈচিত্ত্য বিপ্রলম্ভাবস্থাতে বিস্ফূর্তিও হইয়া থাকে। অসমোর্দ্ধ চমৎকার দ্বারা উন্মাদ দশা হইলে সেই অনুরাগকে **'মহাভাব'** বলা হয়। যে মহাভাব জাত হইলে যোগকালে নিমেষও অসহনীয় হয়, কল্পতুল্যকালও ক্ষণকাল তুল্য বোধ হয়, বিয়োগকালে ক্ষণকালও কল্পতুল্য বোধ হয়, উভয়কালে অশেষ সাত্ত্বিকাদি মহোদ্দীপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্‌ভক্তগণের ভাবভেদে শ্রীভগবৎপ্রীতি এই 'মহাভাব' পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব সকল ভাব সর্ববিধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, তাহা পরে বর্ণিত হইবেন।

এই হেতু ভাববিশেষে পূর্বোক্ত প্রেম বিশ্রম্ভাতিশয়াত্মক হইলে **'প্রণয়'** নামে কথিত হন। যে প্রণয় জাত হইলে সম্ভ্রমাদি যোগ্যতাস্থলে তদভাব হইয়া থাকে। প্রিয়ত্বের অতিশয়াভিমনন দ্বারা কৌটিল্যের আভাস পূর্বক ভাববৈচিত্র্য ধারণ করিলে সেই প্রণয় **'মান'** নামে কথিত হন। যে মান জাত হইলে তৎপ্রণয়-কোপ হইতে শ্রীভগবানও প্রেমময় ভয়কে প্রকট করেন। ভাববিশেষে উক্ত মহাভাবও **রূঢ়, অধিরূঢ়** ভেদে দ্বিবিধ হন। অধিরূঢ় মহাভাবও অত্যন্তরঙ্গ ভক্ত বিশেষে মোদন, মোহন, মাদনাদি ভেদ ধারণ করিয়া থাকেন। অতি গোপনীয় হেতু এই সকল বিষয় এই ভাষ্যে ব্যক্ত হইবেন না, **'শ্রীগোবিন্দ পরিচর্যা'** প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সেই সকল জ্ঞাতব্য। ৩৪

কার্যকারণ-সহায়ৈঃ সালঙ্কৃতা 'শ্রীভগবৎপ্রীতিরস' নাম্না কীর্ত্যতে। তত্র কারণমালম্বনোদ্দীপনৌ, আলম্বনোঽপি বিষয়াশ্রয়ভেদৌ, শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণভক্তা আশ্রয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য বংশীধ্বনি-প্রভৃতয়োদ্দীপনানি। এতানি প্রীতিকারণানি বিভাবেতি কথ্যতে। প্রীতিকার্যাণি সাত্ত্বিকোদ্ভাস্বরভেদাদ্ দ্বিবিধানি। তানি 'অনুভাব' নাম্না কথ্যতে। তত্র স্তম্ভাদি অষ্টৌ অনুভাবা সাত্ত্বিকেতি স্মিতাদয়ঃ উদ্ভাস্বরেতি কীর্ত্যতে। স্থায়ীভাবরূপ-প্রীতৌ আগন্তুক নির্বেদাদয়ো ভাবা সহায়ো ভবতি ত এব ব্যভিচারী সঞ্চারী বেতি কথ্যতে। ৩৫

বিষয়ালম্বনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চতুঃষষ্টিগুণাঃ। যথা—সুরম্যাঙ্গঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ। রুচির স্তেজসাযুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ। বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ। বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ। বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী। স্থিরোদান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতি-মান্ সমঃ। বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্য-মানকৃৎ। দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ। প্রতাপী কীর্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ। নারীগণ-মনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্। বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি পঞ্চাশদ্গুণাঃ শ্রীহরিভক্ত জীবেষু বিন্দু বিন্দু তয়া বসন্তোঽপি শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণতয়া ভান্তি। সদা-স্বরূপ সংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গঃ সর্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ এতে পঞ্চগুণা অংশেন মহাদেবাদিষু স্যুঃ। অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহঃ। অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ। আত্মারামগণাকর্ষী—এতে

ভাব হইতে মহাভাব পর্যন্ত ভেদপ্রাপ্তা শ্রীভগবৎ প্রীতি কার্য, কারণ এবং সহায় দ্বারা সালঙ্কৃতা হইলে 'শ্রীভগবৎ-প্রীতিরস' নামে খ্যাত হন। সেই শ্রীভগবৎ-প্রীতির কারণ আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে দ্বিবিধ হন। বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন ভেদে আলম্বনও দ্বিবিধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া-লম্বন হন। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সকল আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন। এই বিষয়া-লম্বন, আশ্রয়ালম্বন এবং উদ্দীপন রূপ প্রীতির কারণ সমূহকে 'বিভাব' বলা হয়। প্রীতির কার্য সকল সাত্ত্বিক এবং উদ্ভাস্বর ভেদে দ্বিবিধ। সেই কার্য সকল 'অনুভাব' নামে কথিত হয়। স্তম্ভ প্রভৃতি আটটি অনুভাবকে 'সাত্ত্বিক' বলা হয়। স্মিত প্রভৃতিকে 'উদ্ভাস্বর' বলে। স্থায়ী ভাব রূপ প্রীতিতে আগন্তুক 'নির্বেদ' প্রভৃতি ভাব সকল সহায় হন এবং ব্যভিচারী বা সঞ্চারি নামে কথিত হন। ৩৫

বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি সংখ্যক গুণ হইয়া থাকেন। যথা—সুরম্যাঙ্গ, সর্বসল্লক্ষণান্বিত, রুচির, তেজোযুক্ত, বলীয়ান্, বয়োঽন্বিত, বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ, সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক, সুপাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমান্, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষুঃ, শুচী, বশী, স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্য, ধার্মিক, শূর, করুণ, মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী হ্রীমান্, শরণাগতপালক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য, সর্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, কীর্তিমান্ রক্তলোক সাধুসমাশ্রয় নারীগণ মনোহারী সর্বারাধ্য সমৃদ্ধি-মান্ বরীয়ান্ ঈশ্বর—এই পঞ্চাশৎগুণ শ্রীহরিভক্ত-জীবসকলে বিন্দু বিন্দু রূপে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান হন। সদাস্বরূপ সংপ্রাপ্ত, সর্বজ্ঞ নিত্যনূতন সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ সর্বসিদ্ধি-নিষেবিত—এই পঞ্চগুণ একাংশে মহাদেব প্রভৃতিতে থাকেন। অবিচিন্ত্য মহাশক্তি কোটি

পঞ্চগুণাঃ শ্রীনারায়ণে বসন্তোঽপি শ্রীকৃষ্ণেঽদ্ভুতরূপেণ বিদ্যন্তে। সর্বাদ্ভুত চমৎকারলীলাকল্লোল বারিধিঃ অতুল্যমধুর প্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ অসমানাধ্বের্রূপশ্রী বিস্মপিত চরাচরঃ। এতদ্‌গুণচতুষ্টয়ং শ্রীগোবিন্দস্য অসাধারণম্। এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাঃ চতুষষ্টিরুদাহৃতাঃ। ৩৬

অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বগুণপ্রকাশকতয়া গোকুলে পূর্ণতমঃ, মথুরায়ামসর্বব্যঞ্জকতয়া পূর্ণতরঃ দ্বারকায়াম্ অল্পদর্শকতয়া পূর্ণঃ। ধীরললিতে শ্রীকৃষ্ণে ধীরোদাত্তঃ ধীরপ্রশান্তঃ ধীরোদ্ধতঃ এতে গুণাশ্চ যথাবসরং প্রকটং যান্তি। অস্থূলোঽনণুঃ, অবর্ণঃ শ্যামবর্ণঃ, অপরিচ্ছিন্নঃ পরিচ্ছিন্নঃ, নিরাকারঃ নরাকারাদি মিথো বিরোধিনো গুণা অপি নিরঙ্কুশৈশ্বর্যে শ্রীকৃষ্ণে নাসম্ভবঃ কোঽপি। ৩৭

শ্রীভগবতঃ শ্রীমূর্তিঃ মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম-উল্বনঃ লোলতা মদমাৎসর্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ অসত্যং ক্রোধ আকাংক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ বিষমত্বং পরাপেক্ষা-অষ্টাদশ মহাদোষরহিতা। যতঃ সা সর্বৈশ্বর্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দঘনরূপিণী চ। সর্বাবতারেভ্যোঽবতারিমহাবিষ্ণুতোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুর্যৈশ্বর্যাতিশয়ো ভবতি। শোভা বিলাসো মাধুর্যং মাঙ্গল্যং স্থৈর্যতেজসী ললিতৌদার্যমিত্যেতে অষ্ট সদ্‌গুণা শ্রীকৃষ্ণস্য মঙ্গলালংক্রিয়ারূপা। ধর্মবিষয়ে গর্গাদয়ঃ, যুদ্ধবিষয়ে সাত্যক্যাদয়ঃ, মন্ত্রণায়াম্ উদ্ধবাদ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সহায়াঃ স্যুঃ। ৩৮

শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবেন ভাবিতান্তঃকরণং যেষাং তে কৃষ্ণভক্তা ইতি। ত এব শ্রীভগবৎপ্রীতিরসে আশ্রয়ালম্বনাঃ, রসাশ্রয়তা শ্রীভগবদ্ধাম অপি

ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ অবতারাবলীবীজ হতারিগতি দায়ক আত্মারামগণাকর্ষী—এই পঞ্চগুণ শ্রীনারায়ণে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বিদ্যমান। সর্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধি অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডল ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিত অসমানোধ্বরূপশ্রী বিস্মাপিত চরাচর—এই গুণ চতুষ্টয় শ্রীগোবিন্দে অসাধারণ হইয়া থাকেন। চতুর্বিধ ভেদে চতুষষ্টিগুণ কথিত হইলেন।

সেই শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে সর্বগুণ প্রকাশকহেতু পূর্ণতম, মথুরাতে অসর্বব্যঞ্জক হেতু পূর্ণতর এবং দ্বারকাতে অল্পদর্শকহেতু পূর্ণ হইয়া থাকেন। ধীরললিত শ্রীকৃষ্ণে ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরোদ্ধত—নামক গুণও যথাবসরে প্রকট হইয়া থাকেন। অস্থূল—অনণু, অবর্ণ—শ্যামবর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন—পরিচ্ছিন্ন, নিরাকার—নরাকার প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী গুণসকলও নিরঙ্কশৈশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণে অসম্ভব হন না। ৩৭

শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উল্বনকাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্খা, শঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব, পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ মহাদোষ রহিতা হন; যেহেতু সবৈশ্বর্যময়ী এবং সত্যবিজ্ঞানানন্দঘনরূপিণী হইয়া থাকেন। সকল অবতার এবং অবতারী মহাবিষ্ণু হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য অতিশয় হইয়া থাকে। শোভা, বিলাস মাধুর্য্য মাঙ্গল্য স্থৈর্য তেজ ললিত এবং ঔদার্য শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্ট সদ্‌গুণ মঙ্গলালং ক্রিয়ারূপ হন। ধর্ম বিষয়ে গর্গ প্রভৃতি, যুদ্ধ বিষয়ে সাত্যকি প্রভৃতি এবং মন্ত্রণা বিষয়ে উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সহায় হন। ৩৮

সেই শ্রীকৃষ্ণের ভাবদ্বারা ভাবিত হইয়াছে অন্তঃকরণ যাঁহাদের সেই সকল ব্যক্তিকে কৃষ্ণভক্ত বলা হয়। তাঁহারাই শ্রীভগবৎপ্রীতিরসে আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন। রসের আশ্রয়হেতু

আশ্রয়ালম্বনং, উদ্দীপনোঽপি ভবতি। তে কৃষ্ণভক্তা নিত্যসিদ্ধাঃ সংপ্রাপ্তসিদ্ধাশ্চ দ্বিধা ভবতি। অন্যথা ভেদঃ পশ্চাদ্ বক্তব্যঃ। ৩৯

ভাবং যে উদ্দীপয়ন্তি তে উদ্দীপনাঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাঃ চেষ্টা প্রসাধনম্ স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশী-শৃঙ্গ-নূপুরকম্ববঃ পদাঙ্ক-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত স্তদ্বাসরাদয়ঃ প্রোক্তাঃ। ৪০

যে বহির্বিকারাঃ চিত্তস্থভাবানামববোধকাস্তেঽনুভাবাঃ প্রোক্তাঃ। উদ্ভাস্বর-সাত্ত্বিকভেদাদনুভাবা দ্বিধা। স্মিতং নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং হুঙ্কারো জৃম্ভাং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা লালাশ্রবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি উদ্ভাস্বরাঃ প্রোক্তাঃ। অথ স্তম্ভঃ স্বেদঃ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদঃ কম্পঃ বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়াঃ এতে অষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্যুঃ। এতে সাত্ত্বিকাঃ প্রীতিভেদাৎ বৃদ্ধিং গতা ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তাঃ সুদ্দীপ্তাঃ সংজ্ঞিতাঃ। যে ভাবাঃ স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ তরঙ্গবদুন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি তে ব্যভিচারিণঃ সঞ্চারিণো বা বদন্তি। নির্বেদো বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ মদগর্বৌ শঙ্কা ত্রাসাবেগৌ উন্মাদঃ অপস্মৃতিঃ ব্যাধিঃ মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা স্মৃতিঃ বির্তকঃ চিন্তা মতিঃ ধৃতিঃ হর্ষঃ ঔৎসুক্যম্ ঔগ্র্যং অমর্ষো অসূয়া চাপল্যং নিদ্রা সুপ্তির্বোধঃ ইতীমে ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌ভাবাঃ ব্যভিচারিণঃ। এষু সঞ্চারিভাবেষু পরস্পরং কোঽপি কস্যচিদ্‌ভাবস্য বিভাবঃ, কোঽপি কস্যচিদনুভাবঃ স্যাৎ। এতে ভাবাঃ হাসঃ বিস্ময়ঃ উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধঃ ভয়ং জুগুপ্সা চৈতে সপ্তভাবাঃ এবং স্থায়িভাবাশ্চ চিত্তবিশেষেষু স্বল্পোদিতাঽপি ব্যক্তাঃ স্যুঃ, চিত্তান্তরেষু তু অধিকোদিতাপি অব্যক্তঃ সন্তি। ৪১

শ্রীভগবদ্ধামও আশ্রয়ালম্বন হন উদ্দীপনও হইয়া থাকেন। উক্ত কৃষ্ণভক্ত সকল নিত্যসিদ্ধ এবং সংপ্রাপ্ত সিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ হন। অন্যপ্রকার ভেদ পরে কথিত হইবেন। ৩৯

ভাবকে যে সকল উদ্দীপ্ত করান সেই সকলকে উদ্দীপন বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের গুণ চেষ্টা প্রসাধন স্মিত অঙ্গসৌরভ বংশী শৃঙ্গ নূপুর শঙ্খ পদাঙ্ক ক্ষেত্র তুলসী, ভক্ত তদ্বাসর প্রভৃতি উদ্দীপন নামে খ্যাত হন। ৪০

যে সকল বহির্বিকার চিত্তস্থ ভাব সকলের অববোধক হন, সেই সকলকে অনুভাব বলা হয়। উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিকভেদে অনুভাব সকল দ্বিবিধ। স্মিত, নৃত্য, বিলুণ্ঠিত, গীত ক্রোশন, তনুমোটন, হুঙ্কার, জম্ভন, শ্বাসভূমা, লোকানপেক্ষিতা, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা এবং হিক্কা প্রভৃতিকে উদ্ভাস্বর বলা হয়। স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভেদ কম্প বৈবর্ণ্য অশ্রু এবং প্রলয় এই আটকে সাত্ত্বিক বলা হয়। এই সাত্ত্বিক সকল প্রীতিভেদে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ধূমায়িত জ্বলিত দীপ্ত উদ্দীপ্ত সুদ্দীপ্ত নামে খ্যাত হন। যে সকল ভাব স্থায়িভাব রূপ অমৃত সমুদ্রে তরঙ্গবৎ উত্থিত এবং বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই সকলকে ব্যভিচারী ভাব কিংবা সঞ্চারীভাব বলা হয়। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য; জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বির্তক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্য, ঔৎসুক্য, ঔগ্র অমর্ষ সসূয়া চাপল্য নিদ্রা সুপ্তি বোধ—এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। এই সকল সঞ্চারি ভাবমধ্যে পরস্পর কোন ভাব কোন ভাবের বিভাব এবং কোন ভাব কোন ভাবের অনুভাব হইয়া থাকেন। এই ভাব সকল এবং হাস বিস্ময় উৎসাহ শোক ক্রোধ ভয় জুগুপ্সা—এই সপ্তভাব এবং স্থায়ীভাব চিত্ত বিশেষে অল্প উদিত হইলেও ব্যক্ত হন এবং চিত্ত বিশেষে অধিক উদিত হইলেও ব্যক্ত হন না। ৪১

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্ স্বরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে। ভাবমারভ্য মহাভাবং যাবদ্ বৃদ্ধিং প্রাপ্তা ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিরেব মুখ্যস্থায়ীভাবঃ। দেশ কাল পাত্র বিশেষ হাসাদয়ঃ সপ্তভাবা স্থায়িত্বং প্রাপ্তা গৌণস্থায়িভাব ইতীরিতাঃ। পূর্বোক্তা যে বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিণস্তে যথাযথং স্মৃতা অবগতা বা স্থায়িনা সহ মিলিত্বা আস্বাদনযোগ্যা সন্তঃ স্থায়িভাবো রসরূপতাং যাতি। তেষু মুখ্যস্থায়িভাবঃ মুখ্যস্থায়িভাবঃ, গৌণস্থায়িভাবশ্চ গৌণ রসরূপো ভবতি। এতে রসভেদাঃ পশ্চাদ্ব্যক্তীভবিষ্যন্তি॥ ৫॥

নাস্তিকঃ—শ্রীভগবতি যা পরমানুরক্তিঃ সৈব প্রীতি-সংজ্ঞিতেতি জ্ঞাতম্। পরন্তু কীদৃগ্ বোধস্যারোপণেন শ্রীভগবতি সঃ পরমানুরাগঃ স্থাপনীয়স্তজ্ জ্ঞাতুমিচ্ছামঃ।

সূত্রকারঃ—তদ্‌বর্ণয়তি—

পরমস্বরূপ-সেব্যবুদ্ধ্যা॥ ৬॥

পরমস্বরূপবুদ্ধ্যা পরমসেব্যবুদ্ধ্যা চ শ্রীভগবতি স পরমানুরাগঃ সংস্থাপিতো ভবতি। ভো মহোদয়াঃ—পূর্বমুক্তং যৎ—শ্রীভগবান্ অনন্তকোটি শক্তীনাং পরমাশ্রয়ঃ। জীবা অপি শ্রীভগবতঃ স্বরূপ সদৃশ শক্তি বিশেষাঃ। স্বয়ং শ্রীভগবতাপি শ্রীঅর্জ্জুন সকাশে স্বরূপ বিসদৃশীং মায়াশক্তিমপরাশক্তিত্বেন বর্ণয়িত্বা স্বরূপসদৃশীত্বাৎ জীবশক্তিং পরাশক্তিত্বেন বর্ণিতম্। শক্তিত্বাজ্জীবা শ্রীভগবৎস্বরূপাদভিন্নাঃ পরমাশ্রয়ত্বাৎ শ্রীভগবান্ জীবানাং পরমস্বরূপঃ। পরমাশ্রয়পরমস্বরূপস্য শ্রীভগবতঃ সেবনং জীবানাং নিত্যধর্মঃ। অতএব শ্রীভগবান্ পরমসেব্যো ভবতি, জীবাঃ পরমসেবকা ভবন্তি।

অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ ভাব সকলকে বশ করিয়া যে ভাব রাজতুল্য বিরাজিত হন, তাহাকে 'স্থায়ীভাব' বলা হয়। ভাব হইতে মহাভাব পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্তা ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতিই 'মুখ্য স্থায়ীভাব'। দেশ কাল পাত্র বিশেষে হাসাদি সপ্তভাব স্থায়িত্ব লাভ করিলে 'গৌণ স্থায়িভাব' নামে খ্যাত হন। পূর্বোক্ত বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব সকল যথাযুক্তরূপে স্মৃত কিংবা অবগত হইয়া স্থায়িভাবের সহিত মিলিত হইলে এবং আস্বাদনযোগ্য হইলে উক্ত স্থায়িভাব রসরূপ হন। তন্মধ্যে মুখ্য স্থায়িভাব মুখ্যরস-রূপ হন, গৌর্ণস্থায়িভাব গৌণরস রূপ হইয়া থাকেন। এই সকল রসভেদ পরে ব্যক্ত হইবেন॥ ৫॥

নাস্তিক—শ্রীভগবানে যে পরমানুরক্তি তাহাকে প্রীতি বলা হয়, তাহা আমরা জ্ঞাত হইলাম। কিন্তু কি প্রকার বুদ্ধির আরোপণ পূর্বক শ্রীভগবানে সেই পরমানুরাগ স্থাপন করিতে হইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

সূত্রকার—উক্ত বিষয় বর্ণন করিতেছেন—

পরমস্বরূপ বুদ্ধি দ্বারা এবং পরমসেব্য বুদ্ধি দ্বারা শ্রীভগবানে সেই পরমানুরাগ সংস্থাপিত হইয়া থাকে। হে মহোদয়গণ! পূর্বে বলা হইয়াছে যে—শ্রীভগবান অনন্তকোটি শক্তির পরমাশ্রয় হন। জীব সকলও শ্রীভবানের স্বরূপ-সদৃশ শক্তিবিশেষ হইয়া থাকেন। স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুন সমীপে স্বরূপ বিসদৃশী শক্তিকে অপরাশক্তিরূপে বর্ণন করিয়া স্বরূপ-সদৃশীহেতু জীবশক্তিকে পরাশক্তিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শক্তিহেতু জীবসকল শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন। শ্রীভগবান্ পরমাশ্রয়হেতু জীবসকলের পরমস্বরূপ। পরমাশ্রয় পরমস্বরূপ শ্রীভগবানের সেবন জীবসকলের নিত্যধর্ম। অতএব শ্রীভগবান্ পরমসেব্য হন, জীবসকল পরম সেবক হইয়া থাকেন। এহেতু

অতঃ সুবিজ্ঞা জীবাঃ শ্রীভগবৎ সেবনং বিনা সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধামপি মুক্তিং পরিত্যজন্তি, তা অনাদৃত্য শ্রীভগবৎসেবনলালসাং কুর্বন্তি।

শ্রীভগবান্ সম্রাট্ স্থানীয়ো ভবতি, জীবাঃ প্রজাস্থানীয়াঃ, জীবানাং সর্বথা সুখৈশ্বর্যসম্পাদনং শ্রীভগবতা কৃতম্। অতএব শ্রীভগবান্ জীবানাং পরমপ্রভুঃ। জীবাঃ শ্রীভগবতো নিত্য সেবকাঃ, নিত্যভৃত্যাশ্চ, অস্মাৎ পরমস্বরূপবুদ্ধ্যা পরমসেব্য-বুদ্ধ্যা চ শ্রীভগবতি প্রীতিসংস্থাপনং ভবতি। আসুর ভৌতিক সিদ্ধান্তঃ প্রাঙ্ নিরস্তঃ। পুনস্ত-দুল্লেখঃ নিষ্প্রয়োজনম্। উত্তরসূত্রে বা-শব্দ-প্রয়োগাৎ পরমস্বরূপবুদ্ধিঃ পরমসেব্যবুদ্ধিশ্চ স্বাতন্ত্র্যেণাপি ভবতি। অন্যৎপশ্চাদ্ বক্তব্যম্॥ ৬॥

নাস্তিকঃ—বহুনাং জনানাং শ্রীকৃষ্ণে পরমানু-রাগঃ শ্রূয়তে, পরন্তু শ্রীভগবতি পরমস্বরূপজ্ঞানং পরম-সেব্যজ্ঞানং বা ন দৃশ্যতে। তেষাং সা প্রীতি গ্রাহ্যা ন বা? এতদ্‌জ্ঞাতুমিচ্ছামঃ। অস্মাকং বিচারে তু সা প্রীতিত্বেন ন গ্রাহ্যা। যতস্তস্যাং পারমার্থিক দৃষ্ট্যভাবঃ পূজ্যবুদ্ধিরপি নাস্তি। তত্তদভাবাৎ পরমবিষয়ীনাং প্রাকৃতবিষয়প্রীতিবৎ প্রীতিবিশেষেণ ন কিমপি মঙ্গলম্।

সূত্রকারঃ—অত্র উত্তরয়তি—

সখি-পুত্র-পত্যাদি বুদ্ধ্যা বা ॥৭॥

'শ্রীকৃষ্ণো মম সখেতি' যদি কেচিজ্ জনাঃ শ্রীভগবতি ঈদৃক্‌বুদ্ধিং সংস্থাপয়ন্তি, কিঞ্চ 'শ্রীকৃষ্ণো মম পুত্রেতি,' 'শ্রীকৃষ্ণো মম পতিরিতি,' অথবা শ্রীকৃষ্ণেঽন্যস্য কস্যাপি সম্বন্ধস্যারোপণাত্তৎ-সম্বন্ধানুগতাবুদ্ধিং সংস্থাপয়ন্তি, তথাপি শ্রীভগবতি প্রীতিঃ পরমমঙ্গলপ্রদা ভবতি।

ভো মহোদয়াঃ, শ্রীভগবৎস্বরূপস্য সর্বমূলত্বেন

সুবিজ্ঞ জীবসকল শ্রীভগবৎ-সেবা ব্যতিরেকে সাযুজ্য, সমানৈশ্বর্য, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্যরূপ পঞ্চবিধা মুক্তির পরিত্যাগ করেন এবং সেই সকল মুক্তিতে অনাদর পূর্বক শ্রীভগবানের সেবন লালসা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ সম্রাট স্থানীয় হন। জীব সকল প্রজাস্থানীয়। জীবসকলের সর্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য সম্পাদন শ্রীভগবৎকর্তৃক হইয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবান জীবসকলের পরমপ্রভু। জীব-সকল শ্রীভগবানের নিত্য সেবক, নিত্য ভৃত্য হন। এহেতু পরমস্বরূপ বুদ্ধি দ্বারা এবং পরমসেব্য বুদ্ধি-দ্বারা শ্রীভগবানে প্রীতি সংস্থাপন হইয়া থাকে। আসুর ভৌতিক সিদ্ধান্ত পূর্বে নিরস্ত হইয়াছে। আর সে বিষয়ের উল্লেখে প্রয়োজন নাই। উত্তর সূত্রে বা-শব্দ বিদ্যমান থাকা হেতু পরমস্বরূপ বুদ্ধি এবং পরমসেব্য বুদ্ধি স্বতন্ত্র ভাবেও হইয়া থাকেন। অন্যান্য বিষয় পরে কথিত হইবেন॥ ৬॥

নাস্তিক—বহু ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণে পরমানুরাগ শ্রবণ করা যায়, কিন্তু শ্রীভগবানে পরমস্বরূপ জ্ঞান বা পরমসেব্য জ্ঞান দেখা যায় না। তাহাদের সেই প্রীতি গ্রাহ্য হইতে পারে কিনা? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আমাদের বিচারে তাহা প্রীতিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে পারমার্থিক দৃষ্টি নাই এবং পূজ্য বুদ্ধি নাই। পারমার্থিক দৃষ্টি ব্যতিরেকে এবং পূজ্য বুদ্ধি ব্যতিরেকে পরমবিষয়ী সকলের প্রাকৃত বিষয়-প্রীতিবৎ প্রীতি বিশেষ দ্বারা কোন প্রকার মঙ্গল হইতে পারে না।

সূত্রকার উক্ত বিষয়ে বলিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ আমার সখা, যদি কোন ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানে এরূপ বুদ্ধির সংস্থাপন করেন কিংবা শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র, এ প্রকার বুদ্ধি করেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি, এরূপ বুদ্ধি করেন কিংবা শ্রীকৃষ্ণে অন্য কোন সম্বন্ধের আরোপণ পূর্বক সেই সম্বন্ধানুগতা বুদ্ধির সংস্থাপন করেন, তথাপি সেই বুদ্ধি দ্বারাও শ্রীভগবানে প্রীতি পরম মঙ্গলপ্রদা।

যথা শ্রীভগবান্ সর্বজীবানাং পরমস্বরূপো ভবতি, সর্বাশ্রয়ত্ব-সর্বসুখৈশ্বর্যপ্রদত্ব-সর্বনিয়ন্তৃত্বাচ্চ যথা সর্বসেব্যঃ সর্বপ্রভুঃ স্যাৎ, সর্বান্তর্যামিত্ব-সর্বজীবশরীর-কর্তৃত্ব-পরমাত্মত্বাচ্চ তথা সখিপুত্রপত্যাদি সর্বসম্বন্ধানামপি সমাশ্রয়ো ভবতি। অতএব শ্রীভগবতা সহ সর্বজীবানাং সর্বসম্বন্ধ এব সমন্বিতঃ স্যাৎ। সর্বদেহাতীতত্বাৎ শ্রীভগবান্ সর্বসম্বন্ধাতীতোঽপি ভবতি, সর্বপ্রাকৃতেন্দ্রিয়বিষয়াতীতত্বাচ্চ শ্রীভগবান্ বেদাদিশাস্ত্রপরায়ণৈঃ কেবলং পরব্রহ্ম-পরমাত্ম-পরমেশ্বরত্বেনোপাস্যো ভবতি। কিন্তু যদা জীবান্ প্রতি কৃপাবিতরণায়াবতরতি তদা যঃ কশ্চিদ্ যথা—কথঞ্চিত্তন্নিষ্ঠচিত্তোঽপি সংসারাদ্-বিমুচ্য শ্রীভগবন্তং প্রাপ্নোতি। আসুরস্বভাবপ্রাপ্তা অপি ভয়েন দ্বেষেণ চ তন্নিষ্ঠচিত্তাস্তৎসাযুজ্যং লভন্তে। যে তাবৎ পরমভাগ্যবন্তস্তে তু 'মৎসখা' মৎপুত্রঃ, মৎপতিঃ' ইত্যাদিবুদ্ধ্যা তস্মিন্ শ্রীভগবতি প্রীতিং সংস্থাপয়ন্তি, তেষাং পরমশ্লাঘ্যানাং তত্তদ্ভাবে তত্তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে, অন্যথা বা তৎ-প্রাপ্তিবিষয়ে ন কোঽপি সংশয়ঃ।

বহির্দৃষ্ট্যা তত্তৎজনানাং প্রীতিঃ প্রাকৃতবিষয়-প্রীতিসদৃশীভবত্যপি অন্তর্দৃষ্ট্যা বস্তুমাহাত্ম্যগুণেন তেষাং পরমভক্তানাং প্রীতিঃ পরমশ্লাঘ্যা পরম-কল্যাণপ্রদা চ ভবতি। অতএব পারমার্থিকবুদ্ধি-পূজ্যবুদ্ধিং বিনাপি সখ্যাদিবুদ্ধিপ্রযুক্তা প্রীতি-স্তত্তদ্ভাবানুসারেণ তৎপ্রাপিকা ভবতি। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। যে ভক্তাঃ শ্রীভগবন্তং যথাপশ্যন্তি যথাপ্রাপ্তুমিচ্ছন্তি শ্রভগবান্ তৈস্তৈ-স্তথা প্রাপ্যতে। ভক্তবৎসলস্য শ্রীভগবতো ভক্তৈঃ সহ সর্বসম্বন্ধ এব বিদ্যন্তে। যো ভক্তঃ শ্রীভগবতা সহ যৎসম্বন্ধং সংস্থাপয়িতুমিচ্ছতি শ্রীভগবানপি

হে মহোদয়গণ! শ্রীভগবৎস্বরূপ সর্বমূলহেতু যে প্রকার শ্রীভগবান সর্বজীবের পরমস্বরূপ হন। সর্বাশ্রয় এবং সর্বসুখৈশ্বর্য্যপ্রদহেতু এবং সর্বনিয়ন্তা-হেতু যে প্রকার সর্ব-সেব্য ও সর্বপ্রভু হইয়া থাকেন। সর্বান্তর্যামী এবং সর্ব জীব-শরীরকর্ত্তি পরমাত্মাহেতু সেই প্রকার সখি, পুত্র, পত্যাদি সর্বসম্বন্ধেরও সমাশ্রয় হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবানের সহিত সর্বজীবের সর্ব সম্বন্ধই সমন্বিত হয়। শ্রীভগবান সর্বদেহাতীতহেতু সর্বসম্বন্ধাতীতও হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান সর্ব-প্রাকৃতেন্দ্রিয় বিষয়াতীতহেতু বেদাদি শাস্ত্রপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক কেবল পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর রূপে উপাস্য হইয়া থাকেন। কিন্তু যেকালে জীবগণ প্রতি কৃপা বিতরণ পূর্বক অবতীর্ণ হন, সেকালে যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে তন্নিষ্ঠ চিত্ত হইলেও সংসার হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। আসুর স্বভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণও ভয় দ্বারা এবং দ্বেষ দ্বারা তন্নিষ্ঠ চিত্ত হইয়া তৎ-সাযুজ্য লাভ করেন। যে সকল পরম ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ 'আমার সখা, আমার পুত্র, আমার পতি, ইত্যাদি বুদ্ধিদ্বারা সেই শ্রীভগবানে প্রীতি সংস্থাপন করেন, সেই সকল পরমশ্লাঘ্যগণের তত্তদ্ভাবে তত্তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে বা অন্য কোন প্রকার তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় হইতে পারে না। ২

বর্হিদৃষ্টির দ্বারা তত্তৎ ব্যক্তিগণের প্রীতি প্রাকৃত বিষয়প্রীতি সদৃশী হইলেও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বস্তু-মাহাত্ম্যগুণে সেই সকল পরম ভক্তগণের প্রীতি পরমশ্লাঘ্যা এবং পরম মঙ্গলপ্রদা হইয়া থাকেন। অতএব পারমার্থিক-বুদ্ধি-পূজ্য বুদ্ধি ব্যতিরেকেও সখ্যাদিবুদ্ধি প্রযুক্তা প্রীতি তত্তৎ ভাবানুসারে তৎ প্রাপিকা হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল। যে ভক্তগণ শ্রীভগবানকে যে ভাবে দেখিয়া থাকেন অথবা যে ভাবে পাইতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবান সেই ভক্তগণ কর্ত্তৃক সেই ভাবে

তেন তদনুরূপং সম্বন্ধং সংস্থাপয়তি।

শ্রীভক্ত-জীবৈঃ সহ প্রীতিসংস্থাপনেন সম্বন্ধ-বিশেষ সংস্থাপনমেব শ্রীভগবতো নিত্যকর্ম। এতদন্যৎ পরিপূর্ণকামস্য শ্রীভগবতশ্চিচ্ছক্তি-প্রাকট্যে ন কোঽপি প্রয়োজনম্। যস্য যৎস্বভাব-সিদ্ধং কার্যং তং সকাম-কর্মেতি ন বদন্তি, পরন্তু স্বাভাবিক কর্মেতি বদন্তি। ভক্তান্ প্রতি প্রীতি-সংস্থাপনেন তৎপ্রীতিগ্রহণং শ্রীভগবতঃ স্বাভাবিক কার্যম্। তথা ভক্তানামপি শ্রীভগবতি প্রীতিসংস্থা-পনেন তদনুগ্রহ গ্রহণং স্বাভাবিক কার্যম্। শ্রীভগবতা সহ ভক্তানামেবং পরস্পর সংস্থাপিত প্রীতিব্যবহারং কথমপি ঔপাধিকং ন' বস্তুতো নিরুপাধিকং ভবতি। যদ্যপি শ্রীভগবতা সহ ভক্তানাং সর্ববিধসম্বন্ধমেব নিত্যং বর্ত্ততে। তথাপি ভক্তবিশেষস্য ভাববিশেষানুসারেণ কশ্চিৎসম্বন্ধঃ স্থায়িত্বং প্রাপ্যানন্তকালং সুবিরাজিতো ভবতি। ৪

কালান্তরে শ্রীভগবদৈশ্বর্যস্য প্রাবল্যাৎ তৎসম্বন্ধ স্তিরোহিতবদ্ ভবতি, পুনঃ কালান্তরে সম্বন্ধবিশেষ আবির্ভবতি। যে ভক্তাঃ সখিপুত্রপত্যাদিবুদ্ধ্যা শ্রীভগবতঃ প্রীতিং ধৃতবন্তঃ তেষাং তত্তদ্ভাবোত্তর রস বিশেষেণ শ্রীভগবদৈশ্বর্যাদিজ্ঞানং তিরোহিতবৎ বিদ্যতে। অতএব সখিপুত্রপত্যাদিবুদ্ধ্যা শ্রীভগবতঃ প্রীতিধারণেঽপি তত্তদ্ভক্তাঃ শ্রীভগবদৈশ্বর্যজ্ঞান-বর্জিতাজ্ঞ-জীববৎ ন ভবন্তি। অস্মাৎ পরমহংস-পরমাচার্যবৃন্দবন্দিতচরণাঃ শ্রীব্রহ্মাদয়োঽপি তত্তৎ-পাদরজ সেবী তৃণ-গুল্ম-জন্ম প্রার্থয়ন্তি। ৫

আসুরস্বভাবপ্রাপ্ত জীবৈর্যথা শ্রীভগবদৈশ্বর্যাদি নাবগম্যতে, তথা তৎ-প্রীতি মাহাত্ম্যমপি। শ্রীভগ-বতস্তৎ প্রীতিযুক্ত ভক্তানাঞ্চ পরমানুগ্রহং বিনা কশ্চিৎ পরমহংসপরমাচার্যোঽপি শ্রীভগবৎপ্রীতি-

---

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের ভক্তগণ সহিত সকল সম্বন্ধই বিদ্যমান। যে ভক্ত শ্রীভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবানও সেই ভক্তের সহিত তদনুসারে সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া থাকেন। শ্রীভক্ত জীবগণের সহিত প্রীতি সংস্থাপন পূর্বক সম্বন্ধ বিশেষ সংস্থাপনই শ্রীভগবানের নিত্যকর্ম হইতেছে। এ ভিন্ন পরিপূর্ণকাম শ্রীভগবানের চিৎশক্তি প্রাকট্যের অন্য কোন প্রয়োজন নাই। ৩

যে ব্যক্তির যাহা স্বভাবসিদ্ধকার্য্য তাহাকে সকামকর্ম বলা যায় না, তাহাকে স্বাভাবিক কর্ম বলা হইয়া থাকে। ভক্তগণ প্রতি প্রীতি সংস্থাপন পূর্বক তৎ-প্রীতি গ্রহণ শ্রীভগবানের স্বাভাবিক কার্য্য। সেই প্রকার ভক্তগণেরও শ্রীভগবানে প্রীতি সংস্থাপন এবং তদনুগ্রহ গ্রহণ স্বাভাবিক কার্য্য। শ্রীভগবানের সহিত ভক্তগণের এই পরস্পর সংস্থাপিত প্রীতি-ব্যবহার কোনও প্রকার ঔপাধিক হয় না, নিরুপাধিক হইয়া থাকে। যদ্যপি শ্রীভগবানের সহিত ভক্তগণের সকল সম্বন্ধই নিত্য-বিদ্যমান, তথাপি ভক্ত বিশেষের ভাববিশেষানু-সারে কোন সম্বন্ধ স্থায়িত্ব লাভ করিয়া অনন্তকাল সুবিরাজিত হইয়া থাকেন। ৪

কোনকালে শ্রীভগবদৈশ্বর্য্য জ্ঞানের প্রাবল্য হইলে সেই সম্বন্ধ তিরোহিতবৎ হন। পুনঃ কালান্তরে সম্বন্ধ বিশেষ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত সখি পুত্র পত্যাদি বুদ্ধিদ্বারা শ্রীভগ-বানের প্রীতিধারণ করিয়া থাকেন সেই সকল ভক্ত গণের তত্তৎ ভাবোত্তর রস-বিশেষ দ্বারা শ্রীভগবৎ ঐশ্বর্য্যাদিজ্ঞান তিরোহিতবৎ বিদ্যমান থাকেন। অতএব সখি-পুত্র-পত্যাদি বুদ্ধি দ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতিধারণ করিলেও তত্তৎ ভক্তগণ শ্রীভগবদৈশ্বর্য্য জ্ঞানবর্জিত অজ্ঞ জীববৎ হন না। এহেতু পরমহংস পরমাচার্য্যবৃন্দ—পূজ্যপদাম্বুজ শ্রীব্রহ্মাদিও তত্তৎ

মাহাত্ম্যং জ্ঞাতুং নার্হতি। তৎপ্রীতিরেব পূর্বোক্ত বিবেক বৈরাগ্য যোগাদীনাং পরমফলরূপা। অতএব শ্রীভগবৎ প্রীতিযুক্তজনা এব পরমহংসপরমাচার্যানাং পরমপূজ্যা ভবন্তি। শ্রীভগবদ্‌বশীকরণমেব শ্রীভগবৎপ্রীতের্লক্ষণং স্বরূপঞ্চ। সখিপুত্রপত্যাদি বুদ্ধ্যা প্রকটিতা শ্রীভগবৎপ্রীতিরেব শ্রীভগবতঃ পরমবশীকারিণী। ৬

অথ শ্রীভগবদ্‌ভক্তিরসস্য পঞ্চবিধ ভেদো ব্যক্তীভবতি। পূর্বোল্লিখিতং যৎ—শ্রীভগবৎ প্রীতেঃ প্রথমাঙ্কুররূপাবস্থাং ভাব ইতি বদন্তি। অস্য নামান্তরং রতিঃ। ইয়ং শুদ্ধা-প্রীতি-সখ্য-বাৎসল্য-প্রিয়তা ভেদেন পঞ্চবিধা। সামান্য-স্বচ্ছা-শান্তি-ভেদেন শুদ্ধাঽপি ত্রিবিধা। ইয়ং 'শুদ্ধা' অঙ্গ-কম্পন-নয়নোন্মিলনকারিণী ভবতি। যা রতিঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকারেষু কমপি ভাববিশেষং নাপ্নোতি সা 'সামান্যা,' সাধারণজনস্য বালিকা-প্রভৃতেরপি ইয়ং ভবতি। সাধকানাং যা রতির্বিবিধ ভক্ত সঙ্গাৎ নানাকারং প্রাপ্নোতি সা 'স্বচ্ছা'। মনসি নির্বিকল্পত্বরূপং জ্ঞানং শম উচ্যতে। শম প্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জিতাং পরমাত্মভাবেন শ্রীকৃষ্ণে জাতাং রতিং শান্তিরিত্যুচ্যতে। যদ্যপি অস্যাং শান্তিরতৌ মৎপরমস্বরূপমিতি জ্ঞানং বিদ্যতে তথাপি শ্রীভগবান্ সমুদ্রস্থানীয়ঃ সূর্যস্থানীয়ো বা, অহং তরঙ্গস্থানীয়ঃ কিরণকণাস্থানীয়ো বা, অতস্তস্মাদভিন্নঃ। সমুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন ন তারঙ্গঃ সমুদ্রঃ। সূর্যস্য কিরণকণম্, কিরণকণস্য ন সূর্যঃ—তদীয়জ্ঞানমেব প্রবলম্, মদীয়তাজ্ঞানং দুর্বলত্বাদ্‌বিলয়ং প্রাপ্নোতি। ভগবৎ শ্রীশঙ্করাচার্যপাদৈ রপীদৃশমুক্তম্। ৭

গাঢ়ানুকূলতোৎপন্না সদা মমতাশ্রিতা মনোহরা-

পাদরজঃ সেবী তৃণ গুল্মাদি জন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ৫

আসুর স্বভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক যে প্রকার শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যাদি গোচর হন না, সেই প্রকার তৎপ্রীতি মাহাত্ম্যও গোচর হন না। শ্রীভগবানের এবং তৎ-প্রীতিযুক্ত ভক্তগণের পরমানুগ্রহ ব্যতিরেকে কোন পরমহংস পরমাচার্য্যও শ্রীভগবৎ প্রীতির মাহাত্ম্য জানিতে পারেন না। শ্রীভগবৎ প্রীতিই পূর্বোক্ত বিবেক-বৈরাগ্য-যোগাদির পরম ফলরূপ। অতএব শ্রীভগবৎ প্রীতিযুক্ত ব্যক্তিগণই পরমহংস পরমাচার্য্যগণের পরমপূজ্য হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ বশীকরণই শ্রীভগবৎ প্রীতির লক্ষণ এবং স্বরূপ। সখি-পুত্র-পত্যাদি বুদ্ধি দ্বারা প্রকটিতা শ্রীভগবৎ প্রীতিই শ্রীভগবানের পরমবশীকারিণী। ৬

অতঃপর শ্রীভগবৎ-ভক্তিরসের পঞ্চবিধ ভেদ ব্যক্ত হইতেছেন। পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে শ্রীভগবৎ প্রীতির প্রথমাঙ্কুর রূপা অবস্থাকে 'ভাব' বলা হয়। এই ভাবের নামান্তর রতি। এই রতি শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য এবং প্রিয়তা-ভেদে পঞ্চবিধা হয়। সামান্যা, স্বচ্ছা এবং শান্তি ভেদে শুদ্ধাও ত্রিবিধা হইয়া থাকে। এই শুদ্ধারতি অঙ্গ কম্পন এবং নয়নোন্মিলন নিমীলন কারিণী হন। যে রতি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার মধ্যে কোন বিশেষ ভাবকে প্রাপ্ত হন না, তাহাকে 'সামান্যা' বলা হয়। সাধারণ ব্যক্তির এবং বালিকাপ্রভৃতির এই ভাব হইয়া থাকে। সাধক সকলের যে রতি নানাবিধ ভক্ত সঙ্গে নানাকার প্রাপ্তা হন, তাঁহাকে 'স্বচ্ছা' বলা হয়। মনোমধ্যে নির্বিকল্পত্বরূপ জ্ঞানকে শম বলা হয়। শম-প্রধান ব্যক্তিগণের মমতাগন্ধ বর্জিতা পরমাত্মভাবে শ্রীকৃষ্ণে জাতা রতিকে শান্তি বলা হয়। যদ্যপি এই শান্তিরতিতে 'আমার পরমস্বরূপ' এই জ্ঞান থাকে, তথাপি শ্রীভগবান সমুদ্রস্থানীয় বা সূর্য্যস্থানীয়

রতিঃ প্রীত্যাদি ভেদত্রয়ীরূপেণ কথ্যতে। যে ভক্তা আত্মানং শ্রীকৃষ্ণস্যানুগ্রাহ্যরূপেণ, সখিরূপেণ, পূজ্যরূপেণ বা অভিমন্যন্তে—এষু ত্রিবিধেষু ভক্তেষু রতিঃ ক্রমেণ প্রীতি-সখ্য-বাৎসল্যং ইতি ত্রিধা ভবতি। আসু নেত্রাদিফুল্লত্ব জৃম্ভনোদঘূর্ণাদ্যনুভাবো ভবতি। ত্রিবিধা রতিরিয়ং কেবলা-সঙ্কুলাভেদাদ্ দ্বিবিধা। যে ভক্তা আত্মনি শ্রীকৃষ্ণাৎ ন্যূনতাভিমানময়রতিং পুষ্ণন্তি তান্ অনুগ্রাহ্যা ইতি কীর্ত্যতে। এষাং যস্য 'আরাধ্যোঽয়ম্' ইতি জ্ঞানময়ী রতিঃ সা প্রীতিরিতীরিতা। যদ্যপি সামান্যতঃ ভাবমারভ্য মহাভাবং যাবৎ সর্বাবস্থামেব প্রীতিরিত্যুচ্যতে, তথাপি বিশেষতোঽস্যা অপি প্রীতিসংজ্ঞা। রতিরিয়ং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আসক্তি কারিণী অন্যত্র প্রীতিহারিণী চ। ৮

যে ভক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণে তুল্যাভিমানময়ীং রতিং পুষ্ণন্তি, তে সখা ইত্যুচ্যন্তে। শ্রীকৃষ্ণেন সহ পরস্পরং সমভাবত্বাদেষাং বিশ্রম্ভরূপা রতিঃ সখ্যমিত্যুচ্যতে। এষা রতিরযন্ত্রণা পরিহাসপ্রহাসাদি-কারিণী। যে ভক্তা শ্রীহরেগু্রুত্বাভিমানিনী রতিযুক্তাস্তে পূজ্যাঃ। তেষামনুগ্রহময়ী রতির্বাৎসল্যমিতি কথ্যতে। অনেন লালন-ভব্যাশীর্বাদ- চিবুক-স্পর্শনাদি ভবতি। মিথো হরেঃ প্রেয়স্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্। যা মৃগাক্ষ্যাঃ রতিঃ সা মধুরা প্রিয়তা বেতি কথিতা। অস্যাং কটাক্ষ-ভ্রূক্ষেপ প্রিয়বাণীস্মিতাদয়ো ভবতি। যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি রতির্বাসনয়া স্বাদী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ। ৯

বিভাবোৎকর্ষজো ভাববিশেষো যোঽনু গৃহ্যতে। সঙ্কুচন্ত্যা স্বয়ং রত্যা সা গৌণী রতি রুচ্যতে। হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধো ভয়ং তথা

আমি তরঙ্গস্থানীয় বা কিরণকণাস্থানীয় হেতু তাঁহা হইতে অভিন্ন। সমুদ্রের তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র নয়। সূর্য্যের কিরণকণা, কিরণকণার সূর্য্য নয়—এই ভাবে তদীয় জ্ঞানই প্রবল হয়। মদীয়তা জ্ঞান দুর্বল হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও এই ভাবে বলিয়াছেন। ৭

গাঢ়ানুকূল হইতে ঔৎপন্না মমতা দ্বারা সর্বদা আশ্রিতা মনোহরা রতি প্রীত্যাদি ভেদত্রয়ীরূপে কথিতা হন, যে সকল ভক্ত আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য রূপে অভিমান করেন এবং যে সকল ভক্ত সখিরূপে অভিমান করেন এবং যে সকল ভক্ত পূজ্যরূপে অভিমান করেন এই ত্রিবিধ কৃষ্ণ-ভক্তে রতি ক্রমে প্রীতি-সখ্য-বাৎসল্য এই ত্রিবিধ হন। এই ত্রিবিধা রতিতে নেত্রাদিফুল্লত্ব জৃম্ভন এবং উদ্‌ঘূর্ণাদি অনুভাব হইয়া থাকেন। এই ত্রিবিধা রতি কেবলা, সংকুলা ভেদে দ্বিবিধা। শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে সকল ব্যক্তি ন্যূনতাভিমানময় রতি যুক্ত হন, সেই সকলকে অনুগ্রাহ্য বলা হয়। সেই সকলের "ইনি আরাধ্য" এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ যার, এই রূপরতিকে প্রীতি বলা হয়। যদ্যপি সামান্যরূপে ভাব হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত সকল অবস্থাকেই প্রীতি বলা হয়, তথাপি বিশেষরূপে এই রতির নামও প্রীতি হইয়া থাকে। এই রতি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে আসক্তি কারিণী, অন্যত্র প্রীতি সংহারিণী হন। ৮

যে সকল ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে তুল্যত্বাভিমানময় রতি যুক্ত হন সেই সকল ভক্তকে সখা বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর সমভাবত্ব হেতু এই সকলের বিশ্রম্ভরূপা রতিকে সখ্য বলা যায়। এই রতি অযন্ত্রণা পরিহাস-প্রহাসাদি কারিণী হন। যে সকল ভক্ত শ্রীহরির এই গুরুত্বাভিমানিনী রতিযুক্ত হন, সেই সকলকে পূজ্য বলা হয়। সেই সকলের অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্য বলা যায়। এই রতি দ্বারা লালন, ভব্যাশীর্বাদ, চিবুকস্পর্শ-

জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ। অমী হাসাদ্যাঃ তল্লীলানুসারতঃ মুখ্যারতেঃ সাহায্যাৎ ক্বচিদ্ভক্তে কঞ্চিৎকালং স্থায়িতাং লভতে। তস্মাদনিয়তাধারাঃ সপ্ত সাময়িকা ইমে। এষা মুখ্যা-গৌণীভেদেন দ্বিবিধা রতিঃ পূর্বোক্ত বিধয়া স্মৃতাধিগতা বিভাবাদিত্বপ্রাপ্তশ্রীকৃষ্ণাদিভিঃ সদ্ভক্তেষু রসরূপতাং যাতি। অস্যা রতের্মুখ্যা-গৌণীভেদেন দ্বিবিধতয়া ভক্তিরসোঽপি মুখ্যগৌণ-ভেদাৎ দ্বিবিধঃ। মুখ্যভক্তিরসাঃ শান্তপ্রীতপ্রেয়ান্-বৎসল-মধুরাশ্চ পঞ্চধাঃ। হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্রঃ ভয়ানকো বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা। এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্দ্বাদশধোচ্যতে। ১০

অথামী পঞ্চ লক্ষ্যন্তে রসাঃ শান্তাদয়ঃ ক্রমাৎ। তত্র শান্তিরতিঃ স্থায়ী বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ। অত্র সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ আত্মারাম শিরোমণিঃ পরমাত্মা পরংব্রহ্ম শমো দান্তঃ শুচির্বশী সদাস্বরূপ সংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ বিভুরিত্যাদি গুণবান্ হরিরালম্বনঃ। কৃষ্ণতদ্ভক্ত-কৃপয়া রতিং প্রাপ্তাঃ আত্মারামাস্তদীয়াধ্ববদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসা আশ্রয়া-লম্বনাঃ। অত্র মহোপনিষদাং শ্রুতিঃ বিবিক্ত স্থানসেবনম্। অন্তর্বৃত্তিবিশেষস্য স্ফুর্তিস্তত্ত্ববিবেচনম্, বিদ্যাশক্তিপ্রধানত্বং বিশ্বরূপপ্রদর্শনং, জ্ঞানি-ভক্তেন সংসর্গো ব্রহ্মসত্রাদয়শ্চাসাধারণো দ্দীপনাঃ। শ্রীকৃষ্ণ-পাদাব্জ সংলগ্নতুলসীগন্ধঃ শঙ্খনাদঃ পুণ্য শৈলঃ শুভারণ্যং সিদ্ধক্ষেত্রং গঙ্গা বিষয়াদিক্ষয়িষ্ণুত্বং

নাদি হইয়া থাকে। শ্রীহরি এবং তাঁহার পত্নীর পরস্পর সম্ভোগের আদিকারণ যে মৃগাক্ষীর রতি তাহাকে মধুরা বা প্রিয়তা রতি বলা হয়। এই রতিতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাণী এবং স্মিত প্রভৃতি হইয়া থাকেন। এই পঞ্চবিধা রতি যথোত্তর স্বাদু এবং বিশেষোল্লাসময়ী হইলেও বাসনা দ্বারা কোন ব্যক্তিতে কোন রতি স্বাদ্বী হইয়া থাকেন। ৯

এই রতি স্বয়ং সংকুচিতা হইয়া আলম্বন বিভাব জাত যে ভাবকে প্রকট করে, তাহাকে গৌণীরতি বলা হয়। সেইভাব বিশেষ—হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয়, এবং জুগুপ্সা—ভেদে সপ্তপ্রকার হইয়া থাকে। এই হাস প্রভৃতি লীলাদির অনুসারে মুখ্যারতির সাহায্যে কোন ভক্তে কিঞ্চিৎ কাল স্থায়িত্ব লাভ করেন। সেই হেতু এই সপ্ত প্রকার রতি অনিয়তাধার এবং সাময়িক হইয়া থাকেন। এই মুখ্য-গৌণী ভেদে দ্বিবিধা রতি পূর্বোক্ত প্রকারে স্মৃত এবং অপিগত বিভাবাদিত্ব-প্রাপ্ত কৃষ্ণাদি দ্বারা সদ্ভক্ত সকলের রসরূপ হন। উক্ত রতির মুখ্যা গৌণী ভেদে দ্বিবিধত্ব হেতু এই ভক্তিরসও মুখ্যগৌণ ভেদে দ্বিবিধা মুখ্যভক্তিরস শান্ত, প্রীত, প্রেয়ান্ বৎসল এবং মধুর ভেদে পঞ্চবিধ। গৌণ ভক্তিরস হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎসভেদে সপ্ত প্রকার। মুখ্য-গৌণ ভেদে ভক্তিরস দ্বাদশ প্রকার হইয়া থাকেন। ১০

অনন্তর ক্রমে পঞ্চ শান্তাদিরস কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে শান্তি রতিরূপ স্থায়ীভাব বক্ষ্যমান বিভা-বাদি দ্বারা বিভাবিত হইয়া শমযুক্ত ব্যক্তি সকলের আস্বাদন যোগ্য হইলে শান্তভক্তিরস হয়। এই শান্তের সে সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ, আত্মারামশিরো-মণি, পরমাত্মা পরব্রহ্ম সম, দান্ত, শুচি, বশী সদাস্বরূপ সংপ্রাপ্ত, হতারিগতি দায়ক এবং বিভু ইত্যাদি গুণবান হরি বিষয়ালম্বন হন। কৃষ্ণ এবং তদ্ভক্ত কৃপা দ্বারা রতি প্রাপ্ত আত্মারামগণ এবং তন্মার্গে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণ আশ্রয়ালম্বন হন। মহোপনিষদ্ সকলের শ্রবণ, একান্তস্থানসেবা, অন্তর্বৃত্তি বিশেষের স্ফূর্তি তত্ত্ববিবেক বিদ্যাশক্তি-

কালস্যাখিলহারিতা ইত্যাদ্যাশ্রিতৈঃ সাধারাণঃ উদ্দীপনাঃ। ১১

নাসাগ্রন্যস্তনেত্রম্ অবধূতবিচেষ্টিতং যুগমাত্রেক্ষিতগতির্জ্ঞানমুদ্রা প্রদর্শনং হরেদ্বিষ্যপি ন দ্বেষো নাতিভক্তিঃ প্রিয়েষ্বপি সিদ্ধতায়াস্তথা জীবন্মুক্তেশ্চ বহুমানিতা নৈরপেক্ষ্যং নির্মমতা নিরহংকারিতা মৌনমিত্যাদয় অসাধারণা অনুভাবাঃ। জৃম্ভাঙ্গমোটনং ভক্তেরুপদেশো হরের্নতিঃ স্তবাদয়শ্চ দাসাদ্যৈঃ সাধারণা অনুভাবাঃ। প্রলয়ং বিনা রোমাঞ্চ স্বেদকম্পাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ জ্বলিতান্তা ভবন্তি। অত্র নির্বেদো ধৃতির্হর্ষো মতিঃ স্মৃতিঃ বিষাদোৎসুকতাবেগ বিতর্কাদ্যাঃ সঞ্চারিণো প্রকীর্ত্তিতাঃ। অত্র শান্তিরতিঃ স্থায়ী। পারোক্ষ্যসাক্ষাৎকারভেদতঃ শান্তো দ্বিধা ভবতি। ১২

প্রীতিরতিঃ ভক্তানাং চেতসি আত্মোচিত বিভাবাদ্যৈঃ আস্বাদনীয়তাং নীতা প্রীতভক্তিরসো ভবতি। অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বাদয়ং সম্ভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীতো দ্বিধা ভিদ্যতে। দাসাভিমানিনাং শ্রীকৃষ্ণে সম্ভ্রমোত্তরা প্রীতিঃ। ইহ শ্রীহরিস্তস্য দাসাশ্চ আলম্বনা। ব্রহ্মাণ্ড কোটি ধামৈকরোমকূপঃ কৃপাম্বুধিঃ অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ অবতারাবলী বীজং সদাত্মারামহৃদ্গুণঃ ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্বজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ শরণাগতপালকঃ দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ সর্বশুভঙ্করঃ প্রতাপী ধার্মিকঃ শাস্ত্রচক্ষুর্ভক্তসুহৃত্তমঃ বদান্য স্তেজসাযুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্তিসংশ্রয়ঃ বরীয়ান্ বলবান্ প্রেমবশ্যঃ ইত্যদিভিগুণৈ যুক্তঃ হরিরত্র বিষয়ালম্বনঃ। ১৩

অথ তস্য দাসাঃ প্রশ্রিতা নিদেশবশবর্তিনঃ বিশ্বস্তাঃ প্রভুতাজ্ঞানবিনম্রিতধিয়শ্চ আশ্রয়া-

---

প্রধানত্ব বিশ্বরূপ প্রদর্শন জ্ঞানীভক্ত সংসর্গ এবং ব্রহ্মসত্র প্রভৃতি অসাধারণ উদ্দীপন হন। শ্রীকৃষ্ণ পদাব্জ সংলগ্ন তুলসীগন্ধ শঙ্খনাদ, পুণ্য শৈল শুভারণ্য সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়াদির ক্ষয়িষ্ণুত্ব, কালের অখিল হারিতা এই সকল আশ্রিতের সহিত সাধারণ উদ্দীপন। ১১

নাসাগ্রন্যস্তনেত্রত্ব, অবধূত-বিচেষ্টিত, যুগ (চতুর্হস্ত) মাত্রেক্ষিতগতি জ্ঞানমুদ্রা প্রদর্শন, হরির শত্রু সকলে দ্বেষের এবং প্রিয় সকলে অতিভক্তির অভাব, সিদ্ধতায় এবং জীবন্মুক্তির বহুমানিতা নৈরপেক্ষ্য নির্মমতা নিরহংকারিতা মৌন ইত্যাদি সকল অসাধারণ অনুভাব হন। জৃম্ভা অঙ্গস্ফোট ভক্তির উপদেশ, হরির নতি এবং স্তব প্রভৃতি দাসাদির সহিত সাধারণ অনুভাব হন। প্রলয় ব্যতীত রোমাঞ্চ মাত্র, স্বেদকম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার সকল জ্বলিতান্ত হইয়া থাকেন। নির্ব্বেদ ধৃতি হর্ষ মতি স্মৃতি বিষাদ উৎসুকতা আবেগ বিতর্ক প্রভৃতি সঞ্চারী হন।এখানে শান্তিরতি স্থায়ী হইয়া থাকেন। এই শান্তরস পরোক্ষ এবং সাক্ষাৎকার ভেদে দ্বিবিধ হন। ১২

প্রীতিরতি ভক্ত সকলের চিত্তমধ্যে আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা আস্বাদনীয়া হইলে প্রীতভক্তিরস হন। অনুগ্রাহ্যের দাসত্ব এবং লাল্যত্ব হেতু এই রস সম্ভ্রমপ্রীত এবং গৌরবপ্রীত ভেদে দ্বিবিধ দাসাভিমানী সকলের শ্রীকৃষ্ণে সম্ভ্রমোত্তরা প্রীতি হয়। এই রসে হরি এবং তাঁর দাসসকল আলম্বন হন। ব্রহ্মাণ্ড কোটি ধামৈক-রোমকূপ, কৃপাম্বুধি, অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, সর্বসিদ্ধি নিষেবিত, অবতারাবলী বীজ, সদাত্মারামহৃদ্গুণ ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্বজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীল শরণাগতপালক দক্ষিণ সত্যবচন দক্ষ সর্বশুভঙ্কর প্রতাপী ধার্মিক শাস্ত্রচক্ষু ভক্তসুহৃত্তম বদান্য তেজীয়ান্ কৃতজ্ঞ কীর্ত্তিসংশ্রয় বরীয়ান্ বলবান্ এবং প্রেমবশ্য ইত্যাদি গুণযুক্ত হরি বিষয়ালম্বন হন। ১৩

লম্বনাঃ। চতুর্ধামী অধিকৃতাশ্রিতাঃ পারিষদানুগাঃ। তত্র শরণ্যা জ্ঞানিচরাঃ সেবানিষ্ঠা স্ত্রিধাশ্রিতাঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যানুগ্রহ-পাদপদ্মরজঃ-ভুক্তাবশিষ্ট-ভক্তভুক্তাবশিষ্টাদেরপি সংপ্রাপ্তিঃ তদ্ভক্তসঙ্গতিরত্রাসাধারণা উদ্দীপনাঃ মুরলীশৃঙ্গয়োঃ স্বানঃ স্মিতপূর্বাবলোকনং গুণোৎকর্ষশ্রুতিঃ পদ্ম-পদাঙ্ক নবনীরদাঃ তদঙ্গসৌরভাদ্যাঃ সর্বেঃ সাধারণাঃ উদ্দীপনাঃ। স্বনিয়োগানামাধিক্যেন স্বীকারঃ তৎপ্রণতে জনে ঈর্ষালববর্জিতা মৈত্রী তন্নিষ্ঠতাদি অসাধারণানুভাবাঃ। পূর্বোক্তা উদ্ভাস্বরাস্তদীয়সুহৃদাদরো বিরাগাদ্যাঃ সাধারণানুভাবাঃ। স্তম্ভাদ্যাঃ সাত্বিকাঃ সর্বে প্রীতাদিত্রিতয়ে রসে। হর্ষো গর্বো ধৃতিশ্চাত্র নির্বেদোহথ বিষন্নতা দৈন্যং চিন্তা স্মৃতিঃ শঙ্কা মতিরৌৎসুক্যচাপলে, বিতর্কাবেগহ্রী জাড্য মোহোন্মাদাবহিত্থিকাঃ, বোধঃ স্বপ্নঃ ক্লমো ব্যাধির্মৃতিশ্চাত্র রসে ব্যভিচারিণঃ। সম্ভ্রমঃ প্রভুতা-জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরোহনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সম্ভ্রম প্রীতিরুচ্যতে। অত্র দাস্য রসেএষা স্থায়িভাবতয়া কথিতাঃ। ১৪

এষা তু সম্ভ্রমপ্রীতিঃ প্রেমাস্নেহ স্ততো রাগপর্যন্তং বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি, শান্তিরতিঃ কেবলং প্রেমমাত্রে পর্যবসতি। বদ্ধমূলা হ্রাসশঙ্কারহিতা রতিঃ 'প্রেমা,' দেহসম্বন্ধী সুখদুঃখাভাবঃ। সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্বন্ প্রেমা 'স্নেহ' ইতীর্যতে, অত্র ক্ষণিকবিরহস্যাপি অসহিষ্ণুতা। যেন তৎসম্বন্ধলবেপ্যত্র দুঃখমপি সুখং স্যাৎ। প্রাণব্যয়ৈরপি তৎপ্রীতির্ভবতি সঃ স্নেহো 'রাগঃ' উচ্যতে। অযোগযোগাবেতস্য প্রভেদৌ। শ্রীহরেঃ সঙ্গাভাবোহযোগ ইতি কথ্যতে। অযোগে তন্মনস্কত্বং তদ্গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ভবন্তি। অযোগে

আশ্রয়ালম্বন দাসসকল প্রশ্রিত নিদেশবশবর্ত্তি বিশ্বস্ত এবং প্রভুতাজ্ঞান বিনম্রিত বুদ্ধি হন, এবং অধিকৃত আশ্রিত পার্ষদ অনুগত ভেদে চতুর্বিধ হইয়া থাকেন। আশ্রিত সকল শরণ্য জ্ঞানীচর সেবানিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ পাদপদ্মরজঃ ও ভুক্তাবশিষ্ট ভক্তভুক্তাবশিষ্টাদির প্রাপ্তি তদ্ভক্তসঙ্গতি অসাধারণ উদ্দীপন এবং মুরলী শৃঙ্গ ধ্বনি স্মিতপূর্বাবলোকন গুণোৎকর্ষশ্রবণ পদ্ম পদাঙ্ক নবনীরদ, তদঙ্গসৌরভ প্রভৃতির সহিত সাধারণ উদ্দীপন। স্বনিয়োগ (আজ্ঞাপালন) সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে স্বীকার, তৎপ্রণত ব্যক্তিতে ঈর্ষ্যালব বর্জ্জিতা মৈত্রী এবং তন্নিষ্ঠতাদি অসাধারণ, পূর্বোক্ত উদ্ভাস্বর এবং তদীয় সুহৃৎ আদর, বিরাগ প্রভৃতি সাধারণ অনুভাব। প্রীত্যাদি রসত্রয়ে স্তম্ভ প্রভৃতি সকল সাত্বিক ভাব। হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য চাপল্য, বিতর্ক, আবেগ, হ্রী, জাড্য, মোহ উন্মাদ অবহিত্থা বোধ স্বপ্ন ক্লম ব্যাধি মৃতি এইসকল ব্যভিচারী ভাব হন। প্রভুতা জ্ঞানহেতু চিত্তমধ্যে আদর সহিত কম্পকে সম্ভ্রম বলা হয়। ইহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত প্রীতিকে সম্ভ্রমপ্রীতি বলা যায়। এই দাস্যরসে এই সম্ভ্রমপ্রীতি স্থায়ীভাব হন। ১১

এই সম্ভ্রমপ্রীতি প্রেম স্নেহক্রমে রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্তা হন। শান্তিরতি কেবল প্রেমমাত্রে পরিণতা হইয়া থাকেন। বদ্ধমূলা এবং হ্রাসশঙ্কা রহিতা রতিকে 'প্রেমা' বলা হয়। ইহাতে দেহ সম্বন্ধী সুখ এবং দুঃখ থাকে না। সান্দ্র এবং চিত্ত দ্রবকারী প্রেমাকে 'স্নেহ' বলা হয়। ইহাতে ক্ষণিক বিরহেও অসহিষ্ণুতা। যদ্দ্বারা তৎসম্বন্ধ লবমাত্রে দুঃখও সুখরূপ হয়। প্রাণব্যয় দ্বারাও তৎপ্রীতি হয়—এইরূপ স্নেহকে **'রাগ'** বলা হয়। এই সম্ভ্রমপ্রীতিরস অযোগ এবং যোগ ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীহরির অসঙ্গ ভাবকে অযোগ বলা হয়। অযোগে তন্মনস্কত্ব তদ্গুণাদির অনুসন্ধি, তৎপ্রাপ্তির উপায়-

ঽপি উৎকণ্ঠিত-বিয়োগভেদাদ্ দ্বিবিধঃ, অদৃষ্ট-পূর্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনেচ্ছা উৎকণ্ঠিতম্, লব্ধসঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণেন বিচ্ছেদো বিয়োগঃ। সম্ভ্রমপ্রীতের্বিয়োগে অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্যালম্বশূন্যতা অধৃতির্জড়তা ব্যধিরুন্মাদো মূর্চ্ছিতং মরণাশঙ্কা দশাবস্থাঃ প্রকীর্তিতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগঃ। যোগোঽপি সিদ্ধিস্তুষ্টিঃ স্থিতিরিতি ত্রিধা। যোগে নিজাবসরে শুশ্রূষা বিধানে সাবধানতা, তস্য পুরো ঽনিবেশাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ। ১৫

লাল্যাভিমানিনাং কৃষ্ণে গৌরবযুক্তা প্রীতিঃ স্যাৎ, সা বিভাবাদিভিঃ পুষ্টা গৌরবপ্রীতরস ইত্যুচ্যতে। অত্র মহাগুরুর্মহাকীর্তির্মহাবুদ্ধির্মহাবলঃ রক্ষী লালক ইত্যাদিগুণযুক্তো হরিরালম্বনঃ। কনিষ্ঠত্বপুত্রত্বাদ্যভিমানী লাল্যাঃ আশ্রয়ালম্বনাঃ। শ্রীহরের্বাৎসল্য-স্মিতপ্রেক্ষাদয় উদ্দীপনাঃ। অনু-ভাবাস্তু তস্যাগ্রে নীচাসনে নিবেশনং গুরোর্বর্ত্মানু-সারিত্ব তদীয়ভারগ্রহণং স্বেচ্ছাচারত্যাগাদ্যাঃ অসাধারণা অনুভাবাঃ। প্রণামো মৌনবাহুল্যং সঙ্কোচঃ প্রশ্রয়াঢ্যতা নিজপ্রাণব্যয়েনাপি তদাজ্ঞা-পরিপালনমধোবদনতা স্থৈর্যং কাসহাসাদিবর্জনং তদীয়াতিরহঃ কেলিবার্তা নিবৃত্তি প্রভৃতয়ঃ দাসৈঃ সহ সাধারণানুভাবাঃ। সম্ভ্রমপ্রীতবৎ সর্বে সাত্ত্বিকা ব্যভিচারিণশ্চ ভবন্তি। দেহসম্বন্ধিতামানাদ গুরুধীরত্র গৌরবং' তন্ময়ী লালকে প্রীতিগৌরব-প্রীতিরুচ্যতে স্থায়ী। সৈব প্রেমস্নেহক্রমাদ্‌রাগং যাবদ্‌বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। গৌরবপ্রীত-প্রেয়োবৎসল-রসে যোগাযোগভেদঃ সম্ভ্রমপ্রীতবৎ জ্ঞাতব্যঃ। ১৬

অথ সখ্যং, স্থায়িভাব আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈ-শ্চিত্তে পুষ্টিংনীতঃ রসঃ প্রেয়ানুদীর্যতে। ইহ সুবেষঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতো বলব্যান্ বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিদ্

চিন্তাদি ক্রিয়া হয়। অযোগও উৎকণ্ঠিত এবং বিয়োগ ভেদে দ্বিবিধ। অদৃষ্ট পূর্ব শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেচ্ছাকে উৎকণ্ঠিত বলা হয়। লব্ধসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদকে বিয়োগ বলা যায়। সম্ভ্রমপ্রীতির বিয়োগে অঙ্গে তাপ কৃশতা জাগরণ আলম্বন-শূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা মরণাশঙ্কা—এই দশ অবস্থা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমকে যোগ বলা হয়। যোগও সিদ্ধি, পুষ্টি, স্থিতিভেদে ত্রিবিধ। যোগে নিজাবসরে সেবা বিধানে সাবধানতা এবং শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অবস্থিতি না করা প্রভৃতি ক্রিয়া হয়? ১৫

লাল্যাভিমানী সকলের শ্রীকৃষ্ণে গৌরবোত্তরা প্রীতি হয়। তাহা বিভাবাদির দ্বারা পুষ্ট হইলে গৌরব প্রীতরস হইয়া থাকে। এই রসে মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক, লালক ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রীহরি বিষয়ালম্বন হন। কনিষ্ঠত্ব পুত্রত্বাদ্যভিমানী লাল্য সকল আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন। শ্রীহরির বাৎসল্য স্মিত ঈক্ষণ প্রভৃতি উদ্দীপন হন। তদগ্রে নীচাসনে নিবেশন, গুরুর মার্গানুসারিত্ব তদীয়ভার গ্রহণ, স্বেচ্ছাচার ত্যাগ ইত্যাদি অনুভাব হইয়া থাকেন। প্রণাম মৌনবাহুল্য সঙ্কোচ নম্রতা নিজপ্রাণব্যয় দ্বারা তদাজ্ঞাপ্রতিপালন অধোবদনতা স্থৈর্য্য কাসহাসাদি বর্জন, তদীয়াতিরহঃকেলি বার্ত্তা নিবৃত্তি প্রভৃতি দাসগণের সহিত সাধারণ গুণ। সম্ভ্রমপ্রীতবৎ সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারী সকল হইয়া থাকেন। দেহ সম্বন্ধিতা সম্মানহেতু যে গুরুবুদ্ধি তাহাকে গৌরব বলা হয়। লালকে তন্ময় প্রীতিকে গৌরব প্রীতি বলা হয়। তাহাই এই রসে স্থায়ীভাব হন এবং প্রেম, স্নেহ ক্রমে রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হন। গৌরব প্রীতি প্রেয়ান এবং বৎসলরসে যোগাযোগ ভেদ সম্ভ্রমপ্রীতবৎ জ্ঞাতব্য। ॥২॥ ১৬

সখ্য স্থায়িভাব আত্মোচিত বিভাবাদি সহ চিত্ত-মধ্যে পুষ্ঠ হইলে 'প্রেয়ান্ রস' হয়। এই রসে

বাবদূকঃ সুপণ্ডিতো বিপুল-প্রতিভো দক্ষঃ করুণো বীরশেখরঃ বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ ক্ষন্তা রক্তলোকঃ সমৃদ্ধিমান্ সুখী বরীয়ানিত্যাদি গুণযুক্তো হরিরালম্বনো মতঃ। কৃষ্ণতুল্য রূপবেষ গুণযুক্তা বয়স্যাঃ আশ্রয়ালম্বনাঃ। শ্রীহরেঃ পৌগণ্ডাদি বয়ো রূপ শৃঙ্গবেণু-শঙ্খঃ, বিনোদ-নর্ম-বিক্রান্তিগুণাঃ প্রেষ্ঠজনাঃ রাজদেবাবতারাদি চেষ্টানুকরণাদয়ঃ উদ্দীপনা নিযুদ্ধ কন্দুকদ্যূত বাহ্যবাহাদি কেলিভিঃ, লগুড়ালগুড়িক্রীড়াসঙ্গরৈঃ, শ্রীকৃষ্ণতোষণম্ পল্যঙ্কাসন-দোলাসু সহ-স্বাপোপবেশনং চারুচিত্রপরিহাসো বিহারঃ সলিলাশয়ে যুগ্মত্বে লাস্যগানাদ্যাঃ অনুভাবাঃ। শ্রীকৃষ্ণাগ্রে তৌর্যত্রিকাদি বীজনান্তাঃ ক্রিয়া দাসৈর্বয়স্যানাং সাধারণাঃ। অন্যানুভাবাঃ সাত্ত্বিকাশ্চত্র যথোচিতম্, ঔগ্র্যং ত্রাসং তথালাস্যং বর্জয়িত্বাখিলা ব্যভিচারিণঃ। বিমুক্তসম্ভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মারতির্দ্বয়োঃ প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িভাবঃ। এষা সখ্যরতির্বৃদ্ধিং গচ্ছন্তী প্রণয়ঃ ক্রমাৎ প্রেমা স্নেহস্তথা রাগ ইতি। সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি তদভাবঃ প্রণয় উচ্যতে।১৭

অথ বাৎসল্যং স্থায়ী বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিমাগতা বৎসল ভক্তিরসো ভবতি। অত্র শ্যামাঙ্গো রুচিরঃ সর্বসল্লক্ষণ যুতো মৃদুঃ প্রিয়বাক্ সরলো হ্রীমান্ বিনয়ী মান্যমানকৃৎ দাতেত্যাদিগুণঃ কৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। তদীয় গুরুবর্গঃ আশ্রয়ালম্বনঃ। কৌমারাদি বয়ো-রূপবেশাঃ শৈশবচাপলং জল্পিতস্মিতলীলাদ্যাঃ উদ্দীপনাঃ। শিরোঘ্রাণং করেণাঙ্গ মার্জনং আশীর্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনং হিতোপদেশদানাদ্যাঃ অনুভাবাঃ। চুম্বনালিঙ্গনৌ নামগ্রহণ পূর্বকাহ্বানমুপালম্ভাদয়ঃ মিত্রৈঃ সহ সাধারণানুভাবাঃ। স্তন্যস্রবঃ স্তম্ভাদ্যষ্টসাত্ত্বিকভাবাঃ

সুবেশ, সর্বসল্লক্ষণান্বিত, বলবান, বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ, বাবদূক, সুপণ্ডিত, বিপুলপ্রতিভ, দক্ষ, করুণ, বীরশেখর বিদগ্ধ বুদ্ধিমান, ক্ষন্তা, রক্তলোক সমৃদ্ধিমান্ সুখী বরীয়ান ইত্যাদি গুণযুক্ত হরি বিষয়ালম্বন হন। কৃষ্ণতুল্য রূপবেষ গুণযুক্ত বয়স্যগণ আশ্রয়ালম্বন।

শ্রীহরির পৌগণ্ডাদি বয়ঃ, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নাম, বিক্রান্তি এই সকল গুণ এবং শ্রেষ্ঠজন, রাজা, দেবাবতারাদির চেষ্টানুকরণাদি উদ্দীপন।

নিযুদ্ধ, কন্দুক, দ্যূত বাহ্যবাহকাদিকেলী লগুড়ালগুড়ী ক্রীড়াযুদ্ধ এই সকল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তোষণ পল্যঙ্ক আসন দোলা, ইহাদের সহিত শয়ন এবং উপবেশন, চারু চিত্র পরিহাস, জলাশয়ে বিহার যুগ্মভাবে তৎসহ নৃত্য গীতাদি অনুভাব হন। শ্রীকৃষ্ণাগ্রে তৌর্য্যত্রিকাদি এবং বীজনান্ত কার্যে দাসগণের সহিত বয়স্যগণ সাধারণ হন। অন্য অনুভাব এবং সাত্ত্বিক বিকার যথাযুক্ত হন। উগ্র্য ত্রাস এবং আলস্য ব্যতিরেকে ব্যভিচারী সকল হইয়া থাকেন। প্রায় সমানদ্বয়ের বিশ্রম্ভরূপা এবং সম্ভ্রমবর্জিতা যে রতি তাহা সখ্যে স্থায়ীভাব হয়। এই রতি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে প্রণয়রূপা এবং রাগরূপা হইয়া থাকেন। সম্ভ্রমাদি যোগ্যস্থলেও তদভাবকে প্রণয় বলা হয়। ১৭

বাৎসল্য স্থায়ী বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইলে বৎসল ভক্তি রস হয়। এই রসে শ্যামাঙ্গরুচি, সর্বসুলক্ষণযুত মৃদু প্রিয়বাক সরল হ্রীমান্ বিনয়ী মান্যমানকৃৎ দাতা ইত্যাদি গুণযুক্ত কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন হন। তদীয় গুরুবর্গ আশ্রয়ালম্বন হন। কৌমারাদি বয়ঃ রূপ বেশ শৈশব চাপল্য জল্পিত স্মিত লীলাদি উদ্দীপন হন। শিরোঘ্রাণ হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জন আশীর্ব্বাদ নিদেশ লালন প্রতিপালন হিতোপদেশ দান প্রভৃতি অনুভাব হয়। চুম্বন, আলিঙ্গন, নাম গ্রহণ পূর্বক আহ্বান, উপালম্ভ প্রভৃতি মিত্রগুণ সহিত সাধারণ ক্রিয়া স্তন্যস্রব

নবাঃ। অপস্মারসহিতাঃ দাস্যরসোক্তা ব্যভিচারিণঃ। সম্ভ্রমাদিরহিতা অনুকম্পেঽনুকম্পিতুঃ যা রতিঃ সৈবাত্র বাৎসল্যং স্থায়ী। যশোদাদেস্তু বাৎসল্যরতিঃ প্রৌঢ়া নিসর্গতঃ প্রেমবৎ স্নেহবদ্ভাতি কদাচিৎ কিল রাগবৎ। অন্যে সম্ভ্রমপ্রীতবৎ জ্ঞাতব্যাঃ। ১৮

অথ মধুরা রতি আত্মোচিত বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা মধুরাখ্য-ভক্তিরসো ভবেৎ। অত্র অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্যলীলাবৈদগ্ধ্যাদি গুণযুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। তদীয়প্রেয়স্য আশ্রয়ালম্বনাঃ। মুরলীনিস্বনাদয়ঃ উদ্দীপনাঃ। দৃগন্তেক্ষা-স্মিতাদয়োঽনুভাবাঃ। সর্বে সাত্ত্বিকভাবাঃ, আলস্যৌগ্রে বিনা সর্বে ব্যভিচারিণোঽত্র বিজ্ঞেয়াঃ। পূর্বোক্তা মধুরারতিঃ স্থায়ীভাবঃ। স বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগ ভেদেন দ্বিবিধঃ পূর্বরাগ-মান-প্রবাসাদিময়বহুবিধো বিপ্রলম্ভঃ। পূর্বাসঙ্গতয়োর্ভাবঃ পূর্বরাগো ভবেদ্দ্বয়োঃ। মানঃ প্রসিদ্ধঃ, প্রবাসঃ সঙ্গবিচ্যুতিঃ। দ্বয়োর্মিলিতয়োর্ভোগঃ সম্ভোগঃ। তদেবং শ্রীভগবদ্ভক্তিরসঃ শান্ত-প্রীত-প্রেয়ান্-বৎসল-মধুর ভেদাৎ পঞ্চবিধঃ মুখ্যঃ। ১৯

পূর্বোক্তবিধয়া হাস-বিস্ময়-উৎসাহ-শোক-ক্রোধ-ভয়-জুগুপ্সারতয়ঃ আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতাঃ ক্রমাৎ হাস্যাদ্ভুত-বীর করুণ-রৌদ্র-ভয়ানক-বীভৎসরসাঃ সুব্যক্তা ভবন্তি। এতে সপ্তবিধরসা গৌণ রসত্বেন কীর্তিতা। যতঃ পঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসামতাঃ, এষু হাস্যাদয়ঃ প্রায়ো বিভ্রতি ব্যভিচারিতাম্। অত এতেঽনিয়তাধারাঃ কদাচিৎ ক্বাপ্যুদিত্বরা গৌণা ভক্তিরসাঃ সপ্ত ভবন্তি। ২০

অথ মুখ্য গৌণ রসানাং পরস্পরং মিত্রত্বং শাত্রবত্বঞ্চ ভবতি, যথোক্তরস-লক্ষণহীনে রসাভাসত্বং

এবং স্তম্ভ প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার। অপস্মার সহিত প্রীতোক্ত ব্যভিচারী সকল হইয়া থাকেন। অনুকম্প্য ব্যক্তিতে অনুকম্পিতার সম্ভ্রমাদি রহিতা যে রতি সেই রতিকে বাৎসল্য স্থায়িভাব বলা হয়। যশোদার বাৎসল্য রতি প্রৌঢ়া স্বভাবতঃ প্রেমবৎ স্নেহবৎ কদাচিৎ রাগবৎ ভাসমানা। অন্যসকল সম্ভ্রম প্রীতবৎ জ্ঞাতব্য। ১৮

মধুরারতি আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টা হইলে মধুরাখ্য ভক্তিরস হন। এই রসে তদুচিত গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ালম্বন হন। তদীয় প্রিয়াগণ আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন। মুরলী নিঃস্বন প্রভৃতি উদ্দীপন। দৃগন্তেক্ষা, স্মিত প্রভৃতি অনুভাব। সকল সাত্ত্বিকভাব এবং আলস্য উগ্র্য ব্যতিরেকে সকল ব্যভিচারী হইয়া থাকেন। পূর্বোক্তা মধুরারতি স্থায়ীভাব হন। এই রস বিপ্রলম্ভ, সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ হন। পূর্বরাগ, মান প্রবাসাদি ভেদে বিপ্রলম্ভ বহুবিধ হয়। পূর্ব্বাসঙ্গতদ্বয়ের যে ভাব তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলা হয়। মান প্রসিদ্ধ, সঙ্গ বিচ্যুতিকে প্রবাস বলা হয়। মিলিতদ্বয়ের ভোগকে সম্ভোগ বলা হয়। শ্রীভগবদ্ভক্তিরস উক্ত প্রকারে শান্ত, প্রীত, প্রেয়ান্ বৎসল এবং মধুর ভেদে পঞ্চবিধ হন। এই পঞ্চবিধ ভক্তিরসই মুখ্যভক্তিরস নামে খ্যাত। ১৯

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হাস, বিস্ময়, উৎসাহ শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সারতি আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টা হইলে ক্রমে হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র ভয়ানক এবং বীভৎসরস নামে সুব্যক্ত হইয়া থাকেন। এই সপ্তবিধ রস গৌণরস নামে খ্যাত। যেহেতু পঞ্চবিধ মুখ্য ভক্তিরসে এই সপ্তরস ব্যভিচারিতাকে লাভ করিয়া থাকেন। অতএব এই সপ্তবিধ গৌণরস অনিয়তাধার এবং কদাচিদ্ উদিত হন। ২০

উক্ত মুখ্য গৌণ রস মধ্যে কোন রস কোন রসের মিত্র হন। কোন রস কোন রসের শত্রু হইয়া

জায়তে, স চোপরসানুরসাপরস ভেদাত্রিবিধোঽপি ক্রমাদুত্তমমধ্যম-কনিষ্ঠোঽপি ভবতি। শ্রীভগবদ্ভক্তিরস-প্রকরণমতিবিস্তৃতমপি অত্র সংক্ষেপাল্লিখিতম্। কলিযুগপাবনস্বভজনবিভজন প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর পরমপূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রকটিত শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থতঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিরস-প্রকরণং জ্ঞাতব্যম্। নিবৃত্তানুপযোগিত্বাদ্দুরূহত্বাদ্ রহস্যত্বাচ্চ পরমমুখ্য মধুর রসোঽত্র গ্রন্থে অতিসংক্ষিপ্য বর্ণিতঃ। তত্তু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রকটিত শ্রীমদুজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থাদবগন্তব্যঃ। তেষাং পাদাম্বুজানুগ্রহং বিনাতিবিজ্ঞোঽপি শ্রীভগবদ্ভক্তিরসামৃতসাগরস্য কণামাত্রমপি আস্বাদিতুং নার্হতি। ২১

তদেবমখিলভেদপ্রাপ্তঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিরসঃ শ্রীভগবৎস্বরূপ-সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যরূপঃ। অতএব স্বয়ংভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীমূর্তিঃ। অনন্তকোটি শক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বত্র সর্বদা সর্বশক্তি প্রকটিত সর্ববস্তুনন্নুভূয় ভক্তবাৎসল্যগুণেন স্বশক্তিভূতপরমভাগবত জীবান্ তদনুভবং কারয়তি। ২২

অতএব স্বয়ং শ্রীভগবান্ সম্রাট স্থানীয়ঃ, তদীয় শক্তিরূপজীবাঃ প্রজাস্থানীয়াঃ, তদীয়ানন্তশক্তয়ঃ রাজপুরুষস্থানীয়াঃ, তদীয়সর্বশক্তি প্রকটিত সর্ববস্তুনঃ, সর্বকারকঃ সর্বক্রিয়াশ্চ সাম্রাজ্যস্থানীয়ঃ। শ্রীভগবৎসম্বন্ধিত্বাত্তদীয়ানন্তশক্তয়স্তৎ প্রকটিত বস্তুনো লীলাবলী চ তৎস্বরূপান্তর্ভূততৎস্বরূপঘন-বৈচিত্র্যরূপা ভবন্তি। অস্মাৎ পূর্বোক্তানি জ্ঞেয়-ধ্যেয়দৃশ্যবিশ্বানি শ্রীভগবতোঽন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-শ্রীমূর্তিস্বরূপানি। অনন্তকোটি বৈচিত্র্যপ্রাপ্তশ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামরূপং জ্ঞেয়বিশ্বং শ্রীভগবতোঽন্তরঙ্গশ্রীমূর্তিঃ, শ্রীবৈকুণ্ঠধাম্নঃ অধিপতি শ্রীমূর্তয়ঃ শ্রীভগবতোঽত্য-

---

থাকেন। রস সকল যথোক্ত রসলক্ষণহীন হইলে রসাভাস নামে কথিত হন। রসাভাস সকল উপরস অনুরস এবং অপরস ভেদে ত্রিবিধ হন ক্রমে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠও হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্ভক্তিরস প্রকরণ অতি বিস্তৃত হইলেও এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইলেন। কলিযুগপাবন স্বভজন বিভজন প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর পরমপূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রকটিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ হইতে শ্রীভগবদ্ভক্তিরস প্রকরণ জ্ঞাতব্য।

নিবৃত্তি পরায়ণগণের অনুপযোগীহেতু, দুরূহহেতু এবং অতি গোপনীয়হেতু পরমমুখ্য মধুররস উক্ত গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাহা উক্ত গোস্বামি প্রভু প্রকটিত শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য। উক্ত গোস্বামিপ্রভুর চরণাম্বুজের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে অতিবিজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীভগবদ্ভক্তিরসামৃত সাগরের কণামাত্রও আস্বাদন করিতে পারেন না। ২১

উক্ত প্রকার অখিল ভেদপ্রাপ্ত শ্রীভগবদ্ভক্তিরস শ্রীভগবৎ স্বরূপের ন্যায় সচ্চিদানন্দ ঘনবৈচিত্র্যরূপ অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিই অখিল-রসামৃত। অনন্তকোটি শক্তিমান্ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদেশে ও সর্বকালে সর্বশক্তি প্রকটিত সর্ববস্তুর অনুভবপূর্বক ভক্তবাৎসল্য গুণে স্বশক্তিরূপ পরম ভাগবত জীবসমূহকে তদনুভব করাইয়া থাকেন। ২২

অতএব স্বয়ং শ্রীভগবান্ সম্রাটস্থানীয় হন, তদীয় অনন্তশক্তি রাজপুরুষস্থানীয়। তদীয় শক্তিবর্গ প্রকটীত সর্ববস্তু, সর্বকারক, সর্বক্রিয়া সাম্রাজ্য স্থানীয়। শ্রীভগবৎসম্বন্ধীহেতু তদীয় অনন্তস্বরূপ-শক্তি এবং তৎ প্রকটীত বস্তু ও লীলাসমূহ তৎ-স্বরূপান্তর্ভূত এবং তৎস্বরূপঘন-বৈচিত্র্যরূপ হইয়া থাকেন। অতএব পূর্বোক্ত জ্ঞেয়, ধ্যেয় ও দৃশ্য বিশ্ব শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপ

স্যান্তরঙ্গ-শ্রীমূর্ত্তিয়ঃ, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপং ধ্যেয়-বিশ্বং তস্য বহিরঙ্গ শ্রীমূর্তিঃ, দৃশ্যানন্ত সৌরবিশ্বানি তস্যাতিবহিরঙ্গ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ। গুণাতীত নির্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপং শ্রীভগবতোঽনাবিষ্কৃত শক্তিকাব্যক্ত-শ্রীমূর্তিঃ। ২৩

স্বয়ং শ্রীভগবান্ তৎসর্বাশ্রয়তারূপস্বসত্ত্বানুভবেন পূর্ণকামঃ পরমানন্দ পূর্ণোঽপি পরমভাগবতজীবাশ্চ তদীয়তয়া স্বাশ্রয়াভিন্নানুভবেন পূর্ণকামাঃ পরমানন্দ পূর্ণা অপি তত্তদলঙ্কারভূতপরস্পরপ্রীতিরূপ-পরমানন্দাস্বাদনং তদুপযোগিভক্তবাৎসল্য-প্রভু-ভক্তি প্রাকট্যাভি-প্রায়েণ শ্রীভগবতোঽনন্তকোটী শক্তেরাবিষ্করণং ভবতি। ২৪

শ্রীভগবতঃ পরমভাগবত জীবানঞ্চ পরস্পরপ্রীতি-র্বিদ্যমানাপি ভক্তানাং প্রীতিরেব প্রধানা। যতো ভক্তানাং প্রভুভক্ত্যানুসারেণ শ্রীভগবতো ভক্তবাৎসল্যমাবির্ভবতি। শ্রীবৈকুণ্ঠধামরূপে জ্ঞেয়-বিশ্বে শ্রীভগবন্মূর্তয়ঃ শ্রীপরম-ভাগবতজীবানাং প্রীতের্বিষয়ালম্বনাঃ, পরমভাগবতাস্তৎপ্রীতেরা-শ্রয়ালম্বনাঃ, শ্রীভগবৎসম্বন্ধিবস্তুনস্তদ্ভক্তপ্রীতেরুদ্দীপনাঃ তদ্ভক্তপ্রীতিরেব স্থায়ীভাবঃ, ব্যভিচারিভাবাস্তৎ-স্থায়িভাবসমুদ্রস্য তরঙ্গস্থানীয়াঃ, সাত্ত্বিকোদ্ভা-স্বররূপাঽনুভাবাঃ উপস্থায়ি ব্যভিচারিভাবানাং কার্যাণি। কার্যকারণ-সহায়ানুভব-সমলঙ্কৃতা স্থায়িভাবরূপা প্রীতিরেব শ্রীভগবদ্ভক্তিরস ইতি কীর্ত্যতে। ২৫

শ্রীবৈকুণ্ঠধাম শ্রীভগবদ্ভক্তিরসস্যাশ্রয়ালম্বন-মাধারো বা। পরমতত্ত্বানুভবে শ্রীভগবানেব বিষয়ালম্বনাশ্রয়ালম্বনোদ্দীপন-স্থায়িভাব-ব্যভিচারি-ভাব-সাত্ত্বিকোদ্ভাস্বর-সর্বমিলিত-রসরূপ-রসভেদঃ রসাধারশ্চ ভবতি। তস্মাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

হইয়া থাকেন। অনন্তকোটি ভেদপ্রাপ্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামরূপ জ্ঞেয়-বিশ্ব শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি হন। অনন্ত বৈকুণ্ঠধামের অধিপতি শ্রীমূর্ত্তিসমূহ শ্রীভগবানের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি হন। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধ্যেয়-বিশ্ব শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি হন। দৃশ্য অনন্ত সৌর-বিশ্ব তাঁহার অতি বহিরঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি হন। গুণাতীত নির্বিশেষ স্বরূপ শ্রীভগবানের অনাবিষ্কৃত-শক্তিক অব্যক্ত শ্রীমূর্ত্তি। ১৩

স্বয়ং শ্রীভগবান্ উক্ত সর্বাশ্রয়তারূপ স্বসত্তা-নুভব দ্বারা পূর্ণকাম এবং পরমানন্দপূর্ণ হইলেও পরম-ভাগবত জীবসকলও তদীয়তা এবং স্বাশ্রয়া-ভিন্ন অনুভব দ্বারা পূর্ণকাম ও পরমানন্দপূর্ণ হইলেও তত্তৎ-অলঙ্কারভূত পরস্পর প্রীতিরূপ পরমানন্দাস্বাদন, তদুপযোগী ভক্তবাৎসল্য ও প্রভুভক্তি প্রাকট্যাভিপ্রায়ে শ্রীভগবানের অনন্ত-কোটী শক্তির আবিষ্করণ হইয়া থাকে। ১৪

শ্রীভগবানের এবং পরম ভাগবত জীব-সকলের পরস্পর প্রীতি বিদ্যমান থাকিলেও, পরমভাগবত জীবসকলের প্রীতিই প্রধানা। যেহেতু পরমভাগবতগণে প্রভুভক্তি অনুসারেই শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণের প্রাকট্য হইয়া থাকে। উক্ত বৈকুণ্ঠধামরূপ জ্ঞেয় বিশ্বে শ্রীভগবৎ-মূর্ত্তি সকল শ্রীপরমভাগবতগণের প্রীতির বিষয়া-লম্বন। পরম ভাগবতগণ সেই প্রীতির আশ্রয়া-লম্বন। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধী বস্তুসকল সেই ভক্ত-প্রীতির উদ্দীপন। ভক্তপ্রীতিই স্থায়ীভাব। ব্যভিচারী ভাবসকল স্থায়ীভাবরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ। সাত্ত্বিক ও উদ্ভাস্বর অনুভাব সকল উপস্থায়ী-ব্যভি-চারী ভাব সকলের কার্য্যরূপ। কার্য-কারণ-সহায়-অনুভব সমলঙ্কৃতা স্থায়িভাবরূপা প্রীতিই শ্রীভগ-বদ্ভক্তিরস নামে খ্যাত হন। ২৫

শ্রীবৈকুণ্ঠধাম সেই শ্রীভগবদ্ভক্তিরসের আশ্রয় বা আধার। পরম-তত্ত্বানুভবে শ্রীভগবানই

এবাখিলরসামৃতমূর্তি র্ভবতি, শ্রীভগবৎস্বরূপসচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যাত্মিকা রসরূপসংপ্রাপ্তা শ্রীভগবৎপ্রীতিরেব পরমমুখ্যা রসরূপা পরমেশ্বরীস্থানীয়া চ ভবতি। পূর্বোক্তানি ত্রিবিধবিবেক-ত্রিবিধযোগ-বৈরাগ্যানি পরমেশ্বর্যা ভৃত্যস্থানীয়ানি। যত এষা শ্রীভগবৎপ্রীতিঃ পরমস্বতন্ত্রা কেবলং স্বানুভবেন প্রাকট্যংলভতে, স্বপ্রাকট্যবিষয়ে বিবেকযোগবৈরাগ্যান্ নাপেক্ষতি। ২৬

ত্রিবিধবিবেক স্ত্রিবিধযোগো বৈরাগ্যঞ্চাস্যা প্রীতেঃ স্বয়মনুগচ্ছতি। অস্যাঃ প্রীতেঃ সাহায্যং বিনা বিবেক যোগ বৈরাগ্যানি স্বস্বফলপ্রদানং দূরেঽস্ত অভ্যুদয় প্রদাতুমপি নার্হতি। কিঞ্চিদভ্যুদয়লাভেঽপি আসুরভাবদূষিতা পরপীড়নে প্রবৃত্তাঃ অবিবেকাযোগাবৈরাগ্যে পরিণমন্তি তদনুগম্যমানাঃ। মহাসুরদৈত্য-দানবপুঙ্গবানাং ব্যবহারদর্শনেনৈব সর্বে সংশয়া দূরীভবিষ্যন্তি। তথাপি অপূর্বপণ্ডিতানামুদ্রবনিবারণায় পুনরপি কিঞ্চিল্লিখ্যতে। ২৭

যে বহির্মুখা জীবা শ্রীভগবদ্ভক্ত্যাস্বাদনবঞ্চিতা বিষয়াকৃষ্টচিত্তাস্তান্ কৃপাবিতরণায় শ্রীভগবান্ পরমাত্মরূপেণানন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধ্যেয়বিশ্বস্য, ততোঽপি দুর্বলচিত্তানাং মঙ্গলায় দৃশ্য সৌরবিশ্বস্য যথাদেশং যথাকালং যথাবস্তুলক্ষণং সৃষ্টিপালন-সংহারান্ বিদধাতি। তত্তদ্বিশ্বগতস্থাবরজঙ্গমাত্ম কনানাশরীরপরিভ্রমণজনিতক্লেশাক্লিষ্টজীবানাং তদ্দুঃখ প্রশমনায় শ্রীভগবান্ বেদাদিশাস্ত্ররূপেণ সদুপদেশং প্রযচ্ছতি। ২৮

প্রথমতঃ দেহপ্রাণেন্দ্রিয়াস্তঃকরণরূপপ্রকৃতিতো জীবাত্মানং ভিন্নতয়া দর্শনং বিনা পূর্বোক্ত সংসার-দুঃখস্য নিবৃত্তির্ন স্যাৎ। অতএবাগ্রে প্রকৃতিপুরুষ-

---

বিষয়ালম্বন, আশ্রয়ালম্বন, উদ্দীপন, স্থায়ীভাব, ব্যভিচারীভাব, সাত্ত্বিক, উদ্ভাস্বর অনুভাব—সবমিলিত রসরূপ, রসভেদরূপ এবং রসাধার রূপ হন। অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃত মূর্তি। এইহেতু শ্রীভগবৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যাত্মিকা রসরূপ-সংপ্রাপ্তা শ্রীভগবৎপ্রীতিই পরম-মুখ্যা রসরূপা ঈশ্বরীস্থানীয়া। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিবেক, ত্রিবিধ যোগ ও বৈরাগ্য এই মহাদেবীর ভৃত্যস্থানীয়। যেহেতু এই শ্রীভগবৎপ্রীতি পরমস্বতন্ত্রা। কেবলমাত্র স্বানুভাব দ্বারা প্রাকট্য লাভ করিয়া থাকেন। স্বপ্রাকট্য বিষয়ে বিবেকের বা যোগের অপেক্ষা করেন না। বৈরাগ্যেরও অপেক্ষা করেন না। ত্রিবিধ বিবেক, ত্রিবিধযোগ এবং বৈরাগ্য এই শ্রীভগবৎপ্রীতির স্বয়ং অনুগমন করিয়া থাকেন। ২৬

শ্রীভগবৎপ্রীতির সাহায্য ব্যতিরেকে ত্রিবিধ বিবেক, ত্রিবিধ যোগ ও বৈরাগ্য নিজ নিজ ফলপ্রদান করিবেন কি, তাহা দূরে থাকুক, অভ্যুদয় লাভও করিতে পারেন না। কিঞ্চিৎ অভ্যুদয় লাভ করিলেও আসুরভাবে দূষিত এবং পরপীড়নে প্রবৃত্ত হইয়া অবিবেক, অযোগ এবং অবৈরাগ্যে পরিণত হন। মহাসুর দৈত্য-দানবপুঙ্গবগণের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকল সংশয় দূরীভূত হইবে। তথাপি অপূর্বপণ্ডিতগণের উপদ্রব নিবারণ উদ্দেশ্যে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। ২৭

যে সকল বহির্মুখ জীব শ্রীভগবদ্ভক্তির আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া বিষয়াকৃষ্ট চিত্ত হন, সেই সকল জীবপ্রতি কৃপা বিতরণপূর্বক শ্রীভগবান্ পরমাত্মরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধ্যেয় বিশ্বের এবং আরও দুর্বলচিত্ত জীবগণের মঙ্গলের জন্য দৃশ্য সৌর বিশ্বের যথাস্থানে যথাকালে যথাবস্তুর লক্ষণে সৃষ্টি পালন সংহার করিয়া থাকেন। তত্তৎ বিশ্বগত স্থাবর-জঙ্গম নানাশরীরে পরিভ্রমণ ক্লেশে দুঃখিত জীবগণের তৎ তৎ দুঃখ নিবারণোদ্দেশে

বিবেকরূপ সাংখ্যযোগজ্ঞানস্যৈব প্রয়োজনম্। অনেন সাংখ্যেন মহাপুরুষরূপ পরমাত্মনোঽনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডাৎ তৎকারণ-প্রকৃতিতোঽপি ভিন্নত্বস্য। তৎদ্রষ্টৃত্বস্য চানুভাবো ভবতি। তদংশজীবরূপ-পুরুষস্য দেহপ্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃ করণাৎ ভিন্নত্বস্য তদ্-দ্রষ্টৃত্বস্য চানুভবো ভবতি। ২৯

তদনন্তরং জীবো জ্ঞানেন পরমেশ্বরপ-পরমানাত্মনো মায়াশক্ত্যা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্য সৃষ্টিপালনসংহার-রূপলীলানুভবং করোতি, তৎকৃপয়া চ স্বদেহাদেঃ প্রেরকত্বানুভবেন দেহাভিমানং ত্যজতি।

ততো বিজ্ঞানেন পরব্রহ্মরূপপরমাত্মনঃ স্বরূপ-মাত্রস্যানুভবেন তৎ-স্বরূপস্য সর্বমূলত্বং সর্বময়ত্বঞ্চানু-ভবতি। অতএব সাংখ্যজ্ঞান-বিজ্ঞান রূপ ত্রিবিধ বিবেকেন বিষয়াকৃষ্ট বহির্মুখ জীবস্য ক্রমশো বিষয়ানাং হেয়ত্বং দৃশ্যত্বঞ্চ জ্ঞানম্, স্বাশ্রয় শক্তি প্রৈশ্বর্যত্বজ্ঞানং তৎস্বরূপমাত্রত্ব জ্ঞানঞ্চ ভবতি। ৩০

অনেন ত্রিবিধবিবেকেনাপি বিষয়াকৃষ্টানাং শ্রীভগবদ্বহির্মুখানাং জীবানাং চিত্তচাঞ্চল্য-নিবারণং ন ভবতি। অতএবোত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠ-ত্রিবিধ যোগস্য প্রয়োজনং ভবতি। তৃতীয় মহাপুরুষ-স্যাধিষ্ঠানতয়া ব্যষ্টিশরীরে তদন্তর্গত চক্রে বিশেষে চ চিত্তবৃত্তের্নিরোধঃ প্রথমযোগঃ। দ্বিতীয় মহাপুরুষস্য শ্রীবিগ্রহতয়া প্রতিব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশভুবনাত্মক-বিরাট্ শরীরে বা চিত্তবৃত্তের্নিরোধো দ্বিতীয়যোগঃ। প্রথম-মহাপুরুষস্য শ্রীবিগ্রহজ্ঞানেন নন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তদাশ্রয়ে চ চিত্তবৃত্তের্নিরোধ স্তৃতীয়যোগঃ। পরব্রহ্মণঃ শ্রীভগবতে গুণাতীতস্বরূপে চিত্তবৃত্তে-র্নিরোধশ্চতুর্থযোগরূপোঽপি ভবতি। ৩১

পরন্তু বিষয়াকৃষ্ট-ভগবদ্বহির্মুখজীবানাং বিষয়স্নেহ-ত্যাগমন্তরেণ চিত্তস্থিরীকরণমপি ন স্যাৎ, তদ্ভাবাৎ

শ্রীভগবান বেদাদি শাস্ত্ররূপে সদুপদেশ প্রদান করেন। ২৮

প্রথমতঃ দেহ-প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণরূপ প্রকৃতি হইতে জীব আপনাকে ভিন্নরূপে না দেখিলে পূর্বোক্ত সংসার দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব অগ্রে প্রকৃতিপুরুষ বিবেকরূপ সাংখ্যযোগ জ্ঞানেরই প্রয়োজন হয়। এই 'সাংখ্য' দ্বারা মহাপুরুষরূপ পরমাত্মার অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং তৎ কারণ প্রকৃতি হইতে ভিন্নত্ব এবং তৎ-দ্রষ্টৃত্বের অনুভব হয়। তদংশ জীবরূপ পুরুষের দেহ-প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃ করণ হইতে ভিন্নত্ব এবং তৎ-দ্রষ্টৃত্বানুভবও হইয়া থাকে। ২৯

তদনন্তর জীব 'জ্ঞান' দ্বারা পরমেশ্বররূপ পরমাত্মার মায়াশক্তি দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পালন-সংহার রূপলীলার অনুভব করেন এবং তৎকৃপা দ্বারা নিজের দেহাদির প্রেরকত্ব অনুভব পূর্বক অভিমান ত্যাগ করে। তদনন্তর 'বিজ্ঞান' দ্বারা পরব্রহ্মরূপ পরমাত্মার স্বরূপ মাত্রের অনুভব হয় এবং তৎস্বরূপের সর্বমূলত্ব, সর্বময়ত্বের অনুভব হইয়া থাকে। অতএব সাংখ্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপ ত্রিবিধ বিবেক দ্বারা বিষয়াকৃষ্ট বহির্মুখ জীবের ক্রমে বিষয় সমূহের হেয়ত্ব ও দৃশ্যত্ব জ্ঞান, স্বাশ্রয়-শক্তিপ্রৈশ্বর্য্যত্ব জ্ঞান এবং তৎস্বরূপমাত্রত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। ৩০

উক্ত-ত্রিবিধ বিবেক দ্বারাও বিষয়াকৃষ্ট শ্রীভগবৎবহির্মুখ জীবগণের চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ হয় না। অতএব উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বিবিধ যোগের প্রয়োজন হয়। তৃতীয় মহাপুরুষের অধিষ্ঠানরূপে ব্যষ্টিশরীরে এবং তদন্তর্গত চক্র-বিশেষে চিত্তবৃত্তির নিরোধকে 'প্রথম-যোগ' বলা হয়। দ্বিতীয় মহাপুরুষের শ্রীবিগ্রহরূপে একটি মাত্র ব্রহ্মাণ্ডে বা চতুর্দশ ভুবনাত্মক বিরাট্ শরীরে চিত্তবৃত্তি নিরোধকে 'দ্বিতীয়-যোগ' বলা হয়। প্রথম মহাপুরুষের শ্রীবিগ্রহজ্ঞানে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে এবং তদাশ্রয়ে

ত্রিবিধযোগোঽপি ভবিতুং মার্হত্যেব। অতোঽস্থিরচিত্তস্য চতুর্থযোগলাভস্তু সুদূরপরাহতঃ। অতএব বিষয়স্নেহ-ত্যাগরূপ বৈরাগ্যস্য প্রয়োজনম্। তদপি বহির্মুখজীবানামত্যন্তমসম্ভব এব। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ স্ববহির্মুখজীবান্ প্রতি কৃপান্বিতো ভবতি, কৃপাবিতরণায় নানারূপেণ জীবনেত্রগোচরো ভবতি, ভক্তবাৎসল্য গুণেন স্বভক্তানাং মনোরথপূরণঞ্চ করোতি। অস্মিন্ শ্রীভগবৎ প্রকটিতরূপে শ্রীবিগ্রহে চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ পঞ্চমযোগঃ। অস্মাৎ পঞ্চমযোগবলাদেব বিষয়স্নেহত্যাগরূপো বৈরাগ্যলাভঃ, চতুর্থযোগরূপোঽসংপ্রজ্ঞাতসমাধিলাভশ্চ সুখেন ভবতি। অস্যানাদরাদ্বৈরাগ্যোঽপি নোদতি, অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিলাভোঽপি ন ভবতি। কেবলং বৈরাগ্যমেবাসংপ্রজ্ঞাতসমাধেঃ স্বরূপম্। বৈরাগ্যং বিনা তৎসমাধেঃ স্থায়িত্বং কথং স্যাৎ? তৎ কদাপি ন ভবতি। শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্যানাদরে কৃতে বৈরাগ্যস্য স্থায়িত্বমপি কদাপি ন সম্ভবতি ৷৩২

যে কেচিজ্জনাঃ শ্রীভগবন্নারায়ণরূপমনাদৃত্য পূর্বোক্ত বিবেকযোগদীনানুশীলয়ন্তি, অথবা স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর বুদ্ধিমারোপ্য শ্রীব্রহ্মশিবাদিদেবান্ উপাসন্তে তেষাং ভাব আসুরো ভবতি, পরপীড়ায়াঞ্চৈব পর্যবসতি, শান্তিলাভশ্চাতিদূরে বর্ততে। দৈত্যদানব-পুঙ্গবানাং ব্যবহারশ্চাত্র প্রমাণম্। অপরে যে জনা ভয়েন দ্বেষেণ বা শ্রীভগবৎ-শ্রীকৃষ্ণমূর্তৌ সমাধিং স্থাপয়ন্তি তে তৎসমাধিপ্রভাবাৎ পরমশান্তিলাভরূপং ব্রহ্মসাযুজ্যং লভন্তে। কংসশিশুপালাদীনাং ব্যবহারোঽত্র প্রমাণম্।

চিত্তবৃত্তি নিরোধকে 'তৃতীয়-যোগ বলা হয়। পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের গুণাতীত স্বরূপে চিত্তবৃত্তি নিরোধ 'চতুর্থ-যোগ' রূপ হইয়া থাকেন ৷৩১

কিন্তু বিষয়াকৃষ্ট ভগবদ্ বহির্মুখ জীবগণের বিষয়স্নেহ ত্যাগ ব্যতিরেকে চিত্তস্থিরীকরণও হয় না, তদভাবে উক্ত ত্রিবিধ যোগও হইতে পারে না। অস্থির চিত্তব্যক্তির চতুর্থ যোগ লাভ অতি দূরবর্তী। অতএব বিষয়স্নেহ ত্যাগরূপ বৈরাগ্যের প্রয়োজন হয়। সেই বিষয়স্নেহ ত্যাগরূপ বৈরাগ্য শ্রীভগবৎ বহির্মুখ জীবগণের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। অতএব স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ববহির্মুখ জীবগণ প্রতি কৃপান্বিত হন এবং কৃপাবিতরণ পূর্বক নানারূপে জীবনেত্র গোচর হইয়া থাকেন। ভক্তবাৎসল্য গুণে স্বভক্তগণের মনোরথ পূরণও করিয়া থাকেন। এই শ্রীভগবৎ প্রকটিত রূপে (শ্রীবিগ্রহে) চিত্তবৃত্তি নিরোধ 'পঞ্চম-যোগ' নামে খ্যাত। এই যোগ বলেই বিষয়স্নেহ ত্যাগরূপ বৈরাগ্যলাভ এবং উক্ত চতুর্থ যোগরূপ অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিলাভ সুখে হইয়া থাকে। এই পঞ্চম যোগের অনাদরে বিষয়স্নেহত্যাগ রূপ বৈরাগ্যও উদিত হন না। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিলাভও হয় না। একমাত্র বৈরাগ্যই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ। বৈরাগ্য ব্যতিরেকে উক্ত সমাধির স্থায়িত্ব কি প্রকারে হইতে পারে? তাহা কদাচ হইতে পারে না। শ্রীভগবৎপ্রকটিত রূপের অনাদরে বৈরাগ্যের স্থায়িত্বও হইতে পারেনা ৷৩২

যে সকল ব্যক্তি শ্রীভগবন্নারায়ণ রূপে অনাদর পূর্বোক্ত বিবেকত্রয়ের এবং যোগত্রয়ের অনুশীলন করিয়া থাকেন কিংবা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধির আরোপণ পূর্বক শ্রীব্রহ্মশিবাদিদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাব আসুর হইয়া থাকে। তাঁহাদের শান্তিলাভ অতি দূরবর্তী। দৈত্যদানব-পুঙ্গবগণে ব্যবহারএ বিষয়ে প্রমাণ। পক্ষান্তরে যেসকল ব্যক্তি ভয়দ্বারা অথবা দ্বেষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে সমাধি স্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই সমাধি প্রভাবে পরম

শ্রীকৃষ্ণমূর্তৌ প্রীত্যাভাসং বিনা শ্রীভগবন্মূর্তৌ চিত্তবৃত্তিনিরোধো ভবিতুং নার্হতি। অতএব পূর্বমুক্তং শ্রীভগবন্মূর্তৌ প্রীতেঃ সাহায্যং বিনা বিবেকযোগবৈরাগ্যানি ফলপ্রদানি ন ভবন্তি ।৩৩

অতঃপরং শ্রীভগবৎপ্রীতৌ বিবেকাদীনামন্তর্ভাবঃ স্পষ্টয়তি। বিবেক-পরায়ণাঃ সর্বাতীতসত্ত্বজ্ঞানাত্মকমপরিচ্ছিন্ন-পরমানন্দ পূর্ণ বস্তু বিশেষমন্বিচ্ছন্তি। তৎ পরমাত্মবস্তু এব জীবান্ প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশায় শ্রীবিগ্রহাকারেণ আবির্ভবতি। বিবেকপরায়ণাস্তৎ পরমার্থবস্তুনঃ সর্বসাক্ষীত্বং সর্বপ্রেরকত্বং সর্বমূলত্বং সর্বময়ত্বঞ্চানুভবতি। এষ আবিষ্কৃতবিগ্রহঃ শ্রীভগবানেব তৎসর্বসাক্ষী, সর্বপ্রেরক সর্বমূলং সর্বময়শ্চ। যতোঽস্য শ্রীভগবতঃ শক্তয় ানুভূয়তে। বিবেকপরায়ণা তৎ পরমার্থবস্তু পরমানন্দপূর্ণত্বাৎস্থির-প্রশান্ত-সম-অবিকৃত রূপেণানুভবন্তি, তৎশক্তিত্বাত্তদভিন্নজ্ঞানেনাত্মানমপি তথাভূততয়া অনুভবন্তি। বৈরাগ্য-যোগপ্রভাবেঽপি তথাভূতং ভবন্তি। ইদমেব তেষাং জীবন্মুক্তাবস্থা। স্বরূপানন্দ পূর্ণত্বাদনাসক্তত্বাৎ কেবলানুগ্রহপ্রবৃত্তত্বাচ্চাবিষ্কৃতাবিগ্রহঃ শ্রীভগবানেব স্থিরঃ প্রশান্তঃ সমোঽবিকৃতশ্চ ভবতি। অতএব তন্নিষ্ঠা অপি তথাভূতা ভবন্তি। কেবলেন প্রভুভক্তিগুণেনৈবাবিষ্কৃতবিগ্রহঃ শ্রীভগবান্ প্রীতিং প্রকটয়তি ।৩৪

ধ্যানপরায়ণা অস্যাবিষ্কৃতবিহগ্রস্য শ্রীভগবতো মায়াশক্তিকার্যমেব তদ্বিগ্রহরূপেণ ধ্যেয়রূপেণ

শান্তিলাভরূপ ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিয়া থাকেন। কংস, শিশুপাল প্রভৃতির ব্যবহার এ বিষয়ে প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে প্রীতির গন্ধ ব্যতিরেকে শ্রীভগবন্মূর্তিতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতেই পারে না। অতএব পূর্বে বলা হইয়াছে—শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্ত্তি-প্রীতির সাহায্য ব্যতিরেকে ত্রিবিধ বিবেক ত্রিবিধ যোগ এবং বৈরাগ্য ফলপ্রদ হন না ।৩৩

অতঃপর শ্রীভগবৎ-প্রীতিতে বিবেকের, যোগের ও বৈরাগ্যের অন্তর্ভাব ব্যক্ত করা যাইতেছে। বিবেক পরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্বাতীত অস্তি (সত্তা) জ্ঞানাত্মক অপরিচ্ছিন্ন পরমানন্দ পূর্ণ বস্তুবিশেষের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মবস্তুই জীবগণ প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক শ্রীবিগ্রহাকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বিবেক পরায়ণ ব্যক্তিগণ সেই পরমার্থ বস্তুর সর্বসাক্ষীত্ব, সর্বপ্রেরকত্ব, সর্বমূলত্ব এবং সর্বময়ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। এই আবিষ্কৃত বিগ্রহ শ্রীভগবানই সেই সর্বসাক্ষী, সর্বপ্রেরক, সর্বমূল এবং সর্বময় হন। যেহেতু এই শ্রীভগবানের শক্তিসমূহই সর্বাকারে অনুভূত হইয়া থাকেন। বিবেক পরায়ণ ব্যক্তিগণ সেই পরমার্থ বস্তুকে পরমানন্দ পূর্ণহেতু স্থির প্রশান্ত সম এবং অবিকৃতরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। তৎশক্তিহেতু তদ্ অভিন্ন জ্ঞানে আপনাকেও তথাভূতরূপে অনুভব করেন। বৈরাগ্যের এবং যোগের প্রভাবে তথাভূত স্থির, প্রশান্ত, সম এবং অবিকৃত হইয়া থাকেন। ইহাকেই তাঁহাদের জীবন্মুক্তাবস্থা বলা হয়। স্বরূপানন্দ পূর্ণ হেতু অনাসক্তহেতু, কেবল অনুগ্রহপ্রবৃত্ত হেতু আবিষ্কৃত বিগ্রহ শ্রীভগবানই স্থির, প্রশান্ত, সম এবং অবিকৃত। অতএব তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণও তথাভূত হইয়া থাকেন। কেবল প্রভুভক্তিগুণেই আবিষ্কৃত বিগ্রহ শ্রীভগবান প্রীতি প্রাকট্য করিয়া থাকেন ।৩৪

ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তিগণ এই আবিষ্কৃত বিগ্রহ শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কার্যকেই তদ্বিগ্রহরূপে এবং ধ্যেয়রূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব

চানুভবন্তি। অতএব বিবেকীনাং ধ্যানীনাঞ্চায়মেব আবিষ্কৃত বিগ্রহঃ শ্রীভগবান্ পরমাশ্রয়ো ভবতি। বেদাদিশাস্ত্রানুসারাৎ যস্য বস্তুনোঽন্বেষণং ভবতি, তদেব কৃপয়া ভক্তবাৎসল্যগুণেন চ জীবানাং নেত্রাদি গোচরীভবতি স্ম ইতি প্রভেদঃ। সাংখ্যযোগেন দেহপ্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদ্ভিন্নত্বং তৎসাক্ষিত্বঞ্চ জীবেঽনুভূয়তে। তেন দেহে তৎসম্বন্ধিবস্তুনি চ অহং ভাবস্য মমতায়াশ্চ নিবৃত্তির্ভবতি। তস্মাদ্বিষয়বাসনায়া নিবৃত্তিঃ স্বানন্দলাভশ্চ স্যাৎ।৩৫

শ্রীভগবতি প্রীতিলাভাদ্ দেহবিস্মরণেনাহংতামমতায়াশ্চ বিস্মরণং ভবতি, অস্মাৎ তৎসম্বন্ধিবিষয়বাসনাপি ন তিষ্ঠতি। স্বত এব পরমানন্দলাভশ্চ স্যাৎ। প্রাকৃতদেহাদি বিস্মরণাৎ শ্রীভগবৎ প্রীতিমান্ পরমভাগবতজীবঃ শ্রীভগবৎ স্বরূপঘনবৈচিত্র্যাত্মকেনাঽপ্রাকৃতদেহাদিনৈব তৎপ্রীতিং প্রকটয়তি। শ্রীভগবতো ভক্তবাৎসল্য গুণবৎ তদ্ভক্তজীবস্য শ্রীভগবৎপ্রীতিঃ স্বত এবাবির্ভবতি। তদাবির্ভাবমাত্রেণ তদুপযোগিস্বতঃসিদ্ধাপ্রাকৃতদেহাদেঃ স্বত এবাবির্ভাবঃ স্যাৎ

জ্ঞানযোগেন পরমাত্মরূপি শ্রীভগবতঃ মায়াশক্তিপ্রেরিতায়াঃ সৃষ্ট্যাদিলীলায়া অনুভবো ভবতি, তদাবেশাদ্বিষয়বাসনায়া নিবৃত্তিঃ স্বানন্দলাভশ্চ ভবতি। ৩৬

শ্রীভগবৎপ্রীত্যা সাক্ষাৎ শ্রীভগবভশ্চিচ্ছক্তি সমাবিষ্কৃত সুমধুরলীলায়া অনুভবো ভবতি। তৎ প্রভাবাদ্বিষয়বাসনা দূরং পলায়তি। স্বতএব পরমানন্দাবির্ভাবো ভবতি।

বিজ্ঞান যোগেন তদিতরস্বাতন্ত্র্যজ্ঞাননিরসনায় সর্বত্র পরব্রহ্মৈকাত্মদর্শনং ভবতি। তৎ প্রভাবেন

বিবেক পরায়ণ এবং ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তিগণের এই আবিষ্কৃত বিগ্রহ শ্রীভগবানই পরমাশ্রয়। বেদাদি শাস্ত্রানুসারে যে বস্তুর অন্বেষণ করা হয় সেই বস্তুই কৃপাগুণে এবং ভক্তবাৎসল্য গুণে জীবগণের নেত্রাদি গোচরহন— এইমাত্র প্রভেদ হয়।

সাংখ্য- যোগদ্বারা দেহ-প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ হইতে ভিন্নত্ব এবং তৎসাক্ষিত্ব জীবে অনুভূত হয়। তদ্দ্বারা দেহ এবং তৎসম্বন্ধী বস্তুতে অহংভাব এবং মমতার নিবৃত্তি হয়। তাহা হইতে বিষয়বাসনার নিবৃত্তি এবং স্বানন্দ লাভ হইয়া থাকে। ৩৫

শ্রীভগবানে প্রীতিলাভ হইলে দেহের এবং দেহসম্বন্ধী বস্তুরও বিস্মরণ হয়, অতএব তাহাতে অহংতা-মমতারও বিস্মরণ হয়। এই হেতু তৎসম্বন্ধী বিষয়বাসনাও থাকে না। স্বতঃই পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। প্রাকৃত দেহাদির স্মিরণহেতু শ্রীভগৎপ্রীতিমান্ পরমভাগবত জীব শ্রীভগবৎ স্বরূপঘনবৈচিত্র্যাত্মক অপ্রাকৃত দেহাদি দ্বারাই তৎপ্রীতির প্রাকট্য করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণবৎ, তদ্ভক্ত জীবের শ্রীভগবৎ-প্রীতি স্বতঃই হইয়া থাকে। সেই প্রীতির আবির্ভাব মাত্রে তদুপযোগী স্বতঃ সিদ্ধ অপ্রাকৃত দেহাদির স্বতঃই আবির্ভাব হয়।

ধ্যানযোগ দ্বারা পরমাত্মরূপ শ্রীভগবানের মায়াশক্তিপ্রেরিত সৃষ্টি-পালন-সংহার লীলার অনুভব হয়। তদাবেশে বিষয়বাসনার নিবৃত্তি এবং স্বানন্দলাভ হইয়া থাকে।৩৬

শ্রীভগবৎ প্রীতি দ্বারা সাক্ষাৎ শ্রীভগবনের চিৎশক্তি সমাবিষ্কৃত সুমধুর লীলার অনুভব হয়। তৎ প্রভাবে বিষয়বাসনা দূরে পলায়ণ করে, স্বতঃই পরমানন্দের উদয় হইয়া থাকে।

বিজ্ঞান যোগ দ্বারা তদিতর স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান নিরসনোদ্দেশে সর্বত্র পরব্রহ্মৈকাত্ম দর্শন হয়— সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ প্রভাবে বিষয়বাসনা চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ৰিষয়ৰাসনা চিত্তমধ্যে প্রবেষ্টুং নার্হতি।

শ্রীভগবৎ প্রীতিমাম্ ভক্তজীবঃ সর্বত্র সচ্চিদানন্দ-ঘনবৈচিত্র্য শ্রীভগবদ্ৰিগ্রহস্যৈব সন্দর্শনং করোতি, অন্যৎ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। শ্রীভগবন্মূর্তিমেব পশ্যতি ঈদৃশপরমভাগবতস্য চিত্তমধ্যে তদিতর-স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞানং কথং প্রবেষ্টুমর্হতি। বিষয়বাসনা চ কথং প্রবিশেৎ। কোঽপি সমীপমাগন্তুং নার্হতি।৩৭

ত্রিবিধযোগিনঃ বিষয়বাসনা নিবৃত্তয়ে পরমাত্ম-রূপিশ্রীভগবতঃ মায়াশক্তিময়বিগ্রহেষু বহুযত্নাৎ চিত্তং সমাদধাতি। শ্রীভগবৎপ্রীতিমান্ পরমভাগবত-শ্চিশক্ত্যাবিষ্কৃত সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যেসাক্ষাৎ ভগবৎ শ্রীবিগ্রহে নিমগ্নচিত্তং সমাকর্ষ্টুমসমর্থো ভবতি।

পরমসুচতুরযোগীন্দ্রা বিষয়াৎ চিত্তং সমাকৃষ্য ভগবৎশ্রীমূর্তৌ সমাধাতুমিচ্ছন্তোঽপি তস্মিন্নসমর্থা ভবন্তি। শ্রীভগবৎপ্রীতিপরায়ণা গোপরমণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহাবেশেন শ্রীকৃষ্ণাৎ চিত্তং সমাকৃষ্য বিষয়ে সংযোজয়িতুমিচ্ছন্তোঽপি তৎকর্তুং নার্হন্তি। যোগস্য প্রীতেশ্চৈবং তারতম্যম্।৩৮

কেবলং বিষয়স্নেহত্যাগরূপং বৈরাগ্যমেৰ শ্রীভগবৎস্বরূপ-সাক্ষাৎকারে প্রমাণং ভবতি। বিষয়স্নেহস্য সদ্ভাবাদেব বিষয়বাসনাঃ সমুৎপদ্যন্তে। তা এব শ্রীভগবৎস্বরূপভূতপরমানন্দস্যাচ্ছাদিকাঃ, চিত্তচাঞ্চল্য সমুৎপাদিকাশ্চ। চিত্তস্থিরতাঽভাবা-দেব যোগেঽসামর্থ্যং ভবতি। যোগাভাবাদেৰ বিবেকস্য স্থায়িত্বং ন স্যাৎ।

পরন্তু বিবেকেনৈৰ বিষয়স্য হেয়তাজ্ঞানং তজ্জ্ঞানেনৈব ৰিষয়স্নেহনিবৃত্তির্ভবতি। বিবেকে-নৈব যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, তৎপ্রবৃত্তিরেৰ বিষয়ত্যাগে সহায়িকা ভবতি। অতএব বৈরাগ্য-মেব বিবেকযোগয়োর্জ্ঞাপকং ভবতি।৩৯

শ্রীভগবৎপ্রীতিমান্ ভক্তজীব সর্বত্র সচ্চিদা-নন্দঘন বৈচিত্র্য শ্রীভগবৎ বিগ্রহেরই সন্দর্শন করিয়া থাকেন। অন্য বস্তুতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও তাহা দেখিতে পান না—কেবল শ্রীভগ-বৎ শ্রীমূর্ত্তিরই দর্শন করিয়া থাকেন। মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥ স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফুর্তি॥ এরূপ পরম ভাগবতের চিত্তমধ্যে তদিতর স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান বা প্রবেশ করিবে কি প্রকারে? বিষয়বাসনাই বা প্রবেশ করিবে কি প্রকারে? কেহই নিকটে আসিতে পারে না।৩৭

ত্রিবিধ যোগীগণ বিষয়বাসনা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পরমাত্মরূপ শ্রীভগবানের মায়াশক্তিময় বিগ্রহেই বহুযত্নে চিত্তসমাধান করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবৎপ্রীতিমান পরমভাগবত চিৎশক্ত্যা-বিষ্কৃত সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্য সাক্ষাৎ ভগবৎ শ্রীবিগ্রহে নিমগ্ন চিত্তকে সমাকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। পরম সুচতুর যোগীন্দ্রগণ বিষয় হইতে চিত্ত সমাকর্ষণ পূর্বক ভগবৎশ্রীমূর্তিতে সমাধির ইচ্ছা করিয়াও তাহাতে অসমর্থ হন।

শ্রীভগবৎপ্রীতি পরায়ণা গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাবেশে শ্রীকৃষ্ণ হইতে চিত্ত সমাকর্ষণ পূর্বক বিষয়ে সংলগ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াও তাহা করিতে পারেন নাই। যোগের এৰং প্রীতির এইরূপ তারতম্য হয়।৩৮

একমাত্র ৰিষয়স্নেহ ত্যাগরূপ বৈরাগ্যই শ্রীভগ-ৰৎস্বরূপ সাক্ষাৎকারে প্রমাণ হইয়া থাকে। বিষয়-স্নেহের সদ্ভাবেই বিষয়বাসনা সকল সমুত্থিত হইয়া থাকে। সেই বিষয়বাসনা সকলই শ্রীভগবৎস্বরূপ-ভূত পরমানন্দের আচ্ছাদক। ৰিষয়বাসনা সকলই চিত্তের চাঞ্চল্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে। চিত্তের স্থিরতার অভাবেই যোগে অসামর্থ্য হইয়া থাকে। যোগের অভাবেই বিবেকের স্থায়িত্ব হয় না।

শ্রীভগবৎপ্রীতেরনুভাবরূপান্তরঙ্গসাধনানামনুশীলনমাত্রাদেব বিষয়স্নেহো বিষয়বাসনাশ্চ স্বত এব নিবৃত্তি র্ভবতি। অতএব রসাবস্থাপ্রাপ্তা শ্রীভগবৎপ্রীতিরেব শ্রীভগবৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যরূপা। শ্রীভগবানের রসাকার বৈচিত্র্যরূপঃ। প্রীতেরনুভাবরূপান্তরঙ্গসাধনানি শ্রীভগবৎস্বরূপভূতানি। অতএব বৈরাগ্য বিবেক যোগানাং পরমাশ্রয়ঃ। প্রাকৃত বিষয়স্নেহত্যাগমেব বৈরাগ্যম্, শ্রীভগবৎসম্বন্ধবর্জিত বিষয়ঃ প্রাকৃতবিষয়ঃ। যস্মাৎ শ্রীভগবৎসম্বন্ধিবস্তূনি অপ্রাকৃতানি, ভগবৎস্বরূপাত্মকানি চ। তস্মাৎ প্রাপঞ্চিকবুদ্ধ্যা শ্রীহরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ পরিত্যাগং 'ফল্গু-বৈরাগ্যং' কথ্যতে। আসুরস্বভাবপ্রাপ্তানামীদৃশবৈরাগ্যং পরমোপাদেয়ম্। শ্রীভগবৎপ্রীতেরাচ্ছাদকত্বাৎ পরমভাগবতা এতৎফল্গুবৈরাগ্যং নরকবৎ পরিত্যজন্তি। প্রাকৃতবিষয়ত্যাগং 'যুক্তবৈরাগ্যম্'। নিষিদ্ধবর্জনমাসক্তিত্যাগশ্চাস্য যুক্তবৈরাগ্যস্য' স্বতঃসিদ্ধো গুণঃ। যুক্তবৈরাগ্যমেব পরমভাগবতানাং পরমোপাদেয়ম্। ৪০

সর্বাতীতং সর্বনিরপেক্ষং পরমানন্দমেব বেদাদিশাস্ত্রপ্রতিপাদিতং শ্রীভগৎস্বরূপম্। সাংখ্যযোগিনঃ সর্বসাক্ষিরূপেণ তৎস্বরূপমেবানুশীলয়ন্তি। জ্ঞানযোগিনঃ সর্বপ্রেরকত্বেন তৎস্বরূপস্যৈবানুশীলনং কুর্বন্তি। বিজ্ঞানযোগিনঃ সর্বমূল সর্বময়ত্বেন তৎস্বরূপমেবানুশীলয়ন্তি। ধ্যানযোগিনোঽসংপ্রজ্ঞাত সমাধিনা তৎস্বরূপ এব চিত্তবৃত্তিনিরোধং কুর্বন্তি। বৈরাগ্যযোগিনো বৈরাগ্যেণ তৎস্বরূপস্যৈবানুভবং কুর্বন্তি।

পক্ষান্তরে—বিবেক দ্বারাই বিষয়ের হেয়তাজ্ঞান হয়। বিষয়ের হেয়তাজ্ঞান দ্বারাই বিষয়ের স্নেহ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বিবেক দ্বারাই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তি হয়। যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তিই বিষয়ত্যাগে সহায়ক। অতএব বৈরাগ্যই বিবেক এবং যোগের জ্ঞাপক। ৩৯

শ্রীভগবৎপ্রীতির অনুভাবরূপ অন্তরঙ্গ সাধন সকলের অনুশীলন মাত্রেই বিষয়স্নেহ এবং বিষয়বাসনা সকল স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। অতএব রসাবস্থাপ্রাপ্তা প্রীতিই শ্রীভগবৎস্বরূপ—সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যরূপা হন। শ্রীভগবানই রসাকার-বৈচিত্র্যরূপ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ প্রীতির অনুভাবরূপ অন্তরঙ্গ সাধন সকলই শ্রীভগবৎস্বরূপভূত হন। অতএব বৈরাগ্যের বিবেকের এবং যোগের পরমাশ্রয় হইয়া থাকেন।

প্রাকৃত বিষয়স্নেহ ত্যাগকেই বৈরাগ্য বলা হয়। শ্রীভগবৎসম্বন্ধ বর্জিত বিষয়কেই প্রাকৃত বিষয় বলা হয়। যেহেতু শ্রীভগবৎসম্বন্ধী বস্তু সকল অপ্রাকৃত এবং শ্রীভগবৎস্বরূপাত্মক। প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি দ্বারা শ্রীহরিসম্বন্ধী বস্তুর পরিত্যাগকে 'ফল্গু-বৈরাগ্য' বলা হয়। আসুর স্বভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের এইরূপ বৈরাগ্য পরমোপাদেয় হইয়া থাকে। শ্রীভগবৎপ্রীতির আচ্ছাদক হেতু পরমভাগবতগণ এই ফল্গু-বৈরাগ্যকে নরকবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। প্রাকৃত বিষয়ত্যাগকেই 'যুক্ত-বৈরাগ্য' বলা হয়। নিষিদ্ধত্যাগ এবং আসক্তি ত্যাগ—এই যুক্ত বৈরাগ্যের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। এই যুক্ত বৈরাগ্যই পরমভাগবতগণের পরম উপাদেয়। ৪০

সর্বাতীত সর্বনিরপেক্ষ পরমানন্দই বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদিত শ্রীভগবৎস্বরূপ। সাংখ্য যোগী সকল সর্বসাক্ষিরূপে সেই স্বরূপেরই অনুশীলন করেন। জ্ঞানযোগীগণ সর্বপ্রেরকরূপে সেই স্বরূপেরই অনুশীলন করেন। বিজ্ঞানযোগীগণ সর্বমূল সর্বময়রূপে সেই স্বরূপেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। ধ্যানযোগী সকল অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি

শ্রীভগবৎপ্রীতেরনুভাবাত্মকান্তরঙ্গসাধনানামনুশীলনেনৈব তৎসর্বাতীত সর্বনিরপেক্ষ পরমানন্দস্যাবির্ভাবো ভবতি। অতএব শ্রীভগবৎ প্রীতিস্তদনুভাবাত্মকানি শ্রবণকীর্তনস্মরণাদীনি অন্তরঙ্গ সাধনানি চ শ্রীভগবৎস্বরূপভূতপরমানন্দঘনবৈচিত্র্যাত্মকানি। সুতরামেব শ্রীভগবৎসম্বন্ধিভাবক্রিয়াবস্তূনি সর্বপ্রাকৃতবস্তুনোঽতীতানি অপ্রাকৃতানি চ। 'নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন' ইতি ন্যায়াৎ প্রাকৃতবস্তূনামনুশীলনেন সর্বাতীত সর্বনিরপেক্ষ পরমানন্দস্যাবির্ভাবঃ কদাপি ভবিতুং নার্হতি। শ্রীভগবৎসম্বন্ধিবস্তূনি শ্রীভগবদনুগ্রহাদেব প্রকটীভবন্তি, প্রাকৃতবস্তুবৎ কালাদি সিদ্ধরূপেণ সর্বত্র নোপলভ্যন্তে।৪১

অতএব ইয়ংসালঙ্কারা রসাবস্থাপ্রাপ্তা শ্রীভগবৎপ্রীতিস্তদনুভাবরূপ-শ্রবণকীর্তনস্মরণাদ্যন্তরঙ্গসাধনানি চ শ্রীভগবৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যাত্মকানি ভবন্তি। ত্রিবিধবিবেকযোগৌ পঞ্চবিধধ্যানযোগো বৈরাগ্যযোগপ্রভৃতয়ো ভৃত্যবদেতদনুগতমেতদন্তর্গতঞ্চ ভবন্তি। যথেক্ষুরসঃ প্রথমতো জলরূপাপি ক্রমাদুত্তমাবস্থাং প্রাপ্য গুড়-খণ্ড-শর্করা-সিতা-সিতোপলাদি সংজ্ঞাং ধত্তে, তথেয়ং ভগবৎপ্রীতিঃ, তস্যাঃ প্রথমাঙ্কুররূপা রতির্ভাবো বা প্রেমাদিক্রমেণ স্নেহ-প্রণয়-মান-রাগানুরাগমহাভাবসংজ্ঞাং ধত্তে। কেবলে মধুরে এব প্রৌঢ়ারতির্মহাভাবং যাবদ্বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি, অন্যত্র যথোক্তপ্রকারেণ।৪২

যথা সিতোপলাদিসুমধুরদ্রব্যং উত্তমদধি-মরিচ-ঘনসারৈলালবঙ্গাদিচূর্ণৈঃ সুমিলিতমত্যুত্তমসুমধুরদ্রব্যং রসালাখ্যং ভবতি। তদ্বৎ মহাভাবাদিস্থায়িভাবঃ বিভাবানুভাবসঞ্চারিভির্মিলিত্বানুভবপদবীং

দ্বারা সেই স্বরূপেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া থাকেন। বৈরাগ্যযোগীসকল বৈরাগ্য দ্বারা সেই স্বরূপেরই অনুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবৎপ্রীতির অনুভাবাত্মক অন্তরঙ্গ সাধন সকলের অনুশীলন দ্বারাই সেই সর্বাতীত সর্বনিরপেক্ষ পরমানন্দের আবির্ভাব হয়। অতএব শ্রীভগবৎপ্রীতি এবং তদনুভাবাত্মক শ্রবণ-কীর্তন স্মরণাদি অন্তরঙ্গ সাধন সকল শ্রীভগবৎস্বরূপভূত পরমানন্দঘন বৈচিত্র্যাত্মক। অতএব শ্রীভগবৎ সম্বন্ধি ভাবসকল, ক্রিয়াসকল এবং বস্তু সকল সর্বপ্রাকৃত বস্তু হইতে অতীত অপ্রাকৃত। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর"—এই ন্যায়ে প্রাকৃত বস্তু সকলের অনুশীলনে সর্বাতীত সর্বনিরপেক্ষ পরমানন্দের আবির্ভাব কখনও হইতে পারে না। শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধি-বস্তু সকল শ্রীভগবদ্ অনুগ্রহেই প্রকটিত হইয়া থাকেন। প্রাকৃতবস্তুবৎ কালাদি সিদ্ধরূপে সর্বত্র ভাসমান হন না।৪১

অতএব এই সালঙ্কারা রসাবস্থা প্রাপ্তা শ্রীভগবৎপ্রীতি এবং তদনুভাবরূপ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি অন্তরঙ্গ সাধন সকল শ্রীভগবৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যাত্মক। ত্রিবিধ বিবেক, যোগ, পঞ্চবিধ ধ্যানযোগ এবং বৈরাগ্যযোগ প্রভৃতি ভৃত্যবৎ এতদন্তর্গত হইয়া থাকেন। যেমন ইক্ষুরস প্রথমে জলরূপা এবং ক্রমে উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা সিতোপলা ইত্যাদি নাম ধারণ করে। সেই প্রকার এই ভগবৎপ্রীতির প্রথমাঙ্কুররূপা রতি বা ভাব, প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ এবং মহাভাব নাম ধারণ করেন। একমাত্র মধুর রসেই প্রৌঢ়া রতি মহাভাব পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্তা হন। অন্যরসে যথোক্ত প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।৪২

যে প্রকার সিতোপলা প্রভৃতি সুমধুর দ্রব্যে উত্তম দধি, মরিচ, ঘনসার, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি চূর্ণ সুমিশ্রিত হইলে অত্যুত্তম সুমধুর রসালা-

প্রাপ্য পরমোত্তমরস রূপতামুপৈতি। যথা মরীচাদীনি স্বতঃ কটূত্বাদিগুণযুক্তান্যপি পূর্বোক্তদ্রব্য সংযোগেণ মধুরত্বে পর্যবসন্তি, তথা দুঃখকৃৎ সঞ্চারিভাবাদয়ঃ স্থায়িভাবাদি-গুণবলাৎ- সুখরূপত্বে পর্যবসন্তি। অতোঽয়ং শ্রীভগবদ্ভক্তিরসঃ দুঃখকৃৎ সঞ্চারিভাবাদিগর্ভকোঽপি পরমানন্দঘনবৈচিত্র্যরূপো ভবতি ।৪৩

অত্রেয়মাশঙ্কা—'অপ্রকটলীলাগতবিষয়ালম্বনাদয়োঽপ্রাকৃতবিশ্বগতত্বাদবশ্যমেব সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যং ভবিতুমর্হন্তি। পরন্তু প্রকটলীলাগত বিষয়ালম্বনাদয়ঃ প্রাকৃতবিশ্বগতত্বাৎ কথং তথাভূতা ভবিতুমর্হন্তি? তত্র ন বিশ্বাসঃ' ইতি। অস্মিন্ বিষয়ে সিদ্ধান্তঃ পূর্বং প্রদর্শিতোঽপি পুনঃ কিঞ্চিদ্বর্ণ্যতে ।৪৪

অপ্রকটলীলাগতবিষয়ালম্বনাদিঃ তথা প্রকটলীলাগতবিষয়ালম্বনাদিঃ অনয়োঃ প্রকাশদ্বয়োঃ কোঽপি ভেদো নাস্তি, এক এব স্বরূপঃ, কেবলং প্রাকৃতবিশ্বগতজীবানামগোচরত্ব- তদ্গোচরত্বমিতি ভেদমাত্রম্। দেশকাল বিশেষে যানি বস্তুনি প্রাকৃতবিশ্বগতজীবানামগোচরাণ্যাসন্ তান্যেব শ্রীভগবদনুগ্রহেণ তদ্গোচরাণি ভবন্তি। পরিচ্ছিন্নপ্রাকৃতবিশ্বগতত্বাৎ তদ্বৎ-প্রতীয়মানান্যপি তানি অপরিচ্ছিন্নানি অপ্রাকৃতানি চ স্যুরিতি, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীযশোদাকৃতস্বীয়বন্ধনসময়ে স্বব্যাপকত্ব প্রকটনেন, রঙ্গসভাপ্রবেশসময়ে মল্লপ্রভৃতীনাং সমীপে যুগপৎ স্বীয়নানারূপত্বস্যানুভবপ্রকটনেন, বৎসপালহরণ-কৃদ্ব্রহ্মসমীপে নিজাচিন্ত্যবৈভবপ্রকটনেন চ ব্যক্তীকৃতবান্। তথাধুনিকপ্রেমিকভক্তানামপ্রকট-প্রকটলীলয়োরনুভব এক বিধৈব ভবতি। তত্তদনুভবে কোঽপি প্রভেদো

পানীয় দ্রব্য হয়; সেই প্রকার মহাভাব প্রভৃতি স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারি ভাব সকল মিলিত হইয়া অনুভূত হইলে পরমোত্তম রসের আবির্ভাব হইয়া থাকেন। যে প্রকার মরীচ প্রভৃতি দ্রব্য স্বভাবতঃ কটুত্বাদি গুণযুক্ত হইলেও পূর্বোক্ত দ্রব্য সংযোগে মধুরত্বে পর্যবসিত হয়। সেই প্রকার দুঃখকর সঞ্চারীভাব প্রভৃতি স্থায়িভাবাদি গুণে সুখ রূপে পর্যবসিত হইয়া থাকেন। এই হেতু এই শ্রীভগবদ্ভক্তিরস দুঃখকর সঞ্চারী ভাবাদি গর্ভক হইলেও পরমানন্দঘন বৈচিত্র্যরূপ হইয়া থাকেন ।৪৩

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—অপ্রকট লীলাগত বিষয়ালম্বন প্রভৃতি অপ্রাকৃত বিশ্বগতহেতু অবশ্য সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্য হইতে পারেন। কিন্তু প্রকটলীলাগত বিষয়ালম্বন প্রভৃতি প্রাকৃতবিশ্বগত হেতু কি প্রকারে তথাভূত হইতে পারে? তাহাতে বিশ্বাস হয় না। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত পূর্বে প্রদর্শিত হইলেও পুনর্বার কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে ।৪৪

অপ্রকট লীলাগত বিষয়ালম্বন প্রভৃতি এবং প্রকটলীলাগত বিষয়ালম্বন প্রভৃতি—এই প্রকাশ দ্বয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, একই স্বরূপ মাত্র, কেবল প্রাকৃত বিশ্বগত জীবগণের অগোচর এবং তদ্গোচর এইমাত্র ভেদ।

দেশ-কাল বিশেষে যে সকল বস্তু প্রাকৃত বিশ্বগত জীবগণের গোচর না হইতে ছিলেন, তাহাই শ্রীভগবৎ অনুগ্রহে তদ্গোচর হন। পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃত বিশ্বগতহেতু তদ্বৎ প্রতীয়মান হইলেও, সেই অপরিচ্ছিন্ন এবং অপ্রাকৃত হইয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোদাকৃত নিজবন্ধনকালে নিজ ব্যাপকত্ব প্রকটন দ্বারা এবং রঙ্গসভাপ্রবেশ কালে মল্ল প্রভৃতি নানা দর্শকগণের গোচরে এককালে নিজের নানারূপত্বের (দ্বাদশরসাত্মকমূর্তির) অনুভব প্রকটন দ্বারা এবং বৎস-পাল-হরণ

দৃশ্যতে। অতএব প্রকটা প্রকটলীলাদ্বয়গত-ষয়ালম্বনাদি একরূপঃ সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্য-ত্রশ্চ ভবতি। শ্রীভগবতোঽচিন্ত্যশক্ত্যা কস্যাপি দুর্ঘট-ঘটনায়া নাসম্ভবঃ। নাপি কস্যচিৎ শেয়স্যাবসরঃ। ভক্তবশঃ শ্রীভগবান্ ভক্তানাং াবনানুরূপো ভবতি। যাদৃশী ভাবনা ভক্তবৃন্দস্য াদৃশী সিদ্ধির্ভবতি ।৪৫

অতঃপরমস্য মহাপ্রকরণস্যোপসংহারঃ কার্যঃ। ভা মহোদয়াঃ। জীবানাং সংসারদুঃখপ্রাপ্তি-ারণবর্ণনানন্তরং তেষাং সংসার দুঃখ-সংহরণোপায়ঃ ইতি প্রশ্নোত্তরে বিবেকবৈরাগ্যযোগপ্রীতিরিতি পায়চতুষ্টয়ং বর্ণিতম্। তথাহি—সাংখ্য-জ্ঞান-জ্ঞানভেদাদ্ বিবেকস্ত্রিবিধঃ, প্রকৃতিপুরুষয়োঃ ক্তিস্বরূপয়োর্বা ভেদজ্ঞানং সাংখ্যম্, শক্তিপ্রভাব-ানং জ্ঞানম্, স্বরূপমাহাত্ম্যজ্ঞানং বিজ্ঞানম্, শক্তিকার্যেণ চিত্তস্যানাকর্ষণং বৈরাগ্যম্, স্বরূপে চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ, স্বরূপমাধুর্যেণ চিত্তস্যা-কর্ষণং প্রীতিশ্চোচ্যতে। ইমে ভাবাস্তৈলধারাবদন-বচ্ছিন্নতয়া জীবস্য চিত্তমধ্যে নিরন্তরমাবির্ভবন্তঃ সংসারদুঃখ গ্রস্তজীবস্য তদ্দুঃখনিবৃত্তির্ভবতি ।৪৬

অনন্তকোটি শক্তিসমাশ্রয়স্য শ্রীভগবতো মায়া-শক্তিরেব ব্যক্তাব্যক্তরূপেণ পরিণতা অত্র শক্তি-র্নাম। যতঃ স্বরূপঘনবৈচিত্র্যকারিণী চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপভূতা ভবতি। স্বরূপশক্তিসদৃশীজীবশক্তি-ব্যতীতান্যা শক্তয়স্তৎপ্রভাবরূপা ভবতি। কেবলঃ শ্রীভগবানেব নানাবিধানুভবেন উক্তভাবানাং বিষয়ালম্বনো ভবতি। জীবা আশ্রয়ালম্বনাঃ। শ্রীভগবান্ সাংখ্যযোগে মহাপুরুষরূপেণ, জ্ঞান-যোগে পরমেশ্বররূপেণ, বিজ্ঞানযোগে পরব্রহ্মরূপেণ, ধ্যানযোগে পরমাত্মরূপেণ, প্রীতিযোগে স্বয়ং-

---

ারী ব্রহ্মার গোচরে নিজ অচিন্ত্য বৈভব প্রকটন ারা তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আধুনিক প্রমিক ভক্তগণের অপ্রকটলীলার ও প্রকটলীলার ানুভব একরূপ হইয়া থাকেন, তত্তদনুভবে কোন াকার পার্থক্য দেখা যায় না। অতএব প্রকটা াকট লীলাদ্বয়গত বিষয়ালম্বন প্রভৃতি একরূপ বং সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্যমাত্র। শ্রীভগবানের চিন্ত্যশক্তিতে কোন দুর্ঘট ঘটনার অসম্ভব হয় না, কানপ্রকার সংশয়েরও অবসর নাই। ভক্তবশ ্রীভগবান্ ভক্তগণের ভাবনারূপ হন। ভক্তগণ রূপ ভাবনা করেন, তাহাই সত্য হইয়া াকে ।৪৫

অতঃপর এই মহাপ্রকরণের উপসংহার করা ইতেছে—হে মহোদয়গণ! জীবগণের সংসার-ঃখ প্রাপ্তির কারণ বর্ণনের পর, সেই সংসার ঃখাভিগ্রস্ত জীবগণের সংসার-দুঃখ সংহরণের পায় কি?—ইহাই প্রশ্ন হইয়াছিল। তদুত্তরে—সংসার দুঃখগ্রস্ত জীবগণের তৎনিবৃত্তি বিষয়ে বিবেক, বৈরাগ্য, যোগ এবং প্রীতি—এই উপায় চতুষ্টয় বর্ণিত হইলেন।

সাংখ্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞানভেদে 'বিবেক' ত্রিবিধ হন। প্রকৃতি-পুরুষের বা শক্তি স্বরূপের ভেদজ্ঞানকে 'সাংখ্য' বলা হয়। শক্তির প্রভাব জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলা হয়। স্বরূপের মাহাত্ম্য-জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা হয়। শক্তিকার্য দ্বারা চিত্তের অনাকর্ষণকে 'বৈরাগ্য' বলা হয়। স্বরূপে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই 'যোগ' বলা হয়। স্বরূপ-মাধুর্য্যের দ্বারা চিত্তের আকর্ষণকে 'প্রীতি' বলা হইয়া থাকে। এই সকল ভাব তৈলধারাবৎ অনবচ্ছিন্নভাবে জীবের চিত্তমধ্যে নিরন্তর আবির্ভূত হইলে সংসার দুঃখ-গ্রস্ত জীবের সংসার দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।৪৬

অনন্তকোটি শক্তি সমাশ্রয় শ্রীভগবানের মায়া-শক্তিই ব্যক্তাব্যক্তরূপে পরিণতা হেতু এস্থলে শক্তি নামে কথিত হইলেন। যেহেতু স্বরূপঘন বৈচিত্র্য-

ভগবদ্রূপেণানুভূতো ভবতি ।৪৭

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধত্বাৎ সর্বত্র তৎসদ্ভাবো ভবতি। বৈরাগ্য-যোগৌ সর্বসহকারিত্বান্ন স্বতন্ত্রৌ, তথাপি স্বরূপজ্ঞাপকৌ ভবতঃ। যোগস্য সর্বত্র-সদ্ভাবেঽপি ধ্যানযোগে তৎপ্রাধান্যম্। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-পত্বাদ্ যোগোঽপি স্বরূপজ্ঞাপকঃ, যতঃ সমাধিসময়ে দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবস্থানং ভবতি। নানা-সম্বন্ধস্য নানাসঞ্চারীভাবস্য নানাবিধানুভাবস্য চ সদ্ভাবাৎ প্রীতিরূপস্থায়িভাব এব রসাবস্থাং প্রাপ্নোতি।

সাংখ্যাদি ভাবান্তরেষু সঞ্চারিভাবানাং বিবিধা-নুভাবানাঞ্চাসদ্ভাবাৎ তে ভাবাঃ স্থায়িত্বং লব্ধাপি রসাবস্থাং নাপ্নোতি, শান্তিভাবরূপেণৈব তিষ্ঠন্তি। প্রাকৃতবিষয়বাসনা নিরসনীত্বাৎ শ্রীভগবৎপ্রীতিরপি পরমশান্তিরূপা। সা পরমাশান্তিরেব রসাকার-বৈচিত্র্যং প্রাপ্নোতি। প্রাকৃতমনুষ্যদেহে অন্য-মুখ্যরসানাং সাক্ষাদাবির্ভাবাসম্ভবাৎ শান্তস্য সম্ভ্রম-প্রীতস্য চ সর্বতোঽধিকতয়া সংসারদুঃখধ্বংসকরত্বম্। শ্রীভগবৎ-প্রীতেরানুগত্যেনোক্ত ত্রিবিধ বিবেকঃ পঞ্চবিধযোগশ্চ সংসারদুঃখনিবর্তকঃ ।৪৮

পূর্বোক্তপ্রকারেণ শ্রীভগবদবতারবুদ্ধ্যানুষ্ঠিতা সতী শ্রীশিবদুর্গা-গণেশসূর্যরূপমুখ্যদেবচতুষ্টয়সম্বন্ধিনী প্রীতিরপি সংসারধ্বংসকারিণী ভবতি। শ্রীবিষ্ণো-রনাদরে ত্রিবিধবিবেকঃ পঞ্চবিধযোগঃ স্বতন্ত্র-পরমেশ্বরবুদ্ধ্যা শ্রীশিবাদিমুখ্যদেব-প্রীতিশ্চ প্রায়েণা-সুরভাববৃদ্ধিকরী পরপীড়াকরী চ ভবতি, তত্তদ্ভাবেন ন শান্তিলাভঃ পরং শ্রীবিষ্ণৌ দ্বেষো জায়তে। শ্রীবিষ্ণুদ্বেষিণঃ বহুকালান্তরং শ্রীবিষ্ণুকর্তৃকসংহারেণ সংশোধিতাঃ সংসারান্মুচ্যন্তে ।৪৯

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এব ভক্তবাৎসল্যগুণাৎ

কারিণী চিৎশক্তি স্বরূপভূতা হন। স্বরূপ-শক্তি-সদৃশী জীবশক্তি ভিন্ন অন্যশক্তিসকল তৎপ্রভাবরূপ হইয়া থাকেন। একমাত্র শ্রীভগবানই নানাবিধানু-ভব দ্বারা উক্ত ভাবসকলের বিষয়ালম্বন। জীব-সকল আশ্রয়াবলম্বন। শ্রীভগবান সাংখ্যযোগে মহাপুরুষরূপে, জ্ঞানযোগে পরমেশ্বররূপে, ধ্যান-যোগে পরমাত্মরূপে, বিজ্ঞানযোগে পরব্রহ্মরূপে, প্রীতিযোগে স্বয়ং ভগবদ্রূপে অনুভূত হইয়া থাকেন।৪৭

যোগ চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ সুতরাং সর্বত্র তৎ সদ্ভাব হয়। বৈরাগ্য ও যোগ সর্বসহকারী হেতু স্বতন্ত্র হন না, তথাপি স্বরূপ-জ্ঞাপক হইয়া থাকেন। যোগের সর্বত্র সদ্ভাব হইলেও ধ্যানযোগে তৎ-প্রাধান্য। চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপহেতু যোগও স্বরূপ-জ্ঞাপন হন। যেহেতু সমাধিকালে দ্রষ্টার স্বরূপা-বস্থান হইয়া থাকে। প্রীতিরূপভাবে নানা সম্বন্ধের নানাসঞ্চারী ভাবের, নানাবিধ অনুভাবের সদ্ভাব-হেতু একমাত্র প্রীতিরূপ স্থায়িভাব রসাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন।

সাংখ্যাদি অন্যভাব সকলে সঞ্চারী ভাব-সকলের এবং নানাবিধ অনুভাবের অসদ্ভাবহেতু সেই সকল ভাব স্থায়িত্ব লাভ করিলেও রসাবস্থা লাভ করিতে পারে না। কেবল 'শান্তি' ভাব রূপেই অবস্থান করেন। প্রাকৃত বিষয়বাসনা নিরসনী হেতু শ্রীভগবৎ প্রীতিও পরমশান্তিরূপা হন। সেই পরম শান্তিই রসাকার বৈচিত্র্য লাভ করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত মনুষ্যদেহে অন্য মুখ্যরসের সাক্ষাদা-বির্ভাব অসম্ভবহেতু শান্ত এবং সম্ভ্রমপ্রীত—এই রস দ্বয়ই সর্বাধিকরূপে সংসারদুঃখ ধ্বংসকর হয়। শ্রীভগবৎ প্রীতির আনুগত্যে উক্ত ত্রিবিধ বিবেক, পঞ্চবিধ যোগও সংসারদুঃখ নিবর্তক হন।৪৮

পূর্বোক্ত প্রকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার-বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিতা হইলে শ্রীশিবদুর্গা গণেশ সূর্য-

শ্রীগোলোকবৈকুণ্ঠধাম্নি স্বমাধুর্যনিষ্ঠ ভক্তানাং স্বস্বরসস্য আশ্রয়ঃ, মথুরা-দ্বারকা-বৈকুণ্ঠধাম্নি ঐশ্বর্য মিশ্রমাধুর্যনিষ্ঠ ভক্তানাং রসাশ্রয়ঃ, অন্যান্যবৈকুণ্ঠ-ধাম্নি ঐশ্বর্যপ্রধান-ভক্তান্যং প্রীত্যনুসারেণ তত্তদ্-রূপে তদাশ্রয়শ্চ ভবতি। সর্বমূলসর্বময়তাত্মক বিজ্ঞান যোগনিষ্ঠৈঃ পরব্রহ্মাখ্য পরমস্বরূপমাত্রেণা-নুভূয়তে। স্ববিগ্রহধ্যানযোগ নিষ্ঠৈঃ সচ্চিদানন্দ-ঘনবৈচিত্র্যমূর্তিরূপেণানুভূয়তে। অসংপ্রজ্ঞাতসমাধি নিষ্ঠৈঃ কেবলপরমাত্মরূপেণানুভূয়তে। জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠবিবেকীভিঃ মায়াশক্তি প্রেরক বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকৃৎ পরমেশ্বররূপেণানুভূয়তে। ত্রিবিধমায়াশক্তিময়-বিগ্রহধ্যানযোগপরায়ণৈঃ তত্তদন্তর্যামিপরমাত্মস্বরূ-পেণানুভূয়তে। সাংখ্য যোগপরায়ণৈঃ প্রকৃত্যাদি সর্বাতীত সর্বসাক্ষি মহাপুরুষস্বরূপেণানুভূয়তে। অন্যমুখ্যদেবভক্তৈস্তু তত্তদ্রূপাবতারস্বরূপেণোপাস্যো ভবতি। অতএব তদিতরস্বাতন্ত্র্যীয়জ্ঞানমাসুর-ভাববর্ধকো ভবতি।৫০

ভো মহোদয়াঃ, ভবতাং জিজ্ঞাসানুসারেণ সংসারদুঃখধ্বংসকৃদ্-ভাববৃন্দং বর্ণিতম্। এতেষু মুখ্যামুখ্যতারতমেন কশ্চিদ্ভাবোঽনবচ্ছিন্নতয়ানু-শীলিতঃ সন্ সংসারদুঃখমবসীয়তে॥৭॥

নাস্তিকঃ—সংসারদুঃখসাগরাৎ সন্তরণোপায়াঃ শ্রুতাঃ, পরন্তু সর্ববিধোপায় এব বিষয়াসক্তজনানা-মতিদুষ্করো ভবতি, যতস্তে তৈলধারাবদনবচ্ছিন্ন ভাববিশেষস্বরূপাঃ। যে জনা বিষয়াসক্তাস্তেষাং বিষয়বাসনায়াস্তচ্চিন্তায়াশ্চ বর্জনং ক্ষণকালমপি

রূপ মুখ্য দেবচতুষ্টয় সম্বন্ধিনী প্রীতিও সংসার ধ্বংস কারিণী হইয়া থাকেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনা-দরে উক্ত ত্রিবিধ বিবেক, পঞ্চবিধ যোগ এবং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বুদ্ধিদ্বারা শ্রীশিবাদি মুখ্যদেব-প্রীতি প্রায় আসুরভাব বর্দ্ধক এবং পরপীড়াকর হয়। তত্তদ্ ভাব দ্বারা শান্তি লাভ হয় না। শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষ হয়। শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষবিশিষ্টগণ বহুকাল পরে শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক সংহার দ্বারা সংশোধিত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হন।৪৯

একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভক্তবাৎসল্য গুণে শ্রীগোলোক বৈকুণ্ঠধামে ও শ্রীবৃন্দাবনে স্বমাধুর্য্যনিষ্ঠ ভক্তগণের স্বস্ব রসের আশ্রয় হন। মথুরা, দ্বারকা বৈকুণ্ঠধামে ঐশ্বর্য-মিশ্রিত মাধুর্যনিষ্ঠ ভক্তগণের স্বস্ব রসাশ্রয় হন। অন্যান্য বৈকুণ্ঠ-ধামে ঐশ্বর্য প্রধান ভক্তগণের প্রীত্যনুসারে তত্তদ্-রূপে তদাশ্রয় হন। সর্বমূল সর্বময়তাত্মক বিজ্ঞান-যোগনিষ্ঠগণ কর্তৃক পরব্রহ্মাখ্য পরমস্বরূপমাত্রে অনুভূত হন। স্ববিগ্রহ ধ্যানযোগনিষ্ঠগণ কর্তৃক সচ্চিদানন্দঘনবৈচিত্র্য মূর্ত্তিরূপে, অনুভূত হন। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি নিষ্ঠগণ কর্তৃক কেবল পরমাত্মরূপে অনুভূত হন। জ্ঞানযোগনিষ্ঠ বিবেকী সকল কর্তৃক মায়াশক্তি প্রেরক বিশ্বসৃষ্টি-পালন-সংহারকারী পরমেশ্বররূপে অনুভূত হন। ত্রিবিধ মায়াশক্তিময় বিগ্রহ ধ্যানযোগ পরায়ণগণ কর্তৃক তত্তদন্তর্যামি-পরমাত্মস্বরূপে অনুভূত হন। সাংখ্য-যোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রকৃত্যাদি সর্বাতীত সর্বসাক্ষী মহাপুরুষ রূপে অনুভূত হন। অন্যমুখ্য দেবভক্তগণ কর্তৃক তত্তদ্রূপাবতার স্বরূপে উপাস্য হইয়া থাকেন। অতএব তদিতর স্বাতন্ত্রীয় জ্ঞান আসুরভাব বর্দ্ধক হইয়া থাকে।৫০

হে মহোদয় গণ! আপনাদের জিজ্ঞাসানু-সারে সংসারদুঃখ ধ্বংস-কর ভাবসকল বর্ণিত হইলেন। উক্ত ভাব সকলের মধ্যে মুখ্যামুখ্য তারতম্যে কোন এক ভাব অনবচ্ছিন্নরূপে অনু-শীলিত হইলে সংসার দুঃখের অবসান হয়॥৭॥

নাস্তিক—সংসার দুঃখ সাগর হইতে সংতরণোপায় সকল শ্রবণ করিলাম, কিন্তু সকল প্রকার উপায়ই বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে অতি

অসম্ভবম্। তেষাং চিত্তেষু তাদৃশানবচ্ছিন্নভাবাঃ কথমাবির্ভবিতুমর্হতি? তৎ কদাপি ন। অতএব তেষামুক্তভাববিশেষলাভোপায়রূপং সাধনং কিম্? তজ্ জ্ঞাতুমিচ্ছামঃ। তত্তদ্বিশিষ্টসাধনং বিনা তত্তদ্ভাববিশেষপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা ন দৃশ্যতে।

সূত্রকারঃ—পূর্বোক্ত ভাবরূপধর্মপ্রাপ্ত্যুপায় ভূতং সাধনং প্রদর্শয়তি—

সাধনমনুশীলনং নিয়মনঞ্চ ॥৮॥

তত্তদ্ভাবরূপপরমধর্মলাভস্য সাধনং দ্বিবিধম্। একং তত্তদ্ভাবস্য অনুশীলনং, অন্যৎ তত্তদ্ভাববিরোধিনঃ নিয়মনম্। এতদ্দ্বিবিধসাধনেন তত্তদ্ভাবরূপপরমধর্ম লভ্যতে। ভো মহোদয়াঃ, যদি কস্যচিৎ মহাপ্রাসাদস্যোপরি বিচরতো জনস্যাসাবধানতাবশতস্তস্মাৎ স্খলনেনাবর্জনাপরিপূরিতমলবাহীপয়ঃ-প্রণাল্যাং নিপতনং স্যাত্তর্হি অস্য দ্বিবিধং কার্যং ভবতি। প্রথমং কার্যং তৎপ্রণালী সম্বন্ধি পূতিগন্ধজলপঙ্কাদিপ্রক্ষালনং, উত্তম শুষ্কবস্ত্রাদিপরিধানঞ্চ। দ্বিতীয়ং কার্যং সোপানসমারোহণেন পুনস্তৎ প্রাসাদোপরিগমনস্য চেষ্টিতম্। অনেন কার্য দ্বয়েন পুনস্তৎ প্রাসাদোপরিপূর্ববদ্বিচরণং সম্ভবতি। প্রকৃতেঽপি তদ্বদ্ জ্ঞাতব্যম্। পূর্বোক্তভাবরূপধর্মবৃন্দং তৎপ্রাসাদোপরিভাগস্থানীয়ম্। যস্মাৎ তত্তৎপরমধর্ম জীবন্মুক্তাবস্থা ভবতি। জীবন্মুক্তাবস্থয়া সহ পরমমুক্তাবস্থায়া ন কিঞ্চিদ্-বৈলক্ষণ্যম্, কেবলং কর্মাধীনদেহ-ত্যাগস্য বিলম্ব মাত্রম্।

অস্মিন্ সংসার-দুঃখ জলধৌ নিপতনমেবাবর্জনাপূর্ণমলবাহীপয়ঃপ্রণাল্যাং নিপতন-স্থানীয়ম্। যতোঽত্র সংসারে তত্তদ্দ্রব্যরূপ-হেয়বস্তূনাং বিদ্যমানতা। তদ্বস্তূনাং বাসনা ত্যাগ এব মলাদি

দুষ্কর। যেহেতু সকল প্রকার উপায়ই তৈলধারাবৎ অনবচ্ছিন্ন ভাব বিশেষ। যে সকল ব্যক্তি বিষয়াসক্ত, তাহাদের বিষয়বাসনা এবং তৎ চিন্তা ত্যাগ ক্ষণকালের জন্যও অসম্ভব হয়। তাহাদের চিত্ত-মধ্যে উক্তরূপ অনবচ্ছিন্ন ভাবসকল কি প্রকারে আবির্ভূত হইতে পারে? তাহা কদাচ হইতে পারে না।

অতএব বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে উক্ত ভাব বিশেষ লাভের উপায়রূপ সাধন কি? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। কারণ বিশেষ বিশেষ সাধন ব্যতিরেকে তত্তদ্ভাব বিশেষ লাভের সম্ভবনা দেখা যায় না।

সূত্রকার—উক্ত ভাবরূপ ধর্মপ্রাপ্তির উপায় রূপ সাধন প্রদর্শন করিতেছেন—

তত্তদ্ভাবরূপ পরমধর্মলাভের সাধন দ্বিবিধ হয়। এক প্রকার তত্তদ্ভাবের অনুশীলন, অন্য প্রকার তত্তদ্ ভাব-বিরোধীর 'নিয়মন'—এই দ্বিবিধ সাধন দ্বারা তত্তৎ ভাবরূপ পরম ধর্ম লাভ হইয়া থাকে।

হে মহোদয় গণ! যদি কোন উচ্চ প্রাসাদের উপরিভাগে বিচরণকারী ব্যক্তির অসাবধানতা বশতঃ তাহা হইতে স্খলন পূর্বক আবর্জনা পূর্ণ মলবাহী পয়ঃ প্রণালীতে নিপতন হয়, তবে সেই ব্যক্তির পক্ষে দ্বিবিধ কর্তব্য পালনীয় হয়।

প্রথম কর্তব্য—সেই আবর্জনা পূর্ণ মলবাহী পয়ঃ প্রণালিকা সম্বন্ধী দুর্গন্ধযুক্ত জলপঙ্কাদির প্রক্ষালন এবং উত্তম শুষ্ক বস্ত্রাদির পরিধান। দ্বিতীয় কর্তব্য—সোপান সমারোহণ পূর্বক, পুনর্বার সেই মহা উচ্চ প্রাসাদের উপরিভাগে গমনের চেষ্টা করণ—এই কার্য্যদ্বয় দ্বারা পুনর্বার সেই মহাপ্রাসাদের উপরি ভাগে পূর্ববৎ বিচরণ করা যায়।

এস্থলেও সেই প্রকার জ্ঞাতব্য—পূর্বোক্ত ভাবরূপ ধর্ম সকল সেই মহাপ্রাসাদের উপরি ভাগ স্থানীয় হন। যেহেতু সেই সেই পরম ধর্মরূপ

প্রক্ষালনং, তত্তদ্ভাবরূপপরমধর্মলাভেচ্ছায়া বিরোধিনী যা হেয়বিষয়বাসনাঃ, কৌশলেন তাসাং সংযমনমেব নিয়মনম্। তত্তদ্ ভাবসিদ্ধপরমাচার্যাণাং চরণসেবন-প্রসাদাত্তত্তদুপদিষ্ট তত্তন্মার্গে প্রবেশ এব সোপানারোহণস্থানীয়ঃ। ক্রমশস্তত্তন্মার্গস্যোত্তরোত্তরোর্ধ্ব স্থান সমারোহণ-মনুশীলনম্। তত্তন্মার্গস্য সিদ্ধাবস্থানিচয়ো ভাবরূপ পরমধর্ম-সংজ্ঞিতঃ। ইতি দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকয়োর্ভেদঃ। তদেবমনুশীলন-নিয়মনরূপ-দ্বিবিধ-সাধনেন পূর্বোক্ত-ভাবরূপ-পরম ধর্ম্মাণাং প্রাপ্তির্ভবতি ॥ ৮ ॥

নাস্তিকঃ—অনুশীলনস্য নিয়মনস্য চ নাম মাত্রং শ্রুতম্। ন কিঞ্চিদবগন্তুং শক্যম্। বিস্তৃত-ভাবেনাশ্রুতেঽনুশীলন-নিয়মনয়োস্তাৎপর্যবোধং ন ভবিষ্যতি, নিয়মনংকথং স্যাত্তৎ পশ্চাৎ শ্রোতব্যম্। অনুশীলনং কথং ভবতি, তদেব প্রথমং জ্ঞাতব্যম্।

সূত্রকারঃ—ব্যক্তরূপেণানুশীলনলক্ষণং বর্ণয়তি—

যজনাদ্যনুশীলনম্ ॥৯॥

শ্রীভগবতো যজনাদি অনুশীলন-নাম্না খ্যায়তে। বিধিপূর্বকং শ্রীভগবদুদ্দেশ্যায় উপচারাণাং সমর্পণং যজনম্। আদি শব্দেন শ্রীভগবতো নামরূপগুণ-লীলাদীনাং শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণম্, তস্য পাদসেবনং, বন্দনং, দাস্যং, তস্মিন্ সখ্যং, আত্মনিবেদনং, শরণাপত্তিঃ, তদুপদেষ্টুঃ সেবা, তদ্ভক্তানাং সঙ্গতিরিত্যাদি গৃহ্যতে। ১

ভো মহোদয়াঃ, শ্রীভগবতঃ প্রীতিধারণমেব তস্য পরমমুখ্যযজনম্। যতঃ শ্রীভগবৎ-তোষকৃদ্ব্যাপা

ভাবসমূহ জীবন্মুক্তাবস্থা স্বরূপ। জীবন্মুক্তাবস্থার সহিত পরমমুক্তাবস্থার কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ নাই, কেবল কর্মাধীন দেহ-ত্যাগের বিলম্বমাত্র হয়।

এই সংসাররূপ দুঃখসাগরে নিপতনই আবর্জনা পূর্ণ মলবাহী পয়ঃ প্রণালিকায় নিপতন স্থানীয়। যে হেতু এই সংসাররূপ দুঃখ সাগরে তত্তৎদ্রব্যরূপ হেয়বস্তুসকলের বিদ্যমানতা। সেই সকল হেয় বস্তুর বাসনাত্যাগই মলাদি প্রক্ষালন স্থানীয়। তত্তৎ ভাবরূপ পরমধর্ম লাভেচ্ছার বিরোধিনী হইয়াছেন—যে হেয় বিষয়বাসনা সকল, কৌশলে সেই সকল বিষয়বাসনার সংযমকেই 'নিয়মন' বলে।

তত্তদ্ ভাবসিদ্ধ পরমাচার্যগণের চরণসেবন প্রসাদে তত্তৎ উপদিষ্ট তত্তৎ মার্গে প্রবেশই সোপানারোহণ স্থানীয় হয়। ক্রমে সেই সেই মার্গের উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধস্থান সমারোহণকে 'অনুশীলন' বলা হয়। তত্তৎ মার্গের সিদ্ধাবস্থা সকল, ভাবরূপ পরমধর্ম নামে কথিত হন। ইহাই উপমান উপমেয়ের ভেদ। এই অনুশীলন এবং এই নিয়মনরূপ দ্বিবিধ সাধন দ্বারা পূর্বোক্ত ভাবরূপ পরমধর্ম সকলের লাভ হইয়া থাকে ॥৮॥

নাস্তিক—অনুশীলন ও নিয়মনের নাম শ্রবণ করিলাম মাত্র, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিস্তৃতভাবে শ্রবণ না করিলে অনুশীলন ও নিয়মনের তাৎপর্য্য বোধ হইবে না। নিয়মন কি প্রকারে হয়, তাহা পরে শ্রবণ করিব। অনুশীলন কি প্রকারে হয়, তাহাই অগ্রে জ্ঞাতব্য হইতেছে।

সূত্রকার—ব্যক্তরূপে অনুশীলনের লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন—

শ্রীভগবানের যজনাদি 'অনুশীলন' নামে খ্যাত হন। বিধিপূর্বক শ্রীভগবদ্ উদ্দেশে উপচার সকলের যে সমর্পণ তাহাকে 'যজন' বলা হয়। আদি শব্দে শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণলীলাদির শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ, শ্রীভগবানের পাদসেবন' বন্দন, দাস্য, তাঁহাতে সখ্য, আত্মনিবেদন, শরণাপত্তি তদুপদেষ্টার সেবা এবং তদ্ভক্তগণের সঙ্গ ইত্যাদি গৃহীত হন। ১

হে মহোদয় গণ! শ্রীভগবানের প্রীতিধারণই

এব যজনম্। প্রীত্যৈব তস্য পরমতুষ্টির্ভবতি। শ্রীভগবৎপ্রীতিঃ ভাবমারভ্য মহাভাবং যাবদ্ ভেদপ্রাপ্তা। রসবিশেষে তদ্ভেদস্যাবির্ভাবতারতম্যং ভবতি, তৎপূর্বং লিখিতম্। তস্যাঃ প্রীতের্মুখ্যানুভাবাস্তল্লক্ষণরূপেণ জ্ঞেয়া ভবন্তি। যস্য শ্রীভগবতি প্রীতেরাবির্ভাবঃ স্যাৎ, সঃ শ্রীভগবন্তং স্বভাবত এবোচারান্ সমর্পয়তি, তন্নামরূপগুণলীলাদীনাং শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণানি কুরুতে, তস্য বিবিধপরিচর্যা পরায়ণো ভবতি, তদ্বন্দনপরো ভবতি, সর্বদা 'তস্য দাসোঽহম্' ইত্যভিমানং ধত্তে, অনেন শ্রীভগবৎপ্রীতিধারণেন সর্বপুরুষার্থলাভঃ স্যাৎ, ইয়ং প্রীতিরেব পরম পুরুষার্থঃ—ইত্থং দৃঢ় বিশ্বাসো ভবতি।২

অনেন বিশ্বাসেন শ্রীভগবদাদেশরূপশাস্ত্র-বিধিলঙ্ঘনেঽপি ভয়াভাবঃ, যতঃ প্রীতিলাভে সর্বশাস্ত্র বিধেরনুষ্ঠানং স্যাৎ। এবং দৃঢ়বিশ্বাসে জাতে তস্মিন্ পরমাত্মীয়-জ্ঞানং ভবতি। শ্রীভগবানেব পরমাশ্রয়ঃ সর্বপালন পোষণকর্তা, স্বয়ং সর্বমঙ্গলকর্তা—ঈদৃশবিশ্বাসাৎ স্বদেহাদেঃ রক্ষণপোষণায় চেষ্টা শূন্যো ভবতি। আত্মমঙ্গলায় চ কাপি চেষ্টা ন তিষ্ঠতি।।৩

স শ্রীভগবৎপ্রীতিমান্ স্বদেহেন শ্রীভগবৎ কার্যং বিনা কার্যান্তরং ন কুরুতে, মনসা তচ্চিন্তামন্তরেণ চিন্তা ন কুরুতে, বচসা তৎকথাং বিনা কথান্তরং ন বদতি। অত্র মনোবাগন্যেন্দ্রিয়কার্যানি দেহকার্যতয়া গ্রহীতোঽপি সঃ প্রীতিমান্ স্বয়ং তাদৃশোঽপি শ্রীভগবৎপ্রীতিলাভোপায় শ্রবণ মাত্রেণ তদুপদেষ্টুঃ সেবনে প্রবর্ততে, প্রীতিমদ্ভিঃ সহ সর্বদা বস্তুমিচ্ছতি, ক্ষণমপি তৎসঙ্গং ত্যক্তুং ন

শ্রীভগবানের পরমমুখ্য যজন। যেহেতু শ্রীভগবানের তুষ্টিকর ব্যাপারকেই যজন বলা হয়। প্রীতিদ্বারাই পরমতুষ্টি হইয়া থাকে। শ্রীভগবৎপ্রীতি ভাব হইতে মহাভাব পর্যন্ত ভেদপ্রাপ্তা। রস-বিশেষে সেই সকল ভেদের আবির্ভাব তারতম্য হয়, তাহা লিখিত হইয়াছেন। সেই প্রীতির মুখ্য অনুভাব সকল তৎলক্ষণরূপে জ্ঞেয়। যে ব্যক্তির শ্রীভগবানে প্রীতির আবির্ভাব হয়, সেই ব্যক্তি শ্রীভগবানকে স্বভাবতঃই উপচার সকলের সমর্পণ করিয়া থাকেন, শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণকীর্তন এবং স্মরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নানাবিধ পরিচর্যাতে রত হন, তৎ বন্দন পর হন, সর্বদা 'আমি তাঁর দাস' এইরূপ অভিমান ধারণ করেন—এই শ্রীভগবানের প্রীতি ধারণ দ্বারা সর্বপুরুষার্থ লাভ হয়। এই শ্রীভগবানে প্রীতিই পরম পুরুষার্থ—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হয়।২

এই বিশ্বাস দ্বারা শ্রীভগবৎ আদেশ রূপ শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘনেও ভয় হয় না, যেহেতু শ্রীভগবানে প্রীতিলাভ হইলে সর্বশাস্ত্রোক্ত বিধির অনুষ্ঠান হয়—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হয়, শ্রীভগবানে পরম-আত্মীয় জ্ঞান হয়, শ্রীভগবানই পরমাশ্রয়, তিনিই সর্বপালন-পোষণ কর্তা এবং তিনিই স্বয়ংই সর্বমঙ্গল কর্তা—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হেতু স্বদেহাদির রক্ষণ-পোষণ জন্য কোন চেষ্টা করেন না। আত্মার মঙ্গলের জন্যও কোন পৃথক চেষ্টা থাকে না।৩

সেই শ্রীভগবৎপ্রীতিমান ব্যক্তি স্বদেহ দ্বারা শ্রীভগবৎকার্য ভিন্ন অন্য কার্য করেন না। মনো দ্বারা শ্রীভগবৎ চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করেন না এবং বাক্য দ্বারা শ্রীভগবৎকথা ভিন্ন অন্য কথা বলেন না। এখানে মনোবাক্য ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয় কার্য সকল দেহ- কার্যরূপে পরিগৃহীত হইলেও সেই প্রীতিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং শ্রীভগবৎ প্রীতিমান হইলেও শ্রীভগবৎ প্রীতিলাভের উপায় শ্রবণ- মাত্রে প্রীতিলাভোপায় বক্তার সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং প্রীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সর্বদা

শক্যতে। এতানি শ্রীভগবৎপ্রীতিযুক্তস্য স্বতঃ-সিদ্ধকার্যাণি লক্ষণানি বা ভবতি ।৪

যো জনঃ শ্রীভগবৎপ্রীতিং লব্ধুমিচ্ছতি, তস্যৈতানি কার্যাণি অন্তরঙ্গ সাধনরূপাণি ভবন্তি। সিদ্ধস্য যানি স্বভাবসিদ্ধকার্যাণি তানি যত্নেনানুষ্ঠাতুঃ সাধকস্যান্তরঙ্গসাধনরূপো ভবতি। যদ্ভাবযুক্তস্য যৎকার্যং তৎকার্যানুষ্ঠানে তদ্ভাবলব্ধুং শক্যতে। এতদেব তদনুশীলনমুচ্যতে। যথা হর্ষ-যুক্তস্য যৎকর্য্যং তৎকার্যনুষ্ঠানে হর্ষ-যুক্তঃ স্যাৎ। শোকযুক্তস্য যৎকার্যং তদাচরণেন শোকযুক্তঃ স্যাৎ। ভয়যুক্তস্য যৎকার্যং তদনুষ্ঠানে ভয়যুক্তঃ স্যাৎ। ক্রোধযুক্তস্য যৎকার্যং তদনুশীলনে ক্রোধযুক্তঃ স্যাৎ। যদি কশ্চিৎ শোকযুক্তো জনঃ নাট্যাদৌ কস্যচিৎ হর্ষযুক্তস্যানুকরং কুর্যাৎ, তর্হি স শোকরহিতো ভবতি-ইতি দৃশ্যতে। যদি কশ্চিৎ হর্ষযুক্তো জনঃ শোকযুক্তং পরিহসিতুমিচ্ছয়া শিরসি করতাড়নক্রন্দনাদেরনুকরণং কুর্যাৎ, তর্হি সোঽহ চিরাৎ প্রকৃতশোকযুক্তঃ স্যাৎ, তদীয়নেত্রাভ্যামশ্রুনির্গলিতং ভবতি এবং দৃশ্যতে। অতএব সিদ্ধস্য যানি লক্ষণানি স্বভাবসিদ্ধানি, সাধকস্য তানি অন্তরঙ্গ সাধনানি। তেষামনুষ্ঠানমনুশীলনমুচ্যতে।৫

অথ তানি সাধনাঙ্গানি স্ফুটং বিস্তরেণ লিখ্যতে। যজনস্য নামান্তরমর্চনম্। তচ্চ শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্বাঙ্গ-কর্ম নির্বাহ পূর্বকং মন্ত্রেণ উপচারাণাং সমর্পণম্। এতদন্তর্গতং বিবিধাঙ্গানি ভবন্তি। তথাহি—শ্রীভগবদর্চনে, কথমপি তদ্ভক্তত্বে চ বৈষ্ণবাচিহ্নানাং ধারণং কর্তব্যম্ তেন তদীয়তাজ্ঞানস্য পুষ্টির্ভবতি, তদ্ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানস্য স্মরণং

বাস করিতেও ইচ্ছা করেন। ক্ষণমাত্র কালও তৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না। এই সকল কার্য শ্রীভগবৎ প্রীতিযুক্ত ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধলক্ষণ ।৪

যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের প্রীতিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে এই সকল কার্য অন্তরঙ্গ সাধন স্বরূপ। সিদ্ধব্যক্তির যে সকল স্বভাব সিদ্ধ কার্য, সেই সকল কার্য যত্নপূর্বক অনুষ্ঠিত হইলে সাধকের পক্ষে উহা অন্তরঙ্গ সাধন। যে ভাবযুক্ত ব্যক্তির যে রূপ কার্য, সেই কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, সেইভাব লাভ করিতে পারা যায়। ইহাকেই 'অনুশীলন' বলা হয়।

যে প্রকার হর্ষযুক্ত ব্যক্তির যে কার্য, সেই কার্যের অনুষ্ঠান করিলে হর্ষযুক্ত হইতে হয়। সেই প্রকার শোকযুক্তব্যক্তির, ভয়যুক্ত ব্যক্তির, ক্রোধযুক্ত ব্যক্তির যে সকল কার্য, সেই সেই কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, শোক, ভয় ও ক্রোধযুক্ত হইতে হয়। যদি কোন শোকযুক্ত ব্যক্তি নাট্যাদিতে কোন হর্ষযুক্ত ব্যক্তির অনুকরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি শোকরহিত হয়,—এইরূপ দেখা যায়। যদি কোন হর্ষযুক্ত ব্যক্তি, শোকাতুর ব্যক্তিকে পরিহাস করিবার ইচ্ছায় মস্তকে করতাড়ন, ক্রন্দনাদির অনুকরণ করে, তবে ক্ষণকাল পরে সেই ব্যক্তি প্রকৃত শোকযুক্ত হয়, তদীয় নেত্রদ্বয়ে জল নির্গত হয়—এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধব্যক্তির যে সকল লক্ষণ স্বভাবসিদ্ধ, সাধকের পক্ষে সেই সকল অন্তরঙ্গ সাধন স্বরূপ। সেই সকলের অনুষ্ঠানকে অনুশীলন বলা হয়।৫

অতঃপর সেই সকল সাধনাঙ্গ ব্যক্ত এবং বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইতেছেন। যজনের নামান্তর অর্চন। ভূতশুদ্ধি, মাতৃকা-ন্যাসাদি পূর্বাঙ্গ কর্ম নির্বাহ পূর্বক মন্ত্রদ্বারা উপচার সকলের সমর্পণকে অর্চন বলা হয়। এই অর্চনের অন্তর্গত নানাবিধ অঙ্গ থাকেন, যথা—শ্রীভগবানের অর্চন করিতে হইলে অথবা কোন প্রকারে তদ্ভক্ত হইলে বৈষ্ণব চিহ্ন সকলের ধারণ কর্তব্য। তদ্দ্বারা তদীয়তা জ্ঞানের পুষ্টি হয়, তৎ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের স্মরণ হয়

তদ্ভক্তানামানন্দবর্দ্ধনঞ্চ ভবতি। তুলসীকাষ্ঠ-ধাত্রী-ফল-পদ্মবীজ-নির্মিতামালাধারণং, ললাটাদিদ্বাদশাঙ্গে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রতিলকধারণং শঙ্খচক্রাদিমুদ্রাধারণঞ্চৈতানি বৈষ্ণবচিহ্নানি। শ্রীভক্তিপুষ্ট্যর্থং শ্রীহরিনামাক্ষরধারণং শ্রীভগবন্নির্মাল্য ধারণঞ্চ কর্তব্যম্।৬

শ্রীভগবতঃ শুভবিজয়েঽভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা চ কর্তব্যা, নচেৎ তদবজ্ঞা ভবতি। শ্রীভগবৎপ্রদক্ষিণং, বিধিনা তদীয়মন্ত্রস্মরণমুচ্চারণং বা জপঃ, রূপগুণ-জন্ম-কর্মাদিলীলানাং ধ্যানং, সংপ্রার্থনাময়ীদৈন্যবোধিকা-লালসাময়ীত্যাদিবিবিধা শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিঃ, নৈবেদ্যাস্বাদনং, চরণামৃতাস্বাদনং, ধূপনির্মাল্যয়োঃ সৌরভগ্রহণং, স্পর্শাধিকারিণঃ শ্রীমূর্তিস্পর্শনং, তদ্ দর্শনং, আরাত্রিকোৎসবপূজানাং দর্শনঞ্চ, শ্রদ্ধয়া এতানি অঙ্গানি কর্তব্যানি। যানি দ্রব্যানি শ্রীভগবতঃ প্রিয়াণি, অনিষিদ্ধেষু যানি স্বপ্রিয়াণি চ তেষাং সমর্পণং কর্তব্যম্, অনেন তদ্ ভক্তিরভিব্যজ্যতে। স্বশরীর সুখসম্বন্ধিচেষ্টাং বিহায় তদর্থেঽখিলচেষ্টিত মনেন তদেকপরতা সিদ্ধতি। যথাবৈভবসামগ্রী-সদ্গোষ্ঠিভির্মহোৎসবঃ, উর্জ্জাদরো, বিশেষশ্রদ্ধয়া জন্মদিনাদিষু মহোৎসবঃ, শ্রীভগবদ্ভক্তৌ উৎসাহ বৃদ্ধিকরত্বাদেতানি অবশ্য কর্তব্যানি।৭

শ্রীভগবতো নাম-রূপ-গুণ-লীলাদীনং শ্রোত্রস্পর্শ রূপং শ্রবণং পরমমুখ্য-সাধন ভক্ত্যঙ্গম্। তথা—তন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদীনাম্ উচ্চভাষণরূপং কীর্তনমপি পরমমুখ্য সাধনভক্ত্যঙ্গম্। এষু সর্ব-শক্তিমৎ শ্রীনামকীর্ত্তনং পরমমুখ্যতম সাধনাঙ্গী যতঃ সর্বভক্তি-সাধনোদগমঃ স্যাৎ। এতচ্চ কীর্ত্তনং বহুভির্মিলত্বা তালরাগ-বাদ্যাদি সহিতং গৌরচন্দ্রিকামুখং 'সঙ্কীর্তন'

এবং তদ্ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া থাকে। তুলসীকাষ্ঠ, ধাত্রীফল, পদ্মবীজ নির্মিত মালা ধারণ ললাটাদি দ্বাদশ স্থানে উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ, শঙ্খ চক্রাদি মুদ্রাধারণ—এই সকলকে বৈষ্ণবচিহ্ন বলা হয়। শ্রীভগবৎভক্তির পুষ্টির জন্য শ্রীহরি নামাক্ষর ধারণ এবং শ্রীভগবৎ নির্মাল্য ধারণও কর্তব্য।৬

শ্রীভগবানের শুভাগমন হইলে অভুত্থান এবং তৎপশ্চাৎ গমনও কর্তব্য, অন্যথা তদবজ্ঞা হয়। শ্রীভগবানকে দক্ষিণে রাখিয়া চতুস্পার্শ্বে পরিভ্রমণ রূপ পরিক্রমা, বিধিপূর্বক তদীয় মন্ত্র স্মরণ বা উচ্চারণ রূপ জপ, সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী ইত্যাদি বিবিধ প্রকার শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তি নৈবেদ্যের আস্বাদন, পাদোদকের আস্বাদন, ধূপ এবং নির্মাল্যের সৌরভগ্রহণ, স্পর্শাধিকারীর শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, আরাত্রিকের, উৎসবের এবং পূজার দর্শন, ভক্তিপূর্বক এইসকল অঙ্গ কর্তব্য হয়।

যে সকল দ্রব্য শ্রীভগবানের প্রিয় এবং যে সকল অনিষিদ্ধ দ্রব্য নিজের প্রিয়, সেই সকল দ্রব্যের সমর্পণ কর্তব্য—ইহা দ্বারা ভক্তির অভিব্যক্তি হয়। নিজের শরীর-সুখ সম্বন্ধী কোন কার্য না করিয়া, অখিল কার্য শ্রীভগবৎ উদ্দেশ্যেই কর্তব্য। ইহা দ্বারা তদেকপরতা সিদ্ধ হয়। বৈভব-সামগ্রীর অনুসারে সংগোষ্ঠির সহিত মহোৎসব, কার্তিক ব্রতের আদর, যাত্রা, জন্মদিন প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাপূর্বক উৎসব—শ্রীভগবদ্‌ভক্তিতে উৎসাহ বৃদ্ধিকর হেতু এই সকল অঙ্গ অবশ্য কর্তব্য হয়।৭

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির 'শ্রবণ' পরমমুখ্য সাধন রূপ ভক্ত্যঙ্গ হন। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির উচ্চভাষণরূপ 'কীর্ত্তন' পরমমুখ্য সাধন ভক্ত্যঙ্গ। তন্মধ্যে শ্রীনামকীর্তন সর্বশক্তিমান্ পরমমুখ্যতম সাধনাঙ্গী। যেহেতু সকল ভক্তিসাধন শ্রীনামকীর্ত্তন হইতে উদ্গম হন। এই কীর্ত্তন বহুজন মিলিত হইয়া তাল রাগ বাদ্যাদির সহিত মুখবন্ধে গৌরচন্দ্রিকা সংযুক্ত হইলে 'সংকীর্ত্তন'নামে কথিত হন। কেবল রাগাদি

মুচ্যতে। কেবলরাগাদিযুতং গীতং কীর্তনান্তর্গতং ভবতি। শ্রীভগবন্নামাদীনাং স্মরণমপি পরমমুখ্য সাধনাঙ্গম্। কিঞ্চ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য শ্রীচরণতলমারভ্য মুকুট পর্যন্তং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টতয়া স্মরণং ধ্যান-পদবাচ্যং ভবতি। শ্রীভগবৎ পরিচর্যাপি পরমমুখ্য সাধনাঙ্গম্। পরিচর্যা তু সেবাসম্বন্ধি উপকরণাদি পরিক্রিয়া। সা চ ছত্রচামর-ব্যজন-বাদ্যাদ্যৈরুপাসনা। ভগবদগ্রে বিবিধ তালাদি সহযোগেন নৃত্যং, ভগবৎ-তীর্থে গৃহে চ গমনং প্রায় পরিচর্যান্তর্গতম্। শ্রীভগবদ বন্দনমপি পরমমুখ্য সাধনাঙ্গম্, তদগ্রে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ-পঞ্চাঙ্গ-প্রণতিশ্চ বন্দনমুচ্যতে। তদগ্রে স্তবপাঠাদিরপি বন্দনস্যান্তর্ভূতঃ।৮

ভগবতো দাস্যং সখ্যঞ্চ পরমমুখ্য ভক্ত্যঙ্গম্। 'সর্বথা অহং তস্য দাসঃ' ঈদৃশাভিমানং দাস্যম্, তদাজ্ঞাপ্রতিপালনজ্ঞানেন জপধ্যানার্চনাদি মঙ্গল কর্মাণি, বর্ণাশ্রমাদি ঔপাধিক কর্মাণি চ ভক্তৈঃ শ্রীকৃষ্ণেঽর্পিতানি সতি তদপি দাস্যমুচ্যতে। কোমলশ্রদ্ধভক্তস্যৈব স্বল্পা কর্মাধিকারিতা, তদর্থমেবেত্থং লিখিতম্।

শ্রীভগবতি ভক্তিরেব পরম-পুরুষার্থঃ। তজ্জাতে ইচ্ছানুসারেণ সর্বপুরুষার্থলাভঃ স্যাৎ, সর্বসাধনস্য সর্বশুভ কর্মণশ্চানুষ্ঠানং স্যাৎ। শ্রীভগবতি ভক্ত্যুদয়ে সর্বদেবস্য পরিতোষঃ স্যাৎ। শ্রীভগবদর্চনেন সর্বদেবস্যার্চনং সিদ্ধতি-ইতীদৃশঃ বিশ্বাসঃ সখ্যমুচ্যতে, পরমস্নেহেন তস্মিন্ মিত্রব্যবহারশ্চ সখ্যমুচ্যতে।৯

শ্রীভগবতি আত্মনিবেদনমপি পরমমুখ্য সাধন-

যুক্ত গীত এই কীর্ত্তনান্তর্গত হন। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির স্মরণও পরমমুখ্য সাধনাঙ্গ। এই স্মরণ শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ তল হইতে মুকুট পর্যন্ত প্রতি অঙ্গে বিশেষ রূপে হইলে ধ্যান নামে কথিত হন। শ্রীভগবানের পরিচর্যাও এক পরমমুখ্য সাধনাঙ্গ শ্রীভগবৎ সেবা সম্বন্ধি উপকরণ প্রভৃতির পরিক্রিয়া এবং ছত্র-চামর, ব্যজন-বাদ্যাদি দ্বারা উপাসনাকে 'পরিচর্যা' বলে। শ্রীভগবানের অগ্রে বিবিধ বাদ্য-তালাদি সহযোগে নৃত্য এবং শ্রীভগবানের তীর্থে ও গৃহে গমন প্রায় এই পরিচর্যার অন্তর্ভূত। শ্রীভগবানের বন্দনও এক পরমমুখ্য সাধনাঙ্গ। শ্রীভগবানের অগ্রে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি ও পঞ্চাঙ্গ প্রণতিকে 'বন্দন' বলা হয়। তদগ্রে স্তব-পাঠ প্রভৃতিও এই বন্দনের অন্তর্ভূত।৮

শ্রীভগবানের দাস্য এবং সখ্য—এক এক পরমমুখ্য ভক্ত্যঙ্গ হন। সর্বপ্রকারে আমি তাঁর দাস—এইরূপ অভিমানকে 'দাস্য' বলা হয়। তদাজ্ঞা প্রতিপালনজ্ঞানে জপ-ধ্যানার্চনাদি মঙ্গল কর্ম এবং বর্ণাশ্রমাদি ঔপাধিক কর্ম ভক্তগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলে তাহাকেও দাস্য বলা হয়। কোমল শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রীভগবদ্ভক্তেরই অল্পমাত্র কর্মাধিকার হয়। তদর্থেই উক্তপ্রকার লিখিত হইল।

শ্রীভগবানে ভক্তিই পরমপুরুর্ষার্থ ভক্তি। হইলে ইচ্ছানুসারে সর্বপুরুষার্থ লাভ হয়। ভক্তি হইলে সর্বসাধনের, সর্বশুভকর্মের অনুষ্ঠান হয়। শ্রীভগবানে ভক্তি হইলে সর্বদেবের পরিতোষ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অর্চনা দ্বারা সর্বদেবের অর্চন হয়—ইত্যাদি বিশ্বাসকে 'সখ্য' বলা হয়। পরমস্নেহে শ্রীভগবানে মিত্র ব্যবহারকেও 'সখ্য' বলা হইয়া থাকে।৯

শ্রীভগবানে আত্মনিবেদনও পরমমুখ্য সাধন-ভক্ত্যঙ্গ হন। দেহ-সমর্পণ এবং (দেহী) স্ব-সমর্পণ ভেদে আত্মনিবেদন দ্বিবিধ। বিক্রীত পশুর পোষণ-চিন্তা ত্যাগবৎ শ্রীভগবানে রক্ষক দৃষ্টি দ্বারা নিজ দেহের ভরণ-পোষণ চিন্তা ত্যাগকেই দেহ সমর্পণ বলা হয়। তথাপি তদীয়-বস্তু রক্ষণ জ্ঞানে

ভক্ত্যঙ্গম্। দেহদেহী সমর্পণ ভেদাদাত্মনিবেদনং দ্বিবিধম্। বিক্রীতস্য পশোঃ পোষণ চিন্তাত্যাগবৎ শ্রীভগবতি রক্ষকদৃষ্ট্যা স্বদেহস্য ভরণপোষণাদি চিন্তাবর্জনমেব দেহ সমর্পণম্। তত্রাপি তদীয়বস্তুরক্ষণ বুদ্ধ্যা দেহরক্ষণং ভবতি। তদীয় নিত্যদাসত্বে স্বস্য সমর্পণং স্ব-(দেহি-) সমর্পণং ভবতি।

শ্রীভগবৎশরণাপত্তিরপি পরমমুখ্যং সাধনাঙ্গম্। অহং কায়েন ভগবৎ-কার্যং বিনা কার্যান্তরং ন করিষ্যে, বচসা তৎকথাং বিনান্যং বাচং ন বদিষ্যামি। মনসা তচ্চিন্তামন্তরেণ অন্যচিন্তাং ন করিষ্যে—ইত্থং প্রতিজ্ঞয়া কায়বাঙ্‌মনোভিঃ শ্রীভগবদেকাশ্রয়ণং শরণাপত্তিরিতি।১০

যো জনো যথাশাস্ত্রোক্তবিধিনা শ্রীভগবদর্চনাদিমুখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনানুষ্ঠানেঽসমর্থঃ, সোঽনেন শরণাগতভাবেন শ্রীকৃষ্ণস্যাকুতোভয়চরণে আশ্রয়ং গৃহ্ণাতি। যথা ভগবদর্চনরূপ পরমমুখ্য ভক্ত্যঙ্গে অপরমুখ্যভক্ত্যঙ্গানামন্তর্ভাবং ভবতি, তথাস্মিন্ শরণাপত্তাবেব অন্যপরমমুখ্য ভক্ত্যঙ্গানি অন্তর্ভূতানি সন্তি। পরন্তু শ্রীভগবদর্চনং যথাশাস্ত্রোক্ত বিধিমপেক্ষতে, ইয়ং শরণাপত্তিস্তন্নাপেক্ষতে, অত্র যথাশক্তি অনুষ্ঠানং ভবতি। যথা শ্রীভগবদনুগ্রহলাভঃ ভক্তস্য তথৈব কর্তব্যম্—ইদং 'শ্রীভগবৎ কৃপেক্ষণ' রূপং ভক্ত্যঙ্গং শরণাপত্তেরন্তর্ভবতি।১১

শ্রীগুরুদেবস্য সেবনং পরমমুখ্যসাধনভক্ত্যঙ্গং ভবতি। শ্রীগুরুদেবস্য পাদপদ্মাশ্রয়ণং বিনা কস্মিংশ্চিদপি মুখ্যভক্ত্যঙ্গে প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ। তৎপ্রসাদাদেব সর্ববিধমুখ্যভক্ত্যঙ্গস্যোদয়ো ভবতি। অতএব শ্রীগুরুদেবস্যাশ্রয়ণং সর্বপ্রথমমুখ্যভক্ত্যঙ্গং

দেহ রক্ষণ হইয়া থাকে। তদীয় নিত্য দাসত্বে নিজের সমর্পণকে 'স্ব-সমর্পণ' বলা হয়।

শ্রীভগবৎ 'শরণাপত্তি' ও এক পরমমুখ্য সাধনাঙ্গ। আমি দেহ দ্বারা ভগবানের কার্য ভিন্ন অন্যকার্য করিব না, বাক্যদ্বারা শ্রীভগবানেরকথা ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, মনোদ্বারা শ্রীভগবানের চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিব না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্বক কায়-বাক্য মনো দ্বারা শ্রীভগবৎ একাশ্রয়ণকে শ্রীভগবৎ শরণাপত্তি বলা হয়।১০

যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনাদি মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হন, সেই ব্যক্তি এইরূপ শরণাগত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সর্বভয় নিবারক পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে প্রকার ভগবদর্চন রূপ পরমমুখ্য ভক্ত্যঙ্গে অন্য মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ সকল অন্তর্ভূত হইয়া থাকেন, সেই প্রকার এই পরমমুখ্য ভক্ত্যঙ্গ শরণাপত্তিতেও অন্য ভক্ত্যঙ্গ মুখ্য সকল অন্তর্ভূত হন। শ্রীভগবদর্চন যথাশাস্ত্রোক্ত বিধির অপেক্ষা করেন; কিন্তু এই শ্রীভগবৎ শরণাপত্তি যথাশাস্ত্রোক্ত বিধির অপেক্ষা করেন না। ইহাতে যথাশক্তি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

যে প্রকারে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ হইবে, শ্রীভগবদ্ভক্তের তাহাই অবশ্য কর্তব্য—এই 'শ্রীভগবৎ কৃপেক্ষণ' রূপ ভক্ত্যঙ্গ—এই শরণাপত্তির অন্তর্ভূত হন।১১

শ্রীগুরুদেবের সেবা পরমমুখ্য সাধন ভক্ত্যঙ্গ হন। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের আশ্রয় ভিন্ন কোন প্রকার মুখ্য ভক্ত্যঙ্গে প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদেই সর্ববিধ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের উদয় হন। অতএব শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের আশ্রয়—সর্বপ্রথম ভক্ত্যঙ্গ হন। অগ্রে শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ লাভের জন্য তৎসেবন করা হয়। তদনন্তর শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের দীক্ষালাভ, তদনন্তর শ্রীভগবৎ অর্চনাদি সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার শিক্ষালাভ হইয়া থাকেন। অনন্তর যাবজ্জীবন শ্রীভগবদ্ভক্তির পুষ্টির জন্য শ্রীগুরুদেব সেব্য হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্ ভক্তির উপদেষ্টা জ্ঞানে শ্রীগুরুদেবের সেবা

ভবতি। প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেবস্যানুগ্রহলাভায় তৎ-সেবনং কর্তব্যম্। ততস্তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য দীক্ষাং লভতে। ততঃ শ্রীভগবদর্চন সম্বন্ধীয় সর্ববিধশিক্ষণ-লাভো ভবতি। ততে যাবজ্জীবনং শ্রীভগবদ্ ভক্তি-পুষ্টয়ে শ্রীগুরুদেবঃ সেব্যো ভবতি। শ্রীভগবদ্‌ভক্ত্যু-পদেষ্টৃত্বেন শ্রীগুরুদেবস্য সেবনং স্যাৎ।১২

আশ্রয়নীয়ঃ শ্রীগুরুদেবঃ সর্বশাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ ন বা? শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞো ন বা? শ্রীভগবদুপসমাশ্রয়ো ন বা? এবং প্রথমত আশ্রয়প্রার্থিশিষ্যো দীর্ঘকালং পরীক্ষয়েৎ। শ্রীগুরুদেবোঽপি তৎশিষ্যং দীক্ষা গ্রহণস্যোপযুক্তো ন বা? উপদিষ্টতত্ত্ব ধারণস্যোপ-যুক্তো ন বেতি দীর্ঘকালং পরীক্ষয়েৎ। পরীক্ষয়া পরস্পরমুপযুক্তবোধে সতি তদনন্তরং মন্ত্র দীক্ষাদিঃ শুভফল প্রদো ভবতি। যদি কুত্রচিদ্ বংশ-পরম্পরয়া শ্রীগুরুলক্ষণং শিষ্য লক্ষণঞ্চ দৃশ্যতে। তর্হি তত্র পরীক্ষায়াঃ প্রয়োজনাভাবঃ। সম্প্রদায় পরিচালক পরমাচার্যাণাং সুশাসনে রক্ষিত ভক্ত বংশে শ্রীগুরুশিষ্যলক্ষণস্য দুর্লভতা ন ভবতি, তদ-ভাবে প্রায়ঃ দুর্লভং ভবতি। অন্যান্য বিষয়াঃ পশ্চাল্লেখ্যা।১৩

সৎসঙ্গোঽপি পরমমুখ্যং ভক্ত্যঙ্গং ভবতি। যস্মিন্ জনে শ্রীভগবতঃ অনুগ্রহো ভবতি, স ভগ-বদ্ভক্তসঙ্গং লভতে। শ্রীভগবদ্ভক্ত প্রসঙ্গাৎ ভক্তি-মাহাত্ম্য শ্রবণং ততঃ শ্রীভক্তিলাভেচ্ছা, ততস্তল্লাভায় সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ণং ভবতি। অতএব সৎসঙ্গো হি ভক্তিলাভস্য তন্মূল-ভূত শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ণস্য চ নিদানম্। সৎসঙ্গাভাবেন শ্রীগুরুদেবান্বেষণমপি ন স্যাৎ, ভক্তিলাভোঽপি ন স্যাৎ।১৪

অথ শ্রীভগবদীয়াণাং সেবনং সৎসঙ্গান্তর্ভূতং ভবতি। শ্রীভগবৎ প্রিয়াতুলসীসেবনং, শ্রীভগবন্মা-হাত্ম্য তদ্ভক্তিমাহাত্ম্য-তদ্ভক্তমাহাত্ম্য প্রকাশক ভক্তিশাস্ত্র সেবনং, শ্রীভগবৎ প্রিয়ধামমথুরামণ্ডল-

---

করা হয়।১২

আশ্রয়নীয় শ্রীগুরুদেব সর্বশাস্ত্র তাৎপর্যবিৎ কি না, শ্রীভগবৎ তত্ত্বজ্ঞ কিনা, শ্রীভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন কিনা এবং উপসমাশ্রয় কি না, অগ্রে আশ্রয়প্রার্থী শিষ্য দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিবেন শ্রীগুরুদেবও আশ্রয়প্রার্থী শিষ্যকে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত কি না, উপদিষ্ট তত্ত্ব ধারণের উপযুক্ত কি না, দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। পরীক্ষা দ্বারা পরস্পর উপযুক্ত জ্ঞান করিলে তদনন্তর মন্ত্র-দীক্ষাদি শুভ ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। যদি কোন স্থলে বংশগত ভাবে শ্রীগুরুলক্ষণ ও শিষ্যলক্ষণ দৃষ্ট হন, তবে সে স্থলে পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। সম্প্রদায় পরিচালক পরমাচার্যগণের সুশাসনে ভক্ত-বংশে শ্রীগুরু-শিষ্যলক্ষণের দুর্লভতা হয় না। তদ-ভাবে প্রায় দুর্লভ হইয়া থাকেন। অন্যান্য বিষয় পরে জ্ঞাতব্য।১৩

সৎসঙ্গও এক পরমমুখ্য সাধন ভক্ত্যঙ্গ। যে ব্যক্তির প্রতি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হয় সেই ব্যক্তির ভগবদ্ ভক্তসঙ্গ লাভ হয়। শ্রীভগবদ্ ভক্তসঙ্গ হেতু ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ হয়। ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণের পরে ভক্তিলাভে ইচ্ছা হয়। তদনন্তর শ্রীভগবদ্-ভক্তিলাভের জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয়ণ হইয়া থাকে। অতএব একমাত্র সৎসঙ্গই, শ্রীভগবদ্‌ভক্তিলাভের এবং তন্মূলভূত শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের মূল কারণ হইয়া থাকেন। সৎসঙ্গ ব্যতিরেকে শ্রীগুরুদেবের অন্বেষণও হয় না, শ্রীভগবদ্‌ভক্তির লাভও হন।১৪

শ্রীভগবৎ সম্বন্ধি-বস্তুর সেবন—এই সৎসঙ্গের অন্তর্ভূত হন। শ্রীভগবৎ প্রিয়া তুলসীর সেবন, শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য, তদ্ভক্ত-মাহাত্ম্য প্রকাশক ভক্তি-শাস্ত্র সেবন, শ্রীভগবৎপ্রিয় ধাম—মথুরামণ্ডল সেবন, এবং শ্রীভগবৎপরমপ্রিয় বৈষ্ণব সেবন—শ্রীভগবৎ সম্বন্ধি বস্তুর সেবনান্তর্ভূত হন। শ্রীভগ-

সেবনং শ্রীভগবৎ পরমপ্রিয়বৈষ্ণবসেবনঞ্চ শ্রীভগবদীয়বস্তুনঃ সেবনান্তর্ভূতম্। শ্রীভগবদ্ ভক্তে র্যান্যঙ্গানি, প্রায়ঃ তদ্ভক্ত ভক্তেরপি তান্যঙ্গানি ভবন্তি। শ্রীভগবদ্ ভক্তভক্তিরপি শ্রীভগবদ্ভক্তেরন্তর্ভূতা ভবতি। শ্রীভগবদ্ ভক্তজ্ঞানাৎ তদ্ভক্তভক্তেরনুষ্ঠানং ভবতি। শ্রীভগবদ্ভক্তস্য ভক্তিং বিনা কদাপি শ্রীভগবদ্ভক্তিঃ পুষ্টিং ন লভতে। শ্রীভগবদ্ ভক্তস্যাবজ্ঞয়া শ্রীভগবতি ভাব-ভক্তিরপি অবজ্ঞাতুঃ সকাশাদন্তর্হিতা ভবতি। তদেবং শ্রীভগবদ্ ভক্তেঃ পরমমুখ্য দ্বাদশাঙ্গানি, তদন্তর্ভূতাঙ্গৈঃ চতুশ্চত্বারিংশদঙ্গানি চ কথিতানি।১৫

অথৈতন্মধ্য গতপরমমুখ্যতম পঞ্চবিধসাধনাঙ্গানি লিখ্যন্তে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রস্যার্থাস্বাদনং পরমমুখ্যতম সাধন ভক্ত্যঙ্গম্; রসজ্ঞ ভক্তৈঃ সহ শ্রীমূর্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে বিশেষতঃ প্রীতিঃ, স্বজাতীয়াশয়ো যো জনঃ স্বতঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে শ্রীভগবদ্ভজনে চ শ্রেষ্ঠঃ স্নিগ্ধশ্চ তাদৃশসাধৌ সঙ্গঃ, শ্রীনামসংকীর্তনম্, শ্রীমথুরামণ্ডলে বাসঃ—এতচ্চতুষ্টয়মপি পরমমুখ্যতমসাধনভক্ত্যঙ্গম্। দুরূহাদ্ভুতবীর্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে, যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভা।জন্মনে।১৬

অথ যৈরঙ্গৈঃ ভক্তৌ প্রবেশঃ স্যাৎ, তানি বিংশত্যঙ্গানি—শ্রীভগবদ্ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানায় সর্বশাস্ত্রতাৎপর্যবিদ্ ভক্তিযুক্তস্য শ্রীগুরুদেবস্য শ্রয়ণং, তস্মাৎ কৃষ্ণমন্ত্রস্য দীক্ষাদিসদ্ধর্মশিক্ষণং, শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশবুদ্ধ্যা তৎপ্রেষ্ঠবুদ্ধ্যা বা শ্রদ্ধয়া গুরুসেবা, এতানি ত্রীণি প্রধানান্যপি ভক্তিপ্রবেশে দ্বারভূতানি। সদাচারসম্মতস্বাধিকার প্রাপ্ত বেদাদি-

---

বদ্ ভক্তির যে সকল অঙ্গ হন, প্রায় তদ্ভক্তভক্তিরও সেই সকল অঙ্গ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্ ভক্তের ভক্তিও শ্রীভগবদ্ ভক্তির অন্তর্ভূতা হইয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীভগবানের ভক্ত জ্ঞানে তদ্ভক্ত ভক্তির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্ভক্তের ভক্তি ব্যতিরেকে কদাচ শ্রীভগবদ্ভক্তির পুষ্টি হয় না। শ্রীভগবদ্ভক্তের অবজ্ঞা হইলে শ্রীভগবদ্ভক্তিও তদবজ্ঞাকারীর নিকট হইতে অন্তর্হিতা হন।

শ্রীভগবদ্ ভক্তির পরমমুখ্য দ্বাদশ অঙ্গ এবং তদন্তর্ভূত অঙ্গ সকল সহিত চতুশ্চত্বারিংশদঙ্গ কথিত হইলেন।১৫

অতঃপর এতন্মধ্যগত পরমমুখ্যতম পঞ্চবিধ সাধনাঙ্গ লিখিত হইতেছেন। শ্রীমূর্তির পাদপদ্ম সেবনে শ্রদ্ধা ও বিশেষতঃ প্রীতি পরমমুখ্যতম সাধন ভক্ত্যঙ্গ হন। সেইরূপ রসজ্ঞ ভক্তগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অর্থাস্বাদনও পরমমুখ্যতম সাধন ভক্ত্যঙ্গ হন। স্বজাতীয় হইয়াছে আশয় যার, যে ব্যক্তি আপনা হইতে শ্রীভগবৎতত্ত্বজ্ঞানে এবং শ্রীভগবদ্ভজনে শ্রেষ্ঠ ও স্নেহযুক্ত সেই সাধুতে সঙ্গ, আর শ্রীনামসংকীর্তন, আর মথুরা মণ্ডলে বাস—এই তিনটিও পরমমুখ্যতম সাধন ভক্ত্যঙ্গ হন। ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমমুখ্যতম অঙ্গী শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তন। এই পরমমুখ্যতম অঙ্গ পঞ্চকের পরাক্রম, অতিদুস্তর্ক্য এবং অতি অদ্ভুত—ইহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক অল্পমাত্র সম্বন্ধও সদ্বুদ্ধি সকলের অর্থাৎ নিরপরাধ চিত্ত ব্যক্তিগণের ভাবোপত্তিযোগ্য হইয়া থাকে।১৬

অতঃপর যে সকল অঙ্গদ্বারা ভক্তিতে প্রবেশ হয়, সেই বিংশতি অঙ্গ লিখিত হইতেছেন। শ্রীভগবদ্ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত সর্বশাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ ভক্তিযুক্ত শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্রের দীক্ষা পূর্বক সদ্ধর্ম শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বা তৎ প্রেষ্ঠতম বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বাস সহ শ্রীগুরুসেবা,—এই অঙ্গত্রয় প্রধান হইলেও ভক্তিতে প্রবেশ বিষয়ে দ্বার স্বরূপ হইয়া

শাস্ত্রবিধেরনুষ্ঠানম্, সদ্ধর্মপৃচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ-প্রাপ্তয়ে ভোগ-লোক বিত্তপুত্রাদৌ স্নেহত্যাগঃ, দ্বারকা পুরুষোত্তম-গঙ্গাদিস্থানে বাসঃ, যাবদর্থানুবর্তিতা, একাদশ্যুপবাসঃ, ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্রেষু গৌরবম্, এষামত্র দশাঙ্গানাং ভক্তৌ প্রারম্ভরূপতা ভবেৎ।১৭

ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈর্বিদূরেণ সঙ্গত্যাগঃ, অনধিকারিশিষ্যস্যানুবন্ধবর্জনং, ভগবদ্বহির্মুখমহারম্ভাদৌ উদ্যমবর্জনং, ভগবদ্বহির্মুখ বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস-তদ্ ব্যাখ্যা তদ্বাদবর্জনং, ব্যবহারেঽপ্যাকার্পণ্যং, শোকাদ্যবশবর্তিতা, অন্যদেবানবজ্ঞা, ভূতানুদ্বেগ-দায়িতা, সেবানামাপরাধানামুদ্ভবা ভাবকারিতা, কৃষ্ণতদ্ভক্ত বিদ্বেষবিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা, ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ। ইয়মঙ্গবিংশতির্ভক্তপ্রবেশায় দ্বারভূতা ভবতি। পঞ্চবিধয়া শ্রীভগবদ্ভক্তেশ্চতুঃষষ্টি রঙ্গাণি লিখিতম্। শ্রীহরিভক্তিবিলাসগ্রন্থে ভক্তের সংখ্যান্যঙ্গানি লিখিতানি। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থানুসারেণাত্র প্রসিদ্ধান্যঙ্গানি লিখিতানি।১৮

যদি কশ্চিৎ শ্রীভগবতো ভিন্নদৃক্ সংরম্ভী হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বাভিসন্ধায় পূর্বোক্ত ভক্ত্যঙ্গানামনুষ্ঠানং কুর্যাৎ তর্হি তাং তামসীং ভক্তিমুচ্যতে। যদি কশ্চিদ্‌বিষয়ান্ যশঃ ঐশ্বর্যমেব বাভিসন্ধায় ভিন্নদৃগধিষ্ঠানাদৌ ভক্ত্যঙ্গানামনুষ্ঠানং কুর্যাৎ, তর্হি তাং রাজসীং ভক্তিমুচ্যতে। যদি কশ্চিৎ কর্মক্ষয়ং পরমেশ্বর তুষ্ট্যর্থং বা যষ্টব্যবদ্ধ্যা ভেদদর্শী ভক্ত্যঙ্গানামনুষ্ঠানং কুর্যাৎ তর্হি তাং সাত্ত্বিকীং ভক্তিমুচ্যতে। অনয়া ত্রিবিধয়া সগুণাভক্ত্যা পূর্বোক্তা

থাকেন। সদাচার সম্মত নিজের অধিকার প্রাপ্ত বেদাদি শাস্ত্রবিধির অনুষ্ঠান, সদ্ধর্মের প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য ভোগ-লোক-বিত্ত পুত্রাদিতে স্নেহত্যাগ, দ্বারকা, পুরুষোত্তম, গঙ্গা—এই সকল স্থানে বাস, সমুদায় ব্যবহার কার্যে যদ্দ্বারা নিজভক্তি নির্বাহ হয়, তাবৎ প্রয়োজনের অনুবর্তিতা, শ্রীএকাদশীতে, মহাদ্বাদশীতে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে উপবাস, ধাত্রী অশ্বত্থ গো ব্রাহ্মণের সম্মান—এই দশঅঙ্গ ভক্তিপথের প্রারম্ভ স্বরূপ।১৭

ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিবর্জন, অনধিকারী শিষ্যের অনুবন্ধ বর্জন, ভগবদ্ বহির্মুখ মহারম্ভাদি বিষয়ে উদ্যম বর্জন, ভগদ্বহির্মুখ বহুগ্রন্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অভ্যাস এবং তদ্ব্যাখ্যা ও বাদ—এই সকলের বর্জন, ব্যবহারে কার্পণ্যহীন, শোকাদির বশবর্তিতা ত্যাগ, অন্য দেবের অবজ্ঞা ত্যাগ, প্রাণীসকলের উদ্বেগ দান ত্যাগ, সেবাপরাধ ৩২ প্রকার এবং নামাপরাধ দশ প্রকার—যাহাতে উদ্ভব না হয়, সে বিষয়ে সাবধানতা,—এই দশ অঙ্গ ব্যতিরেক ভাবে অনুষ্ঠেয়। গ্রহণ দশ অঙ্গ ও বর্জন দশ অঙ্গ—এই বিংশতি অঙ্গ ভক্তিতে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। পঞ্চবিধ প্রকারে উপরি উক্ত শ্রীভগবদ্ ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ লিখিত হইলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে ভক্তির অসংখ্য অঙ্গ লিখিত আছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থানুসারে এস্থলে প্রসিদ্ধ অঙ্গ সকল লিখিত হইলেন।১৮

অতঃপর সগুণা ভক্তির কথা বর্ণিত হইতেছেন—যদি কোন ব্যক্তি শ্রীভগবান হইতে অন্য বস্তুকে স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধযুক্ত হইয়া হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্যকে সংকল্প করিয়া উক্ত ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করেন, তবে সেই ভক্তিকে 'তামসী' বলা হয়। যদি কোন ব্যক্তি বিষয়, যশঃ কিংবা ঐশ্বর্যকে সংকল্প করিয়া উক্ত প্রকার ভেদজ্ঞানে অধিষ্ঠানাদিতে ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠানে করেন, সেই ভক্তিকে রাজসী বলা হয়। আর

প্রীতির্নোদেতি ।১৯

যঃ কশ্চিত্তথা ভেদদর্শী ন ভবন্ যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ স্বতঃ প্রবিশতি, তদ্বৎ অবিচ্ছিন্না শ্রীভগবতি ফলানুসন্ধানরহিতা অনাবৃতা ভক্তিঃ কুর্যাৎ, সা নিগুর্ণা ভক্তিঃ। অতএব ভক্তিব্যতিরিক্তান্যাভিলাষ শূন্যং জ্ঞানকর্ম-বৈরাগ্য-যোগ সাংখ্যানামভ্যাস-প্রবৃত্ত্যাদ্যনাবৃতমানুকূল্যেন শ্রীকৃষ্ণানুশীল ন মুত্ত মা ভক্তিরুচ্যতে। যাদৃশী প্রবৃত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা তামানুকূল্যং বদন্তি। কৃষ্ণসম্বন্ধি কৃষ্ণার্থং বা প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মকঃ কায়বাঙ্ মানসীরস্তত্তচ্চেষ্টা রূপঃ প্রীতি বিষয়ক মানসস্তত্তদ্ভাবরূপশ্চ কৃষ্ণানুশীলনস্যার্থঃ ।২০

সা উত্তমা ভক্তিঃ সাধনরূপা ভাবরূপা প্রেমরূপা চেতি ত্রিবিধা ভবতি। ভাবরূপা প্রেমরূপা চ প্রাগুক্তা। সাধনরূপা ত্বিদানীং উক্তা। সাধন-ভক্তিঃ ক্লেশঘ্নী শুভদা চ, ভাবভক্তি মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা চ, প্রেমভক্তিঃ সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ ভবতি। তেষু যা ভক্তিরিন্দ্রিয়-প্রেরণায়া সাধ্যতে, যয়া চ ভাবঃ প্রকটিতা ভবতি সা সাধনভক্তিঃ। সা সাধন ভক্তিঃ বৈধী রাগানুগা ভেদাদ্দ্বিবিধা ।২১

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তি রুচ্যতে।

যো মহৎসঙ্গাদিজাতসংস্কারবিশেষেণ শ্রীকৃষ্ণস্য সেবনে জাতশ্রদ্ধঃ, বিষয়ে নাতিসক্তো ন ফল্গু বৈরাগ্যভাগসৌ অস্যাং সাধনভক্তৌ অধিকারী। যঃ শাস্ত্রে তদনুগতযুক্তৌ চ নিপুণঃ সাধ্যসাধন-বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়ঃ গাঢ়শ্রদ্ধা যুক্তশ্চ, সোঽস্যাং

কেহ যদি পাপক্ষয় কিংবা পরমেশ্বর তুষ্টি কামনা বা যষ্টব্য জ্ঞানে, উক্ত প্রকার ভেদদর্শী হইয়া ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তিকে সাত্ত্বিকী বলা হয়। এই ত্রিবিধা সগুণা ভক্তি দ্বারা পূর্ব কথিতা প্রীতির উদয় হয় না।১৯

যে ব্যক্তি উক্ত প্রকার ভেদদর্শী না হইয়া গঙ্গার প্রবাহ যে প্রকার সমুদ্রে স্বতঃ প্রবিষ্ট হয়, সেই প্রকার অবিচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীভগবানে ফলাভিসন্ধান-রহিতা, জ্ঞানকর্মাদি অনাবৃতা ভক্তি করেন সেই ভক্তিকে নিগুর্ণা বলা হয়। অতএব ভক্তি ব্যতিরিক্ত অন্য অভিলাষ পরিবর্জিত জ্ঞান কর্ম বৈরাগ্য যোগ এবং সাংখ্য এই সকলের যে অভ্যাস, তৎপ্রবৃত্তি দ্বারা অনাবৃত—এইরূপ যে আনুকূল্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন, তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা হয়। যে রূপ প্রবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের রুচি যোগ্য তাহাকেই আনুকূল্য বলে। কৃষ্ণ সম্বন্ধি অথবা কৃষ্ণনিমিত্ত, প্রবৃত্তি রূপ বা নিবৃত্তি রূপ, যে কায়িক, বাচিক, মানসিক ব্যাপার এবং প্রীতি বিষয়ক মানস সেই সেই ভাব ধারণ তাহাকে কৃষ্ণানুশীলন বলা হয়।২০

সেই উত্তমা ভক্তি—সাধন ভাব এবং প্রেম রূপা ভেদে ত্রিবিধা। ভাব রূপা এবং প্রেমরূপা পূর্বে বর্ণিতা হইয়াছেন, সাধনরূপা এক্ষণে বর্ণিতা হইলেন। সাধনভক্তি ক্লেশঘ্নী এবং শুভদা, ভাব-ভক্তি মোক্ষলঘুতাকৃৎ এবং সুদুর্লভা, প্রেমভক্তি সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় প্রেরণ দ্বারা যে ভক্তি-সাধ্যা হন এবং যদ্দ্বারা ভাব প্রকটিত হন, তাহাকে সাধনভক্তি বলা হয়। সেই সাধনভক্তি বৈধী রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার হন।২১

রাগ এবং সে বিষয়ে যে রুচি, তৎপ্রাপ্তির অভাবে শাস্ত্রের শাসন দ্বারা যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে 'বৈধী' বলে। যে ব্যক্তি মহৎ সঙ্গাদি জাত সংস্কার বিশেষ দ্বারা এই কৃষ্ণের সেবন বিষয়ে জাতশ্রদ্ধ হন, বিষয়ে অতিশয় আসক্তি যুক্ত হন না এবং বিরক্তও হন না, সেই ব্যক্তি এই সাধন

বৈধী সাধনভক্তৌ উত্তমাধিকারী। যঃ শাস্ত্রাদিষু অনিপুণঃ সমাধাতু মসমর্থঃ কিন্তু মনসি দৃঢ়নিশ্চয়ঃ স মধ্যমাধিকারী। যঃ শাস্ত্রাদৌ কিঞ্চিন্নিপুণঃ কোমলশ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ চালয়িতুং শক্যঃ, স কনিষ্ঠাধিকারী। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে, তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ। অত্র শ্রীহরিভক্তৌ মনুষ্যমাত্রস্যাধিকারঃ।২২

ভক্ত্যধিকারিণাং নিত্যভক্ত্যঙ্গানামনুষ্ঠানে দোষঃ, বর্ণাশ্রম বিহিতকর্মানুষ্ঠানে দোষো নাস্তি, দৈবান্নিষিদ্ধাচরণে প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতম্। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধৌ শ্রীভগবদ্ আদেশরূপম্। শ্রীভগবদ্ ভক্তৌ সর্ব বিধেরন্তর্ভাবদর্শনাদ্ ভক্তৌ প্রৌঢ়-শ্রদ্ধাধিকারিণাং বিধিমার্গত্যাগে দোষো ন ভবতি। নিষিদ্ধাচরণরূপ শ্রীভগবদাদেশ ভঙ্গ দোষ সমুপস্থিতে তদেকাশ্রিত ভক্তানাং তৎসমীপে ক্ষমা-প্রার্থনমেব তদ্দোষ মার্জনকরং ভবতি। অতএব বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মাণং ভক্ত্যঙ্গত্বং শুদ্ধভক্তি বিজ্ঞানাং সম্মতং ন।২৩

জ্ঞানবৈরাগ্যয়ো র্ভক্তি প্রবেশায়োপযোগিতা প্রথমমীষদেবেতি তয়ো র্ভক্ত্যঙ্গত্বং নোচিতম্। সাংখ্যযোগৌ ভগবদবহির্মুখানাং বিষয়াসক্তি-নিবারণায়োপযোগীতি শ্রীভগবদ্ভক্তৌ জাতশ্রদ্ধস্য প্রয়োজনাভাবঃ, তথাপি বিষয়াসক্তানাং ভক্তৌ প্রবেশায় প্রথমং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্। কিন্তু জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিনা যৎ সাধ্যতে তদ্ভক্ত্যৈব সিধ্যতি। যস্য হরিভজনে রুচির্ভবতি, তস্য বিষয়ে গরিষ্ঠ-রাগোঽপি বিলীয়তে। যথার্হং বিষয়ানুপযুঞ্জতোঽনা-সক্তস্য কৃষ্ণসম্বন্ধে যো নির্বন্ধঃ (আগ্রহঃ) তদ্ 'যুক্ত

ভক্তিতে অধিকারী হন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে এবং তদনুগত যুক্তিতে নিপুণ, সাধন পুরুষার্থ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় এবং গাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত সেই ভক্ত, এই সাধন ভক্তিতে উত্তমাধিকারী হন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাদিতে অনিপুন অর্থাৎ বিরুদ্ধ বাদীর প্রবল প্রতিপক্ষ সমাধানে অসমর্থ, কিন্তু মনের মধ্যে নিজ ভজনে দৃঢ়নিশ্চয়, সেই ভক্ত মধ্যমাধিকারী। যে ব্যক্তি উক্তরূপ হইয়া কোমল শ্রদ্ধ এবং অন্যের দ্বারা বিচলিত হইবার যোগ্য, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী।

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা রূপা পিশাচী যে কাল পর্যন্ত হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে সে কাল পর্যন্ত ভক্তি সুখের উদয় হয় না। উক্ত প্রকারে শ্রীহরিভক্তিতে মনুষ্য-মাত্রের অধিকার হইয়া থাকে।২২

ভক্তিতে অধিকারীগণের নিত্যভক্ত্যঙ্গের অননু-ষ্ঠানে দোষ হয়, বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম না করিলে দোষ হয় না। দৈবাৎ নিষিদ্ধাচরণ হইলে প্রায়-শ্চিত্তানুষ্ঠানও কর্তব্য নহে। শাস্ত্রোক্ত বিধি এবং নিষেধ শ্রীভগবদ্ আদেশ রূপ হইলেও শ্রীভগবদ্-ভক্তিতে প্রৌঢ় শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের ভক্তিতে সর্ববিধির অন্তর্ভাব দর্শনহেতু বিধিমার্গ ত্যাগে দোষ হয় না. নিষিদ্ধাচরণ রূপ শ্রীভগবদাদেশ ভঙ্গ দোষ সমুপস্থিত হইলে তদেকাশ্রিত ভক্তগণের তৎসমীপে ক্ষমাপ্রার্থনই তদ্দোষ মার্জ্জনকর হয়। অতএব বর্ণাশ্রয় বিহিতকর্ম সকল বিজ্ঞসম্মত ভক্ত্যঙ্গ হন না।২৩

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিতে প্রবেশ বিষয়ে প্রথমে কিঞ্চিৎ উপযোগী হন, অতএব এই দুই ভক্ত্যঙ্গ নহে। সাংখ্য ও যোগ ভগবদ্ বহির্মুখগণের বিষয়াসক্তি নিবারণের উপযোগী হন। ভক্তিতে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির তাহাতে প্রয়োজন হয় না। তথাপি বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের ভক্তিতে প্রবেশ জন্য প্রথমে কিঞ্চিৎ তৎপ্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি দ্বারা যাহা সাধ্য হয়, তাহা ভক্তি দ্বারাও হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির হরিভজনে রুচি হয়, সেই ব্যক্তির বিষয়ে গরিষ্ঠ রাগও বিলয় প্রাপ্ত হয়। যথাযুক্ত বিষয়ভোগকারী অনাসক্ত ব্যক্তির কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে নির্বন্ধ, তাহাকে 'যুক্ত বৈরাগ্য'

বৈরাগ্য' মুচ্যতে। মুমুক্ষুভির্মায়ামম বুদ্ধ্যা হরি-সম্বন্ধিবস্তুনো যঃ পরিত্যাগস্তৎ ফল্গু বৈরাগ-মুচ্যতে ।২৪

ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তি রুপপাদ্যতে, বিদূর-সম্বন্ধাহুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা। বিবেকাদি গুণা শ্রীভগবদ্ভক্তস্য স্বত এব আশ্রিতাস্তিষ্ঠন্তি, যম-নিয়মাদি চ তথা, অতএবৈষাং ভক্ত্যঙ্গত্বং নাস্তি। স্ববাসনানুসারেণ সা ভক্তিরেক মুখ্যাঙ্গা-শ্রিতা-নৈকান্তিকা বা নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ ভবেৎ। ইতি বৈধীভক্তিপ্রক্রিয়া ।২৫

অথ রাগানুগা ভক্তীরুচ্যতে। ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তং বিরাজন্তি যা রাগাত্মিকা ভক্তিঃ তস্যানু-গতা যা ভক্তিঃ সা রাগানুগোচ্যতে। রাগানুগা ভক্তি জ্ঞানায় অগ্রে রাগাত্মিকা কথ্যতে। ইষ্টে স্বাভাবিকী প্রেমময়ী যা তৃষ্ণা সা রাগ ইত্যুচ্যতে। তদেক-প্রেরিতা যা ভক্তিঃ সা রাগাত্মিকা ভক্তিঃ। সা রাগাত্মিকা ভক্তিঃ কামরূপা-সম্বন্ধরূপা-ভেদেন দ্বিবিধা। যা প্রেমরূপা ভক্তিঃ সম্ভোগতৃষ্ণাং স্বস্বরূপতাঞ্চ নয়তি সা কামরূপা ভক্তিঃ, যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ। ইয়ং কামরূপাখ্যা প্রেমরূপা ভক্তিঃ ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে। কিন্তু কামপ্রায়া রতিঃ কুব্জায়ামেব সম্মতা ।২৬

শ্রীগোবিন্দ বিষয়ে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা সম্বন্ধ-রূপা উচ্যতে। এবং রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্দ্বিধা রাগানুগা চ, সা কামানুগা সম্বন্ধানুগা চেতি নিগদ্যতে।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো অত্রাধিকারবান্ ভবেৎ। শ্রীভাগ-

---

বলে। মুমুক্ষুব্যক্তির মায়াময় বুদ্ধির দ্বারা হরি-সম্বন্ধী বস্তুর যে পরিত্যাগ, তাহাকে 'ফল্গু বৈরাগ্য' বলা হয় ।২৪

ধন-শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তির অনুষ্ঠান হয়, দূর-সম্বন্ধহেতু তাহা উত্তমা ভক্তির অঙ্গ হয় না। বিবেক প্রভৃতি গুণ সকল শ্রীভগবদ্ ভক্তগণের স্বতঃই আশ্রিত হইয়া থাকেন। অহিংসাদি যম সকল এবং শৌচাদি নিয়ম সকলও ঐরূপ হন। অতএব ইহারা ভক্ত্যঙ্গ হয় না।

নিজের বাসনানুসারে কোন ব্যক্তি একমুখ্য অঙ্গী ভজন দ্বারা সাধনে প্রবৃত্ত হন। কোন ব্যক্তি অনেক মুখ্য অঙ্গ দ্বারা সাধনে প্রবৃত্ত হন, নিষ্ঠা হেতু যুগবিশেষে এই উভয়বিধা ভক্তিও সিদ্ধিপ্রদা হন। বৈধী ভক্তি কথিত হইলেন ।২৫

অতঃপর রাগানুগা ভক্তি কথিত হইতেছেন— ব্রজবাসীজনে অভিব্যক্তরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, যে রাগাত্মিকা ভক্তি, সেই ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি তাহাকে 'রাগানুগা' ভক্তি বলা হয়। রাগানুগা ভক্তির অনুভবের জন্য অগ্রে রাগাত্মিকা ভক্তি বর্ণিত হইতেছেন। অভীষ্ট বিষয়ে স্বভাবসিদ্ধা প্রেমময়ী যে তৃষ্ণা তাহাকে 'রাগ' বলা হয়। তদেক প্রেরিতা যে ভক্তি, তাহাকে 'রাগাত্মিকা' ভক্তি বলা হইয়া থাকে। সেই রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দ্বিবিধা। যে প্রেমরূপা ভক্তি সম্ভোগ তৃষ্ণাকেও স্বস্বরূপতা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, তাহাকেই কাম-রূপা বলা হয়। যেহেতু তাহাতে কেবল কৃষ্ণ সুখের জন্য উদ্যম হয়। এই কামরূপাখ্যা প্রেম-রূপা ব্রজদেবী সকলে সুপ্রসিদ্ধা হইয়া থাকেন। কিন্তু কামপ্রায়া রতি কুব্জাতেই সম্মতা। ২৬

শ্রীগোবিন্দ বিষয়ে পিতৃত্বাদ্যভিমানীতাকে 'সম্বন্ধরূপা' বলা হয়। এই প্রকার রাগাত্মিকার দ্বৈবিধ্যহেতু রাগানুগাও কামানুগা এবং সম্বন্ধা-নুগা ভেদে দ্বিবিধা। রাগাত্মিকাতে একমাত্র মুখ্য হইয়াছেন যে ব্রজবাসীজন তাঁহাদের ভাব প্রাপ্তিতে যে ব্যক্তি লুব্ধ হন, তিনিই এই রাগানুগা

বতাদি প্রসিদ্ধ তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতেঽনুভূতে চ, শাস্ত্রবিধিবাক্যং যুক্তিঞ্চ নাত্রাপেক্ষ্য যা ধীর-পেক্ষতে, তল্লোভোৎপত্তের্লক্ষণম্। বৈধভক্ত্যধি-কারিণঃ ভাবাবির্ভাবনাবধি শাস্ত্রং তদনুকূলযুক্তি-ঞ্চাপেক্ষতে। অত্র রাগানুগায়াং অধিকারী সদা শ্রীকৃষ্ণং তৎপ্রিয়জনঞ্চ স্মরন্ তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ তৎলীলাস্থান ব্রজে সদা বাসং কুর্যাৎ। সামর্থ্যে সতি স্বদেহেন অসামর্থ্যে মনসাপি নন্দব্রজে বাসং কুর্যাৎ ।২৭

তত্র বসন্ ব্রজস্থনিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য তদ্ভাব-বিশেষলিপ্সুঃ তদনুগতজনানুসারতঃ যথাবস্থিত-সাধকদেহেন, অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎ সেবোপযোগি-সিদ্ধদেহেন চ সেবাং কুর্যাৎ শ্রীভগবদ্ গুরুদেবস্যা-নুগ্রহেণ মধ্যবর্তিসিদ্ধসাধকদেহস্যাপি ভাবনা স্যাৎ অতএব প্রাকৃত সাধকদেহ-সিদ্ধসাধকদেহভেদেন দ্বিবিধ সাধকদেহঃ। অস্মাৎ প্রাকৃত সাধকদেহাৎ তত্ত্ববিচারেণ জীবাত্মা ভিন্নঃ, সিদ্ধদেহ-সিদ্ধ সাধক-দেহশ্চ শ্রীভগবৎ চিৎশক্তি পরিণামত্বাৎ শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বৈচিত্র্য রূপো ভবতি। অতএব তস্মাদ্ ইভিন্নঃ ।২৮

শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যু দিতানি তু, যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র মনীষিভিরনুষ্ঠেয়ানি। তত্র কামানুগা সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভেদাদ্দ্বিধা। শ্রীমূর্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা তদ্ভাবাকাংক্ষিনো যে স্যুস্তেষু সাধনতা-নয়োঃ।

আত্মনি যা পিতৃত্বাদি সম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা ভক্তিঃ সা সম্বন্ধানুগা। অত্র বাৎসল্য সখ্যাদৌ

ভক্তিতে অধিকারী হন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রসিদ্ধ তত্তৎ ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রুত এবং অনুভূত হইলে শাস্ত্রবিধি বাক্য এবং যুক্তিকে অপেক্ষা না করিয়া যে বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাকে লোভোৎপত্তি লক্ষণ বলা হয়। বৈধীতে অধিকারীর ভাবাবির্ভাব পর্যন্ত, শাস্ত্র এবং তদনুকূল যুক্তির অপেক্ষা থাকে। এই রাগানুগাতে অধিকারী সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে এবং নিজ সমীহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জনকেও স্মরণ করিবেন তদীয় কথাতে রত হইয়া তল্লীলাস্থান ব্রজে সর্বদা বাস করিবেন। সামর্থ্য হইলে স্বদেহে নন্দব্রজে বাস, অসামর্থ্যে মনোদ্বারা বাস করিবেন।২৭

সেই ব্রজে বাস করিয়া ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জনের ভাব বিশেষে লুব্ধ ব্যক্তি সেই ব্রজস্থিত শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় এবং তদনুগত জনানুসারে যথাবস্থিত সাধকদেহ দ্বারা এবং অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্ট তৎসেবোপযোগী সিদ্ধদেহ দ্বারা সেবা করিবেন। শ্রীভগবদ্গুরুদেবের অনুগ্রহে মধ্যবর্তী সিদ্ধসাধক দেহেরও ভাবনা হইয়া থাকে। অতএব 'প্রাকৃত-সাধকদেহ' ও 'সিদ্ধ সাধকদেহ' ভেদে সাধকদেহ দ্বিবিধ। এই প্রাকৃত সাধক দেহ হইতেই তত্ত্ববিচারে জীবাত্মা ভিন্ন। সিদ্ধদেহ এবং সিদ্ধসাধক দেহ শ্রীভগবৎচিচ্ছক্তির পরিণামহেতু শ্রীভগবৎস্বরূপ বৈচিত্র্যরূপ হন। অতএব তাহা হইতে জীব অভিন্ন হইয়া থাকে।২৮

বৈধীভক্তিতে শ্রবণোৎকীর্তন প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ উক্ত হইয়াছেন, স্ব-স্ব-যোগ্য রূপে এস্থলেও সেই সেই অঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। তন্মধ্যে কামানুগা সম্ভোগেচ্ছাময়ী, তত্তৎ ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে দ্বিবিধা হন। শ্রীমূর্তির মাধুরী দর্শন করিয়া অথবা তদীয় লীলাশ্রবণ করিয়া যে সকল ব্যক্তি তদ্ভাবাকাঙ্খী হন, তাঁহারাই এইদুই বিষয়ে অধিকারী। আপনাতে পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ মননাত্মিকা যে ভক্তি তাহাকে সম্বন্ধানুগা বলা হয়। এই বাৎসল্য সখ্যাদিতে লুব্ধ সাধকগণ সিদ্ধদেহ দ্বারা শ্রীনন্দ-শ্রীসুবল-প্রভৃতির ভাব-চেষ্টা দ্বারা তদ্ভক্তির অনুশীলন করিবেন। সাধন ভক্তির

লুব্ধৈঃ সাধকৈঃ সিদ্ধদেহেন। শ্রীব্রজেদ্রসুবলাদীনাং ভাব চেষ্টিত মুদ্রয়া তত্তদ্ ভক্তিঃ কার্যা। সাধন-ভক্তি প্রকরণং লিখিতম্। অনেন সাধনভক্ত্যা ভাবভক্তিরুদেতি। ভাবভক্তি পরিপাকেন প্রেম-ভক্তি সংজ্ঞিতা ভবতি। ভাবভক্তিপ্রেমভক্ত্যা-র্বিষয়ং প্রাগ্ লিখিতম্। এতানি সাধনভক্ত্যঙ্গানি পূর্বোক্তভাবভক্তেরনুশীলনরূপাণি বৈধীভক্তি, প্রায়ঃ শান্তপ্রীতরসস্যানুগতা ভবতি। রাগানুগাভক্তিঃ প্রেয়ান্ বৎসলমধুররসানাং অনুগতা ভবতি ।২৯

যদ্যপি শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রেষু শ্রীকৃষ্ণাদ্ ভয়েন কংসাদে দ্বেষেণ শিশুপালাদেঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে, তথাপি স ভয়দ্বেষরূপো ভাবঃ প্রতিকূলানু-শীলনরূপত্বাদস্মিন্ প্রকরণেঽত্যন্তহেয়তয়া ন গৃহীতঃ। কংসশিশুপালয়োঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি র্ন সাক্ষাৎ। তত্তু

সূর্যোপমশ্রীকৃষ্ণস্য কিরণোপম নির্বিশেষ ব্রহ্মণি লয়মাত্রম্। তদ্‌ব্রহ্ম কৃষ্ণয়ো রৈক্যাৎ কিরণার্কো-পমাজুষোঃ। যদ্যপ্যেকৈব সচ্চিদানন্দ স্বরূপোঽ-ধিকারিবিশেষে ঘনবৈচিত্র্যাকারেণ সপরিকর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপেণাধিকারিবিশেষে চ নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপেণ প্রতিভাতি, তথাপি ভক্তপ্রীতিবশাদ্ ঘন-বৈচিত্র্যহেতু সপরিকর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ সূর্যোপমঃ নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপঃ কিরণোপমঃ স্যাৎ। অনয়োঃ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যানুভবাভাবাৎ কেবলতৎ প্রভাবরূপ তেজোমাত্রস্যানুভবঃ স্যাৎ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাস্থানীয় ব্রহ্মস্বরূপে এব তয়োর্বিলয়ঃ ।৩০

প্রতিকূলানুশীলনত্বাত্তয়োঃ শ্রীকৃষ্ণে যশ্চিত্তা-ভিনিবেশঃ স ভক্তিরূপেণ ন পরিগণিতঃ, অপিতু যোগান্তর্ভূতঃ।

প্রকরণ লিখিত হইলেন। এই সাধন ভক্তি দ্বারা ভাব ভক্তির উদয় হয়। সেই ভাব ভক্তি পরিপক্ক হইলে প্রেমভক্তি নাম ধারণ করেন। ভাবভক্তির এবং প্রেমভক্তির বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছেন। উক্ত সাধনভক্তি সকল পূর্ব কথিতা ভাবরূপা ভক্তির অনুশীলনরূপ হইলেও বৈধী ভক্তি প্রায় শান্ত ও দাস্য রসের অনুগতা হন। রাগানুগা ভক্তি সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অনুগতা ।২৯

যদ্যপি শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভয় দ্বারা কংসাদির এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রতি দ্বেষদ্বারা শিশুপাল প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি শ্রবণ করা হয়, তথাপি সেই ভয় দ্বেষরূপ ভাব প্রতিকূলানুশীলন রূপ হেতু—এই উত্তমা ভক্তি প্রকরণে অত্যন্ত হেয় বলিয়া গৃহীত হইল না। কংস-শিশুপালাদির যে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি তাহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়। তাহা সূর্যোপম শ্রীকৃষ্ণের কিরণোপম নির্বিশেষ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি মাত্র। সূর্যোপম শ্রীকৃষ্ণের সহিত কিরণোপম নির্বিশেষ ব্রহ্মের ঐক্য হেতু শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি এইরূপ উক্তি হইয়া থাকে। যদ্যপি এক-মাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—অধিকারী বিশেষে ঘন বৈচিত্র্যাকারে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপে এবং অধিকারী বিশেষে নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হন। তথাপি ভক্তপ্রীতিবশে ঘনবৈচিত্র্যহেতু সপরিকর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সূর্যোপম এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপ কিরণোপম হইয়া থাকেন। ভয় দ্বারা কংসাদির এবং দ্বেষ দ্বারা শিশুপাল প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের অনুভব হয় না, কেবল তৎ প্রভাবরূপ তেজোমাত্রের অনুভব হইয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণকিরণ স্থানীয় ব্রহ্ম স্বরূপেই তাহাদের বিলয় প্রাপ্তি হয় ।৩০

প্রতিকূলানুশীলনহেতু কংস প্রভৃতির ভয়-দ্বারা এবং শিশুপাল প্রভৃতির দ্বেষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে যে চিত্তনিবেশ তাহা ভক্তিরূপে পরিগণিত হয় না, তাহা যোগ-মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারে হোক শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলা হয়।

কেনাপ্যুপায়েন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগ উচ্যতে। পরব্রহ্মৈকাত্ম্য দর্শন পরায়ণ বিজ্ঞানযোগিনঃ বহুপ্রযত্নাৎ যা ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিং লভন্তে, কংসাদয়ো ভয়জ যোগেন, শিশু পালাদয়ো দ্বেষজযোগেন চ যত্নং বিনা তদ্ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিং লব্ধবন্তঃ। ধ্যানযোগ পরায়ণ মহাযোগীন্দ্রা ধ্যানযোগেন বহুপ্রযত্নাৎ যা সাযুজ্যমুক্তিং লভন্তে, কংসশিশুপালাদয়ো ভয়দ্বেষণ বিনাযত্নং তৎ জ্ঞানযোগস্য বার্তা দূরেঽস্তু সাযুজ্যমুক্তিকামা ভক্তা বৈধভক্তি যোগেনাপি যা সাযুজ্যমুক্তিমচিরান্ন লভন্তে, ভয়দ্বেষকারিণঃ প্রতিপক্ষা স্তদুত্থিত চিত্তনিবেশেনাচিরাৎ সাযুজ্যমুক্তিং লভন্তে। নিসর্গতঃ ভয়দ্বেষাভ্যাং প্রতিপক্ষাণাং যথা শ্রীকৃষ্ণেঽযত্নতঃ শীঘ্রং চিত্তনিবেশঃ স্যাৎ বিধিপ্রাপ্তত্বাৎ বৈধী ভক্তি যোগেনাপি শ্রীকৃষ্ণে তূর্ণং তথা চিত্তনিবেশো ভবিতুং নার্হতি। যদি স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ ভয়দ্বেষরূপ প্রতিকূলভাবেন শ্রীকৃষ্ণেঽযত্নতঃ শীঘ্রং চিত্তনিবেশো ভবিতুমর্হতি, তর্হি তৎস্বভাবসিদ্ধ-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররূপানুকূলভাবেন যৎ শ্রীকৃষ্ণেঽযত্নত স্ততোঽধিকমতিশীঘ্রং চিত্তসন্নিবেশঃ স্যাদত্র কিং পুনঃ সংশয়ো ভবিতুমর্হতি ?

অতএব যথা বৈধীভক্ত্যপেক্ষয়া রাগাত্মিকা ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণেঽযত্নতোঽতিশীঘ্রং চিত্তসন্নিবেশঃ স্যাৎ, তথা রাগানুগাভক্ত্যাপি অতিশীঘ্রং চিত্তসংনিবেশো ভবতি। যদি প্রতিকূলাচারিণো ভয়দ্বেষরূপ প্রাতিকূল্যেন সংসারাদ্বিমুচ্য শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তুং শক্যন্তে, তর্হি প্রিয়াণাং সখ্যবাৎসল্যমধুররূপানুকূল্যেন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তৌ সংশয়োঽপি ভবিতুং নার্হতি। অতএবাত্রালোচনায়াশ্চ প্রয়োজনাভাবঃ।

পরব্রহ্মৈকাত্ম্য-দর্শন পরায়ণ বিজ্ঞানযোগী সকল বহু যত্নে যে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, কংস প্রভৃতি ভয়সমুত্থিত যোগদ্বারা এবং শিশুপাল প্রভৃতি দ্বেষসমুত্থিত যোগদ্বারা বিনা যত্নে সেই ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

ধ্যানযোগ পরায়ণ মহাযোগীন্দ্রগণ ধ্যানযোগ দ্বারা বহু যত্নে যে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, কংস শিশুপাল প্রভৃতি উক্ত ভয়দ্বেষ দ্বারা বিনাযত্নে সেই সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞান-যোগ-বিষয়ের কথা দূরে থাকুক সাযুজ্য মুক্তিকাম ভক্তগণ বৈধ ভক্তিযোগ দ্বারাও যেপ্রকার শীঘ্র সাযুজ্য মুক্তিলাভ করে না, ভয়দ্বেষকারী প্রতিপক্ষগণ তদুত্থিত চিত্তনিবেশ দ্বারা সেপ্রকার শীঘ্র সাযুজ্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। স্বভাবসিদ্ধহেতু ভয়দ্বেষকারী প্রতিপক্ষগণের যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণে অযত্নে শীঘ্র চিত্তনিবেশ হয়, বিধিপ্রাপ্ত হেতু বৈধ ভক্তিযোগ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণে শীঘ্র সেরূপ চিত্তনিবেশ হইতে পারে না। যদি স্বভাবসিদ্ধহেতু ভয়দ্বেষরূপ প্রতিকুল ভাবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অযত্নে শীঘ্র চিত্তনিবেশ হইতে পারিল, তবে সেই স্বভাবসিদ্ধ সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রূপ অনুকুল ভাব দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণে অযত্নে ততোধিক অতি শীঘ্র চিত্ত সংনিবেশ হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি থাকিতে পারে ?

অতএব যে প্রকার বৈধীভক্তি হইতে রাগাত্মিকা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অযত্নে অতি শীঘ্র চিত্ত সংনিবেশ হয়, সেইপ্রকার রাগানুগা ভক্তির দ্বারাও অতি শীঘ্র চিত্ত সংনিবেশ হইয়া থাকে। যদি প্রতিপক্ষগণ ভয়দ্বেষরূপ প্রতিকুলভাবে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারিলেন, তবে প্রিয়ব্যক্তিগণের সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রূপ অনুকুলভাব দ্বারা পাইবেন, সে বিষয়ে সংশয়ও হইতে পারে না। অতএব এবিষয়ে অধিক লিখিবারও প্রয়োজন নাই। (ভাঃ ১০।৮৭।২৩)

যদ্যপি শ্রীভগবানে ভয়দ্বেষরূপ প্রতিকুলভাব ধারণ অজ্ঞান প্রভবহেতু অধর্মরূপ হয়, তদ্দ্বারা

যদ্যপি শ্রীভগবতি ভয়দ্বেষরূপপ্রতিকূল ভ ব-ধারণমজ্ঞানপ্রভবত্বাদ্ অধর্মরূপং ভবতি, তেন কেবলমধঃ পতনস্যৈব সম্ভাবনা, ন শ্রীভগ ৎপ্রাপ্তেঃ, তথাপি তেন প্রতিকূলভাবেন—শ্রীভগবতি যোগী-ন্দ্রানাং চিত্তনিরোধবৎ—শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসংনিবেশ-প্রভাবাত্তদ্দোষোঽপি নিরস্তো ভবতি, ভগবৎ প্রাপ্তেরপি সম্ভাবনা ভবতি। পরন্তু চিত্তসংনিবেশা-ভাবাৎ কেবল শ্রীভগবন্নিন্দনেন বেণস্যাধঃপতন-মাত্রলাভোঽভূৎ। পরিপূর্ণ সর্বশক্তি-প্রকাশক শ্রীভগবতি শ্রীকৃষ্ণে ভয়দ্বেষেণ চিত্তনিবেশাৎ কংস-শিশুপালাদয়ো যথা তৎকিরণ স্থানীয় ব্রহ্মস্বরূপে বিলয়ং প্রাপ্নুবন্তি, তথা শক্ত্যংশ-প্রকাশক তস্য শ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরামনৃসিংহাদিস্বরূপে ভয়-দ্বেষেণ চিত্তনিবেশেঽপি তারতম্যেনাসুর রাক্ষসানাং তৎকিরণ স্থানীয় ব্রহ্মস্বরূপে সাযুজ্যং ভবতি। অস্য তারতম্যমীদৃশম্—

জয়ো বিজয়শ্চ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম্নি শ্রীনারায়ণস্য দ্বারপালমাসীৎ। শ্রীভগবতো ভক্তদ্বয়ং পরম-পুরুষার্থ ভূতলীলাসমূহস্য প্রাকট্যেচ্ছয়া শ্রীসনকাদি মুনীনামবজ্ঞাদোষেণ তদভিশাপাদসুরস্বভাবদূষিত-জন্মত্রয়ং লেভে। প্রথম জন্মনি হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষঃ নাম্না কশ্যপাদ্ দিতেঃ পুত্ররূপেণ জন্মং লেভে, দ্বেষ ভাবাৎ হিরণ্যাক্ষঃ শ্রীবরাহদেবস্য হস্তে নিহতবান্, হিরণ্যকশিপুঃ শ্রীনৃসিংহ দেবস্য। শ্রীভগবন্নিহত দৈত্যদ্বয়ং দ্বেষভাবাত্তদ্ধ্যানপ্রভাবাচ্চ ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিং লেভে। পূর্বাভিশাপ প্রভাবাৎ পুনঃ রাবণকুম্ভকর্ণৌ ভূত্বা বিশ্বশ্রবাতঃ নিকষায়াং জন্মং লব্ধবন্তৌ। সীতাহরণদোষাৎ শ্রীরামচন্দ্রেণ

কেবল অধঃপতনেরই সম্ভাবনা হইয়া থাকে, শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির সম্ভবনা হয় না। তথাপি সেই ভয় দ্বেষ রূপ প্রতিকূল ভাব দ্বারা শ্রীভগবানে যোগীন্দ্রগণের চিত্তনিরোধবৎ চিত্তনিবেশ হওয়ায় তৎ প্রভাবে তদ্দোষও নিরস্ত হইয়া থাকে, ভগবৎ প্রাপ্তিরও সংভাবনা হইয়া থাকে। চিত্তনিবেশের অভাবে কেবল শ্রীভগবৎ নিন্দন দ্বারা বেণ রাজার অধঃপতন মাত্র ফল হইয়াছিল।

পরিপূর্ণ সর্বশক্তি প্রকাশক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভয়দ্বেষ দ্বারা চিত্তনিবেশ পূর্বক কংসশিশুপাল প্রভৃতি যে প্রকার তৎ কিরণ স্থানীয় ব্রহ্মস্বরূপে বিলয়প্রাপ্ত হন, সেই প্রকার শক্ত্যংশ প্রকাশক সেই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরামনৃসিংহাদি স্বরূপে ভয়দ্বেষ দ্বারা চিত্তনিবেশ করিয়াও তারতম্যে অসুর-রাক্ষসগণের তৎকিরণ স্থানীয় ব্রহ্মস্বরূপে সাযুজ্য হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তাররম্য এইরূপ—জয় এবং বিজয় শ্রীবৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণের দ্বার-পাল ছিলেন। শ্রীভগবানের ভক্তদ্বয় পরম-পুরুষার্থ ভূত লীলাসমূহের প্রাকট্যেচ্ছায় শ্রীসন-কাদি মুনিগণের অবজ্ঞাদোষে তদভিশাপে অসুর স্বভাব দূষিত জন্মত্রয় লাভ করেন। প্রথম জন্মে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামে কশ্যপ-দিতি পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বেষভাবে হিরণ্যাক্ষ শ্রীবরাহদেবের এবং হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহদেবের হস্তে নিহত হন। শ্রীভগবন্নিহত দৈত্যদ্বয় দ্বেষভাবে তদ্ধ্যান প্রভাবে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন। পূর্বাভিশাপ প্রভাবে দ্বিতীয়বার রাবণ—কুম্ভকর্ণ নামে বিশ্রবা হইতে রাক্ষসীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সীতাহরণ দোষে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক হত হইয়া পুনর্বার ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। অভিশাপ বলে তৃতীয়বার শিশুপাল দন্তবক্র নামে ক্ষত্রিয় পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন—এই তৃতীয় জন্মে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষভাবে তদ্ধ্যানপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন, পরে অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় শ্রীবৈকুণ্ঠে দ্বার পালত্ব লাভ করেন।

প্রসঙ্গক্রমেণাত্র শ্রীভগবতো নিত্যলীলাপ্রকরণং কিঞ্চিল্লিখ্যতে। শাস্ত্রেষু শ্রূয়তে শ্রীভগবতো লীলা নিত্যাঃ। প্রকট-লীলায়াং যা লীলাঃ প্রকটিতা ভবন্তি শ্রীভগবদ্ বৈকুণ্ঠধমসু তা লীলা নিত্যরূপেণ সুবিরাজিতাঃ সন্তি। যয়া শ্রীমূর্ত্যা যাসাং লীলানাং প্রাকট্যং ভবতি, তস্যাঃ শ্রীমূর্তের্বৈকুণ্ঠধাম্নি তা লীলাঃ প্রকাশবিশেষে সর্বদা ভবন্তি। অনন্তভক্তানাং অনুভবেচ্ছানুসারেণ নানাস্থানেষু নানালীলানাং প্রাকট্যং ভবতি, ইত্থং সর্বদা সর্বলীলানাং প্রাকট্যং ভবতি। ঈদৃশলীলা প্রাকট্যাৎ শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহাণামপি অনন্ত প্রকাশং ভবতি, তৎপরিকরবৃন্দস্য চানন্তপ্রাক্যটং স্যাৎ। অতএব শ্রীভগবান্ তৎপরিকরাশ্চানন্ত প্রকাশেঽনন্তস্থানেঽনন্তপ্রকার-লীলানাং প্রাকট্যং কুর্বন্তি। লীলাপ্রবাহনিষ্ঠভক্তা নিত্যনৈমিত্তিক লীলানাং ক্রমেণানুভবং কুর্বন্তি। একলীলানিষ্ঠভক্তা স্বস্বেচ্ছানুসারে নানাস্থানে নানা লীলার প্রাকট্য হয়—

হতৌ, পুনর্ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিং লব্ধবন্তৌ চ। অভিশাপবলাৎপুনঃ শিশুপালদন্তবক্রৌ ভূত্বা ক্ষত্রিয়পুত্ররূপেণ জাতৌ। অস্মিন্ তৃতীয় জন্মনি শ্রীকৃষ্ণায় দ্বিষন্তৌ তদ্ধ্যানপরৌ শ্রীকৃষ্ণেন নিহতৌ ব্রহ্মসাযুজ্যং প্রাপ্তৌ, ততোঽভিশাপাদ্বিমুচ্য স্বকীয় শ্রীবৈকুণ্ঠে দ্বারপালত্বং লব্ধবন্তৌ।

হিরণ্যাক্ষঃ শ্রীবরাহদেবস্য হস্তে নিহতোঽপি পুনর্জন্ম লেভে, হিরণ্যকশিপুঃ শ্রীনৃসিংহদেবস্য হস্তে নিহতোঽপি পুনর্জন্ম লেভে। তথা রাবণকুম্ভকর্ণৌ শ্রীরামচন্দ্রস্য হস্তে নিহতাবপি পুনর্জন্মলাভং চক্রতুঃ শিশুপালদন্তবক্রৌ শ্রীকৃষ্ণেন নিহতৌ, ততঃ স্বকীয় বৈকুণ্ঠদ্বারপালত্বং প্রাপতুঃ, পুনর্জন্মগ্রহণং কর্তুং নাভবৎ। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং পরিপূর্ণ ভগবত্তায়াঃ অয়মেব পরিচয়ো ভবতি। যদ্যপি একৈব বস্তু, বস্তুগতো ন কোঽপি ভেদস্তথাপি শক্তিপ্রাকট্য-তারতম্যেনেত্থং তারতম্যং ভবতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় জন্মে শ্রীভগবদ্হস্তে নিহত হইয়াও অসুরদ্বয় পুনর্বার জন্মলাভ করিলেন কিন্তু তৃতীয় জন্মে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হত হইয়া আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইল না, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং পরিপূর্ণ ভগবত্ত্বের—ইহাই পরিচয়। যদ্যপি একমাত্র বস্তু বস্তুগত কোন ভেদ নাই, তথাপি শক্তি প্রাকট্য তারতম্যে এইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে শ্রীভগবানের নিত্যলীলা প্রকরণ কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছেন।

শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়—শ্রীভগবানের লীলা সকল নিত্য। প্রকট লীলাতে যে সকল লীলা প্রকটিতা হন, শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম সকলে সেই সকল লীলা নিত্যরূপে বিরাজিতা থাকেন। যে শ্রীমূর্তি দ্বারা যে সকল লীলার প্রাকট্য হয়, সেই শ্রীমূর্তির বৈকুণ্ঠধামে সেই সকল লীলা প্রকাশ বিশেষে সর্বকালে হইয়া থাকেন। অনন্ত ভক্তবৃন্দের অনুভবেচ্ছানুসারে নানাস্থানে নানা লীলার প্রাকট্য হয়—এই প্রকার সর্বকালে সর্বলীলার প্রাকট্য হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার লীলা প্রাকট্য হেতু শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ সকলেরও অনন্ত প্রাকট্য হয় এবং তৎ পরিকরবৃন্দেরও অনন্ত প্রাকট্য হইয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবান এবং তৎপরিকরগণ অনন্ত প্রকাশে অনন্ত স্থানে অনন্ত প্রকার লীলার প্রাকট্য করিয়া থাকেন। লীলাপ্রবাহনিষ্ঠ ভক্তগণ প্রবাহরূপে অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক লীলার ক্রমরূপে অনুভব করিয়া থাকেন।

একলীলানিষ্ঠ ভক্তগণ, নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ প্রিয় লীলাদির অনুভব করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে এককালে একস্থানে অনন্ত ভক্তগণ অনন্তপ্রকার লীলার অনুভব করেন। অতএব শ্রীভগবল্লীলা সকল নিত্য এবং সর্বদেশবর্তী অপরিচ্ছিন্ন।

স্থানে স্বস্ব-প্রিয়ালীলাদেরনুভবং কুর্বন্তি। এবং যুগপদেকত্রানন্তভক্তা অনন্তলীলায়া অনুভূতিং লভন্তে। অতএব শ্রীভগবল্লীলাবলী নিত্যাঃ সর্বদেশ বর্তিন্যশ্চ ভবন্তি। অতোঽপরিচ্ছিন্নাশ্চ ভবন্তি। তদেবং সর্বত্র সর্বদা শ্রীভগবতঃ সর্ব প্রকারালীলাঃ প্রকটিতা ভবন্তি। অনন্তভক্তা স্ব স্ব ভাবানুসারেণ স্ব স্বানুভবযোগ্যলীলা অনুভবন্তি। একস্য ভক্তস্য একজাতীয়লীলানুভবোঽন্যস্য ভক্তস্য অন্যপ্রকার লীলানুভবেন লীলা অপ্রাকট্যং ন লভন্তে। শ্রীভগবতো অচিন্ত্যস্বরূপভূতা চিৎশক্তি প্রভাবা দিত্থমচিন্ত্যব্যাপারস্য সমাধানং ভবতি। কস্যাপি ভক্তস্যানুভবঃ কদাপি ব্যর্থো ন ভবতি—ইদমেবাত্র প্রমাণম্। এতে সিদ্ধান্তা প্রাগেব প্রদর্শিতাঃ।১

সর্বত্র সর্বদা স্বরূপাভ্যন্তবে সচ্চিদানন্দস্বরূপঘন-বৈচিত্র্যরূপেণ শ্রীভগবতঃ সর্বশ্রীবিগ্রহস্য সর্বধাম-সর্বপরিকরাশ্চ সর্বকালং সুবিরাজন্তে। একস্য ধাম্নঃ প্রাকট্যেনান্যস্য ধাম্নোঽপ্রাকট্যং ন ভবতি। এবমেকস্য শ্রীবিগ্রহস্য প্রাকট্যেনান্যস্য শ্রীবিগ্রহস্যাপ্রাকট্যং ন ভবতি। একশ্রীবিগ্রহপরিকরাণাং প্রাকট্যেনান্য শ্রীবিগ্রহপরিকরাণামপ্রাকট্যং ন স্যাৎ। একস্যা লীলায়াঃ প্রাকট্যেন অন্যলীলায়া অপ্রাকট্যং ন স্যাৎ। শ্রীকৃষ্ণস্য গোলোকবৈকুণ্ঠ-ধাম্নি সমুদায় তৎ প্রকটিতা লীলাঃ সর্বদেশে সর্ব-কালে চাপরিচ্ছিন্নভাবেন পরমাণু-পরমমহন্মধ্যমা-কারে আবির্ভূতা অপি অনন্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তা নিজা-ভিলষিতলীলাদেরনুভবং কুর্বন্তি। এবং মথুরাদ্বার-কাদিবৈকুণ্ঠে তত্তৎপ্রকটিতা লীলাসর্বত্র সর্বত্র ভবতি। মহাবৈকুণ্ঠ ধাম্নি শ্রীদ্বারকানাথস্য পরমৈশ্বর্যময়ী লীলামাত্রস্যৈব একাংশেন প্রাকট্যং ভবতি। কেবলৈশ্বর্যপর ভক্তানা-মভিলাষানু-সারেণাস্মিন্ মহাবৈকুণ্ঠধাম্নি মনুষ্য-নাট্যস্য বহু-লক্ষ্ম্যেক্যকপতিত্বস্য চ প্রাকট্যং ন ভবতি।

অর্থাৎ সর্বদেশে সর্বকালে শ্রীভগবানের সর্বপ্রকার লীলার প্রাকট্য হইয়া থাকে। অনন্ত ভক্তগণ নিজ নিজ অভিলাষানুসারে স্ব স্ব অনুভবযোগ্য লীলার অনুভব করেন। এক ভক্তের একপ্রকার লীলানুভব, অন্যান্য ভক্তের অন্যপ্রকার লীলানুভব দ্বারা অপ্রাকট্য লাভ করেন না। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপভূত চিৎশক্তি প্রভাবে এই প্রকার অচিন্ত্য ব্যাপারের সমাধান হইয়া থাকে। কোন ভক্তের অনুভব কোন কালে ব্যর্থ হয় না।—ইহাই এবিষয়ে প্রমাণ। এই সকল সিদ্ধান্ত পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছেন। ১

সর্বদেশে সর্বকালে স্বরূপাভ্যন্তরে সচ্চিদানন্দ স্বরূপঘন বৈচিত্ররূপে শ্রীভগবানের সর্ব শ্রীবিগ্রহের সর্বধাম সর্বপরিকর সর্বলীলা সুবিরাজিত হইতেছেন। এক ধামের প্রাকট্য দ্বারা অন্য ধামের অপ্রাকট্য হয় না। এক শ্রীবিগ্রহের প্রাকট্য দ্বারা অন্য শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকট্য হয় না। এক শ্রীবিগ্রহ পরিকরগণের প্রাকট্য দ্বারা অন্য শ্রীবিগ্রহ পরিকরগণের অপ্রাকট্য হয় না। এক লীলার প্রাকট্য দ্বারা অন্য লীলার অপ্রাকট্য হয় না। শ্রীকৃষ্ণের গোলোক বৈকুণ্ঠ ধামে সমুদায় তৎ প্রকটিতা লীলা সর্বদেশে সর্ব্বকালে অপরিচ্ছিন্ন ভাবে পরমাণু-পরমমহৎ-মধ্যমাকারে আবির্ভূতা হইলেও অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ নিজাভিলষিত লীলাদির অনুভব করিতেছেন। এইরূপ মথুরা দ্বারকাদি বৈকুণ্ঠে তত্তৎ-প্রকটিতা লীলা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে হইতেছেন। মহাবৈকুণ্ঠধামে শ্রীদ্বারকা-নাথের পরমৈশ্বর্যময়ী লীলামাত্রেরই একাংশে প্রাকট্য হইয়া থাকেন। কেবলৈশ্বর্য্যপর ভক্ত-গণের অভিলাষ অনুসারে এই মহাবৈকুণ্ঠধামে মনুষ্যনাট্যের এবং বহুলক্ষ্মী এক পতিত্বের প্রাকট্য হয় না। শ্রীরামনৃসিংহাদি বৈকুণ্ঠে তত্তৎলীলা

শ্রীরামনৃসিংহাদিবৈকুণ্ঠে তত্তৎ লীলানাং প্রাকট্যং ভবতি ।২

অত্র সংশয়ো ভবিতুমর্হতি ।—শ্রীভগবতো ভক্তৈঃ সহ যা লীলা ভবন্তি তা লীলাস্তৎ শ্রীবিগ্রহস্য তস্মিন্ বৈকুণ্ঠধাম্নি তৈঃ ভক্তৈঃ সহ প্রাকট্যং লব্ধুমর্হন্তি, অসুর সংহাররূপলীলানাং প্রাকট্যং কথং সম্ভবেৎ ? অসুরাঃ শ্রীভগবতা নিহতাঃ শ্রীভগবৎ স্বরূপভূতকিরণ স্থানীয় ব্রহ্ম স্বরূপে বিলয়ং প্রাপ্তাঃ কেচিৎ শ্রীভগবৎ পার্ষদত্বং প্রাপ্তাঃ। ঈদৃগবস্থায়াং পূতনা তৃণাবর্ত বৎস বকাদি বধঃ, কংসাদিবধঃ, রাবণ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতীনাং বধ লীলাদেঃ, তত্তদসুরপুঙ্গবৈঃ সহ যুদ্ধলীলাদেশ্চ প্রাকট্যং শ্রীবৈকুণ্ঠধামসু কথং সম্ভবেৎ। অতএব শ্রী বৈকুণ্ঠধামসু সর্ববিধ লীলায়াঃ প্রাকট্যং ভবিতুং নার্হতি ?

অস্য সংশয়স্য সমাধানং লিখ্যতে—একমেব শ্রীভগবৎস্বরূপং স্বরূপভূতা-চিৎশক্তি প্রভাবেণ ঘনবৈচিত্র্যাত্মকরূপেণ, আশ্রয়াশ্রিত ভাবেন, তত্তৎপতি-তত্তদ্ধাম-তত্তৎপরিকররূপেণ চ সুবিরাজতে। শ্রীভগবদ্‌বৈকুণ্ঠ-ধাম্নাং সর্ববস্তূন্যেব শ্রীভগবৎ স্বরূপঘনবৈচিত্র্যমাত্রাণি, তদ্‌ভিন্নবস্ত্বন্তরস্য তত্র সম্ভাবাসম্ভবঃ। যদ্যপি মায়িকবিশ্বস্য সকলবস্তূন্যেব শ্রীভগবৎ স্বরূপাত্তত্ত্বতো ন ভিন্নানি, অতএব শ্রীভগবৎ স্বরূপ বৈচিত্র্যমাত্রাণি, তথাপি মায়িক বিশ্বগত বস্তূনি দেশকাল বস্তু লক্ষণেন পরিচ্ছিন্নত্বাৎ কেবল পারমার্থিক বিচারেণ তদভিন্নমাত্রং ভবন্তি। তন্মায়িকবস্তুনঃ সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ স্বরূপঘনবৈচিত্র্যাত্মকত্বং ন প্রাকট্যং লভতে। এতানি শ্রীভগবদ্ধামগত চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃতবস্তূনি দেশ-কাল বস্তু লক্ষণেন অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ স্বরূপঘনবৈচিত্র্যাত্মকানি ভবন্তি।৩

অতএব শ্রীভগবদ্ধামগত সকলবস্তুনঃ শ্রীভগবৎ স্বরূপঘনবৈচিত্র্যাত্মকতয়া তত্তদ্ধামগত তত্তদ্ ভক্ত

সকলের প্রাকট্য হইয়া থাকেন। ২

এস্থলে সংশয় হইতে পারে—শ্রীভগবানের ভক্তগণের সহিত যে সকল লীলা হইয়া থাকেন, সেই সকল লীলা সেই শ্রীবিগ্রহের সেই বৈকুণ্ঠ ধামে সেই সকল ভক্তগণের সহিত প্রাকট্য লাভ করিতে পারেন। অসুর সংহার রূপ লীলা সকলের প্রাকট্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। অসুর সকল শ্রীভগবৎ কর্তৃক হত হইয়া শ্রীভগবৎ স্বরূপ ভূত কিরণ স্থানীয় ব্রহ্মস্বরূপে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ শ্রীভগবৎ পার্শ্বদত্ব লাভ করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় পূতনা বধ, তৃণাবর্ত বধ, বৎস বক প্রভৃতি বধ, কংসাদি বধ, রাবণ-হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি বধ, লীলাদির এবং তত্তদসুর পুঙ্গবগণের সহিত যুদ্ধলীলাদির প্রাকট্য শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম সকলে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতএব শ্রীবৈকুণ্ঠধাম সকলে সর্বপ্রকার লীলার প্রাকট্য হইতে পারে না।

উক্ত সংশয়ের সমাধান লিখিত হইতেছে—একমাত্র শ্রীভগবৎ স্বরূপই স্বরূপভূত চিৎশক্তি প্রভাবে ঘনবৈচিত্র্যাত্মকরূপে আশ্রয়াশ্রিত ভাবে তত্তৎপতি ধাম পরিকর রূপে সুবিরাজিত হইতেছেন। শ্রীভগবদ্ধাম সকলের সকলবস্তুই শ্রীভগবৎস্বরূপ ঘনবৈচিত্র্যমাত্র। শ্রীভগবৎস্বরূপ বৈচিত্র্য ভিন্ন অন্য বস্তুর সদ্ভাব সে স্থানে সম্ভব হয় না। যদ্যপি মায়িক বিশ্বের সকল বস্তুই শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে তত্ত্ববিচারে ভিন্ন নয়, অতএব শ্রীভগবৎ শক্তি বৈচিত্র্যমাত্র, তথাপি মায়িক বিশ্বগত বস্তু সকল দেশ-কাল বস্তু লক্ষণ পরিচ্ছিন্ন হেতু কেবলমাত্র পারমার্থিক বিচারে তদভিন্ন হইয়া থাকেন। সেই সকল বস্তুর সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ স্বরূপঘনবৈচিত্র্যাত্মকত্ব প্রাকট্য হয় না। এই শ্রীভগবৎ ধামগত চিৎশক্ত্যা বিষ্কৃত বস্তু সকল

দেহাত্মক শ্রীভগবৎ স্বরূপ বৈচিত্র্যাংশে এব ভক্তভাব প্রাপ্ত জীবাঃ সাযুজ্যং লব্ধ্বা তত্তদ্ভক্তাভিমানিনো ভবন্তি। কিন্তু শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রতিপক্ষ রূপাসুরদেহাকারবৈচিত্র্য শ্রীভগবৎ স্বরূপবৈচিত্র্যাংশে ন কোঽপি জীবঃ সাযুজ্যং লভতে, যতঃ তাদৃশাভিলাষোঽসম্ভবঃ। অতএব তৎপ্রতিপক্ষাসুরদেহাকার বিচিত্রিত শ্রীভগবৎ স্বরূপবৈচিত্র্যাংশে এব স্বয়ং প্রতিপক্ষাসুরকার্য সমাধানং করোতি। বস্তুতঃ শ্রীভগবল্লীলাশক্তিরেব সর্ববিধ নিত্যলীলাং সমাধত্তে। অতএব শ্রীভগবল্লীলাবিষয়ে ন কশ্চিৎ সংশয়ো ভবিতুমর্হতি।৪

অস্ত্যত্র কুতর্কাবসরঃ।—বৈকুণ্ঠদ্বারপালৌ শ্রীভগবতি সাযুজ্যং লব্ধ্বা পুনঃ কেন প্রকারেণ পার্ষদত্বং প্রাপ্তবন্তৌ ? শ্রীভগবতি সাযুজ্যে প্রাপ্তে তদ্রূপেণ সহাত্যন্তৈকতাং যাতি, পুনস্তস্মাৎ নির্গমনং কয়া রীত্যা সম্ভবতি ? যথোদকে উদকমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি পুনস্তস্য পৃথগবস্থানং ন দৃশ্যতে। শ্রীভগবতশ্চিন্মাত্র স্বরূপে ব্রহ্মণি চিন্মাত্রস্বরূপং বিলয়ং প্রাপ্য পুনস্তস্মাৎ কথং নির্গমনং সম্ভবতি ? কথং বা পুনঃ পার্ষদত্বলাভঃ সম্ভবেৎ ? তৎ কদাপি ন সম্ভবতীতি। অস্য সমাধানং লিখ্যতে।৫

শ্রীভগবাননন্তকোটিশক্তি সমাশ্রয়ত্বরূপস্বসত্তায়া অনুভবেন পরমানন্দ পরিপূর্ণোঽপি, স্বসুখোদ্দেশে সর্ববিধবিষয় প্রাকট্য বিষয়ে উদাসীনোঽপি, অনেন প্রশান্তং যচ্চিত্তং, তত্তদীয় বিগ্রহস্থানীয়োঽপি ভক্তবাৎসল্যগুণেনাপরিচ্ছিন্ন সর্ব বিষয়ানুভবেন বৈচিত্র্যপ্রাপ্তং যচ্চিত্তং তদ্‌বিগ্রহরূপেণ সুবিরাজিতো ভবতি, এবমভক্ত কৃপয়া তৎ শাসনোদ্দেশে দেশ বিশেষে কাল-বিশেষে চ পৃথক্ লক্ষণ বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্নানন্ত বিষয়েণ বৈচিত্র্য

দেশ-কাল-বস্তু লক্ষণ দ্বারা অপরিচ্ছিন্নহেতু সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপঘন বৈচিত্র্যাত্মক হইয়া থাকেন।৩

অতএব শ্রীভগবদ্ধামগত তত্তৎ ভক্তসেদাত্মক শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বৈচিত্র্যাংশেই ভক্ত ভাব প্রাপ্ত জীবগণ সাযুজ্য লাভ করিয়া তত্তৎ ভক্তাভিমানী হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রতিপক্ষ রূপ অসুরদেহাকার-বৈচিত্র্য শ্রীভগবৎস্বরূপ বৈচিত্র্যাংশে কোন জীব সাযুজ্য লাভ করেন না। যে হেতু সে প্রকার অভিলাষ অসম্ভব হয়। অতএব সেই প্রতিপক্ষ অসুর দেহাকার বিচিত্রিত শ্রীভগবৎ স্বরূপবৈচিত্র্যাংশেই স্বয়ং প্রতিপক্ষাসুরকার্য সমাধান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের লীলাশক্তিই সর্ববিধ নিত্যলীলার সমাধান করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবানের লীলা বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় হইতে পারে না।৪

উক্ত প্রসঙ্গে কুতর্ক সমুপস্থিত হইতে পারে—বৈকুণ্ঠ দ্বারপালদ্বয় শ্রীভগবৎ স্বরূপে সাযুজ্য লাভ করিয়া পুনর্বার কি প্রকারে পার্ষদত্ব লাভ লাভ করিলেন ? শ্রীভগবৎ স্বরূপে সাযুজ্য লাভ করিলে, তাঁহার সহিত অত্যন্ত একতা লাভ করা হয়। আর তাহা হইতে নির্গমন কি প্রকারে হইতে পারে ? জলে জল মিশ্রিত হইলে আর সেই জলের পৃথক্‌ভাবে অবস্থান দেখা যায় না। শ্রীভগবানের ব্রহ্মাখ্য চিন্মাত্র স্বরূপে চিন্মাত্ররূপে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, কি প্রকারে তাহা হইতে নির্গত হইতে পারেন। কি প্রকারে বা পুনর্বার পার্ষদত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা কখনও সম্ভব হয় না। এই তর্কের সমাধানে লিখিত হইতেছে।৫

শ্রীভগবান অনন্তকোটি শক্তি সমাশ্রয়ত্ব রূপ স্বসত্তার অনুভব দ্বারা পরমানন্দ পরিপূর্ণ হইলেও, নিজ সুখোদ্দেশে সর্ববিধ বিষয় প্রাকট্য বিষয়ে উদাসীন হইলেও, এহেতু প্রশান্ত যে চিত্ত তদীয় বিগ্রহ স্থানীয় হইলেও, ভক্ত বাৎসল্যগুণে অপরিচ্ছিন্ন সর্ববিষয়ানুভব দ্বারা বৈচিত্র্যপ্রাপ্ত

প্রাপ্তং যচ্চিত্তং তদ্‌বিগ্রহরূপে চানুভূতো ভবতি। যথোন্মত্তো নর্ত্তনাদিকার্য নিরপেক্ষোঽপি মত্ততারূপ নিজানন্দাবেশাৎ নৃত্যতি। তথা শ্রীভগবান্ বিষয় প্রাকট্য নিরপেক্ষোঽপি স্বানন্দবিলাসেন পরস্পর প্রীতিপ্রাকট্যোদ্দেশে বিষয়প্রাকট্যং করোতি।৬

শ্রীভগবৎ প্রদত্তশক্ত্যা অনন্তকোটি চিৎ পরমাণু পুঞ্জরূপ তদাশ্রিত জীবশক্তিবৃন্দং ভক্তি গুণেন অপরিচ্ছিন্ন বিষয়ানামভক্তি দোষেণ পরিচ্ছিন্ন বিষয়ানাঞ্চ স্বস্বচিত্তেন অনুভবন্তি। অতএব শ্রীভগবতো জীবানাঞ্চ চিত্তং প্রাকৃত-শরীরং ভবতি। শ্রীভগবতো স্বতো বিষয় নিরপেক্ষ প্রশান্ত চিত্তাশ্রয়তৈব পরিপূর্ণতারূপং পরব্রহ্মত্বম্, ভক্তবাৎসল্য গুণেনাপরিচ্ছিন্ন বিষয়াকার বৈচিত্র্য চিত্তাশ্রয়তৈব ভগবত্তা। অভক্তশাসনোদ্দেশে পরিচ্ছিন্নবিষয়াকার বৈচিত্র্য চিত্ত প্রেরকত্বমেব তদীয় পরমাত্মত্বং, তৎসাক্ষিত্বমেব মহাপুরুষত্বং, তৎসম্বন্ধি পরিচ্ছিন্ন-বিষয়ানাং সৃষ্ট্যাদিকারিত্বমেব পরমেশ্বরত্বম্। শ্রীভগবতো ভগবত্তায়াঃ পরব্রহ্মত্বস্য চানাচ্ছাদকত্বাৎ পরিচ্ছিন্ন বিষয়-বৈচিত্র্য চিত্তোঽপি অপরিচ্ছিন্নো ভবতি। শ্রীভগবতোঽ পরিচ্ছিন্ন বিষয় বৈচিত্র্য চিত্তমেব 'চিৎশক্তি' সংজ্ঞয়া, তথা পরিচ্ছিন্ন-বিষয় বৈচিত্র্যচিত্তং 'মায়াশক্তি' সংজ্ঞয়া খ্যায়তে। পরিচ্ছিন্ন চিত্তরূপ শরীরস্য য আশ্রয়শ্চিৎ স্বরূপস্তং জীব ইতি কথ্যতে। স জীবস্তচ্চিত্তস্য সাক্ষিত্বাৎ পুরুষনা, প্রেরকত্বাচ্চ আত্মেতি খ্যায়তে।৭

যস্যজীবস্য চিত্তরূপঃ শরীরো বিষয় ভোগে ব্যগ্রো ভবতি, তস্য জীবস্য চিত্তরূপঃ শরীরঃ— অভক্তগণং প্রতি অনুগ্রহে ব্যগ্রো যঃ পরমাত্মা তস্য

হইয়াছেন যে চিত্ত, তদ্‌বিগ্রহরূপে সুবিরাজিত হন এবং অভক্তকৃপা দ্বারা তৎ শাসনোদ্দেশে দেশ বিশেষে কাল বিশেষে পৃথক্ লক্ষণ বিশেষে পরিচ্ছিন্নানন্ত বিষয় দ্বারা বৈচিত্র্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে চিত্ত, তদ্‌বিগ্রহস্বরূপেও অনুভূত হইয়া থাকেন। মত্তব্যক্তি যে প্রকার নর্তনাদি কার্যে নিরপেক্ষ হইলেও মত্ততারূপ নিজানন্দাবেশে নর্তক করিয়া থাকে, সেই প্রকার শ্রীভগবান্ বিষয় প্রাকট্যে নিরপেক্ষ হইলেও স্বানন্দবিলাস দ্বারা পরস্পর প্রীতি প্রাকট্যোদ্দেশে বিষয় প্রাকট্য করিয়া থাকেন। ৬

শ্রীভগবৎ প্রদত্ত শক্তিদ্বারা অনন্তকোটি চিৎ-পরমাণু পুঞ্জরূপে তদাশ্রিত জীবশক্তি সমূহ ভক্তিগুণে অপরিচ্ছিন্ন বিষয় সকলের এবং অভক্তি দোষে পরিচ্ছিন্ন বিষয় সকলের স্ব স্ব চিত্ত দ্বারা অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবানের এবং জীব সকলের চিত্ত প্রাকৃত শরীর হইতেছে। শ্রীভগবানের স্বতো বিষয় নিরপেক্ষ প্রশান্ত চিত্তাশ্রয়তাই পরিপূর্ণতারূপ 'পরব্রহ্মতা', ভক্তবাৎসল্যগুণে অপরিচ্ছিন্ন বিষয়াকার বৈচিত্র্য চিত্তাশ্রয়তাই 'ভগবত্তা' হইতেছেন। অভক্ত শাসনোদ্দেশে পরিচ্ছিন্ন-বিষয়াকার বৈচিত্র্যচিত্ত প্রেরকত্বই তদীয় 'পরমাত্মত্ব', তৎসাক্ষীত্বই মহাপুরুষত্ব, তৎসম্বন্ধী পরিচ্ছিন্ন বিষয় সকলের সৃটি-পালন-সংহার কারিত্বই পরমেশ্বরত্ব হইতেছে। শ্রীভগবানের ভগবত্তার এবং পরব্রহ্মত্বের অনাচ্ছাদক হেতু পরিচ্ছিন্ন বিষয় বৈচিত্র্য চিত্তও অপরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অপরিচ্ছিন্ন বিষয় বৈচিত্র্য চিত্তই 'চিৎশক্তি' নামে এবং পরিচ্ছিন্ন বিষয় বৈচিত্র্য চিত্তই 'মায়াশক্তি' নামে খ্যাত। পরিচ্ছিন্ন চিত্তরূপ শরীরের আশ্রয় যে চিৎস্বরূপ তাহাকে 'জীব' বলে। সেই জীব সেই চিত্তের সাক্ষীহেতু 'পুরুষ' নামে, প্রেরকহেতু 'আত্মা' নামে খ্যাত হন।৭

চিত্তরূপ বিগ্রহেঽবতিষ্ঠতে, অর্থতস্তস্মিন্ চিত্তবৈচিত্র্যরূপ প্রাকৃতবিশ্বে তত্তৎ-শরীরাভিমানীভূয় পরিভ্রমতি—ইদমেব জীবস্য সংসার পরিভ্রমণং কথয়তি। যস্য জীবস্য চিত্তরূপশরীরঃ প্রশান্তঃ, তস্য জীবস্য চিত্তরূপশরীরঃ পরব্রহ্মাখ্যস্য শ্রীভগবতঃ স্বার্থে নিরপেক্ষাত্মক-প্রশান্তচিত্তরূপবিগ্রহেঽবতিষ্ঠতে। ইদমেব ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিরুচ্যতে। অর্থতঃ প্রশান্তচিত্তরূপঃ শরীরো যস্য, স জীবঃ শ্রীভগবতঃ প্রাকৃত বিশ্বকার্যং নানুভবতি, অপ্রাকৃত বিশ্বকার্যঞ্চ নানুভবতি, কেবলমাত্ম সাদৃশ্যে শ্রীভগবতঃ কল্পিত-নির্বিশেষতামাত্রস্যানুভবং করোতি। শ্রীভগবতঃ প্রাকৃতবিশ্বকার্যং দেশকালপরিচ্ছিন্নমপি অপ্রাকৃত বিশ্বকার্যং ন দেশকালপরিচ্ছিন্নং, অতএব শ্রীভগবতোঽপ্রাকৃতবিশ্বকার্যং কস্মিন্নপি দেশে কালে চ ন বিরমতি। প্রাকৃতবিশ্বকার্যস্যাপি সর্বদেশে সর্বকালে বিরামো ন ভবতি, অতএব শ্রীভগবতো নির্বিশেষতা (প্রশান্তচিত্তশরীরং) জীবস্য স্বসাদৃশ্যে কল্পনামাত্ররূপা ভবতি।৮

যস্য জীবস্য চিত্তরূপং শরীরং শ্রীভগবতো দর্শন-সেবাদৌ ব্যগ্রং ভবতি, তস্য জীবস্য চিত্তরূপং শরীরং ভক্তগণপ্রতি বাৎসল্যে ব্যগ্রভূতো যঃ শ্রীভগবাংস্তস্য চিত্তরূপ-বিগ্রহেঽব তিষ্ঠতে। অর্থতঃ স জীবঃ শ্রীভগবতো বৈকুণ্ঠধাম্নঃ শ্রীবিগ্রহস্য তল্লীলাদেঃ, তৎসেবনাদেশ্চানুভবং করোতি। শ্রীভগবান্ স্বার্থে বিষয়বাসনা বর্জিতোঽপি ভক্ত-সুখীকরণায়, শ্রীভগবদ্ভক্ত সুখীকরণ ব্যগ্রজীবান্ উদ্দিশ্য চ বিষয়প্রাকট্যং কৃতবান্। দেহাভিমানিনঃ স্বার্থে বিষয়াসক্ত জীবাংশ্চোদ্দিশ্য বিষয় প্রাকট্যং ন কৃতবান্।

অতএব বিষয়েঽনাসক্ত পরস্পর প্রীতিমতো

যে জীবের চিত্তরূপ শরীর বিষয়ভোগে ব্যগ্র হয়, সেই জীবের চিত্তরূপ শরীর—অভক্তগণ প্রতি অনুগ্রহ বিষয়ে ব্যগ্র হইয়াছেন যে পরমাত্মা, তাঁহার চিত্তরূপ বিগ্রহে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ সেই চিত্তবৈচিত্র্যরূপ প্রাকৃত বিশ্বে তত্তৎ শরীরাভিমানী জীব হইয়া পরিভ্রমণ করে। ইহাকেই জীবের সংসার পরিভ্রমণ বলা হয়। যে জীবের চিত্তরূপ শরীর প্রশান্ত, তাহার শরীর পরব্রহ্মাখ্য শ্রীভগবানের স্বার্থে নিরপেক্ষাত্মক প্রশান্ত চিত্তরূপ বিগ্রহে অবস্থিত, ইহাকেই ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি বলে অর্থাৎ প্রশান্ত চিত্ত হইয়াছে শরীর যার, সেই জীব শ্রীভগবানের প্রাকৃত বিশ্বকার্যের অনুভব করে না, অপ্রাকৃতবিশ্ব কার্যেরও অনুভব করে না, কেবল আত্ম সাদৃশ্যে শ্রীভগবানের কল্পিত নির্বিশেষতা মাত্রের অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের প্রাকৃত বিশ্বকার্য দেশকাল পরিচ্ছিন্ন হইলেও, অপ্রাকৃত বিশ্বকার্য দেশকাল পরিচ্ছিন্ন হন না। অতএব কোন দেশে কোন কালেই শ্রীভগবানে অপ্রাকৃত বিশ্বকার্যের বিরাম হয় না, প্রাকৃত বিশ্বকার্যেরও সর্বদেশে সর্বকালে বিরাম হয় না। অতএব শ্রীভগবানের নির্বিশেষতা প্রশান্তচিত্ত জীবের স্বসাদৃশ্যে কল্পনামাত্ররূপা।৮

যে জীবের চিত্তরূপ শরীর শ্রীভগবানের দর্শন সেবাদি বিষয়ে ব্যগ্র হয়, সেই জীবের চিত্ত-রূপ শরীর, ভক্তগণ প্রতি বাৎসল্য-বিষয়ে ব্যগ্র শ্রীভগবানের চিত্তরূপ বিগ্রহে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ সেই জীব শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠধামের শ্রীবিগ্রহের, তল্লীলাদির ও তৎ সেবনাদির অনুভব করিয়া থাকে। শ্রীভগবান স্বার্থে বিষয়বাসনা বর্জিত হইয়াও শ্রীভগবদ্ ভক্ত সুখীকরণ ব্যগ্র জীবগণের উদ্দেশ্যে বিষয় প্রাকট্য করিয়াছেন। দেহাভিমানী এবং স্বার্থে বিষয়াসক্ত জীবগণের উদ্দেশ্যে বিষয় প্রাকট্য করেন নাই। অতএব বিষয়ে অনাসক্ত ভক্ত ভগবানে প্রীতিমান ব্যক্তিরই

দেহাত্মক শ্রীভগবৎ স্বরূপ বৈচিত্র্যাংশে এব ভক্তভাব প্রাপ্ত জীবাঃ সাযুজ্যং লব্ধ্বা তত্তদ্ভক্তা-ভিমানিনো ভবন্তি। কিন্তু শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রতিপক্ষ রূপাসুরদেহাকারবৈচিত্র্য শ্রীভগবৎ স্বরূপবৈচিত্র্যাংশে ন কোঽপি জীবঃ সাযুজ্যং লভতে, যতঃ তাদৃশাভিলাষোঽসম্ভবঃ। অতএব তৎপ্রতিপক্ষাসুরদেহাকার বিচিত্রিত শ্রীভগবৎ স্বরূপবৈচিত্র্যাংশে এব স্বয়ং প্রতিপক্ষাসুরকার্য সমাধানং করোতি। বস্তুতঃ শ্রীভগবল্লীলাশক্তিরেব সর্ববিধ নিত্যলীলাং সমাধত্তে। অতএব শ্রীভগ-বল্লীলাবিষয়ে ন কশ্চিৎ সংশয়ো ভবিতুমর্হতি।৪

অস্ত্যত্র কুতর্কাবসরঃ।—বৈকুণ্ঠদ্বারপালৌ শ্রীভগ-বতি সাযুজ্যং লব্ধ্বা পুনঃ কেন প্রকারেণ পার্ষদত্বং প্রাপ্তবন্তৌ? শ্রীভগবতি সাযুজ্যে প্রাপ্তে তদ্রূপেণ সহাত্যন্তৈকতাং যাতি, পুনস্তস্মাৎ নির্গমনং কয়া রীত্যা সম্ভবতি? যথোদকে উদকমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি পুনস্তস্য পৃথগবস্থানং ন দৃশ্যতে। শ্রীভগবতশ্চিন্মাত্র স্বরূপে ব্রহ্মণি চিন্মাত্রস্বরূপং বিলয়ং প্রাপ্য পুনস্তস্মাৎ কথং নির্গমনং সম্ভবতি? কথং বা পুনঃ পার্ষদত্বলাভঃ সম্ভবেৎ? তৎ কদাপি ন সম্ভবতীতি। অস্য সমাধানং লিখ্যতে।৫

শ্রীভগবাননন্তকোটিশক্তি সমাশ্রয়ত্বরূপস্বসত্তায়া অনুভবেন পরমানন্দ পরিপূর্ণোঽপি, স্বসুখোদ্দেশে সর্ববিধবিষয় প্রাকট্য বিষয়ে উদাসীনোঽপি, অনেন প্রশান্তং যচ্চিত্তং, তত্তদীয় বিগ্রহস্থানী-য়োঽপি ভক্তবাৎসল্যগুণেনাপরিচ্ছিন্ন সর্ব বিষয়ানুভবেন বৈচিত্র্যপ্রাপ্তং যচ্চিত্তং তদ্‌বিগ্রহ-রূপেণ সুবিরাজিতো ভবতি, এবমভক্ত কৃপয়া তৎ শাসনোদ্দেশে দেশ বিশেষে কাল-বিশেষে চ পৃথক্ লক্ষণ বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্নানন্ত বিষয়েণ বৈচিত্র্য

দেশ-কাল-বস্তু লক্ষণ দ্বারা অপরিচ্ছিন্নহেতু সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপঘন বৈচিত্র্যাত্মক হইয়া থাকেন।৩

অতএব শ্রীভগবদ্ধামগত তত্তৎ ভক্তসেদাত্মক শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বৈচিত্র্যাংশেই ভক্ত ভাব প্রাপ্ত জীবগণ সাযুজ্য লাভ করিয়া তত্তৎ ভক্তাভিমানী হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রতি-পক্ষ রূপ অসুরদেহাকার-বৈচিত্র্য শ্রীভগবৎস্বরূপ বৈচিত্র্যাংশে কোন জীব সাযুজ্য লাভ করেন না। যে হেতু সে প্রকার অভিলাষ অসম্ভব হয়। অত-এব সেই প্রতিপক্ষ অসুর দেহাকার বিচিত্রিত শ্রীভগবৎ স্বরূপবৈচিত্র্যাংশেই স্বয়ং প্রতিপক্ষাসুর-কার্য সমাধান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের লীলাশক্তিই সর্ববিধ নিত্যলীলার সমাধান করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবানের লীলা বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় হইতে পারে না।৪

উক্ত প্রসঙ্গে কুতর্ক সমুপস্থিত হইতে পারে—বৈকুণ্ঠ দ্বারপালদ্বয় শ্রীভগবৎ স্বরূপে সাযুজ্য লাভ করিয়া পুনর্বার কি প্রকারে পার্ষদত্ব লাভ লাভ করিলেন? শ্রীভগবৎ স্বরূপে সাযুজ্য লাভ করিলে, তাঁহার সহিত অত্যন্ত একতা লাভ করা হয়। আর তাহা হইতে নির্গমন কি প্রকারে হইতে পারে? জলে জল মিশ্রিত হইলে আর সেই জলের পৃথক্‌ভাবে অবস্থান দেখা যায় না। শ্রীভগবানের ব্রহ্মাখ্য চিন্মাত্র স্বরূপে চিন্মাত্ররূপে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, কি প্রকারে তাহা হইতে নির্গত হইতে পারেন। কি প্রকারে বা পুনর্বার পার্ষদত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা কখনও সম্ভব হয় না। এই তর্কের সমাধানে লিখিত হইতেছে।৫

শ্রীভগবান অনন্তকোটি শক্তি সমাশ্রয়ত্ব রূপ স্বসত্তার অনুভব দ্বারা পরমানন্দ পরিপূর্ণ হইলেও, নিজ সুখোদ্দেশে সর্ববিধ বিষয় প্রাকট্য বিষয়ে উদাসীন হইলেও, এহেতু প্রশান্ত যে চিত্ত তদীয় বিগ্রহ স্থানীয় হইলেও, ভক্ত বাৎসল্যগুণে অপরিচ্ছিন্ন সর্ববিষয়ানুভব দ্বারা বৈচিত্র্যপ্রাপ্ত

জনস্যৈব তদ্ ব্যবহারেঽধিকারঃ। দেহাভিমানিনো বিষয়াসক্ত জনস্য তদ্‌ভোগেঽধিকারো নাস্তি, অতঃ তস্য বিষয়ভোগঃ পরধন হরণ তয়া চৌর্যাপরাধো ভবতি। যতো বিষয়াস্তদর্থে ন সৃষ্টাঃ। অতএব শ্রীভগবান্ পৃথক্ স্বতন্ত্র বিষয় দর্শিনাং, দেহাভিমানীনাং যথার্থ বিষয়া সক্তানাঞ্চ জীবানাং শাসনায় প্রাকৃতবিশ্বস্য সৃষ্টি পালন সংহারান্ বিদধাতি। ৯

তাদৃশ পৃথক্ স্বতন্ত্র বিষয় জ্ঞান বর্জিত-দেহাভিমানরহিত-বিষয়বাসনা-বিহীনা জনাঃ প্রশান্তচিত্তা ভূত্বা তদ্‌বিশিষ্টরূপস্য পরমাত্মনঃ অনুভবেন তদনুভবাত্মকস্বরূপে বিলীয়ন্তে। শ্রীভগবৎপ্রীতি বিহীনতা দোষাৎ শ্রীভগবতো ভগবত্তায়া অর্থতঃ শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহস্য তদীয় ধাম-পরিকরাদীনাঞ্চাস্তিত্বানুভবসমর্থা ন ভবন্তি। ইদমেব ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তিঃ কথ্যতে।

শ্রীবৈকুণ্ঠধাম্নো দ্বারপালৌ জয়বিজয়ৌ শ্রীভগবতো দর্শন সেবন ব্যগ্রচিত্তাবাসতুঃ, শ্রীভগবতো লীলাবিশেষ প্রাকট্যেচ্ছাবশাদুক্ত দ্বারপালৌ শ্রীসনকাদেঃ কিঞ্চিদবজ্ঞয়া তদভিশাপেনাসুরভাবপ্রাপ্তৌ শ্রীধামতঃ বিচ্যুতৌ চ। অর্থতোঽভিশাপাৎ শ্রীভগবতো দর্শন সেবন ব্যগ্রতারূপ ভাবস্য বিস্মরণং ভবতি, চেতসি বিষয়বাসনা উদেতি। তদ্‌বিষয় বাসনাবশাৎ শ্রীভগবতি দ্বেষ ভাবস্যোদয়ো ভবতি। তৎ শ্রীভগবৎ-দ্বেষাৎ জন্মত্রয়ে ভগবৎ প্রভাবেণ দেহত্যাগাৎ, তৎপ্রভাবেণান্তরান্তরা কিয়ৎ কালং শান্তিভাবং লব্ধবন্তৌ। ইদমেব ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিরুচ্যতে। অন্তিম ব্রহ্মসাযুজ্য লাভান্তরং ব্রহ্মশাপাচ্ছাদিত শ্রীভগবৎ সেবনাদি ব্যগ্রতায়াঃ স্মরণং ভবতি। শান্তিভাবং ত্যক্তা

ব্যবহারে অধিকার। দেহাভিমানী ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির তদ্‌ভোগে অধিকার নাই। এই হেতু দেহাভিমানী এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয় ভোগে পরধন হরণ হেতু চৌর্যাপরাধ হইয়া থাকে, কারণ বিষয় সকল তদর্থে সৃষ্ট হয় নাই। অতএব শ্রীভগবান পৃথক্ স্বতন্ত্র বিষয় দর্শী দেহাভিমানী স্বার্থ বিষয়াসক্ত জীবগণের শাসনোদ্দেশে প্রাকৃত বিশ্বের সৃষ্টি-পালন-সংহার করিয়া থাকেন।৯

সেই পৃথক্ স্বতন্ত্র জ্ঞান বর্জিত, দেহাভিমান, রহিত, বিষয়বাসনা বিহীন ব্যক্তিগণ প্রশান্ত চিত্ত হইয়া প্রশান্তচিত্ত বিশিষ্টরূপ পরমাত্মার অনুভব পূর্বক সেই অনুভবাত্মক স্বরূপে বিলয় প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবৎপ্রীতি বিহীনতা দোষে শ্রীভগবানের ভগবত্তার অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের এবং তদীয় ধাম পরিকর প্রভৃতির অস্তিত্বানুভব করিতে পারেন না, ইহাকেই ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি বলা হয়।

বৈকুণ্ঠধামের দ্বারপালদ্বয় জয়বিজয় শ্রীভগবানের দর্শন সেবন ব্যগ্রচিত্ত ছিলেন। শ্রীভগবানের লীলা বিশেষ প্রাকট্যেচ্ছাবশে উক্ত দ্বারপাল দ্বয় শ্রীসনকাদির কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা করেন। তাঁহাদের অভিশাপে অসুর ভাব প্রাপ্ত হন, শ্রীবৈকুণ্ঠধাম হইতে বিচ্যুত হন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের দর্শন সেবন ব্যগ্রতারূপ ভাবের বিস্মরণ হইয়া চিত্তমধ্যে বিষয় বাসনার উদয় হয়, অতএব শ্রীভগবানের প্রতিও দ্বেষ ভাবের উদয় হয়। সেই দোষে জন্মত্রয়ে শ্রীভগবানের প্রভাবে দেহত্যাগ করেন। তৎ প্রভাবে মধ্যে মধ্যে কিয়ৎ কাল শান্তিভাব লাভ করেন, ইহাকেই ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি বলে। অন্তিম ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের পরশাপাচ্ছাদিত শ্রীভগবৎ সেবনাদি ব্যগ্রতার স্মরণ হয়। শান্তিভাব ত্যাগপূর্বক স্বকীয় শ্রীভগবৎ প্রীতি লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের প্রশান্ত চিত্তত্বের পরিত্যাগ হয়। অতএব এসম্বন্ধে কোন প্রকার

স্বকীয় ভগবৎ প্রীতিং লব্ধবন্তৌ। অথ তস্তয়োঃ প্রশান্ত চিত্তত্বস্য পরিত্যাগো ভবতি। শ্রীভগবৎ-দর্শনসেবন-ব্যগ্রতা পুনরভ্যুদেতি। অতএবাত্র নাস্তি কোঽপি সংশয়ঃ, ন কোঽপি কুতর্ক প্রবেশাবকাশঃ। ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিঃ কেবলানুভবাত্মক-বিষয়ঃ, নোদকে উদকমিশ্রণ ব্যাপারবৎ জড়ীয় ব্যাপারঃ। অতএব তাদৃশকুতর্কোঽত্র প্রবেষ্টুং নার্হতি।১০

সুষুপ্তিং প্রতি, মূর্চ্ছা-বিশেষমসম্প্রজ্ঞাতসমাধিং প্রতি চ দৃক্‌পাতেনৈব সর্বসংশয়ো দূরীভবিষ্যতি। সুষুপ্তৌ জীবস্যান্তঃকরণং প্রকৃতৌ বিলীয়তে, তদা জীবোঽপি প্রশান্তচিত্তবদবতিষ্ঠতে, ইদং প্রকৃতি-সাযুজ্যমুচ্যতে। প্রলয়েঽপি জীব এবং প্রকৃতি-সাযুজ্যং লব্ধ্বা তিষ্ঠতি। সুষুপ্তি কালাবস্থিতৌ প্রলয়কালাবস্থিতৌ চ ন কোঽপি ভেদঃ। সুষুপ্তৌ ভৌতিকদেহো বিদ্যতে, প্রলয়ে তন্ন বিদ্যতে, ইদমেব পার্থক্যম্। মূর্চ্ছা বিশেষেঽপি জীবঃ সুষুপ্তিবদবতিষ্ঠতে। পরন্তু সুষুপ্ত্যবস্থায়া মূর্চ্ছাবস্থায়াঃ প্রলয়াবস্থায়াশ্চানুভবানন্তরং পুনর্জীবো বিষয়-দর্শনে সমর্থো ভবতি। এতেষাং বার্তা দূরেঽস্তু, অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধিং প্রতি দৃক্‌পাতেনৈব পুনঃ কথমপি সংশয়ো ন তিষ্ঠেৎ। যতোঽসংপ্রজ্ঞাত সমাধিনা ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তেঃ কথমপি ন ভেদঃ। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধৌ ভৌতিকদেহেঽবস্থানং, ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তৌ তু তন্ন, ইত্যনয়োর্ভেদঃ অসংপ্রজ্ঞাতসমাধের্নিরবচ্ছিন্নতায়াং জীবন্মুক্তাবস্থা ভবতি।১১

জীবশ্চিত্তস্য আশ্রয়ঃ, চিত্তং জীবস্য শক্তিঃ, জীবশ্চিত্তরূপশক্ত্যা যস্মিন্নত্যন্তাবিষ্টো ভবতি, তস্মিন্ সাযুজ্যং লভতে। জীবো দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণেষু অহং-বুদ্ধ্যা সাযুজ্যং প্রাপ্যৈব সংসারী ভবতি ; তত্র কদাচিৎ প্রকৃতি বৈচিত্র্যরূপ বিষয়-

---

সংশয় নাই। কোন প্রকার কুতর্কও এস্থলে প্রবেশ করিতে পারে না।১০

ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি কেবল অনুভবাত্মক বিষয় মাত্র। জলে জল মিশ্রিত ব্যাপারবৎ জড়ীয় ব্যাপার নয়। অতএব সেরূপ কুতর্ক এস্থলে প্রবেশ করিতে পারে না। সুষুপ্তির প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেই সকল সংশয় দূরীভূত হইবে। সুষুপ্তিকালে জীবের অন্তঃকরণ প্রকৃতিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেকালে জীবও প্রশান্ত চিত্তবৎ অবস্থান করেন—ইহাকে প্রকৃতি-সাযুজ্য বলা হয়। প্রলয়কালে জীব এই প্রকার প্রকৃতি সাযুজ্য লাভ করিয়া অবস্থান করে। উভয় অব-স্থানে কোন প্রকার ভেদ নাই। সুষুপ্তিকালে ভৌতিক দেহ বিদ্যমান থাকে, প্রলয়কালে ভৌতিক দেহ থাকে না, এইমাত্র প্রভেদ। এক প্রকার মূর্চ্ছাতেও জীব সুষুপ্তিবৎ অবস্থান করে। কিন্তু সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও প্রলয় অবস্থার অনুভবের পরে পুনর্বার জীব বিষয় দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের কথা দূরে থাকুক। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর কোন প্রকার সংশয় থাকিতে পারে না ; যেহেতু অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির সহিত ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির কোন প্রকার ভেদ নাই। উক্ত সমাধিতে ভৌতিক দেহ থাকে, মুক্তিতে ভৌতিক দেহ থাকে না, এইমাত্র ভেদ। সমাধি অখণ্ডভাব ধারণ করিলেই জীবন্মুক্তাবস্থা হইয়া থাকে। ১১

জীব চিত্তের আশ্রয়, চিত্ত জীবের শক্তি, জীব চিত্তরূপ শক্তিদ্বারা যে বস্তুতে অত্যন্ত আবিষ্ট হয়, সেই বস্তুতে সাযুজ্য লাভ করে। জীব দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণে অহং বুদ্ধি দ্বারা সাযুজ্য লাভ করিয়াই সংসারী হইতেছে। কোন কালে প্রকৃতি-বৈচিত্র্যরূপ বিষয় সমষ্টিতে, কখনও বা কেবল

সমূহে, কদাচিৎ কেবলপ্রকৃতৌ সাযুজ্যং লভতে। অনাবিষ্কৃত গুণে আবিষ্কৃত গুণে বা শ্রীভগবৎ স্বরূপে চিত্তনিরোধেন তদাবিষ্টে সতি, তস্মিন্ সাযুজ্য লাভ ইত্যর্থঃ, সংসার দুঃখান্মুক্তো ভবতি। বস্ত্বন্তরস্যাব্যবধানেনৈকত্রসংযুক্ত ভাবেনাবস্থানমেব 'সাযুজ্য' মুচ্যতে। সাযুজ্য শব্দেনাত্যন্তৈক্যং ন প্রতিপদ্যতে।

যো জন উপনিষদ্‌বাক্যশ্রবণেন কেবল কল্পনা-মার্গে ধাবতি, স কদাপি তত্ত্বজ্ঞানং লব্ধুং নার্হতি। বিজ্ঞানুভবপর এব তত্ত্বজ্ঞান লাভায় যোগ্যো ভবতি। যস্তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছুঃ সোঽনুভবমার্গে বিচরতু। শাব্দিকানামৈন্দ্রজালিককল্পনামার্গে বিচরণে কেবল-বাতুলতামাত্রং লপ্স্যসে।১২

পুনরত্র কুতর্কো ভবিতুমর্হতি।—বিষয়াতীত কেবলপরমানন্দানুভবাবস্থামেব মুক্তাবস্থা উচ্যতে। যস্যামবস্থায়াং শব্দাদিবিষয়পঞ্চকস্যানুভবং দৃশ্যতে তামবস্থাং মুক্তাবস্থা রূপেণ স্বীকর্তুং নার্হতীতি।

অস্য কুতর্কস্য সমাধানং লিখ্যতে—জীবোঽজ্ঞান বাসনা কাম-কর্মাদিবশাৎ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণা-ভিমানী ভূত্বা প্রাকৃতবিষয়াসক্তোঽভূদতএব সংসারে দুঃখমনুভবতি। যদা শাস্ত্রস্য শ্রীগুরোশ্চোপদেশাৎ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাভিমানাং পরিত্যজ্য প্রাকৃতবিষয়বাসনা ত্যাগপূর্বক শ্রীভগবৎ স্বরূপমাত্র-নিষ্ঠচিত্তো ভবতি, তদৈব মুক্তো ভবতি। কর্মাধীন প্রাকৃতদেহেঽবস্থানং যাবৎ জীবন্মুক্তাবস্থাং লভতে। প্রাকৃতদেহ পরিত্যাগে পরমমুক্তাবস্থা ভবতি। জীবস্যোক্ত শ্রীভগবৎ স্বরূপমাত্রনিষ্ঠচিত্তত্বং ত্রিধা ভবতি। শ্রীভগবৎ স্বরূপাৎ জীবস্য তদীয়ত্ব হেতুরভিন্ন জ্ঞানেন, শ্রীভগবৎ স্বরূপে সমাধিনাপি, শ্রীভগবৎ স্বরূপ মাধুর্যে চিত্তাকর্ষণে নাপি ভবতি। তত্র তদভিন্ন জ্ঞানেন, তৎসমাধিনা বা তন্নিষ্ঠতায়াং চিত্তস্য তৎস্বরূপমাত্রাকারতা

প্রকৃতিতে সাযুজ্য লাভ করে। আবিষ্কৃত বা অনাবিষ্কৃত গুণ শ্রীভগবৎস্বরূপে চিত্তের নিরোধ পূর্বক তদাবিষ্ট হইলেই জীব সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। বস্ত্বন্তরের অব্যবধানে একত্র সংযুক্ত ভাবে অবস্থানকেই সাযুজ্য বলা হয়। 'সাযুজ্য' শব্দে অত্যন্ত ঐক্য পতিপাদন হয় না। যে ব্যক্তি উপনিষদ্‌বাক্য শ্রবণপূর্বক কেবল কল্পনামার্গে ধাবিত হন, তিনি কোন কালেই তত্ত্বজ্ঞান করিতে লাভ পারেন না, নিজানুভবপর ব্যক্তিই তত্ত্বজ্ঞান লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনুভব মার্গে বিচরণ করুন। শাব্দিকগণের ঐন্দ্রজালিক কল্পনামার্গে বিচরণ করিলে কেবল বাতুলতা মাত্র লাভ করিবেন।১২

পুনর্বার এস্থলে কুতর্ক সমুত্থাপিত হইতে পারে—বিষয়াতীত কেবল পরমানন্দানুভব অবস্থাকেই মুক্তাবস্থা বলা হয়, যে অবস্থাতে শব্দাদি বিষয় পঞ্চকের অনুভব দেখা যায়, সে অবস্থাকে মুক্তাবস্থা রূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না, ইতি।

এই কুতর্কের সমাধানে লিখিত হইতেছে—যেহেতু জীব অজ্ঞানবাসনা কাম কর্মাদিবশে দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাভিমানী হইয়া প্রাকৃত-বিষয়াসক্ত হইয়াছে—অতএব সংসার দুঃখের অনুভব করিয়া থাকে। যে কালে শাস্ত্রের এবং শ্রীগুরুর উপদেশে দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাভিমান এবং প্রাকৃত বিষয়-বাসনা ত্যাগপূর্বক শ্রীভগবৎ স্বরূপমাত্রনিষ্ঠচিত্ত হয়—সেই কালেই মুক্ত হয় এবং কর্মাধীন প্রাকৃত দেহে অবস্থান পর্যন্ত জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করে। প্রাকৃতদেহ পরিত্যক্ত হইলে পরমমুক্তাবস্থা লাভ হইয়া থাকে। জীবের উক্ত শ্রীভগবৎ স্বরূপ মাত্র নিষ্ঠ চিত্তত্ব ত্রিবিধ হইয়া থাকে—

ভবতি। তৎস্বরূপমাধুর্যেণ চিত্তাকর্ষণে সতি চিত্তে তদনুশীলনকারতা ভবতি।১৩

তদভিন্ন জ্ঞানেন তৎস্বরূপনিষ্ঠতাপি দ্বিবিধা ভবতি। কদাচিৎ কেবল নির্বিশেষ স্বরূপানুভবো ভবতি, কদাচিৎ মায়াশক্তি কার্য বিশ্বানুভবেন সহ তৎস্বরূপানুভবো ভবতি। দ্বিতীয়েন বিশ্বে তৎস্বরূপবৈচিত্র্যজ্ঞানং ভবতি, বিশ্বে তদভিন্নজ্ঞানত্বাৎ। উক্ত দ্বিবিধ স্বরূপানুভবে সমাধি সংস্থাপনাৎ সমাধিনাপি উক্ত দ্বিবিধয়া তৎস্বরূপনিষ্ঠতা ভবতি।

অথ তৎস্বরূপ-(শ্রীমূর্তি) মাধুর্য্য দ্বারা চিত্তাকর্ষণেন চিত্তস্য যা তদনুশীলনাকারতা, সাপি দ্বিবিধা ভবতি কেবল শ্রীমূর্ত্তেরনুভবস্তদ্‌গুণলীলাদি সহিত শ্রীমূর্তেরনুভব ভেদাৎ। কেবল শ্রীমূর্তেরনুভবকালে তৎস্বরূপঘনবৈচিত্র্যস্যানুভবো ভবতি। দ্বিতীয়েণ রসাকারেণ তৎস্বরূপঘনবৈচিত্র্যস্যেতি। অতএব এবং বিধ ভেদৈরেক এব পরমানন্দাত্মকঃ শ্রীভগবৎ স্বরূপমাত্রমেবানুভূয়তে। নির্বিশেষ পরমানন্দস্বরূপঃ, বিশ্বাকারবৈচিত্র্যপরমানন্দস্বরূপঃ, শ্রীবিগ্রহাত্মকঘনবৈচিত্র্যপরমানন্দস্বরূপঃ, রসাকারঘনবৈচিত্র্যপরমানন্দস্বরূপঃ—এতচ্চতুর্বিধভেদেন প্রকাশ বিশেষ একস্যৈব পরমানন্দাত্মক শ্রীভগবৎস্বরূপস্যৈব প্রাকট্যং ভবতি।১৪

একে বিজ্ঞানযোগিনঃ পরব্রহ্মরূপেণ নির্বিশেষ পরমানন্দস্বরূপস্যানুভবং কুর্বন্তি, অন্যে জ্ঞানযোগিনঃ পরমেশ্বরস্বরূপেণ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলাবৈচিত্র্য পরমানন্দস্বরূপস্যানুভবং কুর্বন্তি। অপরে ধ্যানযোগিণঃ পরমাত্মরূপেণ বিশ্বাকার বৈচিত্র্যপরমানন্দস্যানুভবং কুর্বন্তি। পরমবিজ্ঞ-ধ্যানযোগিনঃ শ্রীভগবদ্রূ-

---

(১) শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে জীবের তদীয়ত্বহেতু অভিন্ন জ্ঞান দ্বারাও হয়, (২) শ্রীভগবৎ স্বরূপে সমাধি দ্বারাও হয়, (৩) শ্রীভগবৎ স্বরূপমাধুর্য্যে চিত্তাকর্ষণ দ্বারাও হইয়া থাকে। তদ্‌-অভিন্ন জ্ঞান দ্বারা বা তৎসমাধি দ্বারা তন্নিষ্ঠতা হইলে চিত্তের তৎস্বরূপমাত্রাকারতা হয়। আর তৎস্বরূপমাধুর্য্য দ্বারা চিত্তাকর্ষণ হইলে চিত্তে তদনুশীলনকারতা হইয়া থাকে।১৩

তদ্‌ অভিন্ন জ্ঞান দ্বারা তৎস্বরূপ নিষ্ঠতাও দুই প্রকারে হয়, কোনকালে কেবল নির্বিশেষ স্বরূপের অনুভব হয়, কোন কালে মায়াশক্তিকার্য বিশ্বের মিথ্যাত্ব অনুভব সহিত তৎস্বরূপের অনুভব হয়। বিশ্বের অনুভব সহিত তৎস্বরূপের হইলে, বিশ্বে তৎস্বরূপবৈচিত্র্য জ্ঞান হইয়া থাকে, যেহেতু বিশ্বে তদ্‌ অভিন্ন জ্ঞান হয়। উক্ত দ্বিবিধ স্বরূপানুভবে সমাধি সংস্থাপনহেতু, সমাধি দ্বারাও উক্ত দুই প্রকারে তৎস্বরূপনিষ্ঠতা হইয়া থাকে।

অনন্তর তৎস্বরূপমাধুর্য্য দ্বারা অর্থাৎ শ্রীমূর্তিমাধুর্য দ্বারা চিত্তাকর্ষণ হইলে চিত্তের যে তদনুশীলনাকারতা হয়, তাহাও দ্বিবিধ হইয়া থাকে—(১) কেবল শ্রীমূর্ত্তির অনুভব এবং (২) তদীয় গুণ-লীলাদির সহিত শ্রীমূর্তির অনুভব ভেদে ঐ দ্বৈবিধ্য হয়। কেবল শ্রীমূর্ত্তির অনুভব কালে তৎস্বরূপঘন বৈচিত্র্যের অনুভব হয়, তদ্‌ গুণ-লীলাদির সহিত শ্রীমূর্তির অনুভবকালে রসাকারে তৎস্বরূপঘন বৈচিত্র্যের অনুভব হইয়া থাকে। অতএব উক্ত প্রকার ভেদ সকল দ্বারা পরমানন্দাত্মক শ্রীভগবৎ স্বরূপমাত্রই অনুভূত হইয়া থাকেন। (ক) নির্বিশেষ পরমানন্দ স্বরূপ, (খ) বিশ্বাকার বৈচিত্র্য পরমানন্দ স্বরূপ, (গ) শ্রীবিগ্রহাত্মক ঘনবৈচিত্র্য পরমানন্দ স্বরূপ, (ঘ) রসাকার ঘনবৈচিত্র্য পরমানন্দস্বরূপ—এই চতুর্বিধ ভেদে প্রকাশ বিশেষে একমাত্র পরমানন্দাত্মক শ্রীভগবৎ স্বরূপেরই প্রাকট্য হইয়া থাকে।১৪

বিজ্ঞানযোগী সকল পরব্রহ্মরূপে নির্বিশেষ পরমানন্দ স্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন। জ্ঞান

পেণ শ্রীবিগ্রহাকারঘনবৈচিত্র্যপরমানন্দস্যানুভবং কুর্বন্তি, পরে ভক্তিযোগিনঃ শ্রীভগবদ্রূপেণ রসাকার ঘনবৈচিত্র্যপরমানন্দস্বরূপস্যানুভবং কুর্বন্তি।

অতএব এষাং পরমমুক্তানাং জীবন্মুক্তানাং বা একস্যৈব পরমানন্দস্বরূপ স্যৈবানুভবো ভবতি। এষাং শব্দাদিপঞ্চবিষয়স্যানুভবো লীলানামনুভবোবা তস্য পরমানন্দস্বরূপস্য বৈচিত্র্যমাত্রম্। যতস্তস্মিন্ শব্দাদি বিষয়পঞ্চকে লীলাসমূহে বা তেষাং তস্য পরমানন্দস্বরূপস্য ঘনবৈচিত্র্যজ্ঞানং তদভিন্নজ্ঞানং বা ভবতি।

যত্র যদা যদবস্থায়াং তৎপরমানন্দস্বরূপাৎ পৃথক্ স্বতন্ত্রজ্ঞানেন বিষয়ানাং ক্রিয়াণাঞ্চানুভবো ভবতি, তত্র তদা তদবস্থায়ামুক্তদোষঃ স্বীক্রিয়তে। স্বদেহাদাবভিমানপূর্বকস্বদেহসম্বন্ধি সুখোদ্দেশে বিষয়ক্রিয়াবাসনৈব উক্ত দোষস্য পরিচায়কো ভবতি। অতএবাত্রোক্তরূপকুতর্কঃ প্রবেষ্টুং নার্হতি।

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। যথা স্বয়ং ভগবতো শ্রীকৃষ্ণস্যোপাসনয়া সর্বপুরুষার্থপাভো ভবতি, তথা তদ্বিলাসমূর্তিশ্রীপরব্যোমনাথ নারায়ণ শ্রীবিগ্রহস্য তদীয় সর্বাকাররূপস্য চোপাসনয়াপি সর্বপুরুষার্থ লাভো ভবতি। যত এষু রূপেষু স্বরূপগতো ন কোঽপি ভেদঃ, কেবলাবির্ভাবতারতম্যমাত্রং ভবতি। এক এব স্বরূপং কেবলভক্তেচ্ছা তারতম্যেন নানাকারে প্রাকট্যং লভতে। পালনকার্যস্য তারতম্যাৎ প্রয়োজনানুরূপেণ ব্রহ্মাণ্ড সমূহেষু তেষাং রূপাণাং প্রাকট্যং ভবতি। কিন্তু কেবলে শ্রীকৃষ্ণরূপে এব সকলশক্তীনাং সকল গুণানাঞ্চ প্রাকট্যং ভবতি, অতএব শ্রীকৃষ্ণরূপং পরমপূর্ণরূপং

যোগীগণ পরমেশ্বর স্বরূপে বিশ্বসৃষ্ট্যাদি লীলা বৈচিত্র্য পরমানন্দস্বরূপের অনুভব করেন। ধ্যানযোগীগণ পরমাত্মারূপে বিশ্বাকার বৈচিত্র্য পরমানন্দের অনুভব করেন। পরমবিজ্ঞ ধ্যানযোগী সকল শ্রীভগবদ্রূপে শ্রীবিগ্রহাকার ঘনবৈচিত্র্য পরমানন্দের অনুভব করেন। ভক্তিযোগীগণ শ্রীভগবদ্রূপে রসাকার ঘনবৈচিত্র্য পরমানন্দ স্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব এই সকল পরমমুক্ত বা জীবন্মুক্তগণের একমাত্র পরমানন্দ স্বরূপেরই অনুভব হইয়া থাকে। ইহাদের শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের অনুভব বা লীলা সকলের অনুভব সেই পরমানন্দ স্বরূপেরই বৈচিত্র্যমাত্র, যেহেতু সেই শব্দাদি বিষয় পঞ্চকে বা লীলা সমূহে তাহাদের সেই পরমানন্দ স্বরূপের ঘনবৈচিত্র্যজ্ঞান বা তদভিন্ন জ্ঞান হইয়া থাকে।

যে স্থানে যে কালে যে অবস্থাতে সেই পরমানন্দ স্বরূপ হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্রজ্ঞানে বিষয় সকলের এবং ক্রিয়া সকলের অনুভব হয়, সেইস্থানে সেইকালে সেই অবস্থাতে উক্ত দোষ স্বীকৃত হয়। স্বদেহাদিতে অভিমনন পূর্বক স্বদেহ সম্বন্ধী সুখোদ্দেশে বিষয় ও ক্রিয়া বাসনাই উক্ত দোষের পরিচায়ক হইয়া থাকে। অতএব এইস্থলে উক্তরূপ কুতর্ক প্রবেশ করিতে পারে না।

অতঃপর প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা হইতেছে।—যে প্রকার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা দ্বারা সর্বপুরুষার্থ লাভ হয়, সেই প্রকার তদবিলাসমূর্তি পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ শ্রীবিগ্রহের এবং তদীয় সর্বাবতার রূপের উপাসনা দ্বারাও সর্বপুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু এই সকল রূপে স্বরূপগত কোন ভেদ নাই। কেবল আবির্ভাব তারতম্যমাত্র। একমাত্র স্বরূপ কেবলমাত্র ভক্তেচ্ছা তারতম্যে নানাকারে প্রাকট্য লাভ করেন। পালন কার্যের তারতম্যে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ মধ্যে সেই সকলরূপের প্রাকট্য হয়। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণরূপেই সকল শক্তির সকলগুণের প্রাকট্য হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমপূর্ণ

ভবতি। অন্যরূপে সকলশক্তীনাং সকল গুণানাঞ্চ প্রাকট্যং ন ভবতি, যথাপ্রয়োজনং শক্তিবিশেষস্য গুণ-বিশেষস্য চ প্রাকট্যং ভবতি। অতএব তানি রূপাণি অংশ-কলা নাম্না খ্যায়তে।

শ্রীনারায়ণরূপেঽপি কেষাঞ্চিদ্ গুণানাং প্রাকট্যং ন ভবতি। অতএব শ্রীনারায়ণ মূর্তিঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্তে-র্বিলাসরূপম্। যস্মিন্ রূপে শক্ত্যংশস্য প্রকাশো ভবতি, তমংশরূপং বদন্তি। শ্রীরাম-নৃসিংহ-মৎস্য কূর্মাদি রূপাণি শ্রীকৃষ্ণস্যাংশরূপাণি। শক্ত্যাবেশা-বতারান্ কলা বদন্তি, কস্মিংশ্চিৎ ভক্তজীবে শ্রীভগবৎ শক্তেরাবেশে তং শক্ত্যাবেশাবতারঃ কথ্যতে। পরশুরামং বুদ্ধ-কল্কি-পৃথু-ব্যাসাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শক্ত্যাবেশাবতারঃ।

অংশরূপাণি অংশাবতারাঃ কথ্যন্তে। যথৈকঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিতঃ নানাস্থানেষু নানাব্যাখ্যানু-সারেণ বৈয়াকরণ-স্মার্ত-তান্ত্রিক-বৈদিক-পৌরাণিক-সাংখ্যিক-নৈয়ায়িক-বৈদান্তিক-সর্বশাস্ত্রবিৎ-সর্বজ্ঞ-পণ্ডিত ইত্যাদি সংজ্ঞাং ধত্তে; তথৈক এব শ্রীভগ-বান্ গুণ প্রাকট্য তারতম্যেনাংশবতারঃ পূর্ণাবতার ইতি নাম ধত্তে। যথা নগরাদি দাহে দীপস্যাগ্নি-পুঞ্জস্য চ সমানশক্তিত্বেঽপি শীতাদিদুঃখনিবারক-ত্বাদগ্নিপুঞ্জাৎ সুখঃ স্যাৎ, দীপাত্তন্ন ভবতি; তথা সংসারদুঃখনিবারণে সর্ববিধাবতারাণামুপাসনায়াঃ শক্তিসাম্যেঽপি পূর্ণাবতারস্যোপাসনয়া আনন্দা-ধিক্যং ভবতি। অতএব শ্রীকৃষ্ণরূপস্যোপাসনয়া-নন্দাধিক্যং ভবতি। তদেবং শ্রীকৃষ্ণরূপস্যোপাসনা সর্বতোঽধিকানন্দপ্রদাতৃত্বাৎ সর্বপ্রধানা ভবতি।

শক্ত্যাবেশাবতারা ভক্তাভিমানিত্বাৎ ভক্তা-বতার নাম্না কথ্যতে। তেষু শ্রীকৃষ্ণশক্তেরাবেশ-তারতম্যেঽপি ভক্তাভিমানিত্বাৎ প্রায়ঃ শ্রীভগ-বদ্বুদ্ধ্যা উপাসনা তে গ্রহীতুং নেচ্ছন্তি। অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তা ভক্তবুদ্ধ্যা শ্রীভগবৎ প্রসাদীদ্রবেণ

ভগবদ্রূপ। অন্যরূপে সকল শক্তির, সকলগুণের প্রাকট্য হয় না। যথাপ্রয়োজন শক্তিবিশেষেরও গুণ বিশেষের প্রাকট্য হইয়া থাকে। অতএব সেই সকলরূপ অংশকলা নামে খ্যাত হন। শ্রীনারায়ণ রূপেও কোন কোন গুণের প্রাকট্য হয়, হয় না। অতএব শ্রীনারায়ণমূর্তি শ্রীকৃষ্ণমূর্তির বিলাস রূপ। যে রূপে শক্ত্যংশের প্রকাশ হয়, সেইরূপকে অংশাবতার বলা হয়।

শ্রীরাম-নৃসিংহ, মৎস্য-কূর্মাদি রূপ সকল শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপ বা অংশাবতার। শক্ত্যাবেশা-বতার সকলকে 'কলা' বলা হয়। কোন ভক্তজীবে শ্রীভগবানের শক্তির আবেশ হইলে সেই ভক্তকে শক্ত্যাবেশাবতার বলা হয়। পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি, পৃথু, ব্যাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশা-বতার হন। যে প্রকার একমাত্র সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নানাস্থানে নানাব্যাখ্যানুসারে বৈয়াকরণিক স্মার্ত, তান্ত্রিক, বৈদিক, পৌরাণিক, সাংখ্যিক, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক এবং সর্বশাস্ত্রবিৎ সর্বজ্ঞ পণ্ডিত ইত্যাদি নাম ধারণ করেন। সেই প্রকার একমাত্র শ্রীভগবান্ গুণ প্রাকট্য তারতম্যে অংশা-বতার, পূর্ণাবতার নাম ধারণ করেন। যে প্রকার প্রদীপের এবং অগ্নিপুঞ্জের নগরাদি দাহে শক্তি সমান হইলেও শীতাদি দুঃখ নিবারকহেতু, অগ্নিপুঞ্জ হইতে সুখ হয়, দীপ হইতে তাহা হয় না। সেই প্রকার সংসার দুঃখ নিবারণে সর্ববিধ অবতারের উপাসনায় শক্তি সমান হইলেও পূর্ণাবতারের উপাসনা দ্বারা আনন্দের আধিক্য হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণরূপের উপাসনা সর্বতো অধিকানন্দ প্রদা হেতু সর্বপ্রধানা। শক্ত্যাবেশাবতার সকল ভক্তা-ভিমানী হেতু ভক্তাবতার নামে কথিত হন। সেই অবতার সকলে শ্রীকৃষ্ণশক্তির আবেশ তার-তম্য হইলেও ভক্তাভিমানী হেতু প্রায় শ্রীভগবৎ বুদ্ধিতে উপাসনা তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অতএব শ্রীভগবদ্ ভক্তগণ ভক্তবুদ্ধিতে

তৎপূজাবশেষ দ্রব্যেণ বা তত্তৎ পূজাং কুর্বন্তি। অনয়া পূজয়ৈব শ্রীভক্তাবতারা পরিতুষ্যন্তঃ শ্রীভগবদ্‌ভক্তিং প্রযচ্ছন্তি। শ্রীভগবদ্‌বুদ্ধ্যা তেষাং পূজনে কৃতে স্বর্গমোক্ষাদি ফললাভো ভবতি, কিন্তু শ্রীভগবদ্ ভক্তিলাভো ন স্যাৎ। কিন্তু অধিকার বিশেষে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারবুদ্ধ্যা উপাসনয়া তত্তদ্‌বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্তির্ভবতি। সা চ শ্রীকৃষ্ণোপাসনায়াং পরিণমতি।

শ্রীবলরামঃ শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাবতারো বিলাসমূর্তিশ্চ তথাপি লীলয়া তস্য শক্তিসমূহাভিমানী, নতু তৎপ্রেরকাভিমানী। অতএব শ্রীবলরামোঽপি ভক্তাভিমানীত্বাৎ ভক্তাবতারমধ্যে পরিগণিতঃ। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তাঃ শ্রীবলরামস্য পূজাপি শ্রীকৃষ্ণভক্ত জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদিদ্রব্যেণ কুর্বন্তি। শ্রীলক্ষ্মণঃ শ্রীঅনন্তদেবশ্চাস্য শ্রীবলরামস্যৈবাবতারঃ অতস্তাবপি ভক্তাবতারৌ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বশক্তিপ্রেরকাভিমানী, সৈব শ্রীবলরামরূপে সর্বশক্ত্যভিমানী ভবতি। অতএব স্বয়ং ভক্তস্থানীয়ো ভবতি। স্বয়ং ভক্তস্থানীয়াভাবে নিজভক্তেঃ প্রচার্যং ন ভবতি। অস্মাৎ শ্রীবলরামঃ শ্রীকৃষ্ণে স্বামিবুদ্ধিঃ করোতি। শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে বলরামস্যাপি ভ্রমো ভবতি! শ্রীমদ্ ভাগবতস্য শ্রীব্রহ্মকৃত বৎসবালক হরণ প্রকরণদৃষ্টে সংশয়ো ন স্যাস্যতি।

গোলোকে গোকুলে চ শ্রীকৃষ্ণঃ কেবল ভক্তমনোরথপূরণায় ব্যগ্রস্তিষ্ঠতি। অতএব তত্র তত্র ব্যূহচতুষ্টয়স্য প্রাকট্যং ন ভবতি। মথুরায়াং দ্বারকায়াঞ্চ ব্যূহচতুষ্টয়স্য প্রাকট্যং ভবতি। দ্বারকাবিহার-কালেঽপি সপরিকর শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাগমনাগমনং ভবতি। প্রকটাপ্রকটলীলায়া ঐক্যাদ-

---

শ্রীভগবৎ প্রসাদ দ্রব্য দ্বারা বা শ্রীভগবদ্ পূজাবশেষ দ্রব্য দ্বারা তত্তৎ পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ পূজা দ্বারাই শ্রীভক্তাবতারগণ পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীভগবদ্‌ভক্তি প্রদান করেন। শ্রীভগবদ্‌বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাদের পূজা করা হইলে স্বর্গমোক্ষাদি ফল লাভ হয়, কিন্তু শ্রীভগবদ্‌ভক্তি লাভ হয় না।

[এস্থলে ভগবদ্ভক্ত শব্দে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তই কথিত হইলেন, ভগবৎ-শব্দেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবদ্ভক্তি-শব্দেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিই উক্ত হইলেন। যেহেতু ভক্তাবতার সকলে এবং সর্বজ্ঞ মুনিগণেও ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হয়।] কিন্তু অধিকার বিশেষে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বুদ্ধি দ্বারা উপাসনা করিয়া তত্তৎ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণোপাসনাতে পরিণত হইয়া থাকে। শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার এবং বিলাসমূর্তি হইলেও লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সমূহাভিমানী হন, তৎশক্তি সমূহের প্রেরকাভিমানী হন না। অতএব শ্রীবলরামও ভক্তাভিমাণী হেতু ভক্তাবতার মধ্যে পরিগণিত হন। অতএব শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ শ্রীবলরামের পূজাও শ্রীকৃষ্ণভক্ত জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদাদি দ্রব্য দ্বারা করিয়া থাকেন।

শ্রীলক্ষ্মণ এবং শ্রীঅনন্তদেব এই শ্রীবলরামেরই অবতার, অতএব তাঁহারাও ভক্তাবতার। 'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিপ্রেরকাভিমানী হন' সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামরূপে সর্বশক্ত্যভিমানীরূপ হইয়া থাকেন। অতএব স্বয়ং ভক্তস্থানীয় হন। স্বয়ং ভক্ত, স্থানীয় না হইলে নিজভক্তি প্রচার হয় না। এই হেতু শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণে স্বামী বুদ্ধি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে শ্রীবলরামেরও ভ্রম হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মকৃত বৎস-বালক হরণ প্রকরণ প্রদর্শন করিলে সংশয় থাকে না।

অপ্রকটলীলা প্রকটলীলানুসারেণ বিচারণীয়া। দ্বারকা-প্রাকট্যানুসারেণ শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাসমূর্তি-নারায়ণস্য পৃথক্ ব্যূহচতুষ্টয়ং ভবতি। শ্রীপরব্যোম-নাথ নারায়ণস্য বৈকুণ্ঠে নারায়ণে বাসুদেবোঽনন্ত-দেবে সঙ্কর্ষণঃ, শঙ্খে প্রদ্যুম্নশ্চক্রেঽনিরুদ্ধোঽন্তর্ভূয়-স্তিষ্ঠতি। চতুর্দিক্ষু পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠে পৃথক্ পৃথক্ প্রকটো ভবতি। মাধুর্যপ্রাধান্যে শ্রীকৃষ্ণঃ, ঐশ্বর্য প্রাধান্যে শ্রীনারায়ণঃ ভক্তানুগ্রহপরো ভবতি, চতুর্ব্যূহরূপেণৈব জীবাবস্থানামুপাস্যরূপা-ধীশ্বরো ভূত্বা তিষ্ঠতি। ঐশ্বর্যপ্রধানত্বাৎ শ্রীনারা-য়ণ-চতুর্ব্যূহ এব বিশ্বকার্যস্যাধীশ্বরঃ, শ্রীকৃষ্ণচতু-র্ব্যূহস্তদংশী ভবতি। শ্রীবাসুদেবস্তুরীয়াবস্থায়া-শ্চিত্তস্য চ, সঙ্কর্ষণঃ সুষুপ্ত্যবস্থায়া অহংকারস্য চ, প্রদ্যুম্নঃ স্বপ্নাবস্থায়া বুদ্ধেশ্চ, অনিরুদ্ধো জাগ্রদ-বস্থায়া মনসশ্চোপাস্য রূপোঽধীশ্বরো ভবতি। চিৎশক্তি-সমাশ্রয়ো মাধুর্যপ্রধানঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবোক্ত প্রকারেণৈশ্বর্য প্রধান-নারায়ণ-রূপে, বিশ্বকার্যানুগ্রাহক-চতুর্ব্যূহরূপে চাবির্ভবতি। ভক্তবাৎসল্য গুণেনেত্থমাবির্ভূতোঽপি স্বতঃ পরি-পূর্ণতা-নিরপেক্ষতা-নিরভিমানিতা-গুণৈঃ সর্বগুণা-তীত-পরব্রহ্ম স্বরূপেঽনুভূতো ভবতি।

সঃ শ্রীভগবান্ অভক্ত শাসনানুগ্রহায় একাংশেন মায়াশক্তি সমাশ্রয় পরমেশ্বররূপেণ প্রাকৃত বিশ্বস্য সমাশ্রয়ো ভবতি, মায়াশক্তিপ্রেরকত্ব গুণেন পর-মাত্মা নাম্না, তদ্দ্বারা বিশ্বসৃষ্টিপালন-সংহারকর্তৃত্ব গুণেন পরমেশ্বর নাম্না, তৎ সাক্ষিত্ব গুণেন মহা-পুরুষ নাম্না চ কীর্ত্যতে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সমাশ্রয়ঃ প্রকৃত্যন্তর্যামী, অয়ং প্রথম মহাপুরুষঃ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিশ্য বিরাড়ন্তর্যামী ভবতি, দ্বিতীয় মহাপুরুষ সংজ্ঞাঞ্চ ধত্তে। অয়ং দ্বিতীয়

গোলোকে ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ কেবল ভক্ত-মনোরথপূরণে ব্যগ্র থাকেন। অতএব সেস্থানে ব্যূহচতুষ্টয়ের প্রাকট্য হয় না। মথুরাতে ও দ্বারকা পুরীতে ব্যূহচতুষ্টয়ের প্রাকট্য হইয়া থাকে। দ্বারকা বিহার কালের সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনাগমন হয়। প্রকটাপ্রকটলীলার ঐক্য হেতু অপ্রকটলীলা প্রকটলীলানুসারে বিচারণীয়া। দ্বারকা প্রাকট্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি নারায়ণের পৃথক্ ব্যূহচতুষ্টয় হন। শ্রীপরব্যোম-নাথ নারায়ণের বৈকুণ্ঠে নারায়ণে বাসুদেব, অনন্তদেবে সঙ্কর্ষণ, শঙ্খে প্রদ্যুম্ন, চক্রে অনিরুদ্ধ অন্তর্ভূত থাকেন। চতুর্দিকে পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠে পৃথক্ পৃথক্ হন।

মাধুর্য প্রাধান্যে শ্রীকৃষ্ণ, ঐশ্বর্য প্রাধান্যে শ্রীনারায়ণ কেবল ভক্তানুগ্রহ পর হন। চতুর্ব্যূহ-রূপেই জীবাবস্থা সকলের উপাস্যরূপ অধীশ্বর হইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য প্রধানহেতু শ্রীনারায়ণ চতুর্ব্যূহই বিশ্বকার্যের অধীশ্বর হন। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ তদংশী হইয়া থাকেন। শ্রীবাসুদেব তুরী-য়াবস্থার এবং চিত্তের, সঙ্কর্ষণ সুষুপ্তি অবস্থার এবং অহংকারের, প্রদ্যুম্ন স্বপ্নাবস্থার এবং বুদ্ধির, অনিরুদ্ধ জাগ্রদবস্থার ও মনের উপাস্যরূপ অধীশ্বর হন। চিচ্ছক্তি সমাশ্রয় মাধুর্য্য প্রধান স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত প্রকারে ঐশ্বর্য প্রধান শ্রীনারায়ণরূপে এবং বিশ্বকার্যানুগ্রাহক চতুর্ব্যূহরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভক্তবাৎসল্যগুণে উক্ত প্রকারে আবির্ভূত হইলেও স্বতঃপরিপূর্ণতা নিরপেক্ষতা নিরভিমানিতা গুণে সর্বগুণাতীত পরব্রহ্মস্বরূপে অনুভূত হন।

সেই শ্রীভগবান্ অভক্ত-শাসন ও অনুগ্রহো-দ্দেশে একাংশে মায়াশক্তি সমাশ্রয় পরমেশ্বররূপে প্রাকৃত বিশ্বের সমাশ্রয় হন। মায়াশক্তি প্রেরক-ত্বগুণে পরমাত্মা-নামে, তদ্দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি পালন-সংহার কর্তৃত্বগুণে পরমেশ্বর নামে, তৎসাক্ষীত্বগুণে মহাপুরুষ নামে খ্যাত হন।

অগ্রে যানি ভক্ত্যঙ্গানি লিখিতানি তানি শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিতে যে যে পুরুষার্থাঃ লভ্যন্তে, উক্তাবতার রূপেষু নিযোজিতেঽপি তত্তৎ লভ্যন্তে। পরন্তু পূর্বোক্তসিদ্ধান্তানুসারেণান্য-রূপস্যোপাসনাতঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনায়াং বিশেষতঃ শ্রীগোকুলবিহারিণ উপাসনায়াম্ আনন্দাধিক্যম-চিরং সিদ্ধিলাভশ্চ স্যাৎ। যত্রানন্দাধিক্যং তত্রৈবাচিরং সিদ্ধিঃ স্যাদত্র সংশয়ো নাস্তি। যতো যত্র আনন্দাধিক্যং তত্রৈব চিত্তাকর্ষণমাধিক্যেন ভবতি, তত্রৈবান্য বিস্মৃতিরপি আধিক্যেন স্যাৎ।

এক এব পরমেশ্বরঃ স্বমায়াশক্তেঃ রজোগুণ প্রেরণাদ্ ব্রহ্ম-রূপেণ সৃজতি সত্ত্বগুণ প্রেরণাদ্ বিষ্ণুরূপেণ পালয়তি, তমোগুণ প্রেরণাদ্ রুদ্ররূপেণ সংহরতি, তথাপি সত্ত্বগুণস্য মাহাত্ম্য-সংস্থাপনায় সত্ত্বগুণ প্রেরকঃ শ্রীবিষ্ণুরূপ এব সাত্ত্বিকফল-মহাপুরুষঃ প্রকৃতেঃ রজোগুণস্য প্রেরকঃ সন্ ব্রহ্মা রূপেণ সৃজতি, সত্ত্ব গুণস্য প্রেরকঃ সন্ বিষ্ণুরূপেণ পালয়তি, তমো গুণস্য প্রেরকঃ সন্ রুদ্ররূপেণ সংহরতি। সত্ত্বগুণ প্রেরকঃ শ্রীবিষ্ণুরেব ব্যষ্টি-জীবান্তর্যামী ভূত্বা তৃতীয় মহাপুরুষ-সংজ্ঞাং ধত্তে। তদেবং পুরুষাবতারত্রয়ং গুণাবতারত্রয়ঞ্চ ভবতি। অয়ং বিশ্বপালকঃ শ্রীবিষ্ণুরেব সর্বাবতাররূপেণাবির্ভবতি, ভক্তানুগ্রহায় তত্তদবতাররূপেণ তত্তদ্-বৈকুণ্ঠধাম্নি চ স্বস্বভক্তস্য সেবাং গৃহ্ণাতি। অতএব স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রূপেণ সহ অস্য বিশ্বপালক শ্রীবিষ্ণুরূপস্য স্বরূপগতো ন কথঞ্চিদ্ ভেদঃ। কিন্তু পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারেণৈশ্বর্য মাধুর্য প্রাকট্যস্য তারতম্যং ভবতি। অতএব স্বয়ং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং বিনান্যবতার রূপাণি দ্বিতীয় মহাপুরুষ-স্যাংশকলাতয়া কীর্ত্যন্তে।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সমাশ্রয়. প্রকৃতির অন্তর্যামী এই প্রথম মহাপুরুষ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া বিরাটের অন্তর্যামী ও দ্বিতীয় মহাপুরুষ নাম ধারণ করেন। এই দ্বিতীয় মহাপুরুষ প্রকৃতির রজো-গুণের প্রেরক হইয়া ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করেন, সত্ত্ব-গুণের প্রেরক হইয়া বিষ্ণুরূপে পালন এবং তমো-গুণের প্রেরক হইয়া রুদ্র-রূপে সংহার করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণপ্রেরক শ্রীবিষ্ণুই ব্যষ্টি জীবান্ত-র্যামী হইয়া তৃতীয় পুরুষ নাম ধারণ করেন। এই রূপে পুরুষাবতারত্রয় এবং গুণাবতারত্রয় প্রকট হন। এই বিশ্বপালক শ্রীবিষ্ণুই সর্বাবতাররূপে জগতে আবির্ভূত হন এবং ভক্তানুগ্রহার্থে সেই সেই অবতাররূপের সেই সেই বৈকুণ্ঠধামেও স্বস্বভক্তের সেবাগ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপের সহিত এই বিশ্বপালক শ্রীবিষ্ণু-রূপের স্বরূপগত কোন ভেদ হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে ঐশ্বর্য-মাধুর্য-প্রাকট্যের তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যাবতাররূপ সকল দ্বিতীয় মহা-পুরুষের অংশকলারূপে খ্যাত হইয়া থাকেন।

পূর্বে যে সকল ভক্ত্যঙ্গ লিখিত হইয়াছেন, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত হইলে যে সকল পুরুষার্থ লাভ হয়, উক্ত অবতাররূপ সকলে নিয়োজিত হইলেও তত্তৎ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্বকথিত সিদ্ধান্তানুসারে অন্যরূপের উপাসনা হইতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতে বিশেষতঃ গোকুল বিহারীর উপাসনাতে আনন্দাধিক্য এবং শীঘ্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে স্থানে আনন্দের আধিক্য সেই স্থানেই শীঘ্র সিদ্ধির সম্ভাবনা—এ বিষয়ে সংশয় নাই। যেহেতু যে স্থানে আনন্দের আধিক্য সেই স্থানেই চিত্তাকর্ষণ আধিক্যরূপে হয় এবং সেই স্থানেই অন্য বিস্মৃতিও অধিকভাবে হইয়া থাকে।

যদ্যপি একমাত্র পরমেশ্বর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির

রূপাণি শ্রেয়াংসি প্রযচ্ছতি। শ্রীব্রহ্মরূপেণ শ্রীশিবরূপেণ চ সাত্ত্বিকফলরূপাং শান্তিং ন প্রযচ্ছতি; কিন্তু শ্রীবিষ্ণোরবতাররূপেণ উপাসিতে শ্রীবিষ্ণুভক্ত্যাদি শুভফলপ্রদোঽপি ভবতি। অস্য বিশেষসিদ্ধান্তো দেবতত্ত্বনির্ণয়াবসরে প্রদর্শিতোঽস্তি। তথাপ্যত্র সংক্ষেপেণ নির্ণীয়তে।

শ্রীবিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণস্য প্রেরকঃ. অতএব তস্মিন্ ভগবত্তায়াঃ পরমৈশ্বর্যস্য চাচ্ছাদনং ন ভবতি। স-বিষ্ণুর্যদা ব্রহ্মরূপে রজোগুণস্য রুদ্ররূপে তমোগুণস্য চ প্রেরকো ভবতি, তদা ভগবত্তায়াঃ পরমৈশ্বর্যস্য চাচ্ছাদনং করোতি, সম্পূর্ণং ন প্রকটয়তি। অতএব শ্রীবিষ্ণুরূপেণৈব পরিপূর্ণ শুভফলং প্রযচ্ছতি। ব্রহ্মরূপে রাজসফলস্য রুদ্ররূপে তামসফলস্য চ প্রদো ভবতি। স বিষ্ণুঃ ত্রিগুণাত্মিকা স্বকীয়মায়াশক্ত্যভিমানিনী ভূত্বা শ্রীদুর্গানাম্না খ্যায়তে; অতএব তদ্রূপে ত্রিগুণময়ফলানি বিতরতি। গুণাতীত ফলং ন প্রযচ্ছতি।

যদি রজস্তমোগুণ প্রেরকত্বাদ্ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক-ফলং ন প্রযচ্ছেৎ, তর্হি সত্ত্বগুণমিশ্র রজস্তমোগুণাভিমানিনী ভূত্বা কথং তৎপ্রদাতুমর্হতি। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকফলান্যেব গুণাতীত ফলানীতি উচ্যতে। যতঃ শ্রীভগবতশ্চিৎশক্তি র্বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা, মায়াশক্তি স্ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিগুণমধ্যগত সত্ত্বগুণঃ মিশ্র-সত্ত্বগুণসংজ্ঞয়া খ্যায়তে। তত্র রজস্তমোগুণ-মিশ্রভাবেন তিষ্ঠতি। উক্তস্ত্রিগুণাভিমানিনী শ্রীদুর্গা সত্ত্বগুণাভিমানিনী ভূত্বা শ্রীবিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীনাম্না, রজোগুণাভিমানিনী ভূত্বা শ্রীব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীনাম্না, তমোগুণাভিমানিনী ভূত্বা শিবপত্নী পার্বতীনাম্না

রজোগুণের প্রেরণ পূর্বক ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের প্রেরণপূর্বক বিষ্ণুরূপে পালন এবং তমোগুণের প্রেরণপূর্বক রুদ্র রূপে সংহার করেন; তথাপি সত্ত্বগুণের মাহাত্ম্য সংস্থাপনের জন্য সত্ত্বগুণপ্রেরক শ্রীবিষ্ণুরূপই সাত্ত্বিকফল শ্রেয়ঃ সকল প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মরূপে ও শিবরূপে সাত্ত্বিক-ফল 'শান্তি' প্রদান করেন না, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর অবতার বুদ্ধিতে ব্রহ্ম-শিবাদি উপাসিত হইলে শ্রীবিষ্ণুভক্তিরূপ শুভফল প্রদানও করেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ সিদ্ধান্ত দেব-তত্ত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে, (৩য় পাদে) প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে—শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণের প্রেরক অতএব শ্রীবিষ্ণুতে ভগবত্তার ও পারমৈশ্বর্যের আচ্ছাদন হয় না। সেই শ্রীবিষ্ণু যে কালে ব্রহ্মা-রূপে রজোগুণের এবং রুদ্ররূপে তমোগুণের প্রেরক হইয়া থাকেন, সেকালে ভগবত্তার ও পরমৈশ্বর্যের আচ্ছাদন করেন, সম্পূর্ণ প্রাকট্য করেন না।

অতএব শ্রীবিষ্ণুরূপেই পরিপূর্ণ শুভফল প্রদান করেন। ব্রহ্মরূপে রাজস ফলের এবং রুদ্ররূপে তামসফলের প্রদান করিয়া থাকেন। সেই শ্রীবিষ্ণু ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্ত্যভিমানিনী হইয়া শ্রীদুর্গা নামে খ্যাতা হন, অতএব তদ্রূপে ত্রিগুণময় ফল সকল বিতরণ করেন, গুণাতীত ফলের প্রদান করেন না। যখন রজোগুণপ্রেরক ব্রহ্মা ও তমো-গুণপ্রেরক রুদ্র বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ফল প্রদান করেন না, তখন সত্ত্বগুণমিশ্র রজস্তমোগুণাভিমানী হইয়া কি প্রকারে তাহা প্রদান করিতে পারেন? বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ফল সকলকেই গুণাতীত ফল বলা হয়, যেহেতু শ্রীভগবানের চিৎশক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা। মায়াশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা। ত্রিগুণ মধ্যগত সত্ত্বগুণ মিশ্রসত্ত্বগুণ নামে খ্যাত। তাহাতে রজস্তমগুণ মিশ্রিত ভাবে থাকে।

সেই ত্রিগুণাভিমানিনী শ্রীদুর্গা সত্ত্বগুণাভিমানিনী হইয়া প্রাকৃত জগতের সম্পদ অধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিষ্ণু পত্নী লক্ষ্মীদেবী নামে, রজোগুণাভিমানিনী হইয়া শ্রীব্রহ্ম পত্নী সাবিত্রী নামে, তমোগুণাভিমানিনী হইয়া শ্রীশিবপত্নী পার্বতী নামে বিখ্যাতা।

খ্যায়তে, সত্ত্বগুণবিকার-জ্ঞানশক্ত্যভিমানী শ্রীগণেশ-নাম্না খ্যায়তে। কালশক্ত্যভিমানী ভূত্বা সূর্যসংজ্ঞাং ধত্তে। নারদশাপাৎ শ্রীব্রহ্মণো বিগ্রহোপাসনা ন ভবতি, ভৃগু শাপাৎ শ্রীরুদ্রঃ লিঙ্গরূপেণ পূজ্যতে। সত্ত গুণাভিমানী বিষ্ণুশ্চিৎশক্তেরধিষ্ঠানম্, তমোগুণাভিমানী রুদ্র মায়াশক্তেরধিষ্ঠানং ভবতি। তস্মাৎ শ্রীদূর্গা শ্রীবিষ্ণো বংশাবতারঃ, শ্রীগণেশঃ শ্রীসূর্যশ্চ শক্ত্যাবেশাবতারঃ, ইন্দ্রাদি-দিক্‌পালা, অন্যে গ্রহাশ্চ, অন্যান্য দেবদেব্যশ্চ শ্রীবিষ্ণোর্বিভূতয়ঃ। উক্তদিক্‌পালাঃ, গ্রহাঃ দেবাশ্চ শ্রীবিষ্ণুদত্তাধিকারানুসারেণ তদীয় শক্ত্যংশবিশেষস্য পরিচালকাঃ। তদীয় দেব্যশ্চ তৎ শক্ত্যভিমানিনী ভবতি। অতএবোক্ত দেবানামুপাসনয়া। যথাযুক্তরূপেণ ত্রিগুণময়ফলং লভেত।

শ্রীভগবদ্বৈকুণ্ঠধামসু যে দেবা বিদ্যন্তে, তেষু উক্তরূপভেদ প্রতীতেঽপি স্বয়ং ভগবানেব স্বরূপবৈচিত্র্যেণ তত্তদ্রূপে সুবিরাজতে। ব্রহ্মাণ্ডানাং বহিঃ যে দেবা বিদ্যন্তে, তেষ্বপি উক্তরূপভেদঃ প্রতীয়তে, কিন্তু তে দেবা পরমেশ্বরস্য লীলাবতাররূপা ভবন্তি। ব্রহ্মাণ্ডানাং মধ্যে এব উক্তরূপ ভেদো ভবতি।

উপাসনায়াবস্তারতম্যং প্রাক্ দেবতাতত্ত্বনির্ণয়ে লিখিতোঽপি সুখবোধায় সমাসতোঽত্রাপি লিখ্যতে। উক্তদেবাঃ শ্রীভগবদ্ বিষ্ণোর্গুণাবতারাঃ শক্ত্যাবেশাবতারা বিভূতয়শ্চেতি বুদ্ধ্যা উপাসিতা সুপূজিতা বা শ্রীবিষ্ণুভক্তিং প্রযচ্ছন্তি। তন্নিষ্ঠাঃ শ্রীভগবদ্ধামে তত্তক্তরূপেণাবতিষ্ঠন্তি। নির্বিশেষ পরব্রহ্মাবতারাদিজ্ঞানে উপাসনায়াং জ্ঞানবিজ্ঞানেন

সত্ত্বগুণ বিকার জ্ঞানশক্ত্যভিমানী 'শ্রীগণেশ' নাম এবং কালশক্ত্যভিমানী 'সূর্য' নাম ধারণ করেন। নারদ শাপে শ্রীব্রহ্মার বিগ্রহোপাসনা হয় না, ভৃগুশাপে শ্রীরুদ্র লিঙ্গরূপে পূজিত হন। সত্ত্বগুণাভিমানী চিৎশক্তির অধিষ্ঠান হন। তমোগুণাভিমানিনী মায়াশক্তির অধিষ্ঠান হইয়া থাকেন। শ্রীদুর্গা উক্ত কারণে শ্রীবিষ্ণুর অংশাবতার নারায়ণী। শ্রীগণেশ এবং সূর্য শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবেশাবতার। ইন্দ্রাদি দিকপালগণ, অন্য গ্রহগণ এবং অন্যান্য দেবদেবীগণ শ্রীবিষ্ণুর বিভূতি। উক্ত দিকপাল গ্রহ এবং দেবগণ শ্রীবিষ্ণুদত্ত অধিকারানুসারে তদীয় শক্ত্যংশ বিশেষের পরিচালক। দেবস্ত্রীগণ তত্তৎ শক্ত্যভিমানিনী। অতএব উক্ত দেবগণের উসাসনা দ্বারা যথাযুক্তরূপে ত্রিগুণময় ফল লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠধাম সকলে যে সকল দেব বিদ্যমান, তাঁহাদের মধ্যে উক্তরূপ ভেদ প্রতীত হইলেও স্বয়ং ভগবানই স্বরূপ বৈচিত্র্যদ্বারা তত্তৎরূপে সুবিরাজিত হন। ব্রহ্মাণ্ড সমুহের বাহিরে যে দেবগণ আছেন, তন্মধ্যেও উক্তরূপ ভেদ প্রতীত হয়, কিন্তু সেই দেবগণ পরমেশ্বরের লীলাবতার। ব্রহ্মাণ্ডগণের মধ্যেই উক্তরূপ ভেদ হইয়া থাকে।

উপাসনার তারতম্য পূর্বে তৃতীয় পাদে দেবতত্ত্বনির্ণয়কালে লিখিত হইলেও সুখবোধের জন্য সংক্ষেপে এস্থানেও লিখিত হইতেছেন।—উক্ত দেবগণ শ্রীবিষ্ণুর গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার এবং বিভূতি জ্ঞানে উপাসিত বা সুপূজিত হইলে শ্রীবিষ্ণু ভক্তি প্রদান করেন। তন্নিষ্ঠগণ শ্রীভগবদ্ধামে তত্তক্তরূপে অবস্থান করেন। নির্বিশেষ পরব্রহ্মের অবতারাদি জ্ঞানে উপাসনা করিলে জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। স্বতন্ত্র পরমেশ্বর জ্ঞানে তত্তদুপাসনা করিলে তত্তল্লোকলাভ করেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুতে অবজ্ঞারূপ দোষ থাকিলে ব্রহ্মসাযুজ্যও হয় না, তত্তল্লোক প্রাপ্তিও হয় না। শ্রীবিষ্ণুর অবজ্ঞা পূর্বক স্বতন্ত্র পরমেশ্বর জ্ঞানে উক্ত দেবগণের উপাসনা করিলে উক্ত

ব্রহ্মসাযুজ্যং লভতে। স্বতন্ত্র পরমেশ্বর জ্ঞানে তত্তদুপাসনয়া তত্তল্লোকং লভতে। কিন্তু শ্রীবিষ্ণোরবজ্ঞাদোষস্থিতে ব্রহ্মসাযুজ্যোঽপি ন স্যাৎ, তত্তল্লোকপ্রাপ্তিরপি ন ভবতি। শ্রীবিষ্ণোরবজ্ঞয়া স্বতন্ত্রপরমেশ্বরবুদ্ধ্যা উক্তদেবানামুপাসনে কৃতে তে দেবাঃ শ্রীবিষ্ণুপরায়ণত্বাৎ রুষ্টা অপি শ্রীবিষ্ণোরাদেশাৎ যথাকামবরং প্রযচ্ছন্তি, পরন্তু তেন শ্রীবিষ্ণৌ, শ্রীবিষ্ণুভক্তৌ শ্রীবিষ্ণুভক্তেষু চ দ্বেষো ভবতি, তৎফলে শ্রীবিষ্ণুনা সংহন্যতে।

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাবলম্বিনঃ একান্তভক্ত্যা শ্রীবিষ্ণুমুপাসন্তে, তদীয়বুদ্ধ্যা উক্ত দেবানুপাসন্তে। মিশ্রসত্ত্বগুণাবলম্বিনঃ নির্বিশেষব্রহ্মপাসনং তদীয়াবতার জ্ঞানে উক্ত দেবোপাসনঞ্চ কুর্বন্তি। রজোগুণাবলম্বিনঃ শ্রীবিষ্ণোরবজ্ঞামকৃত্বা স্বতন্ত্রপরমেশ্বরবুদ্ধ্যা উক্ত দেবানুপাসন্তে। তমোগুণাবলম্বিনঃ শ্রীবিষ্ণোরবজ্ঞয়া স্বতন্ত্র পরমেশ্বর জ্ঞানেন উক্ত দেবানুপাসন্তে। শ্রীবলদেববৎ শ্রীব্রহ্মা শ্রীরুদ্রঃ শ্রীদুর্গা শ্রীগণেশ ইন্দ্রাদিদেবাশ্চ সর্বে এব শ্রীবিষ্ণোর্ভক্তাভিমানিনঃ, শ্রীবিষ্ণুভক্তবুদ্ধ্যা তদীয় নির্মাল্যাদিনা তেষাং পূজয়া তে পরমতুষ্টাঃ সন্তঃ শ্রীবিষ্ণুভক্তিং প্রযচ্ছন্তি। অতএব শ্রীকৃষ্ণভক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তবুদ্ধ্যা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদীদ্রব্যেণ উক্ত দেবান্ পূজয়ন্তি, শ্রীকৃষ্ণভক্তৈঃ স্বতন্ত্রজ্ঞানেন স্বতন্ত্রদ্রব্যেণ চোক্ত দেবানাং পূজনং কৃতে দেবা রুষ্টা ভবন্তি। অয়মেব শ্রীভগবৎভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রাণামাদেশঃ। অতএব যত্র স্বতন্ত্রজ্ঞানেন স্বতন্ত্রদ্রব্যেণ চোক্তদেবানাং দেববিশেষস্য বা পূজা ভবতি, শ্রীকৃষ্ণভক্তাঃ তত্র তদ্দেবনির্মাল্যং ন গৃহ্ণান্তি। যত্র শ্রীকৃষ্ণভক্ত-

---

দেবগণ শ্রীবিষ্ণুপরায়ণহেতু রুষ্ট হইলেও শ্রীবিষ্ণুর আদেশে যথাকাম বর প্রদান করেন, কিন্তু তৎকালে শ্রীবিষ্ণুতে, শ্রীবিষ্ণুভক্তিতে ও শ্রীবিষ্ণুভক্তগণে দ্বেষ হয়। তৎফলে শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক নিধন প্রাপ্ত হন।

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ একান্তভাবে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তদীয় জ্ঞানে উক্ত দেবগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। মিশ্রসত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা এবং তদীয় অবতার জ্ঞানে উক্ত দেবগণের উপাসনা করেন। রজোগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ শ্রীবিষ্ণুর অবজ্ঞা না করিয়া স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বুদ্ধিদ্বারা উক্তদেবগণের উপাসনা করেন। তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ শ্রীবিষ্ণুর অবজ্ঞাপূর্ব্বক স্বতন্ত্র পরমেশ্বর জ্ঞানে উক্ত দেবগণের উপাসনা করিয়া থাকেন।

শ্রীবলদেববৎ শ্রীব্রহ্মা, শ্রীরুদ্র, শ্রীদুর্গা, শ্রীগণেশ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই শ্রীবিষ্ণুর ভক্তাভিমানী হন। শ্রীবিষ্ণুভক্ত বুদ্ধিদ্বারা তদীয় নির্ম্মাল্যাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা করা হইলে তাঁহারা পরম তুষ্ট হইয়া শ্রীবিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণভক্ত-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রদাদ দ্রব্যদ্বারা উক্তদেবগণের পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ স্বতন্ত্রজ্ঞানে স্বতন্ত্রদ্রব্য দ্বারা উক্ত দেবগণের পূজা করিলে তাঁহারা রুষ্ট হন।—ইহাই শ্রীভগবদ্‌ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের আদেশ।

অতএব যেস্থানে স্বতন্ত্রজ্ঞানে স্বতন্ত্র দ্রব্যদ্বারা উক্ত দেবগণের বা দেব-বিশেষের পূজা হয় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ সেস্থানে সেই দেব নির্ম্মাল্য গ্রহণ করেন না। যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ-নির্ম্মাল্য দ্বারা উক্ত দেব পূজা হয়, সেই স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক সেই নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদ্যপি শ্রীব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুর লীলাবতার, তথাপি আচ্ছাদিত ঐশ্বর্যহেতু শ্রীবিষ্ণুর ভক্তাভিমানী হন। অতএব ভক্তভাবে পূজার দ্বারাই পরম সন্তুষ্ট হন। স্বয়ং রূপান্তরে ভক্তভাব স্বীকার পূর্বক স্বভক্তি প্রচার না করিলে স্বভক্তির প্রচার হইতে পারে

জ্ঞানেন শ্রীকৃষ্ণনির্মাল্যেনোক্ত দেবপূজা ভবতি, তত্র ভক্ত্যা তন্নির্মাল্যং গৃহ্ণন্তি। যদ্যপি শ্রীব্রহ্ম-রুদ্রাদয়ঃ শ্রীবিষ্ণোর্লীলাবতারাঃ, তথাপি আচ্ছাদিতৈশ্বর্যত্বাৎ শ্রীবিষ্ণোর্ভক্তাভিমানিনো ভবন্তি। অতএব ভক্তভাবেন পূজয়ৈব পরমসন্তুষ্টা ভবন্তি।

স্বয়ং রূপান্তরে ভক্তভাবমঙ্গীকৃত্য স্বভক্তি-প্রচারমকুতে স্বভক্তেঃ প্রচারো ভবিতুং নার্হতি। এতদ্‌বিষয়ঃ শ্রীবলদেবতত্ত্ব নির্ণয়াবাসরে উট্টঙ্কিতঃ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽপি মনুষ্যনাট্যেন লোক-শিক্ষায়ৈ স্বভক্ত ব্রাহ্মণাদীনাং ভক্তিং কুর্বন্তি। যতঃ স্বয়ং স্বভক্তি প্রচারেঽসম্ভবো ভবিতুমর্হতি। অতএব আসুরভাব দূষিতকুতার্কিকানামত্র কুতর্কেণ প্রয়োজনাভাবঃ। কস্মিংশ্চিন্মহাকল্পে শ্রীব্রহ্মা শক্ত্যাবেশাবতারো ভবতি। কেচিৎ শ্রীরুদ্র-শ্রীদুর্গা-শ্রীলক্ষ্মী-শ্রীসাবিত্রী-শ্রীপার্বতীনামপি এবং বদন্তি। এতদ্বিষয়ানাং তত্ত্বনির্ণয়ঃ, লীলাবতার-শক্ত্যাবেশবতারয়োর্ভেদ-বিচারশ্চাস্মাকং সাধ্যাতীতঃ।

আসুরস্বভাবপ্রাপ্তাঃ শ্রীশিবদুর্গাদেঃ প্রাধান্যং স্থাপয়িত্বা শ্রীবিষ্ণোরবজ্ঞাং কুর্বন্তি, তত্তুক্ত জনানাং স্বভাবসিদ্ধৈব ভবতি। বিষ্ণোরাদেশাৎ শ্রীবিষ্ণু-ভক্তিগোপনায়াসুরভাবপ্রচারেণ সৃষ্টিবৃদ্ধয়ে স্বয়ং শ্রীমহাদেব এবৈতন্মতানামাদি-প্রচারকো ভবতি। তদনুসারেণ কেচন ঋষয়োঽপি এতন্মতস্য প্রচারকা ভবন্তি। অতএব তন্ত্রপুরাণাদাবপি ক্বচিৎ ক্বচি-দেতন্মমতং বর্ণিতমস্তি। পুরাণকৃৎ শ্রীবেদব্যাসো নানার্ষমতানাং সংগ্রাহক এব; স সর্বত্র স্বমতস্য বর্ণনং নাকরোৎ। পুরাণাদৌ শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ মহর্ষয়ো যদুক্তং তদেব পরমধর্মরূপেণ গ্রাহ্যম্। অন্যেষাং বাক্যং ন গ্রাহ্যম্। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতস্য সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদ সমীপে প্রশ্নাবসরে শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—(৭। ১১। ৪)

নারায়ণপরা বিপ্রা ধর্মং গুহ্যং পরং বিদুঃ।

না। এবিষয় শ্রীবলদেব তত্ত্বনির্ণয়কালে কথিত হইয়াছে। স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণও মনুষ্যনাট্যে লোকশিক্ষার জন্য স্বভক্ত ব্রাহ্মণাদির ভক্তি করিয়া থাকেন। যেহেতু স্বয়ং স্বভক্তি প্রচারে অসম্ভব হইতে পারে।

অতএব আসুরভাব দূষিত কুতর্কিকগণের এস্থলে কুতর্কের অবতারণার প্রয়োজন নাই। কোন মহাকল্পে শ্রীব্রহ্মা শক্ত্যাবেশাবতার হন, কোন কোন মতে শ্রীরুদ্র, শ্রীদুর্গা, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসাবিত্রী, শ্রীপার্বতী সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবেন। এসকল বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় করা এবং লীলাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ভেদবিচার করা আমাদের সাধ্যাতীত।

আসুর স্বভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শ্রীশিবদুর্গাদির প্রাধান্য স্থাপনপূর্বক শ্রীবিষ্ণুর অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাহা উক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধই হয়। শ্রীবিষ্ণুর অদেশে শ্রীবিষ্ণুভক্তির গোপন জন্য আসুরভাব প্রচারপূর্বক সৃষ্টিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীমহাদেবই এই সকল মতের আদি প্রচারক হন। তদনুসারে কোন কোন ঋষিগণও এই মতের প্রচারক হইয়া থাকেন। অতএব তন্ত্র-পুরাণাদিতেও কোন কোন স্থলে এই মত বর্ণিত দৃষ্ট হয়।

পুরাণকর্তা শ্রীবেদব্যাস নানা ঋষিগণের মতের সংগ্রহ কর্তা মাত্র। তিনি সর্বত্র স্বমতের বর্ণন করেন না। পুরাণাদিতে শ্রীবিষ্ণু পরায়ণ মহর্ষি-গণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পরম ধর্মরূপে গ্রাহ্য। অন্য ঋষিবাক্য গ্রাহ্য নয়। অতএব শ্রীভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনারদ সমীপে প্রশ্নকালে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ বলিয়াছেন—শ্রীনারায়ণ পরায়ণ মহর্ষিগণই গোপনীয় পরমধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, অনে জানে না ইতি।

করুণাঃ সাধবঃ শাস্তাস্ত্বদ্বিধা ন তথাপরে ॥ ইতি।

পূর্বোক্ত শ্রীভগবদর্চনাদ্যঙ্গানি সর্ববিধ ধর্মাণাং পরমসাধনানি শ্রীভগবৎ প্রীতেরনুশীলনরূপত্বাদনুশীলন নাম্না খ্যায়তে। অনেন শ্রীভগবদর্চনাদিনা শ্রীভগবৎ প্রীতিরাবির্ভবতি, শ্রীব্রহ্মশিবাদিদেবা প্রীয়ন্তে, প্রাকৃতবিষয়েষু বৈরাগ্যমুদেতি, বিবেকযোগৌ স্বয়ং জায়েতে। যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ, তথৈব শ্রীবিষ্ণোরর্চনেন শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-গণেশ দিক্‌পাল-গ্রহাদয়ঃ সর্বে দেবা পরিতুষ্যন্তি।

শ্রীবিষ্ণুভক্তো যদি বাঞ্ছতি শ্রীবিষ্ণুভক্ত্যৈব ব্রহ্মলোক রুদ্রলোক দুর্গালোক-গণেশলোক-মহেন্দ্রাদিদেবলোকা লব্ধুং শক্যতে। বিষয়স্নেহত্যাগ এব বৈরাগ্যম্। যস্য শ্রীবিষ্ণৌ প্রীতিরুদেতি, তস্য ব্রহ্মলোকাদৌ তুচ্ছজ্ঞানং ভবতি। অন্যস্মিন্নৈহিকাদিবিষয়ে কথং স্নেহস্য সম্ভবনা স্যাৎ। অতএব শ্রীবিষ্ণুভক্তাঃ শ্রীবিষ্ণুসেবনং বিনা শ্রীবিষ্ণুসালোক্যাদিরপি নেচ্ছন্তি। অন্যা ব্রহ্মলোকাদিবাসেচ্ছা তেষাং সমীপেঽপি গন্তুং নার্হতি। কিমুত ঐহিকসাম্রাজ্যাদিবাঞ্ছায়া বার্তা। প্রীতেরনুদয়েঽপি শ্রীবিষ্ণুভক্তা সাধনভক্ত্যনুশীনেনাপি তাদৃশবৈরাগ্যং লভন্তে।

এবাং শ্রীসাধন ভক্তি পরায়ণ বিষ্ণুভক্তানাং সাংখ্যযোগস্য প্রয়োজনং ন ভবতি। যস্য নানাকামব্যাকুলস্যেন্দ্রিয়াণি অবশীভূয় যথেচ্ছাচারীণি ভবন্তি, তস্যৈব সাংখ্যযোগস্য বিশেষঃ প্রয়োজনম্। সাংখ্যযোগেন প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ জীবাত্মনো ভিন্নত্ব-মনুভবে দেহাদি ব্যাপারেণ জীবাত্মা ন

উক্ত শ্রীভগবৎ অর্চনাদি অঙ্গ সকলই সর্ববিধ ভাবরূপ ধর্মের পরম সাধন হন। শ্রীভগবৎ প্রীতির অনুশীলনরূপ হেতু 'অনুশীলন' নামে খ্যাত হন। এই শ্রীভগবৎ অর্চনাদির দ্বারা শ্রীভগবৎ প্রীতির আবির্ভাব হয়। শ্রীব্রহ্ম-শিবাদি দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বিষয় সকলে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বিবেক এবং যোগও স্বয়ং জাত হইয়া থাকেন। যে প্রকার বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তদীয় স্কন্দ শাখা প্রশাখা প্রভৃতি পুষ্ট হইয়া থাকে। সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণুর অর্চন দ্বারা শ্রীব্রহ্ম, রুদ্র, দুর্গা, গণেশ, দিক্‌পাল গ্রহ প্রভৃতি সর্বদেব পরিপুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণু ভক্ত ইচ্ছা করিলে শ্রীবিষ্ণুভক্তি দ্বারাই ব্রহ্মলোক, রুদ্রলোক, দুর্গালোক, গণেশলোক, সূর্যলোক, ইন্দ্রাদি দেবলোক লাভ করিতে পারেন।

বিষয় স্নেহ ত্যাগকেই 'বৈরাগ্য' বলা হয়। যে ব্যক্তির শ্রীবিষ্ণুতে প্রীতির উদয় হয়। সেই ব্যক্তির ব্রহ্মলোকাদিতেও তুচ্ছ জ্ঞান হয়, অন্য ঐহিকাদি বিষয়ে কি প্রকারে স্নেহের সম্ভাবনা হইতে পারে। অতএব শ্রীবিষ্ণু ভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুর সেবা ভিন্ন সালোক্যাদিও ইচ্ছা করেন না, অন্য ব্রহ্মলোকাদি বাসেচ্ছা তাহাদের নিকটেও গমন করিতে পারে না। ঐহিক সাম্রাজ্যাদি বাসনার কথা বলিবারও প্রয়োজন নাই। প্রীতির উদয় না হইলেও শ্রীবিষ্ণুভক্তগণ সাধনভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারাও উক্তরূপ বৈরাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্রীসাধনভক্তি পরায়ণ বিষ্ণুভক্তগণের সাংখ্যযোগে প্রয়োজন হয় না।

যে নানা-কাম ব্যাকুল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত না হইয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকেন, সেই ব্যক্তির পক্ষেই সাংখ্য যোগের বিশেষ প্রয়োজন হয়। সাংখ্যযোগ দ্বারা দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ হইতে জীবাত্মার ভিন্নত্ব অনুভব করিলে দেহাদি ব্যাপার দ্বারা জীবাত্মা লিপ্ত হয় না। অতএব আর দেহাদি ব্যাপার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে না। যে ব্যক্তির দেহ, প্রাণ,

লিপ্যতে। অতএব পুনর্দেহাদিব্যাপারেণাবদ্ধঃ সন্ সংসারে ন পরিভ্রমতি। যস্য দেহপ্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃ-করণানি শ্রীবিষ্ণুতুষ্টিকরণ নিষ্ঠানি, স জীবন্মুক্তঃ। তস্য পুনঃ সংসার ভ্রমণাশঙ্কা নাস্তি। অতঃ শ্রীবিষ্ণু ভক্তস্য সাংখ্যযোগেঽপি প্রয়োজনং নাস্তি।

যদি কশ্চনঃ দুষ্কর্মকৃদ্‌ভবেৎ, তদীয় পিতুরগ্রে পুত্রস্য দুষ্কর্ম বার্তা বদেৎ, তদা স উচ্যেত—নায়ং মম পুত্রঃ, মৎপুত্রো মৃতঃ, ইত্যুক্ত্বা তস্য দুষ্কর্মকারিণঃ কুপুত্রস্য সম্বন্ধং ত্যজতি। যদি কশ্চিৎ সৎকর্মকারী ভবেৎ, তদীয়পিতুঃ সমীপে পুত্রস্য পরিচয়ম-প্রদায়ৈবোক্ত সৎকর্মকারিণঃ নামোচ্চারণ মাত্রতস্তস্য পিতা উক্ত সৎকর্মকারিণঃ স্বপুত্রত্বস্য পরিচয়ং জ্ঞাপয়িত্বা 'মৎ পুত্রোঽয়ম্' ইত্যুক্ত্বা স্বোল্লাসং প্রকাশয়তি। কুপুত্রস্য নাম গ্রহণকালে পুত্রত্ব-পরিচয়ং প্রাপ্যাপি তৎসম্বন্ধমত্যজৎ। অন্যথা আত্মানং কলঙ্কঃ স্পৃশেৎ। সৎপুত্রস্য নাম গ্রহণ-কালে পুত্রত্বপরিচয়মপ্রাপ্যৈব স্বয়ং স্বপুত্রত্ব-সম্বন্ধঃ প্রাকাশয়ৎ। অন্যথা তদীয় সুখ্যাতে র্ভাগগ্রহণং ন ভবেৎ। অত্রাপীদৃশ-ব্যাপারঃ।

ইন্দ্রিয়াণি চেদবশীভূয়াসৎপথি গচ্ছেয়ুঃ, তদৈব সাংখ্যযোগস্য প্রয়োজনং ভবতি, শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে প্রবৃত্তে সতি 'অহো মম পরমভাগ্যমি-ন্দ্রিয়াণি শ্রীভগবৎসম্বন্ধে প্রবৃত্তানি'—ইত্যেবমানন্দ প্রকাশস্য প্রয়োজনং স্যাৎ। শ্রীভগবদ্ ভক্তা দেহত্যাগানন্তরমপি পরিত্যক্ত দেহাংশেন তৎ-সম্বন্ধমিচ্ছন্তি। শ্রীগঙ্গায়ামস্থিনিক্ষেপস্য, অস্থিনি শ্রীচরণোদকাদিনিষেচনস্য চায়মেবাভি প্রায়ঃ। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিরহে দুঃখিতা সতী স্বদেহত্যাগা শঙ্কয়া শ্রীরাধিকা উবাচ—পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তস্ফুটং, ধাতারং প্রণিপত্য

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ শ্রীবিষ্ণুতুষ্টিকরণ ব্যাপার নিষ্ঠ, সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত। উক্ত ব্যক্তির আর সংসার ভ্রমণ আশঙ্কা নাই। এহেতু শ্রীবিষ্ণুভক্তের সাংখ্যযোগেও প্রয়োজন নাই।

যদি কোন ব্যক্তি দুষ্কর্মকারী হয়, তদীয় পিতার অগ্রে তদীয় পুত্রের দুষ্কর্মের কথা বলিলে, তিনি বলিয়া থাকেন—এই ব্যক্তি আমার পুত্র নয়। আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—এই রূপ বলিয়া সেই কুপুত্রের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সৎকর্মকারী হন, তদীয় পিতার সমীপে তদীয় পুত্রত্বের পরিচয় না দিয়া উক্ত সৎ-কর্মকারীর নাম গ্রহণ করিলেই উক্ত ব্যক্তির পিতা উক্ত সৎকর্মকারীর স্বপুত্রত্বের পরিচয় দিয়া উক্ত ব্যক্তি ত আমার পুত্র—এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুষ্পুত্রের নাম গ্রহণ কালে পুত্রত্ব পরিচয় পাইয়াও তৎসম্বন্ধ পরিত্যাগ করা হইল তাহা না করিলে আত্মার প্রতি কলঙ্ক স্পর্শ করে। সৎপুত্রের নাম গ্রহণকালে পুত্রত্ব পরিচয় না পাইয়াও স্বয়ং স্বপুত্রত্ব-সম্বন্ধের প্রকাশ করা হইল। কারণ তাহা না করিলে তদীয় সুখ্যাতির ভাগ গ্রহণ হয় না।

এস্থলেও এইরূপ ব্যাপার—ইন্দ্রিয়গণ যদি বশীভূত না হইয়া অসৎ-পথে গমন করেন, সেই কালেই সাংখ্যযোগের প্রয়োজন হয়। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হইলে—অহো পরমভাগ্য, আমার ইন্দ্রিয়গণ শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—এই প্রকার আনন্দ প্রকাশের প্রয়োজন হয়। শ্রীভগ-বদ্ ভক্তগণ দেহত্যাগের পরও পরিত্যক্ত দেহাংশ দ্বারা তৎসম্বন্ধের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। শ্রীগঙ্গাতে অস্থি নিক্ষেপের এবং অস্থিতে শ্রীচরণামৃতাদি নিষেচনাদির ইহাই অভিপ্রায় হয়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনকালে তদীয় বিরহে দুঃখিতা হইয়া স্বদেহ ত্যাগের আশঙ্কা পূর্বক শ্রীরাধিকা বলিয়া ছিলেন। পণ্ডিতগণ

প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্। তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তাল বৃন্তেঽনিলঃ॥" জীবিতাবস্থায়াং দেহোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভেঽসমর্থোঽভবৎ, জীবনান্তে এবং নিজ দেহাংশাঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গং লভন্ত ইতি। তথাপি পণ্ডিতা যৎ প্রাকৃতদেহাদিতঃ আত্মনো ভিন্নত্বং পশ্যন্তি, তৎ শ্রীভগবদ্ভক্তানাং স্বতঃ সিদ্ধরূপেণ তদ্ভিন্নত্ব দর্শনং ভবতি, যতঃ শ্রীভগবৎ শরণাগতা ভাগবতাঃ প্রাকৃত দেহাদৌ অহংকারাদিকং পরিত্যজ্য শ্রীভগবদ্ ভক্তজনোচিত-প্রাকৃতেতর নিত্যাপ্রাকৃত দেহে ভাব য়াবস্থানং কুর্বন্তি। অতএব শ্রীভাগবতানাং দেহান্তঃকরণানি প্রাকৃতেতরাণি অপ্রাকৃতানি চ।

জ্ঞানযোগিনঃ পরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি লীলা ভাবনয়া যম্ আনন্দং লভন্তে, শ্রীভগবদ্ভক্তাঃ শ্রীভগবতো মনুষ্য নাট্যাদেরনুভবেন ততোঽধিক মানন্দং লভন্তে। অতএব সৃষ্ট্যাদি লীলানুভবাদবতার লীলানুভবেন শীঘ্রং সিদ্ধিশ্চ ভবতি। বিজ্ঞান যোগিনঃ সর্বমূল সর্বময় দৃষ্ট্যা সর্বত্র ব্রহ্মৈব পশ্যন্তি; শ্রীভগবদ্ভক্তাস্তদ্দর্শনমাত্র লালসয়া সর্বত্র তন্মাত্রদর্শনং কুর্বন্তি। তদীয়দর্শনেঽপি তদনুভবো ভবতি। অতএব তদাপি তদ্দর্শনাবরণং ন স্যাৎ। স্বানন্দমাত্রস্যানুভবঃ, আনন্দঘন বৈচিত্র্যস্যানুভবঃ—ইত্যেবোভয়োর্ভেদঃ। অতএবোভয়ত্র একস্যানন্দমাত্রস্যানুভবেঽপি আনন্দমাত্রস্যানুভবাৎ আনন্দঘন বৈচিত্র্যস্যানু ভবেনানন্দস্য ঘন বৈচিত্র্যমেব ভবতি।

বলিয়া থাকেন—দেহ হইতে জীব বিনির্গত হইলে দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে, জলের অংশ জলে, অগ্নির অংশ অগ্নিতে, বায়ুর অংশ বায়ুতে, আকাশের অংশ আকাশে বিলয় প্রাপ্ত হয়। আমার প্রার্থনা এই যে—"শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে অবস্থিতি করেন, আমার দেহের পার্থিবাংশ যেন সেই স্থানে বিলয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে সরোবরে স্নান করেন, আমার দেহের জলীয়াংশ যেন সেই সরোবরের জলে বিলীন হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে আদর্শে মুখদর্শন করেন, আমার দেহের তেজোংশ সেই আদর্শে বিলয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যজনের বায়ুসেবন করেন, আমার দেহের বায়বীয়াংশ যেন সেই ব্যজন বায়ুতে বিলীন হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে পরিভ্রমণ করেন আমার দেহগত আকাশাংশ যেন সেই স্থানের আকাশে বিলয় প্রাপ্ত হয়। জীবিতাবস্থায় এই দেহ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করিতে পারিল না, জীবনান্তে এই প্রকারে নিজাংশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গলাভ করুক" ইতি।

তথাপি পণ্ডিতগণ যে প্রাকৃত দেহাদি হইতে আত্মার ভিন্নত্ব দেখিয়া থাকেন, শ্রীভগবৎ ভক্তগণের স্বতঃসিদ্ধরূপে তাহা হইতে ভিন্নত্ব প্রদর্শন হইয়া থাকে; যেহেতু শ্রীভগবৎ শরণাগত ভাগবতগণ প্রাকৃত দেহাদিতে অহংকারাদি ত্যাগপূর্বক শ্রীভগবদ্ ভক্তজনোপযোগী প্রাকৃতেতর নিত্য অপ্রাকৃত দেহে ভাবনা দ্বারা অবস্থান করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীভাগবতগণের দেহান্তঃকরণাদি অপ্রাকৃত হয়।

জ্ঞানযোগী সকল পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি-পালন সংহার লীলা ভাবনা দ্বারা যে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্ ভক্তগণ শ্রীভগবানের মনুষ্য নাট্যাদির অনুভব করিয়া তাহা হইতে অধিক আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। অতএব সৃষ্ট্যাদি লীলানুভব হইতে অবতার লীলানুভব দ্বারা শীঘ্র সিদ্ধিও হইয়া থাকে। বিজ্ঞানযোগী সকল সর্বমূল সর্বময় দৃষ্টি দ্বারা সর্বত্র ব্রহ্মমাত্র দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্ ভক্তগণ তদ্দর্শনমাত্র

ত্রিবিধ মহাপুরুষ সমাধিতঃ শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রীত্যাতিশীঘ্রং আতিশয্যেন চ চিত্তবৃত্তে র্নিরোধঃ স্যাৎ। মহাপুরুষ সমাধিবার্তা দূরেঽস্তু শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে সমাধিতোঽপি শ্রীভবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রীতাবতিশীমধাতিশয্যেন চিত্তবৃত্তের্নিরোধো ভবতি। অতএব যোগিনো বিষয়াচ্চিত্ত বহিষ্করণ পূর্বক ক্ষণমাত্রকালং যৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে চিত্তসন্নিবেশিতুং নার্হন্তি, শ্রীব্রজসুন্দর্যঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহে অতি দুঃখিতাঃ সত্যঃ শ্রীকৃষ্ণাৎ চিত্তবহিষ্করণ পূর্বক বিষয়ে সন্নিবেশিতুং ইচ্ছন্ত্যোঽপি তদসমর্থা ভবন্তি। এতেন যোগ-প্রীত্যোস্তারতম্যং প্রকাশিতম্। অতএব ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যার্চ্চনাদিনা শ্রীকৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি-লাভো বিবেক-বৈরাগ্য-যোগলাভঃ সর্ব-দেবস্য প্রসন্নতা লাভশ্চ ভবতি।

শ্রীকৃষ্ণস্যার্চনাদি ভক্ত্যঙ্গানামীদৃশ মাহাত্ম্যে স্থিতেঽপি আসুর স্বভাব দূষিতানাং তত্র প্রীতির্ন স্যাৎ। এতেঽসৎমার্গস্যান্বেষণং কুর্বন্তি। বেদাদি শাস্ত্রেঽপি তদনুসারেণোপদেশং প্রযচ্ছন্তি। অতএব তত্তৎশাস্ত্রোপদেশানুসারেণ কেচিৎ শ্রীশিবোপাসকা ভবন্তি, কেচিৎ শ্রীগণেশোপাসকাঃ, কেচিৎ শ্রীসূর্যোপাসকাঃ কেচিৎ শ্রীদুর্গায়া উপাসকা ভবন্তি। পূর্বলিখিত তারতম্যানুসারেণ এষাং ফলস্যাপি তারতম্যং ভবতি। উপাসকানাং স্বভাবস্য প্রবৃত্তেশ্চ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ ভেদাদুক্তোপাস্য দেবানামুপাসনা প্রকারেঽপি তথা তথা পার্থক্যং ভবতি। পৃথক্ পৃথক্ দেবস্য পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রানুসারেণ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রাদের্ন্যাসস্তথা তথার্চনং বিভিন্ন দ্রব্যস্য চ প্রয়োজনং ভবতি।

লালসা দ্বারা সর্বত্র তন্মাত্র দর্শন করিয়া থাকেন। তদীয় দর্শনেও তদনুভব হইয়া থাকে। অতএব সেকালেও তদ্দর্শনাবরণ হয় না। আনন্দমাত্রের অনুভব—আনন্দঘন বচিত্র্যের অনুভব—কেবল-মাত্র এই উভয়মার্গে ভেদ। অতএব উভয় মার্গে এক আনন্দমাত্রের অনুভব হইয়া থাকে। এখানে আনন্দমাত্রের অনুভব হইতে আনন্দ ঘন বৈচিত্র্যের অনুভব দ্বারা আনন্দের ঘন বৈচিত্র্যই হইয়া থাকে।

ত্রিবিধ মহাপুরুষ সমাধি হইতে শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ-প্রীতি দ্বারা অতি শীঘ্র এবং অতিশয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। মহাপুরুষ সমাধির কথা দূরে থাকুক শ্রীভগবং শ্রীবিগ্রহে সমাধি হইতেও ভগবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রীতিতে অতি শীঘ্র এবং অতিশয চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। অতএব যোগীগণ বিষয় হইতে চিত্তকে বহিষ্করণ পূর্বক ক্ষণমাত্রকাল যে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে চিত্ত সংনিবেশ করিতে পারেন না, শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে অতি দুঃখিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে চিত্ত বহিষ্কার পূর্বক বিষয়ে সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াও তাহাতে অসমর্থ হন। যোগ ও প্রীতির তারতম্য এতদ্দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ হয়, বিবেক-বৈরাগ্য-যোগ-লাভও হয়, সর্বদেবের প্রসন্নতা লাভও হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের অর্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকলের উক্ত প্রকার মাহাত্ম্য হইলেও আসুর স্বভাব দূষিত ব্যক্তিগণের তাহাতে রুচি হয় না। উক্ত ব্যক্তি-গণ অন্যমার্গের অন্বেষণ করেন। বেদাদি শাস্ত্রেও তদনুসারে উপদেশ প্রদান করেন। অতএব তত্তৎ শাস্ত্রের উপদেশানুসারে কোন ব্যক্তিগণ শ্রীশিবোপাসক হন, কোন ব্যক্তি গণেশোপাসক, কোন ব্যক্তি সূর্যোপাসক, কোন ব্যক্তি দুর্গার উপাসক হন। পূর্বলিখিত তারতম্যানুসারে ইহাদের ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। উপাসকগণের স্বভাব এবং প্রকৃতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভেদহেতু উক্ত উপাস্যদেবগণের উপাসনা প্রকারেও কিঞ্চিৎ

আসুরভাবস্যাধিক্য দোষাদ্ যেষাং জনানাং দেববিগ্রহোপাসনায়াং প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ, তে বিবেক-বৈরাগ্য-যোগাদিলাভোদ্দেশেন তত্তদুপদেষ্টুরর্চনাদি কুর্বন্তি। এতে শ্রীগুরুদেবে এব পরতত্ত্বজ্ঞানং কুর্বন্তি। এতান্ শ্রীগুরূপাসকান্ শ্রীগুরুদেবে ভক্তিঃ সর্বেষাং প্রয়োজনেঽপি এতে সর্বদেববিগ্রহে শ্রদ্ধা-ত্যাগেন তদ্ভক্তিং কুর্বন্তি—ইত্যেব বিশেষঃ। অতএবৈতে শ্রীগুরুদেবস্য সেবামেব স্বকীয় পুরুষার্থ-লাভস্য পরমসাধনরূপেণ স্বীকুর্বন্তি। শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রীবিগ্রহে দ্বেষবশাৎ এষামুপাসনয়া প্রায়ঃ কেবলাসুরভাব- স্যৈবাত্যন্তবৃদ্ধির্ভবতি।

উক্তাসুরভাবদূষিতোপাসকানাং মধ্যে কেচিদু-পাস্যসকাশাদ্বরং লব্ধ্বা ঐশ্বর্যগর্বেণোন্মত্তা ভবন্তি। কেচিৎ কেবল পরপীড়নে প্রবৃত্তা ভবন্তি। কশ্চিৎ সাধুবৃন্দস্যাবজ্ঞাং করোতি, কশ্চিৎ কেবলেন্দ্রিয়-সুখে প্রবৃত্তঃ সন্ ইহ-পরলোকং ন স্মরতি, কশ্চি-দ্দেবান্ আক্রামতি, কশ্চিদ্দেবানাং দেবত্বং গৃহ্ণাতি, কশ্চিদ্বা দেবান্ দুঃখদানায় প্রবৃত্তো ভবতি, কোঽপি ইন্দ্রস্যেন্দ্রত্বং গৃহ্ণাতি, কোঽপি ব্রহ্মণঃ সৃষ্টি কর্মণি বিঘ্নং করোতি, কশ্চিদ্ব্রহ্মণঃ বেদো-চ্চারণ শক্তি মপহরতি, কশ্চিদুপাস্যস্য সংহারে প্রবৃত্তো ভবতি, কশ্চিৎ শ্রীবিষ্ণুনা সহ যুদ্ধে প্রবৃত্তো ভবতি, কশ্চিৎ শ্রীবিষ্ণুভক্তস্য সংহারে প্রবর্ততে, কশ্চিদ্ ধর্মস্য মূলোৎ পাটনে প্রবর্ততে, কশ্চিদ্বেদাদিশাস্ত্রস্য বিলোপসাধনে প্রবর্ততে, কশ্চিদ্ গোবধ-ব্রহ্মবধাদৌ প্রবৃত্তো ভবতি। এবং বিধৈরেষাং শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রীবিষ্ণুভক্তেঃ শ্রীবিষ্ণুভক্তা-নাঞ্চাবজ্ঞা ফলং ফলতি।

কিঞ্চিৎ পার্থক্য হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেবের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ন্যাস, পৃথক্ পৃথক্ প্রকারে অর্চন এবং ভিন্ন ভিন্নদ্রব্যের প্রয়োজন। আসুর ভাবের আধিক্য দোষে যে সকল ব্যক্তির দেব বিগ্রহোপাসনাতে প্রবৃত্তি না হয়, সেই সকল ব্যক্তি বিবেক, বৈরাগ্য যোগাদি লাভের উদ্দেশে তত্তদুপ-দেষ্টার অর্চনাদি করিয়া থাকেন।

এই সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবেই পরতত্ত্বজ্ঞান করিয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তিকে শ্রীগুরু উপাসক বলা হয়। শ্রীগুরুদেবে ভক্তি সকলের প্রয়োজন হইলেও, এই সকল ব্যক্তি সর্বদেব-বিগ্রহে শ্রদ্ধা ত্যাগ পূর্বক তদ্‌ভক্তি করেন এইমাত্র বিশেষ। অতএব এই সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের সেবাকেই স্বকীয় পুরুষার্থ লাভের পরম সাধনরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহে দ্বেষ থাকাহেতু ইহাদের উপাসনা দ্বারা প্রায় কেবল আসুর ভাবেরই অত্যন্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উক্ত আসুরভাব দূষিত উপাসকগণের মধ্যে কেহ উপাস্যের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া ঐশ্বর্য গর্বে উন্মত্ত হন। কেহ কেবলমাত্র পর-পীড়নে প্রবৃত্ত হন, কেহ সাধুবৃন্দের অবজ্ঞা করেন, কেহ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখে প্রবৃত্ত থাকিয়া ইহ-লোক পরলোকের স্মরণ করেন না। কেহ দেব-গণের প্রতি আক্রমণ করেন, কেহ দেবগণের দেবত্ব গ্রহণ করেন, কেহ বা দেবগণ প্রতি দুঃখদানে প্রবৃত্ত হন। কেহ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করেন, কেহ ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্যে বাধা প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। কেহ বা ব্রহ্মার বেদোচ্চারণ শক্তির হরণ করেন। কেহ বা উপাস্যের সংহারে প্রবৃত্ত হন, কেহ শ্রীবিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তও হন, কেহ শ্রীবিষ্ণুভক্তের সংহারে প্রবৃত্ত হন। কেহ ধর্মের মূলোৎপাটনে প্রবৃত্ত হন, কেহ বেদাদি শাস্ত্রের বিলোপ করণে প্রবৃত্ত হন, কেহ বা গোবধ, ব্রহ্ম-বধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।—ইত্যাদি প্রকারে ইহাদের শ্রীবিষ্ণুর, শ্রীবিষ্ণুভক্তির ও শ্রীবিষ্ণুভক্ত-গণের অবজ্ঞার ফল ফলিয়া থাকে।

যদ্যপি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরেব শ্রীশিবাদিরূপেণ শ্রীগুরুরূপেণ চোপস্থিতো ভবতি, তথাপি শ্রীবিষ্ণৌ পরব্রহ্মত্ব-পরমেশ্বরত্ব-স্বয়ংভগবত্তায়াশ্চানাচ্ছাদিতত্বাৎ,রূপান্তরেঽভিমান বিশেষেণ তত্তদাচ্ছাদিতত্বাদেবংবিধফল তারতম্যং ভবতি। অতএব প্রজাপতিরত্রির্জগদীশ্বরং পুত্রতয়া প্রাপ্তুমিচ্ছয়া জগদীশ্বরস্যোপাসনাম করোৎ। জগতঃ সৃষ্টি-পালন সংহারকর্তৃত্বাৎ জগদীশ্বর-শব্দঃ শ্রীব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রেষু প্রবর্ততে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুরুক্তত্রিরূপেণ তদীয় নয়নগোচরো বভূব। তত্তদংশে চন্দ্র-দত্ত-দুর্বাসা-রূপেণ তদীয়পুত্রত্বং স্বীকারঃ। শ্রীদুর্গায়াং শ্রীগণেশে শ্রীসূর্যে চ জগদীশ্বরত্বস্যাচ্ছাদিতত্বাৎ তদ্রূপে নেত্র গোচরোঽপি ন ভবতি, তত্তদংশে পুত্রত্বস্বীকৃতিরপি ন করোতি। প্রজাপতি-দক্ষঃ গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রশ্চ কেবলমেব পরব্রহ্মত্ব-পরমেশ্বত্ব-ভগবত্তায়াশ্চ স্থাপনেনোপাসনাং চকার, তেন শ্রীভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরেব তত্তন্নেত্র গোচরীভূয়ানুগ্রহং প্রকাশয়তি স্ম। অন্যত্র পরব্রহ্মত্বাদেরাচ্ছাদিতত্বাৎ শ্রীব্রহ্মাশিবদুর্গাদিরূপেণ তত্তন্নেত্র-গোচরো নাভূৎ।

সরস্বতী তীর বাসিনো মহামুনয়ঃ পরমোপাস্য নির্ণয়োদ্দেশেন বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ সদ্ভাবস্য পরীক্ষাং চক্রুঃ। শ্রীদুর্গা শ্রীগণেশঃ শ্রীসূর্যশ্চ পরমোপাস্য ভবিতুং নার্হতি, ইতি তেষামবশ্যমেব জ্ঞাতমাসীৎ, অতএব তৎপরীক্ষায়াঃ প্রয়োজনমপি নাসীৎ। কেবলং শ্রীব্রহ্মণি শ্রীবিষ্ণৌ শ্রীরুদ্রে চ কিঞ্চিৎ সংশয় আসীৎ। যতস্তেষু মতভেদ আসীৎ, অতএব পরীক্ষার্থং ব্রহ্মপুত্রং ভৃগুং প্রেরিতবন্তঃ। ভৃগুঃ ব্রহ্মণঃ সমীপং গত্বা তদীয়স্তবপ্রণামাদীনকৃতে ব্রহ্মা ক্রোধেনোন্মত্তপ্রায়ো বভূব। পলায়ণ পরো ভৃগুঃ

যদ্যপি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই শ্রীশিবাদিরূপে এবং শ্রীগুরুরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন, তথাপি শ্রীবিষ্ণুতে পরব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব এবং স্বয়ং ভগবত্তা অনাচ্ছাদিতহেতু, অন্যরূপে অভিমান-বিশেষ দ্বারা তত্তৎ আচ্ছাদিত হেতু, উক্তরূপ ফল তারতম্য হইয়া থাকে।

অতএব প্রজাপতি অত্রি জগদীশ্বরকে পুত্ররূপে পাইবার ইচ্ছা করিয়া, জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা সংহার কর্তা হেতু জগদীশ্বর-শব্দ শ্রীব্রহ্মাতে, শ্রীবিষ্ণুতে এবং শ্রীরুদ্রে প্রযুক্ত হয়। অতএব শ্রীভগবান্ শ্রীবিষ্ণু উক্ত ত্রিরূপে তদীয় নেত্রগোচর হন এবং তত্তৎ অংশে চন্দ্র, দত্তাত্রেয় ও দুর্বাসা রূপে তদীয় পুত্রত্ব স্বীকার করেন। শ্রীদুর্গাতে, শ্রীগণেশে ও শ্রীসূর্যে জগদীশ্বরত্ব আচ্ছাদিত থাকা হেতু তদ্রূপে নেত্র-গোচরও হন না, তত্তদংশে পুত্রত্ব স্বীকারও করেন না। প্রজাপতি দক্ষ ও গ্রাহ-গ্রস্ত গজেন্দ্র কেবলমাত্র পরব্রহ্মত্বের, পরমাত্মত্বের ও ভগবত্তার অনুসন্ধান পূর্বক উপাসনা করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই তত্তৎ নেত্রগোচর হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। অন্যত্র পরব্রহ্মত্বাদি আচ্ছাদিত থাকা হেতু শ্রীব্রহ্মা-শিব-দুর্গাদি রূপে তত্তন্নেত্র গোচর হন না।

সরস্বতী নদীতীরে মহামুনিগণ পরমোপাস্য নির্ণয় উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সদ্ভাবের পরীক্ষা করেন। শ্রীদুর্গা, শ্রীগণেশ, শ্রীসূর্য পরম উপাস্য হইতে পারেন না। ইহা অবশ্য তাঁহাদের জানা ছিল, অতএব তৎ পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। কেবল শ্রীব্রহ্মাতে, শ্রীরুদ্রে ও শ্রীবিষ্ণুতে কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল, যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। অতএব পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মপুত্র ভৃগুকে প্রেরণ করেন। ভৃগু ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক তদীয় স্তব প্রণামাদি না করায়, ব্রহ্মা ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হন। পলায়ণ পর ভৃগু শিবের নিকটে

শিবস্য সন্নিধিং গত্বা শিবস্যাশুচিত্ব ব্যঞ্জনেন তদীয়ালিঙ্গনং নেচ্ছতিস্ম। তদা শিবস্তস্য সংহারে প্রবৃত্তো বভূব। দেব্যা কর্ত্তৃক পাদ গ্রহণেন শিবঃ শান্তো বভূব। কস্মিংশ্চিৎ মহাকল্পে দীর্ঘকালং দেব্যা সহ ক্রীড়া-পরস্য শিবস্য দর্শনমলব্ধ্বা 'লিঙ্গ-রূপেণ পূজ্যো ভব' ইত্যভিশাপং প্রাযচ্ছৎ। ভৃগুঃ শ্রীবিষ্ণোঃ সমীপং গত্বা তদীয় বক্ষঃস্থলে সবলেন পাদপ্রহারং চকার। তথাপি শ্রীবিষ্ণো ভৃত্যবৎ ব্যবহারং দৃষ্ট্বা লজ্জিতঃ সন্ স্বস্থানং গত্বা মুনিগণ সভামধ্যে শ্রীবিষ্ণোঃ পরমোপাস্যত্ব-খ্যাপনঞ্চকার।

উপাসকানাং ব্যবহারেণাপি পরমোপাস্যস্য নির্ণয়ো ভবতি। বৃকনামা অসুরঃ শীঘ্রবরদাতারমন্বীষ্যন্ শ্রীনারদস্যোপদেশাৎ শিবস্যোপাসনঞ্চকার। মহাদেবঃ প্রসন্নঃ সন্ তদীয় প্রার্থনানুসারেণ 'স যস্য মস্তকে হস্তার্পণং কুর্য্যাৎ স মরিষ্যতি' ইতি বরং প্রাযচ্ছৎ। বৃকাসুরঃ বরপরীক্ষার্থং মহাদেবস্য শিরসি হস্তার্পণ পূর্ব্বক তদীয় সংহারে প্রবৃত্তোঽভূৎ। উপাস্য ইষ্টদেবঃ প্রসন্নোঽভূৎ তথাপি তস্য তমোগুণ নিবৃত্তি র্নাভূৎ। তমোগুণস্য প্রবৃত্তির্নান্যং প্রতি, যস্য ইষ্টদেবস্য প্রসাদাদৈশ্বর্য-লাভঃ, তমিষ্টদেবং প্রতীদৃশো ব্যবহারঃ। সর্ব্বান্ শ্রীবিষ্ণুপাসকান্ বিনা অন্যোপাসকা উপাস্যসকাশাদ্ বরং প্রাপ্যৈব উপাস্যস্যানিষ্টাচরণে প্রবর্ত্তন্তে। উপাস্যবৃন্দঃ বরং প্রদায়ৈবোপাসকেভ্যোঽনিষ্ট-লাভরূপক্লেশ-ভোগং কুর্বন্তি।

শ্রীবিষ্ণোরুপাসকানাং ব্যবহারোঽস্য বিপরীতং ভবতি। শ্রীবিষ্ণোর্দর্শনলাভমাত্রাৎ পরমশান্তি লাভো ভবতি, পুনঃ রজস্তমোগুণয়ো র্গন্ধলেশমপি ন তিষ্ঠতি। ঔত্তানপাদী ধ্রুবঃ রাজ্যকামঃ সন্ শ্রীবিষ্ণুপাসনঞ্চকার। শ্রীবিষ্ণোর্দর্শনমাত্রাদেব

গমন পূর্ব্বক শিবের অশুচিত্ব ব্যক্ত করিয়া তদীয় আলিঙ্গন ইচ্ছা করেন না। শিব তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হন, দেবী কর্ত্তৃক পাদগ্রহণে শান্ত হন। কোন মহাকল্পে বহুকাল দেবীর সহিত ক্রীড়াপর শিবের দর্শন না পাইয়া লিঙ্গরূপে পূজ্য হইবার অভিশাপ প্রদান করেন।

ভৃগু শ্রীবিষ্ণুর নিকটে গমন করিয়া তদীয় বক্ষঃ প্রদেশে সবলে পাদ প্রহার করেন। তথাপি শ্রীবিষ্ণুর ভৃত্যবৎ ব্যবহার দেখিয়া লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে গমন পূর্ব্বক মুনিগণ সভামধ্যে শ্রীবিষ্ণুর পরমোপাস্যত্ব খ্যাপন করেন।

উপাসকগণের ব্যবহার দ্বারাও পরমোপাস্যত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। বৃক নামক অসুর শীঘ্র বর-দাতার অন্বেষণ পূর্ব্বক শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীশিবের উপাসনা করেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তদীয় প্রার্থনানুসারে—যে ব্যক্তির মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, সে ব্যক্তি ভস্মীভূত হইবে—এইরূপ বর প্রদান করেন। বৃকাসুর বর পরীক্ষার্থে মহাদেবের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তদীয় সংহারে প্রবৃত্ত হয়। উপাস্য ইষ্টদেব প্রসন্ন হইলেন, তথাপি তমোগুণের নিবৃত্তি হইল না।

তমোগুণের প্রবৃত্তি অন্যের প্রতি নয়, যে ইষ্টদেবের অনুগ্রহে ঐশ্বর্যলাভ, সেই ইষ্টদেবের প্রতি এই প্রকার ব্যবহার। একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসক ভিন্ন অন্য উপাসকগণ উপাস্যের নিকট হইতে বরলাভ করিয়াই উপাস্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। উপাস্যগণ বরপ্রদান করিয়াই উপাসক সকল হইতে অনিষ্ট লাভরূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রীবিষ্ণুর উপাসকগণের ব্যবহার ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুর দর্শন লাভমাত্রে পরম শান্তিলাভ হয়, আর রজস্তমোগুণের গন্ধ-মাত্রও থাকে না। উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুব রাজ্যকাম হইয়া শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুর দর্শনমাত্রেই পরম শান্তিলাভ হইল, আর রাজ্য-কামনা থাকিল না। অতএব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই

পরমাশান্তিং লেভে, রাজ্য-কামনা চ নাতিষ্ঠৎ। অতএব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরেব পরমোপাস্যো ভবতি।

অন্যদেবোপসনয়া পরমশান্তিলাভো ন স্যাৎ। তথাপি আসুরস্বভাবদূষিত-জনা নানাকামব্যাকুলাঃ মনাসন্তঃ শ্রীবিষ্ণূপাসনাদৃত্যান্য দেবোপাসনায়াং প্রবর্ত্তন্তে। যদ্যপি শ্রীবিষ্ণোরুপাসনেন সর্বকাম-লাভঃ স্যাৎ, তথাপি রজস্তমোবিলয়ং বিনা শ্রীবিষ্ণুঃ প্রসন্নো ন ভবতি। আসুরস্বভাব দূষিতানাং তদতিদুষ্করং, কালবিলম্বোহপি ন সহতে। অতএব তেষাং শ্রীবিষ্ণূপাসনায়াং প্রবৃত্তির্ন ভবতি। শীঘ্রফল-লাভাদন্যদেবোপাসনায়াং প্রবৃত্তি র্ভবতি।

ঐকান্তিক-সাধনভক্তি-ব্যতিরেকেণ প্রীতিলাভো ন স্যাৎ, প্রীতিলাভে ঐকান্তিকী সাধনভক্তিরেব পরমকারণং ভবতি। একরূপমাত্রস্যানবচ্ছিন্নানুশীলনমেব 'ঐকান্তিকী সাধনভক্তি' রিত্যুচ্যতে। যেষাং চিত্তে 'অহমস্য একরূপমাত্রস্যানুশীলনেনৈব তৎপ্রীতিরূপপরমপুরুষার্থং লাভং করিষ্যে' ঈদৃশ-বিশ্বাসো নাস্তি, তে একরূপমাত্রস্যানুশীলনেহসমর্থা ভবন্তি। যে হস্থিরচিত্তা নানাবাসনাব্যাকুলাশ্চ তৈরপি একরূপমাত্রস্যানুশীলনং ভবিতুং নার্হতি। ঐকান্তিকী সাধনভক্ত্যৈবাতিশীঘ্রং সর্বে পুরুষার্থা লভ্যন্তে। ঐকান্তিকী-সাধনভক্তিমেব প্রীতিপ্রদা-ত্বাদ্ভক্তিরিত্যুচ্যতে। ঐকান্তিকভাবস্যাভাবে সাধনভক্তেরঙ্গাণি কর্মান্তর্গতানি ভবন্তি। অতএব শ্রীহনুমান্ উবাচ—পরমাত্মত্বাৎ শ্রীনাথে জানকী-নাথে যদ্যপি ভেদো নাস্তি, তথাপি কমল-লোচনঃ শ্রীরাম এব মম সর্বস্ব। ঐকান্তিকী-সাধনভক্তি পরায়ণমেব 'ঐকান্তিক ভক্তরিত্যুচ্যতে। শ্রীভগ-বান্ শ্রীঅর্জ্জুনমুবাচ—'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ- ইত্যাদৌ অতি দুরাচারোহপি যদ্যনন্যস্য ভজনং

পরমোপাস্য হন। অন্যদেবের উপাসনা দ্বারা পরম শান্তিলাভ হয় না। তথাপি আসুর স্বভাব দূষিত ব্যক্তিগণ নানা কাম ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাতে অনাদর পূর্বক অন্য দেবোপা-সনাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যদ্যপি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা দ্বারা সর্বকামলাভ হয়। তথাপি রজস্তমো গুণ বিলীন না হইলে শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হন না। আসুর স্বভাব দূষিত ব্যক্তিগণের তাহা অতি দুষ্কর হয়। কাল বিলম্বও সহ্য হয় না। অতএব তাহাদের শ্রীবিষ্ণু উপাসনাতে প্রবৃত্তি হয় না। শীঘ্র ফললাভ হেতু অন্যদেবের উপাসনাতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ঐকান্তিকী সাধন ভক্তি ব্যতিরেকে প্রীতিলাভ হয় না, প্রীতিলাভ বিষয়ে ঐকান্তিকী সাধন ভক্তিই পরমকারণ। শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ একটি বিগ্রহের অনবচ্ছিন্ন অনুশীলনকেই 'ঐকান্তিকী' সাধন ভক্তি বলা হয়। যে সকল ব্যক্তির চিত্তমধ্যে—"আমি এই একটি মাত্র বিগ্রহের অনুশীলন দ্বারাই তৎ প্রীতিরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করিব"—এইরূপ বিশ্বাস নাই। সেই সকল ব্যক্তি একমাত্র স্বরূপের অনুশীলন করিতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত অস্থির এবং নানা বাসনা ব্যাকুল, তাহাদের দ্বারাও একমাত্র স্বরূপের অনন্যা ভক্তির অনুশীলন হইতে পারে না। ঐকান্তিকী সাধনভক্তি দ্বারাই অতি শীঘ্র পুরুষার্থ সকল সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐকান্তিকী সাধন ভক্তিকেই প্রীতিপ্রদা হেতু ভক্তি বলা হয়। ঐকান্তিক ভাবের অভাবে সাধন ভক্তির অঙ্গসকল কর্মমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীহনুমান্ বলিয়াছেন, পরমাত্মা হেতু যদ্যপি শ্রীনাথে এবং জানকীনাথে ভেদ নাই, তথাপি কমল লোচন শ্রীরামই আমার সর্বস্ব হইতেছেন। ঐকান্তিকী সাধনভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিকেই 'ঐকান্তিক' ভক্ত বলা হয়।

শ্রীভগবান শ্রীঅর্জুন প্রতি বলিয়াছেন—অতি-

পরিত্যজ্য মাং ভজতে, তর্হি সোঽতিদুরাচারোঽপি সাধুঃ' ইতি মন্তব্যঃ। যতঃ স এব সর্বশাস্ত্রতাৎপর্যপরোঽভূৎ। স মম ঐকান্তিকীসাধনভক্তিপ্রভাবাদতিশীঘ্রমেব ধর্মাত্মা ভবিষ্যতি, নিরন্তরং শান্তিং লপ্স্যতে। ভো অর্জ্জুনঃ! ত্বং সর্বত্র সগর্বেণ প্রতিজ্ঞাং কুরু 'মমৈকনিষ্ঠভক্ত এব পূর্ববর্ত্তিনি অতিদুরাচারতাদোষে বিনষ্টো ন ভবতি'। ইয়ং দুরাচারতা তদীয়-ভজনস্য পূর্ববর্তিস্বভাবসিদ্ধা, শ্রীভগবদ্‌ভজন বলেন দম্ভপূর্বিকা দুরাচারতা ন, শ্রীভগবদ্ ভজন বলেন দম্ভ পূর্বিকা দুরাচারতা শ্রীভগবদ্ ভজনে অপরাধেষু গণ্যতে।

ইদং ভগবদ্‌বাক্যং যদ্যপি শ্রীবিষ্ণুভক্তি-পরায়ণে-এব প্রবর্ততে, তথাপি 'শ্রীকৃষ্ণৈকরূপমাত্র নিষ্ঠতা ততোঽধিকা' ইতি স্বীকার্যম্। যস্মাদিয়মেকরূপনিষ্ঠতা তদেকবিশ্বাস পরৈব স্যাৎ, অন্যরূপাবজ্ঞা পরা ন ভবতি। যত্র বিশ্বাসাধিক্যং তত্রৈবাবশ্যমেব ফলাধিক্যং ভবতি—ইতি সর্বেষামেব স্বীকার্যম্। কিন্তু, শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ (৯/২২) যে জনা অন্যস্য চিন্তা পরিত্যাগেন একমেব মাং চিন্তয়ন্তো মামুপাসতে, তেষামনন্য-পরমযোগিনাং সকল কর্তব্যকর্মাণি অহং নির্বাহয়ামি। অপি চ (৮/১৪)—অন্যস্মিন্ জনেঽন্যস্মিন্ বস্তুনি চ চিত্ত-সমর্পণমকৃত্বা প্রত্যহং সর্বদা যো মাং স্মরতি, হে অর্জুন! তস্যানন্যযোগিন এবাহং সুলভঃ, নান্যস্য। সর্বত্র সর্বদা তদীয়ত্বদর্শনেনৈব তন্নিত্য-স্মরণং ভবতি। তদেকরূপানুশীলনেনাপি তন্নিত্য-স্মরণং স্যাৎ। শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জুনং প্রতি (১৮/৬৫) পুনঃ পুনঃ 'মাং' 'মাং' ইত্যুক্ত্বা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ স্বকীয় শ্যামসুন্দররূপস্যৈব স্মরণং কারয়তি। অতএব নির্বিশেষ-বিশ্বরূপাদিঃ শ্রীভগবতোঽভিপ্রেতো

দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্যের ভজন ত্যাগ পূর্বক আমার ভজন করেন, তবে সেই ব্যক্তি অতি দুরাচার হইলেও সেই ব্যক্তিই সাধু—এইরূপ মানিতে হইবে। যেহেতু সেই ব্যক্তিই সর্বশাস্ত্র তাৎপর্য পরায়ণ হইয়াছে। সেই ব্যক্তি আমার ঐকান্তিকী সাধন ভক্তি প্রভাবে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইবেন এবং নিরন্তর শান্তিলাভ করিবেন। হে অর্জ্জুন! তুমি সর্বত্র স-গর্বে প্রতিজ্ঞা কর আমার একনিষ্ঠ ভক্ত পূর্ববর্ত্তি অতি দুরাচারতা দোষে বিনষ্ট হয় না। এই দুরাচারতা তদীয় ভজনের পূর্ববর্ত্তি স্বভাব সিদ্ধ দুরাচারতা শ্রীভগবদ্‌ভজন বলে দম্ভপূর্বিকা দুরাচারতা নয়। ভজন-বলে দম্ভপূর্বা দুরাচারতা শ্রী ভগবদ্‌ভজনে অপরাধ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

এই ভগবদ্‌বাক্য যদ্যপি একমাত্র শ্রীবিষ্ণু-ভক্তিপর ব্যক্তির প্রতি প্রবৃত্ত হইতেছে, তথাপি একরূপমাত্র-নিষ্ঠতা ততোঽধিকা, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু, এই একরূপ নিষ্ঠতা তদেক বিশ্বাসপরা হইয়া থাকে, অন্যরূপাবজ্ঞাপরা নয়, যে স্থলে বিশ্বাসের আধিক্য সেই স্থলেই অবশ্য ফলাধিক্য হয়,—ইহা সকল ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—(গীতা ৯/২২) যে সকল ব্যক্তি অন্যের চিন্তা ত্যাগ-পূর্বক একমাত্র আমার চিন্তা দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া থাকেন সেই অনন্য ভক্ত পরম-যোগীগণের সকল কর্তব্য কর্মই আমি নির্বাহ করিয়া থাকি।

আরও বলিয়াছেন—(গীতা ৮/১৪) অন্য ব্যক্তিতে ও বস্তুতে চিত্ত সমর্পণ না করিয়া প্রতিদিন সর্বক্ষণ যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, হে অর্জুন! সেই অনন্য যোগীরই আমি সুলভ হইয়া থাকি, অন্যের নয়। সর্বত্র সর্বদা তদীয়ত্ব দর্শন দ্বারাই তন্নিত্য স্মরণ হইয়া থাকে। তদেকরূপানুশীলন দ্বারাও তন্নিত্য স্মরণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনের প্রতি

ন। তত্তু কৈশ্চিৎ কুতার্কিকৈঃ কল্পিতং ভবতি। কোঽধমো জনোঽস্তি যঃ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পরমমধুর সর্বমনোহর সচ্চিদানন্দরূপস্য শ্রীবিগ্রহস্যানাদরেণান্যত্র চিত্তপরিচারণং কুর্যাৎ। কিন্তু আসুরস্বভাবপ্রাপ্তানান্তু তদবশ্যং সম্ভাব্যতে।

স্বয়ং শ্রীভগবতোক্তম্—(গীতা ৭/১৫) যে জনাঃ পূর্ব পূর্বজন্মনি অতিশয় দুষ্কর্মকারিণস্তেঽতিশয় বিষয়াসক্তত্বাদত্যন্ত বিমূঢ়াঃ, অতএব তে নরাধমা মম শ্রীবিগ্রহে দ্বেষরূপাসুর-ভাবমাশ্রিত্য মম শ্রীবিগ্রহস্য মাহাত্ম্যমজ্ঞাত্বা মম মায়য়াপহৃতজ্ঞানা ভবন্তি। অতো মম প্রত্যক্ষদৃশ্যমানস্যাস্য শ্রীবিগ্রহস্যাপরিচ্ছিন্নত্ব মনুভবিতুং নার্হন্তি, অতএব মাং ন প্রপদ্যন্তে। কিঞ্চ, (৭/২৪,২৫) উক্তাসুরভাবেনাত্যন্ত-বিচারশক্তি-বিহীনাঃ প্রকটিত নরাকার শ্রীবিগ্রহং মাং সামান্য নরবৎ মন্যন্তে। অহং প্রকটিত নরাকার শ্রীবিগ্রহোঽপি ব্রহ্মাখ্য-সচ্চিদানন্দঘন-বৈচিত্র্য বিগ্রহত্বাদস্মাদ্ ব্যক্তরূপবিশ্বাদতীতঃ, তৎ তে ন জানন্তি যস্মাদাসুর ভাবেন মমেদং শ্রীবিগ্রহমস্য ব্যক্ত রূপবিশ্বস্যৈবাংশ রূপেণ মন্যন্তে। যত আবিষ্কৃতনরাকার-শ্রীবিগ্রহোঽহং সর্বোপনিষৎ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মণোঽপি পরঃ, তত্তে জ্ঞাতুং নার্হন্তি। আবিষ্কৃত মনুষ্য নাট্যোঽহং যৎ কদাপি তদংশাবিষ্কারী ন ভবামি, তদপি তে জ্ঞাতুং ন শক্যন্তে। মমেদং মনুষ্যনাট্যমেব যৎ অনাবিষ্কৃত শক্তিকব্রহ্মভাবাদপি উত্তমঃ, অস্মাদন্যৎ কোঽপি ভাবো যৎ উত্তমো ন, তদপি তে জ্ঞাতুং ন পারয়ন্তি। যতোঽহমাবিষ্কৃতচিৎশক্তিকঃ সন্ সর্বেষামুপনিষন্মন্ত্রাণামপি অনুভবগোচরো ন ভবামি। অস্মাৎ কেবলং মৎপ্রীতিযুক্তভক্তং বিনা অহং-জ্ঞানবিমূঢ় লোকোঽপি নাভিজানাতি। অহং-সর্বত্র

(১৮/৬৫) বার বার 'আমাকে' 'আমাকে' এইরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ সিদ্ধ স্বকীয় শ্রীশ্যামসুন্দর রূপেরই স্মরণ করাইতেছেন। অতএব নির্বিশেষ বা বিশ্বরূপাদি শ্রীভগবানের অভিপ্রেত নয়। তাহা কোন কুতার্কিকগণ কর্তৃক কল্পিত হইয়া থাকিবে। কোন্ অধম ব্যক্তি আছে যে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পরমমধুর সর্বমনোহর সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিগ্রহের অনাদর পূর্বক, অন্যত্র চিত্ত পরিচালন করিতে পারে? কিন্তু অসুর-স্বভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা অবশ্য সম্ভাবিত হয়। স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—(গীতা ৭/১৫) যে সকল ব্যক্তি পূর্ব পূর্ব জন্মে অতিশয় দুষ্কর্মকারী তাহারা অতিশর বিষয়াসক্ত হেতু অত্যন্ত বিমূঢ় হন। অতএব সেই সকল নরাধম আমার শ্রীবিগ্রহে দ্বেষরূপ আসুর-ভাবের আশ্রিত হইয়া আমার শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য জানিতে না পারিয়া আমার মায়া দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হন। এইহেতু আমার প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান এই শ্রীবিগ্রহের অপরিচ্ছিন্নত্ব অনুভব করিতে পারেন, না, অতএব আমার শরণাগত হন না। আরও বলিয়াছেন (গীতা ৭/২৪,২৫) উক্ত আসুর ভাবদ্বারা অত্যন্ত বিচার শক্তি বিহীন হইয়া প্রকটিত নরাকার শ্রীবিগ্রহ আমাকে অন্য মনুষ্যবৎ মানিয়া থাকেন। আমি প্রকটিত নরাকার শ্রীবিগ্রহ হইয়াও ব্রহ্মাখ্য সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যবিগ্রহহেতু এই ব্যক্তরূপ বিশ্ব হইতে অতীত, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। যেহেতু আসুর ভাবদ্বারা আমার এই শ্রীবিগ্রহকে এই ব্যক্তরূপ বিশ্বের একাংশরূপে মানিয়া থাকে। যেহেতু আবিষ্কৃত নরাকার শ্রীবিগ্রহ আমি যে সর্বোপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হইতেও পরম, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন না।

আবিষ্কৃত মনুষ্যনাট্য আমি যে, কোনকালেও তদংশাবিষ্কারী হই না, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন না। আমার এই মনুষ্যনাট্যই যে

সর্বদা সর্বাভ্যন্তরে আবিষ্কৃত নরাকারবিগ্রহ আবিষ্কৃত নরনাট্যশ্চ। কুত্রাপি কদাপি কস্যচিদ্বস্তুনোঽভ্যন্তরে বা মম অস্য শ্রীবিগ্রহস্য, অস্য মনুষ্যনাট্যস্য চ অনাবিষ্করণং নাস্তি। অতএবাহমজোঽব্যয়শ্চ; যস্মাৎ মম শ্রীবিগ্রহস্য নরলীলায়াশ্চ পরিচ্ছিন্নতা নাস্তি।

অপূর্বপণ্ডিতা অত্রাপি শ্রীভগবতো গুণাতীতস্বরূপং লক্ষ্যীকুর্বন্তি, কিন্তু তন্ন, যতঃ শ্রীভগবতা ব্যক্তরূপেণান্যদপ্যুক্তম্—(গীতা ৯/১১) হে অর্জুন! শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞাঃ পণ্ডিতম্মন্যা বিকৃতচিত্তা নরাধমা আবিকৃত মনুষ্য লীলা বিগ্রহং মামবজানন্তি। যতঃ সর্বভূতস্য কারণং যা মায়াশক্তিস্তস্যাধীশ্বরো যো মৎস্বরূপঃ, সঃ সর্বভূতাত্তৎকারণাচ্চ পরোঽপি, তে তং পঞ্চভূতময়ং মন্যন্তে, অর্থতঃ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্য পদার্থং পঞ্চভূতময়ং জানন্তি। (৯/১২) তেষু যে জনাঃ পরম-মোহনী মত্যন্ততামসীং রাক্ষসীমাশ্রয়ন্তে, তে স্বর্গাদ্যাকাঙ্ক্ষয়া বৈদিক-মহাযজ্ঞাদৌ প্রবৃত্তাঃ, কিন্তু মদ্‌বিগ্রহস্যাবজ্ঞা দোষাদবৈধপশুহিংসাদি ব্যাপার নিষ্ঠতয়া তেষাং সা আশাপি ব্যর্থা ভবতি, মহাযজ্ঞানুষ্ঠানাদিরূপকর্মোঽপি ব্যর্থো ভবতি। যে তু পরমমোহিনীং রাজসিকাসুরিক প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ, তে উপনিষৎ প্রতিপাদ্যব্রহ্মজ্ঞানে নিরতা অপি মদ্‌বিগ্রহাবজ্ঞা দোষাত্তেষাং তজ্‌জ্ঞানং ব্যর্থং ভবতি, বিকৃত-চিত্তা ভবন্তঃ বিশ্বদ্রোহে প্রবর্তন্তে। (৯/১৩) কিন্তু হে পার্থ! যে মহাত্মানঃ সাত্ত্বিকীং দৈবীপ্রকৃতিমাশ্রিতাস্তে আবিকৃত নরলীলাবিগ্রহং মাং সর্বভূতাদিস্বরূপং যন্মন মহিমাত্মক পরব্রহ্ম তদ্‌ঘনবৈচিত্র্যরূপেণ অপরিচ্ছিন্নরূপেণ চ জ্ঞাত্বা মমৈতৎ শ্রীবিগ্রহাদন্যত্র চিত্তমসমর্প্য একান্তভক্তি ভাবেন

অনাবিষ্কৃত শক্তিক ব্রহ্মভাব হইতেও উত্তম, ইহা হইতে আর কোন ভাবও যে উত্তম নয়, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন না। যেহেতু আমি আবিষ্কৃত চিৎশক্তিক হইয়া সকলের উপনিষন্নেত্রেও অনুভব গোচর হই না। এহেতু একমাত্র আমার প্রীতিযুক্ত ভক্ত ব্যতিরেকে, এই অহংজ্ঞান বিমূঢ় লোকেও জানিতে পারে না। আমি সর্বকালে সর্বাভ্যন্তরে আবিষ্কৃত নরাকার বিগ্রহ এবং আবিষ্কৃত নরনাট্য। কোন দেশে কোন কালে কোন বস্তুর অভ্যন্তরে আমার এই শ্রীবিগ্রহের এবং এই মনুষ্যনাট্যের অনাবিষ্করণ নাই। অতএব আমি অজ এবং অব্যয়, যেহেতু আমার শ্রীবিগ্রহের এবং নরলীলার পরিচ্ছিন্নতা নাই।

অপূর্ব পণ্ডিতগণ উক্ত স্থলেও শ্রীভগবানের গুণাতীত স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নয়, যেহেতু শ্রীভগবান্ ব্যক্তরূপে, আরও বলিয়াছেন (গীতা ৯/১১) হে অর্জুন! শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী বিকৃতচিত্ত নরাধমগণ আবিষ্কৃত মনুষ্য-লীলা-বিগ্রহ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। যেহেতু সর্বভূতের কারণ যে মায়াশক্তি, তাহার অধীশ্বর যে আমার স্বরূপ, তাহা সর্বভূত ও তৎকারণ মায়া হইতে অতীত হইলেও তাহারা পঞ্চভূতময় মনে করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ঘনবৈচিত্র্য বস্তুকে পঞ্চভূত বৈচিত্র্য জ্ঞান করেন। (৯/১২ গীতা) তন্মধ্যে যে সকল ব্যক্তি পরমমোহিনী অত্যন্ত তামসী রাক্ষসী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন, তাঁহারা স্বর্গাদি আশা করিয়া বৈদিক মহাযজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু মদীয় বিগ্রহের অবজ্ঞাদোষে অবৈধ পশু হিংসাদি ব্যাপার নিষ্ঠতা হেতু তাহাদের সে আশাও ব্যর্থ হয় এবং মহাযজ্ঞানুষ্ঠানাদি রূপ কর্মও ব্যর্থ হয়। যে সকল ব্যক্তি পরমমোহিনী রাজসিক আসুরিক প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন, তাঁহারা উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানে নিরত হন, কিন্তু

মামেব ভজন্তে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১/৩৩) শ্রীউদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবান্ একান্ত ভক্তি মাহাত্ম্যমিত্থমুবাচ—হে উদ্ধব! আবিষ্কৃত নরলীলা-বিগ্রহোঽহমপরিচ্ছিন্ন সর্বাত্মক সচ্চিদানন্দ স্বরূপঃ—এবং জ্ঞাত্বা অথবা অজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মামনন্য ভাবেন অর্থতোঽন্যত্র চিত্তমসমর্প্য মমাস্মিন্নেব রূপে চিত্তসমর্পণেন ভজন্তি, তে এব মম ভক্ততমাঃ ইতি ময়া জ্ঞাতম্, মম ভক্তা অপি জানন্তি।

স্বশ্রীবিগ্রহাবজ্ঞাকারীণামসুরস্বভাবযুক্তানানাং ধর্মজ্ঞানাদি সকলসদ্ভাবা এব ব্যর্থা ভবন্তি— ইত্যপি উদ্ধবং প্রত্যুবাচ—(১১/১৪/২২) হে উদ্ধব! মমাস্মিন্ দৃশ্যমানে শ্রীবিগ্রহে প্রীতিবিহীনানাং সমদর্শন-নির্বৈর সর্বসৌহার্দ্য যুক্ স্বধর্ম, সাংখ্যযোগ যুক্ জ্ঞানবিজ্ঞানঞ্চ তেষামাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি। অত্রেদং বিচার্য্যম্—মমাস্মিন্ দৃশ্যমানে শ্রীবিগ্রহে প্রীত্যভাবাত্তাদৃশধর্মজ্ঞানে সম্যক্ পবিতুং নার্হতঃ' ইত্যুক্তম্, যতস্তাদৃশধর্মজ্ঞানয়োঃ শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রীতিরাহিত্যরূপাসুরভাবস্য বীজং নিহিতমস্তি। যে জনাঃ মমাস্মিন্ প্রত্যক্ষীকৃত শ্রীবিগ্রহে দ্বেষো হেয়-বুদ্ধিং বা কুর্য্যুস্তেষাং ধর্মজ্ঞানাদি সকলমেব ব্যর্থা ভবন্তি ইতি অস্য বাক্যস্য ভাবার্থঃ।

অত্রান্যদপি কিঞ্চিদ্বক্তব্যম্—শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্তৌ যেষাং পণ্ডিত-মহোদয়ানাং হেয়জ্ঞানমস্তি তে কিং মন্যন্তে—শ্রীভগবান্ মনুষ্য নাট্যং প্রকটয্য সত্যত্ব—পরব্রহ্মত্ব-পরমাত্মত্ব-ভগবত্ত্বাদি-সর্বশক্তিভ্যো বঞ্চিতোঽভূৎ, তে মন্যন্তে শ্রীভগবান্ সাধারণ মনুষ্যদেহধারিজীববদবিদ্যা বাসনা কামকর্মাধীনো ভূত্বা সংসারী বভূব। তে মন্যন্তে—শ্রীভগবতো ভক্তবাৎসল্যং ন কিঞ্চিৎ। তে মন্যন্তে—পরব্রহ্ম

মদীয় বিগ্রহের অবজ্ঞাদোষে তাঁহাদের সেই জ্ঞান ব্যর্থ হয়। বিকৃতচিত্ত হইয়া বিশ্বদ্রোহে প্রবৃত্ত হন।

(গীতা ৯/১৩)—কিন্তু হে পার্থ! যে সকল মহাত্মা সাত্ত্বিকী দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করেন, তাঁহারা আবিষ্কৃত নরলীলা-বিগ্রহ আমাকে সর্বভূতের আদি স্বরূপ যে আমার মহিমাত্মক পরব্রহ্ম, তদ্ঘন-বৈচিত্র্যরূপে এবং অপরিচ্ছিন্ন রূপে দেখিয়া আমার এই শ্রীবিগ্রহ ভিন্ন অন্যত্র চিত্ত সমর্পণ না করিয়া একান্ত ভক্তি দ্বারা আমাকেই ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১/৩৩) শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ একান্ত ভক্তির মাহাত্ম্য এইরূপ বলিয়াছেন—হে উদ্ধব! আবিষ্কৃত নরলীলা বিগ্রহ আমি অপরিচ্ছিন্ন সর্বাত্মক সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—এই প্রকার জানিয়া, অথবা না জানিয়া যে সকল ব্যক্তি আমাকে অনন্যভাবে অর্থাৎ অন্যত্র চিত্ত সমর্পণ না করিয়া আমার এই একমাত্র রূপে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক ভজন করেন, তাঁহারাই আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ, আমি এইরূপ জানি, আমার ভক্ত সকলও জানিয়া থাকেন।

স্বকীয় শ্রীবিগ্রহের অবজ্ঞাকারী আসুর স্বভাব যুক্ত ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রভৃতি সকল সদ্ভাবই ব্যর্থ হইয়া থাকে, ইহাও শ্রীউদ্ধব প্রতি বলিয়াছেন (ভাঃ ১১/১৪/২২)—হে উদ্ধব! আমার এই দৃশ্যমান শ্রীবিগ্রহে প্রীতিবিহীন ব্যক্তিগণের সমদর্শন, নির্বৈর, সর্ব সৌহার্দ্যযুক্ত স্বধর্ম : সাংখ্য-যোগযুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহাদের আত্মাকে সম্যক্ রূপে পবিত্র করিতে পারেন না। এস্থলে বিচার্য এই—আমার এই দৃশ্যমান শ্রীবিগ্রহে প্রীতিবিহীন হইলে উক্তরূপ ধর্ম এবং জ্ঞান উত্তম রূপে পবিত্র করিতে পারে না। এইরূপ বলা হইল, যেহেতু উক্তরূপ ধর্ম এবং জ্ঞানে শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রীতি রাহিত্য রূপ আসুর ভাবের বীজ নিহিত থাকে। যে সকল ব্যক্তি আমার এই দৃশ্যমান শ্রীবিগ্রহে দ্বেষ বা হেয় বুদ্ধি করেন

ভগবান্ কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ সর্বশক্তি-বিহীনঃ ? তে কিং পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মত্বমপি ন পশ্যন্তি ? তে কিং পরব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরত্বমপি দ্রষ্টুং ন প্রাপ্নুবন্তি ? তে কিং পরব্রহ্মণঃ বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বমপি দ্রষ্টুং নাপ্নুবন্তি ? তে কিং পরব্রহ্ম-পরমেশ্বরয়োঃ পার্থক্যং পশ্যন্তি ? পরব্রহ্মণঃ পালনত্বং প্রতি দৃক্‌পাতেনৈব মনুষ্যনাট্য-প্রাকট্যকারিত্বং স্বয়মেবানুভূতিমাপদ্যতে, তদপি কিম্ অনুভবিতুং নার্হন্তি ? যে ভক্তাঃ শ্রীভগবতো মনুষ্যনাট্যং দৃষ্ট্বা তদেব নিরন্তরং দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি, শ্রীভগবান্ কিং ভক্তানামীদৃশানুগ্রহিতুমসমর্থঃ ? তে কিমেবং মন্যন্তে। যেষাং সিদ্ধান্তমতে স্বস্মাদ্ ভিন্নং পরব্রহ্ম অপি নাস্তি, পরমাত্মা অপি নাস্তি, শ্রীভগবানপি নাস্তি তে যদুচ্যতে তদেব শোভনম্ স্বয়ং বিশ্বসৃষ্টিপালন-সংহারকর্তা কিং ন বা ? বর্বরপ্রলাপত্যাগেন প্রকৃতমনুসরণীয়ম্।

বিশ্বপরমাচার্যাণাং পরমাচার্যস্য পরমাচার্যঃ স্বয়ং বেদঃ। যস্য বস্তুনঃ সাক্ষাদ্দর্শনমপ্রাপ্য যৎ-শক্তিকার্যসমষ্টিং তদ্‌বিগ্রহরূপেণ যষ্টুমুপদিশতি। পুনস্তস্মিন্নপরিতুষ্য তৎসাক্ষিণোঽনুসন্ধানং করোতি, পুনস্তস্মিন্নপরিতুষ্য শক্তিপ্রেরকস্যানুসন্ধানং করোতি, পুনস্তস্মিন্নপরিতুষ্টঃ সন্ শক্ত্যাশ্রয় মূলস্বরূপস্যানুসন্ধানং করোতি, কিন্তু তথাপি সাক্ষাদ্দর্শনলব্ধুং নার্হতি। যদি স্বয়ং বেদোঽপি দর্শনমলব্ধবান্, তর্হি বেদস্য শিষ্যানুশিষ্যাঃ কথং দ্রষ্টুং শক্যন্তে ? কদাপি দ্রষ্টুং ন শক্নুয়ুঃ। শ্রীভগবান্ বেদস্যাপি নাধীনঃ, বেদস্য শিষ্যানুশিষ্যাণামপি নাধীনঃ। বেদঃ শ্রীভগবতোঽধীনস্তদ্ বেদস্য শিষ্যানুশিষ্যা

তাঁহাদের ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়—ইহা এই বাক্যের ভাব ভঙ্গীদ্বারা বলা হইল।

এস্থলে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তিতে যে সকল পণ্ডিত মহোদয় হেয় জ্ঞান করেন, তাহারা কি মনে করেন—(১) শ্রীভগবান্ মনুষ্যনাট্য প্রকট করিয়া সত্যত্ব, পরব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব, ভগবত্ব প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ? (২) শ্রীভগবান্ সাধারণ মনুষ্য দেহধারী জীববৎ অবিদ্যা বাসনা কামকর্মাধীন হইয়া সংসারী হইয়াছেন ? (৩) শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণ কিছুই নয় ? (৪) পরব্রহ্ম ভগবান্ কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ সর্বশক্তি বিহীন ? তাঁহারা কি পরব্রহ্মের পরমাত্মত্বও দেখিতে পান না ? তাঁহারা কি পরব্রহ্মের পরমেশ্বরত্বও দেখিতে পান না ? তাঁহারা কি পরব্রহ্মের বিশ্বসৃষ্টি, পালন-সংহার-কর্তৃত্বও দেখিতে পান না ? তাঁহারা কি পরব্রহ্মে ও পরমেশ্বরে পার্থক্য দেখিয়া থাকেন ? পরব্রহ্মের পালকত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই যে মনুষ্যনাট্য প্রাকট্যকারিত্ব স্বয়ংই অনুভূত হইয়া পড়ে, তাহাও কি অনুভব করিতে পারেন না ? যে সকল ভক্ত শ্রীভগবানের মনুষ্যনাট্য দর্শন করিয়া শ্রীভগবানের সেই মনুষ্যনাট্যই নিরন্তর দেখিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবান কি ভক্তগণের প্রতি এরূপ অনুগ্রহ করিতে অসমর্থ ! তাঁহারা কি এরূপ মনে করেন। যাঁহাদের সিদ্ধান্তমতে আপনা হইতে ভিন্ন পরব্রহ্মও নাই, পরমাত্মাও নাই, শ্রীভগবানও নাই'—তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই শোভা পায়। স্বয়ং বিশ্বসৃষ্টি পালন-সংহার কর্তা কি না ? বর্বর প্রলাপের উটঙ্কন ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করাই কর্তব্য।

বিশ্ব পরমাচার্যগণের পরমাচার্যের পরমাচার্য স্বয়ং বেদ, যে বস্তুর সাক্ষাৎ দর্শন না পাইয়া যৎশক্তিকার্য সমষ্টিকে তদ্‌বিগ্রহরূপে যজন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। পুনর্বার তাহাতে অপরিতুষ্ট হইয়া তৎসাক্ষীর অনুসন্ধান করেন, পুনর্বার

জানন্তু ন জানন্তু বা স্বয়ং বেদোঽবশ্যমেব জানাতি।

পরন্তু ভক্তস্য সন্নিধাবপি শ্রীভগবতো গোপয়িতুং শক্তির্নাস্তি। ভক্তঃ দিদৃক্ষতি চেৎ শ্রীভগবান্ স্বং প্রদর্শয়েদেব। যতঃ শ্রীভগবান্ ভক্তাধীনঃ স্বাধীনোঽপি স্বেচ্ছয়া প্রেমাধীনঃ সন্ বিরাজতে। যেষাং ভক্তানামীদৃশং মাহাত্ম্যম্, শ্রীভগবান্ যেষামধীনঃ সন্ বর্ততে। কস্যাপি ভক্তস্যেচ্ছয়া প্রভুভূয় সেবাং গৃহ্ণাতি। কস্যাপি ভক্তস্যেচ্ছানুসারেণ সখা ভবতি, কস্যাপি ভক্তস্যেচ্ছয়া পুত্রো ভবতি, কস্যাপি ভক্তস্যেচ্ছয়া ভৃত্যাদিরপি ভবতি, কস্যচিদ্ ভক্তস্যেচ্ছানুসারেণ পতি র্ভবতি, এবং ভক্তবৎসলং শ্যামসুন্দরং মুরলীবদনং ভক্তবৃন্দোঽতিপ্রাকৃতানাং বার্তয়া ত্যক্তুমর্হন্তি ? কদাপি ন শক্নুয়ুঃ। যদা ভক্তবৎসলঃ শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্য-গুণেন ভক্তানাং বশীভূয় স্বরূপঘনবৈচিত্র্যাত্মক স্বমাধুর্য প্রকটয়তি, তদা বেদোঽপি তদ্বর্ণয়িতুমারেভে। সূক্ষ্মকলেবরেণ তদ্বর্ণমসম্ভবং জ্ঞাত্বা পরমোল্লাসাৎ পুরাণেতিহাসতন্ত্রাদিরূপ বৃহৎ কলেবরস্য প্রাকট্যং করোতি।

অতএব শ্রীভগবতঃ শ্রীমূর্তৌ প্রীতিঃ পরমপুরুষার্থঃ, সর্বপুরুষার্থ সাধনস্য চ পরমকারণম্। ঐকান্তিকসাধনভক্তিং বিনা তৎশ্রীভগবতঃ শ্রীমূর্তৌ প্রীতির্ন স্যাৎ, যতঃ প্রীতিস্বভাব ঈদৃশঃ, প্রীতিরেকরূপনিষ্ঠতায়াঃ সম্পাদিকা। প্রীতিস্বভাবেনৈকরূপনিষ্ঠতা ভবতি। একরূপনিষ্ঠতয়ৈব প্রীতিরুদেতি। অতএবৈকরূপনিষ্ঠতা প্রীতিশ্চ দ্বয়োরেকবস্তুত্বম্। অস্মাদেকরূপনিষ্ঠতারূপা ঐকান্তিকী সাধনভক্তিরবশ্যমেব কর্তব্যা। ঐকান্তিকী সাধনভক্তি ব্যতিরেকেণ প্রীতির্নোদেতি।

যেষাং জনানাং চিত্তমতিশয়স্থিরঃ, যেষাঞ্চ চিত্ত-

তাহাতে অপরিতুষ্ট হইয়া শক্তিপ্রেরকের অনুসন্ধান করেন। তাহাতেও অপরিতুষ্ট হইয়া শক্ত্যাশ্রয় মূল স্বরূপের অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তথাপি সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারেন না। যদি স্বয়ং বেদও দর্শন পাইলেন না, তবে বেদের শিষ্যানুশিষ্যগণ কি প্রকারে দর্শন পাইতে পারেন? কখনও দর্শন পাইতে পারেন না। শ্রীভগবান বেদেরও অধীন নন, বেদের শিষ্যানুশিষ্যগণেরও অধীন নন। বেদ শ্রীভগবানের অধীন, তাহা বেদের অর্বাধীন শিষ্যানু-শিষ্যগণ জানুন বা নাই জানুন, স্বয়ং বেদ অবশ্য জানেন।

কিন্তু ভক্তের নিকটেও শ্রীভগবানের না বলিবার শক্তি নাই, ভক্ত দেখিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীভগবানকে দেখা দিতেই হইবে। শ্রীভগবান যে ভক্তাধীন, স্বাধীন হইয়াও স্ব-ইচ্ছায় প্রেমের অধীন হইয়াই আছেন। যে ভক্তগণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রীভগবান যাঁহাদের অধীন হইয়াই আছেন— কোন ভক্তের ইচ্ছানুসারে 'প্রভু' হইয়া সেবা গ্রহণ করিতেছেন, কোন ভক্তের ইচ্ছানুসারে 'সখা' হইতেছেন। কোনও ভক্তের ইচ্ছানুসারে 'পুত্র' হইতেছেন, কোন ভক্তের ইচ্ছানুসারে 'ভৃত্যাদিও' হইতেছেন। কোন ভক্তের ইচ্ছানুসারে 'পতি' হইতেছেন। এরূপ ভক্তবৎসল শ্যামসুন্দর মুরলীবদনকে ভক্তগণ অতি অর্বাচীনের কথা শুনিয়া ছাড়িতে পারেন? কদাচ পারেন না।

যে কালে ভক্ত বৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্য গুণে ভক্তগণের বশীভূত হইয়া স্বরূপঘন বৈচিত্র্যাত্মক স্বমাধুর্য্যের প্রাকট্য করেন, সেকালে বেদও তাহা বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন। সূক্ষ্মকলেবর দ্বারা তদ্বর্ণন অসম্ভব জানিয়া পরমোল্লাসে ইতিহাস পুরাণ-তন্ত্রাদিরূপ বৃহৎ কলেবরের প্রাকট্য করেন।

অতএব শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতে প্রীতি পরম পুরুষার্থ হন। এবং সর্বপুরুষার্থ সাধনেরও পরম কারণ হন। ঐকান্তিকী সাধনভক্তি ব্যতিরেকে

মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাসস্তে এবোক্ত-প্রকার সাধন-ভক্তৌ প্রবর্ততে। চিত্তস্য স্থিরতা চিত্তমধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাসশ্চানয়োরভাবে ঐকান্তিকী সাধনভক্তৌ প্রবৃত্তির্ন ভবতি। যেষাং চিত্তং বহু বাসনাব্যাকুলং আসুরভাব দূষিতঞ্চ তেঽপি ঐকান্তিকীভক্তৌ প্রবর্তনেঽসমর্থা ভবন্তি। সদ্ ভক্তস্যোপদেশাদনুগ্রহাচ্চ যে জনা ঐকান্তিকীভক্তিং লভন্তে, তেষাং চিত্তে স্থৈর্য-বিশ্বাস-শান্তি দৈবভাবাদয়ো গুণাঃ স্বয়ং সমুৎপদ্যন্তে।

চিত্তে স্থৈর্য বিশ্বাসাদেরভাবে শ্রীবিষ্ণু-ভক্তানাঞ্চ বহুরূপোপাসনায়াং প্রবৃত্তির্ভবতি। অতএব কেচিচ্চতুর্ব্যূহোপাসনায়ামনুরক্তা ভবন্তি, তে নবব্যূহোপাসনপরা অপি ভবন্তি। কেচিন্নানাবতাররূপস্যোপাসনাং কুর্বন্তি। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-এতন্মূর্তিচতুষ্টয়শ্চতুর্ব্যূহঃ। শ্রীনারায়ণ এতচ্চতুর্ব্যূহসহ, নৃসিংহ হয়গ্রীব-বরাহ-ব্রহ্মা চৈতচ্চতুর্মূর্তি সহিত নবব্যূহো ভবতি।

রজোগুণাদি প্রাধান্যেন যেষাং চিত্তমতিশয়ং চঞ্চলং বিশ্বাসবিহীনঞ্চ স্যাত্ততো নানাবাসনা-ব্যাকুলাস্তে বাসনাপূরণায় প্রধাবন্তি। অতএব তেষাং শান্তিং প্রতি দ্বেষো ভবতি, তস্মাচ্চতে শ্রীবিষ্ণবেঽপি দ্বিষন্তি। তানাসুরভাবপ্রাপ্তান্ মতে, তে শ্রীবিষ্ণুপাসনাং বিহায় স্বতন্ত্রদৃষ্ট্যা পূর্ববদন্য-দেবোপাসনায়াং প্রবর্তন্তে। ক্রমেণ রজোগুণা-দেরাধিক্যেন কেচিৎ শিবোপাসনায়াং, কেচিৎ শ্রীগণেশোপাসনায়াং, কশ্চিৎ শ্রীসূর্যোপাসনে

সেই শ্রীভগবৎ শ্রীমূর্ত্তিতে প্রীতি হইতে পারে না। যেহেতু প্রীতিস্বভাব এইরূপ—প্রীতি একরূপ—নিষ্ঠতার সম্পাদন করিয়া থাকেন। প্রীতির স্বভাব বশতঃ একরূপ নিষ্ঠতা হয়। একরূপ নিষ্ঠতা দ্বারাই প্রীতির উদয় হয়। অতএব একরূপ নিষ্ঠতা ও প্রীতি দুই একবস্তু হইয়া থাকেন। এহেতু একরূপ নিষ্ঠতা রূপ ঐকান্তিকী সাধনভক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য হন। ঐকান্তিকী সাধনভক্তি ব্যতিরেকে প্রীতির উদয় হন না।

যে সকল ব্যক্তিগণের চিত্ত অতিশয় স্থির এবং যে সকল ব্যক্তির চিত্তমধ্যে বিশ্বাস প্রগাঢ় তাহারই উক্ত প্রকার সাধন ভক্তিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। চিত্তের স্থিরতা এবং চিত্তমধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকিলে ঐকান্তিকী সাধনভক্তিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত বহু বাসনা ব্যাকুল আসুর ভাব দূষিত তাহারাও ঐকান্তিকী ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইতে অসমর্থ হয়। সদ্ভক্তের উপদেশে এবং অনুগ্রহে যে সকল ব্যক্তি ঐকান্তিকী ভক্তিলাভ করেন তাহাদের চিত্তমধ্যে স্থৈর্য্য, বিশ্বাস, শান্তি, দৈবভাব প্রভৃতি গুণ সকল সমুদিত হইয়া থাকেন।

চিত্তে স্থৈর্য্য বিশ্বাসাদির অভাবে শ্রীবিষ্ণুভক্ত সকলেরও বহুরূপ উপাসনাতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব কেহ কেহ চতুর্ব্যূহোপাসনাতে রত হন। সেই সকল ব্যক্তিগণ নবব্যূহোপাসনা পর হন। কোন কোন ব্যক্তিগণ নানাবতার রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এইমূর্ত্তি চতুষ্টয় চতুর্ব্যূহ হন। শ্রীনারায়ণ এই চতুর্ব্যূহ সহিত এবং নৃসিংহ হয়-গ্রীব, বরাহ ব্রহ্মা এই চতুর্মূর্ত্তি সহিত নবব্যূহ হন।

রজোগুণাদি প্রধানহেতু যে সকল ব্যক্তির চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হয় এবং বিশ্বাস বিহীন হয়, এহেতু নানা বাসনা ব্যাকুল হইয়া সেই সকল ব্যক্তি বাসনা পূরণে প্রধাবিত হয়। অতএব শান্তির প্রতি দ্বেষ হয়। শান্তি ভাবের প্রতি দ্বেষ হেতু শ্রীবিষ্ণুর প্রতিও দ্বেষ হয়। সেই সকল ব্যক্তিকে আসুর ভাবপ্রাপ্ত বলা হয়। সেই আসুর ভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা ত্যাগপূর্ব্বক

কেচিদ্দুর্গোপাসনায়াং বা প্রবর্তন্তে।

যেষামাসুরভাবস্ততোঽধিকঃ প্রবলয়তি, তেষামুক্ত দেবোপাসনাস্বপি দ্বেষো ভবতি। তাসা ব-জ্ঞয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা, পরমাত্মোপাসনাদেঃ প্রাধান্যং স্বীকুর্বন্তি মাত্রম্, কিন্তু শান্তেরভাবাত্তাসু স্থিতিং ন লভন্তে। ইমে পূর্ববৎ কেবল শ্রীগুরুদেবস্য সেবায়াঃ প্রাধান্যং স্বীকুর্বন্তি।

যে জনা অত্যন্ত নানাকাম পরায়ণা স্তেষামেকদেব নিষ্ঠতাঽপি ন তিষ্ঠতি, শ্রীবিষ্ণৌ অন্যদেব সাম্যং সংস্থাপ্য পূর্বোক্ত পঞ্চদেবোপাসনা পরায়ণাস্তে তিষ্ঠন্তি। ততোঽধিক-কাম সমূহ লাভায় ব্যাকুলা ইন্দ্রমুখ্যনানাদেবযজনে প্রবর্তন্তে। এষাং দেবেষু তারতম্যজ্ঞানমপি ন তিষ্ঠতি। ফলপ্রাধান্যেনৈতে বহ্বীশ্বরবাদিনো ভবন্তি। নানাবিধোক্তযজনপরেষু যেষাং শ্রীবিষ্ণৌ দ্বেষাভাবস্ত পূর্বোক্তবৎ ফললাভোঽপি কুর্বন্তি, যেষাং শ্রীবিষ্ণৌ দ্বেষো ভবতি, তে আসুরভাবেন প্রবলাঃ সন্তঃ বিশ্বদ্রোহে প্রবর্তন্তে। মনোরথা অপি তেষাং ব্যর্থাঃ স্যুঃ।

যে শ্রীবিষ্ণুপরায়ণাঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রসন্নতাকামাস্তানেব দৈবভাব-প্রাপ্তা ইত্যুচ্যতে, এতে নিসর্গত এব বিশ্বস্য মঙ্গলময়কার্যে প্রবৃত্তা ভবন্তি। কেবলা শান্তিরেবৈষাং পরমফলং ভবতি। বাসনান্তরস্থিতেঽপি তা বাসনা শান্তিভাবে এব পরিণমতে। ইহ বিশ্বে দৈবাসুরভেদাদ্ দ্বিবিধো গণো বিরাজতে। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্যয়ঃ। যে জনাঃ শ্রীবিষ্ণুসেবনং বিনা সালোক্যাদি পঞ্চবিধামপি মুক্তিং নাদ্রিয়ন্তে, শ্রীবিষ্ণুসেবামেব পরমপুরুষার্থ রূপেণ স্বীকুর্বন্তি,

---

স্বতন্ত্র দৃষ্টি দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার অন্য দেবোপাসনাতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে রজোগুণাদির আধিক্যে কেহ শিবোপাসনাতে, কেহ শ্রীগণেশোপাসনাতে কেহ শ্রীসূর্য্যোপাসনাতে, কেহ বা শ্রীদুর্গার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হন।

যাহাদের আসুর ভাব আরও প্রবল হয় তাহাদের উক্ত দেবোপাসনা সকলেও দ্বেষ হয়। দেবোপাসনা সকলের অবজ্ঞা পূর্বক নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা, পরমাত্মোপাসনাদির প্রাধান্য স্বীকার করেন মাত্র ; কিন্তু শান্তির অভাবহেতু সেইসকল উপাসনাতে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেন না। এইসকল ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারেকেবল শ্রীগুরুদেবের সেবার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন।

যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত নানাকাম পরায়ণ হন, তাহাদের একদেব নিষ্ঠতাও থাকে না। শ্রীবিষ্ণুতে অন্য দেবসাম্য স্থাপন পূর্বোক্ত পঞ্চদেবোপাসনা পর হইয়া তাহারা অবস্থান করেন। ততোঽধিক কামসমূহ লাভে ব্যাকুল ব্যক্তিগণ ইন্দ্রাদি নানাদেব যজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দেবগণ মধ্যে ইহাদের তারতম্য জ্ঞানও থাকে না। ফল প্রাধান্যে এই সকল ব্যক্তিগণ বহ্বীশ্বর বাদী হইয়া থাকেন। উক্ত নানাপ্রকার যজন পর ব্যক্তিগণ মধ্যে যে সকল ব্যক্তির শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষ না থাকে তাহারা পূর্বোক্ত প্রকারে ফললাভও করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তির শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষ হয় তাহারা আসুরভাবে প্রবল হইয়া বিশ্বদ্রোহে প্রবৃত্ত হন। মনোরথ সকলও তাহাদের ব্যর্থ হইয়া যায়।

শ্রীবিষ্ণু পরায়ণ শ্রীবিষ্ণু প্রসন্নতাকাম ব্যক্তিগণকেই দৈবভাব প্রাপ্ত বলা হইয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তি স্বভাবতই বিশ্বের মঙ্গলময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। একমাত্র শান্তিই ইহাদের পরম ফল হয়। অন্য বাসনা থাকিলেও সেই সকল বাসনা শান্তি ভাবেই পরিণতা হন। এই বিশ্ব মধ্যে দৈব ও আসুর ভেদে দ্বিবিধ গণ হন। শ্রীবিষ্ণু পরায়ণ ব্যক্তিগণই দৈবগণ ভুক্ত

তে এব দৈবভাব-প্রাপ্তানাং মধ্যে পরম পূজ্যাঃ। দৈবভাবপ্রাপ্তাঃ শ্রীবিষ্ণু তোষণ কর ব্যাপারে এব নিরন্তরং প্রবৃত্তাঃ তিষ্ঠন্তি, শ্রীবিষ্ণুবহির্মুখ ব্যাপারে কদাপি ন প্রবর্তন্তে।

শ্রীবিষ্ণৌ সর্বাশ্রয়ত্বজ্ঞানং,অন্যত্র শ্রীব্রহ্মশিবাদিদেবে তদ্ভক্ত-জ্ঞানম্, অতএব শ্রীবিষ্ণুপাদোদকেন দেবর্ষি-পিতৃণাং তর্পণং, শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদাদিনা বৈশ্যদেব শ্রাদ্ধাদি কর্মনির্বাহঃ, শ্রীবিষ্ণু নির্মাল্যেন শ্রীব্রহ্মশিবাদি সর্বদেবার্চনং, স্বতন্ত্রবুদ্ধ্যা সংপূজিত শ্রীব্রহ্মশিবাদিদেবানাং নির্মাল্য পরিত্যাগঃ, শ্রীবিষ্ণু ভক্তজ্ঞানেন সর্বদেবাদেরর্চন সম্মানাদি, শ্রাদ্ধাদি-সর্বশুভকর্মণি শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীবৈষ্ণবসম্মানঃ, ভোজনদানাদি মহোৎসবঃ। শ্রীবিষ্ণুপ্রীতয়ে সর্বদা ললাটাদি দ্বাদশ স্থানেষু শ্রীহরি-পাদাকৃতিঃ শ্রীহরিমন্দিরাকৃতি র্বা ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণং, নিরন্তর তুলসী কাষ্ঠনির্মিত মাল্য ধারণং, ধাত্রীফল নির্মিত মাল্যধারণং, পদ্মাক্ষমাল্য ধারণং, শঙ্খচক্রাদি বৈষ্ণব চিহ্নযুক্ত মুদ্রাধারণম্, নিরন্তর শ্রীভগবদ্ভক্ত সঙ্গঃ, তন্নিন্দাবজ্ঞাদি পরিত্যাগঃ, অবৈষ্ণব-সঙ্গ পরিত্যাগঃ, শ্রীবৈষ্ণব সম্মানস্তুত্যাদিপরতা, শ্রীবিষ্ণুভক্তি প্রতিপাদক-শাস্ত্রপরতা তৎসম্মানশ্চ, অরুণোদয়াদি দশমী বিদ্ধৈকাদশীব্রত ত্যাগেন দ্বাদশীব্রতাচরণং, অষ্টবিধমহাদ্বাদশীব্রতস্যাপরিত্যাগঃ, অবৈষ্ণব সম্মতকৃষ্ণৈকাদশী ত্রিস্পৃশা ব্রতস্যাপরিত্যাগঃ, সূর্যোদয়ে পূর্ববিদ্ধা শ্রীজন্মাষ্টমী-শ্রীরামনবমী শ্রীনৃসিংহচতুর্দশী শিবরাত্রিব্রত ত্যাগেন পরবিদ্ধা-ব্রতাচরণমিত্যাদয়ঃ শ্রীবিষ্ণু তুষ্টিকর কার্যাণি। এষাং কার্যাণামন্যথাচরণে শ্রীবিষ্ণুবহির্মুখতয়াসুর-

---

হন, তদ্বিপরীত ব্যক্তিগণ আসুর গণভুক্ত হইয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুসেবা ভিন্ন সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিকেও আদর করে না কেবল শ্রীবিষ্ণুর সেবাকেই পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দৈবভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরমপূজ্য হন। দৈবভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শ্রীবিষ্ণুর তুষ্টিকর ব্যাপারেই নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকেন। শ্রীবিষ্ণুবহির্মুখ ব্যাপারে কোন কালেই প্রবৃত্ত হন না।

শ্রীবিষ্ণুতে সর্বাশ্রয়ত্ব জ্ঞান, অন্যত্র শ্রীব্রহ্মাশিবাদিদেবে তদ্ভক্ত জ্ঞান, অতএব শ্রীবিষ্ণুপাদোদক দ্বারা দেবর্ষি পিতৃ প্রভৃতি তর্পণ, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদাদি দ্বারা বৈশ্যদেব শ্রাদ্ধাদি কর্মনির্বাহ, শ্রীবিষ্ণুনির্মাল্য দ্বারা শ্রীব্রহ্মশিবাদি সর্ব দেবাৰ্চ্চন, স্বতন্ত্র বুদ্ধি দ্বারা সংপূজিত শ্রীব্রহ্মশিবাদিদেবের নির্মাল্য পরিত্যাগ, শ্রীবিষ্ণুভক্তজ্ঞানে সর্বদেবাদির অৰ্চ্চন সম্মানাদি শ্রাদ্ধাদি সর্বশুভ কর্ম্মে শ্রদ্ধা পূর্বক শ্রীবৈষ্ণবসম্মান, ভোজনদানাদি মহোৎসব। শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে সর্বদা ললাটাদি দ্বাদশস্থানে শ্রীহরিপাদাকৃতি অথবা শ্রীহরিমন্দিরাকৃতি ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ, নিরন্তর তুলসীকাষ্ঠ নির্মিত মাল্য ধারণ, ধাত্রীফল নির্মিত মাল্যধারণ, পদ্মাক্ষমাল্যধারণ, শঙ্খচক্রাদি বৈষ্ণবচিহ্নযুক্ত মুদ্রাধারণ, নিরন্তর শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গ, তন্নিন্দাবজ্ঞাদি পরিত্যাগ, অবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগ, শ্রীবৈষ্ণব সম্মান স্তুত্যাদিপরতা, শ্রীবিষ্ণুভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রপরতা ও তৎ সম্মান, অরুণোদয়াদি দশমী বিদ্ধৈকাদশী ব্রত ত্যাগপূর্বক দ্বাদশীব্রতাচরণ, অষ্টবিধ মহাদ্বাদশীব্রতের অপরিত্যাগ, অবৈষ্ণবসম্মত কৃষ্ণৈকাদশী ত্রিস্পৃশাদিব্রত অপরিত্যাগ,সূর্যোদয়ে পূর্ববিদ্ধাশ্রী জন্মাষ্টমীব্রত ত্যাগ, পূর্ব বিদ্ধা শ্রীরামনবমী, শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী শিবরাত্রি ব্রত ত্যাগ পূর্বক পরবিদ্ধা করণ ইত্যাদি সকল শ্রীবিষ্ণু তুষ্টিকর কার্য্য হন। এই সকল কার্য্যের অন্যথাচরণে শ্রীবিষ্ণু বহির্মুখ হইয়া আসুর ভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আসুর ভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ স্বভাবতই এই সকলের

ভাবং প্রাপ্নুয়াৎ। আসুরভাব প্রাপ্তাঃ স্বভাবত এবৈষামন্যথাচরণং কুর্বন্তি। অন্যানি কর্তব্যানি শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রেভ্যো জ্ঞাতব্যানি। তানি কর্তব্যকর্মাণি 'শ্রীহরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থে সংগৃহীতানি সন্তি।

ঐকান্তিকী সাধনভক্ত্যনুষ্ঠানং বিনা যথা শ্রীভগবৎপ্রীতির্নোদেতি তথা অস্য দৈবভাবস্যানুশীলনং বিনাপি প্রীত্যুদয়ো ন ভবতি। শ্রীসাধন-ভক্তেরঙ্গানি লিখিতানি। যথাশাস্ত্রোক্তমার্গ-শরণাপত্তি-মার্গ—ভেদাৎ তান্যঙ্গানি অনুষ্ঠিতানি ভবন্তি। প্রথমতো যথাশাস্ত্রোক্ত মার্গঃ লিখ্যতে। অত্র শ্রীভগবতোঽর্চনং মুখ্যং ভবতি, অর্চনে দীক্ষায়াঃ প্রয়োজনম্। যতো দীক্ষা ব্যতিরেকেণ মন্ত্রস্যাভাবাদর্চনং ন সম্ভবতি। সদ্গুরোরাশ্রয়ং বিনা মন্ত্রলাভো ন স্যাৎ। সদ্গুরোঃ সকাশাদ্ যথাবিধি মন্ত্রগ্রহণমেব দীক্ষা উচ্যতে।

যো জনঃ পঞ্চবিধাং মুক্তিং হিত্বা শ্রীভগবতঃ সেবামেব পরমপুরুষার্থ রূপেণ গৃহীত্বা তদুপযোগি শাস্ত্রাণামনুশীলনে স্বতো নিপুণঃ শ্রীভগবদর্চন পরায়ণশ্চ ভবতি, স এব সদ্গুরু-সংজ্ঞিতঃ। যদ্যপি শাস্ত্রে গুরুলক্ষণং বহুবিধং বর্ণিতং তথাপি তে গুণাঃ শ্রীভগবদর্চনস্যৈব অনুগতা ভবন্তি। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ অতএব মহাকুল প্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

শিষ্যলক্ষণমপি শাস্ত্রে বহুবিধং বর্ণিতমস্তি।

অন্যথাচরণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র সকল হইতে জ্ঞাতব্য। সে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম 'শ্রীহরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছেন।

ঐকান্তিকী সাধন ভক্তি অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে যে প্রকার শ্রীভগবৎপ্রীতির উদয় হন না, সেই প্রকার এই দৈবভাবের অনুশীলন ব্যতিরেকেও প্রীতির উদয় হন না। শ্রীসাধনভক্তির অঙ্গসকল লিখিত হইয়াছেন। যথা শাস্ত্রোক্ত মার্গ এবং শরণাপত্তি মার্গ ভেদে সেই সকল অঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকেন। অগ্রে যথাশাস্ত্রোক্ত মার্গ লিখিত হইতেছেন। এই মার্গে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা প্রধান হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অর্চ্চন করিতে হইলে দীক্ষার প্রয়োজন হয়। যেহেতু দীক্ষা ব্যতিরেকে মন্ত্রের অভাবে অর্চ্চন হইতে পারে না। সদ্গুরু আশ্রয় ভিন্ন মন্ত্রলাভ হইতে পারে না। সদ্গুরুর নিকট হইতে যথাবিধি মন্ত্র গ্রহণকেই দীক্ষা বলা হয়।

যে ব্যক্তি পঞ্চবিধমুক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কেবলমাত্র শ্রীভগবানের সেবাকেই পরম পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করিয়া তদুপযোগী শাস্ত্র সকলের অনুশীলনে স্বতো নিপুন হইয়া থাকেন এবং শ্রীভগবদর্চ্চন পরায়ণ হইয়া থাকেন, তিনিই সদ্গুরু নামে কথিত হন। যদ্যপি শাস্ত্রে গুরুলক্ষণ বহুবিধ বর্ণিত হইয়াছেন তথাপি সেই সকল গুণ শ্রীভগবৎ অর্চনেরই অনুগত হন। শ্রীভগবানে যার ভক্তি হয় সেই ব্যক্তিতে সর্বগুণ সহিত সর্বদেবগণ বাস করিয়া থাকেন। শ্রীহরি সেবাবিহীন ব্যক্তিগণে গুণ সকল থাকিতে পারেন না। তাহারা কেবল মনোরথ পূরণে ব্যস্ত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীহরিভক্তি বহির্মুখ ব্যক্তি মহাকুল প্রসূত হইলেও, সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও সহস্র শাখাযুক্ত বেদাধ্যায়ী হইলেও, অন্যান্য গুরুলক্ষণে লক্ষিত হইলেও পরিত্যাজ্য হন।

শিষ্য লক্ষণও শাস্ত্রে বহু প্রকার কথিত হইয়াছেন। সেই সকল লক্ষণ শ্রীভগবদ্বুদ্ধি

তানি লক্ষণানি শ্রীভগবদ্‌বুদ্ধি পূর্বিকা-শ্রীগুরুভক্তে-রেবানুগতানি ভবন্তি। 'শ্রীভগবানেব গুরুরূপে-ণোপদিশতি' ইতি জ্ঞানেন যা গুরুভক্তিঃ ক্রিয়তে, তামেব শ্রীভগবদ্ বুদ্ধি পূর্বিকা গুরুভক্তি রুচ্যতে। এবং বিধো গুরুভক্তঃ শিষ্যঃ গুরুভক্তি গুণেন সর্ব-বিধং সৎশিষ্য লক্ষণং লভতে। শ্রীগুরুদেবেঽভক্তি দোষাৎ অন্যানি সৎশিষ্য লক্ষণান্যপি ব্যর্থানি ভবন্তি। অন্যানি গুরুলক্ষণানি চ শিষ্যলক্ষণানি শ্রীভগবদ্ভক্তি বিলাসাৎ জ্ঞাতব্যানি।

দেহাত্মবাদিনাং স্বভাববাসনা ভেদাদ্ বর্ণাশ্রম ভেদো ভবতি। তদতীতত্বাদ্ যো জনঃ বাসনা-বর্জিত-বিশুদ্ধসত্ত্বগুণোদ্‌ভাসিত শান্তিস্বভাব যুক্তঃ সর্বশাস্ত্র তত্ত্ববিৎ শ্রীভগবন্নিষ্ঠচিত্তঃ শ্রীভগবন্ন্যস্ত বৃত্তিকঃ, স এব সর্বশ্রেষ্ঠ-গুরুযোগ্যো ভবতি। তদভাবে তত্তদ্‌গুণ লাঘবক্রমেণান্যোঽপি গুরু-যোগ্যো ভবতি। কিন্তু প্রাতিলোম্যেন অর্থতঃ এবংবিধসদ্‌গুণ বিহীনজনস্য সকাশাৎ পূর্বোক্ত সদ্‌গুণযুক্ত জনস্য দীক্ষা গ্রহণমকর্তব্যম্। বর্ণাশ্রম-ভেদযুক্ত জনানামপি এবং জ্ঞাতব্যম্। অন্যেঽপি বিষয়া বর্ণাশ্রমভেদ বর্ণনা বসরে কথনীয়াঃ। এবং বিধ গুরুশিষ্য লক্ষণ-জ্ঞানায় গুরুশিষ্যয়োঃ পরস্পরং পরীক্ষা কর্তব্যা। পরস্পরং উপযুক্ত জ্ঞানে সতি দীক্ষা ভবতি। শ্রীভগবৎ পরায়ণ পরমাচার্যাণাং সুশাসনে যদ্যেবংবিধ গুরুশিষ্য লক্ষণং গুরুশিষ্য-বংশ পরম্পরাগতং ভবতি, তর্হি তত্র পরীক্ষণে-নালম্।

যে প্রসিদ্ধাঃ শ্রীভগবন্মন্ত্রা গুরুশিষ্য পরম্পরয়া বিচ্ছিন্নতয়া প্রদত্তা গৃহীতাশ্চ ভবন্তি তে সম্প্রদায়-

---

পূর্বিকা শ্রীগুরু ভক্তিরই অনুগত হন' 'শ্রীভগবানই গুরুরূপে উপদেশ করিয়া থাকেন' এই জ্ঞান দ্বারা যে গুরুভক্তি করা হয়, তাহাকেই শ্রীভগবৎ বুদ্ধি পূর্বিকা গুরুভক্তি বলা হয় (৯০০)

উক্ত প্রকার গুরুভক্ত শিষ্য গুরুভক্তি গুণে সর্বপ্রকার সৎশিষ্য লক্ষণ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবে অভক্তি দোষে অন্য প্রকার সৎশিষ্য লক্ষণ সকলও ব্যর্থ হইয়া যান। অন্যান্য গুরু লক্ষণ এবং শিষ্য লক্ষণ সকল 'শ্রীভগবৎভক্তি-বিলাস' হইতে জ্ঞাতব্য।

দেহাত্মবাদী সকলের স্বভাব ও বাসনা ভেদে বর্ণাশ্রম ভেদ হইয়া থাকে। তদতীত হেতু যে ব্যক্তি বাসনা বর্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণোদ্ভাষিত শান্তি স্বভাব যুক্ত সর্বশাস্ত্র তত্ত্ববিদ্ শ্রীভগবন্নিষ্ঠচিত্ত এবং শ্রীভগবন্ন্যস্তবৃত্তিক, তিনিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুরুযোগ্য হন। তদভাবে তত্তদ্ গুণ লাঘবক্রমে অন্যান্য ব্যক্তি গুরুযোগ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রতিলোম ভাবে অর্থাৎ উক্তপ্রকার সদ্‌গুণ বিহীন ব্যক্তির নিকট উক্ত প্রকার সদ্‌গণ যুক্ত ব্যক্তির দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য নয়। বর্ণাশ্রম ভেদযুক্ত ব্যক্তি সকলেও এই প্রকার জ্ঞাতব্য। অন্যান্য বিষয় বর্ণাশ্রমভেদ বর্ণনাকালে কথিত হইবেন। উক্ত প্রকার গুরুশিষ্য লক্ষণ জ্ঞানের জন্য গুরুর এবং শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা কর্ত্তব্যা হয়। পরস্পর পরস্পরকে উপযুক্ত জ্ঞান করিলে তদনন্তর দীক্ষা হইয়া থাকে। শ্রীভগবৎ পরায়ণ পরমাচার্য্য গণের সুশাসনে যদি উক্তপ্রকার গুরুশিষ্য লক্ষণ গুরু-শিষ্য বংশপরম্পরা গত হন, তবে সে স্থলে পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

যে সকল প্রধান শ্রীভগবৎ মন্ত্র গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রদত্ত এবং গৃহীত হইয়া থাকেন, সেই সকল মন্ত্রকে সম্প্রদায় সিদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক মন্ত্র বলা হয়। এই সাম্প্রদায়িক মন্ত্রের দীক্ষাই পরম প্রশস্তা এবং শীঘ্রই ফলপ্রদা হইয়া থাকেন। এরূপ দীক্ষাতে মূল শ্রীপরমা-চার্য্যের মাহাত্ম্য সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মধ্যবর্ত্তী

সিদ্ধাঃ সাম্প্রদায়িকা বা মন্ত্রাঃ কথ্যন্তে। অস্য সাম্প্রদায়িক মন্ত্রস্য দীক্ষৈব পরমপ্রশস্তা তূণমেব ফলপ্রদা চ ভবতি। এবংবিধায়াং দীক্ষায়াং মূল-শ্রীপরমাচার্যস্য মাহাত্ম্যং সঞ্চারিতং ভবতি। মধ্যবর্ত্তি গুরূণাং গুণাধিক্যস্য বিশেষাপেক্ষা ন ভবতি। এবং-বিধদীক্ষিতজনান্ সাম্প্রদায়িকভগবতা ইত্যুচ্যতে। তে শীঘ্রং শ্রীভগবৎ প্রসন্নতালাভায় বিশেষতঃ শ্রীগুরুপরম্পরানুগত্যং স্বীকুর্বন্তি। কিন্তু আসুর-ভাবদূষিতজনানাং সকাশে সর্বসম্ভাবা এব ব্যর্থাঃ স্যু।

দীক্ষিতো জনঃ প্রতিদিনং ব্রাহ্মমুহূর্তে নিদ্রা-ত্যাগং কৃত্বা দন্তধাবনং, হস্তপাদপ্রক্ষালনং বস্ত্রপরিবর্তনঞ্চ বিধায় শ্রীবৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণাদ্য-নন্তরং শ্রীভগবদ্ ধ্যানপরো ভবেৎ। ততঃ শ্রীভগবতঃ শয্যাত্যাগ-প্রার্থনাদি মঙ্গলারাত্রিক প্রভৃতি সেবাং সমাপ্য প্রাতঃ শৌচাদ্যনন্তরং যথা-বিধি স্নানং বস্ত্রপরিধানং বৈষ্ণবচিহ্নং ধৃত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যলীলোচিত নৈবেদ্যাদীন্ সমর্পয়েৎ। অথ পূজাদ্রব্যাদীন্ সম্পাদ্য আসনশুদ্ধ্যাদি-ভূতশুদ্ধি-প্রাণায়াম-ন্যাসাদীননুষ্ঠায় আসন-স্বাগত-পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনীয়-মধুপর্ক-স্নানীয়-বস্ত্র-যজ্ঞোপবীত আভরণ-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-বন্দনাদ্যুপচারান্ যথা-বিধি সমর্পয়েৎ। প্রাতরর্চনং সমাপ্য শ্রীভগবতো বিশ্রামপ্রার্থনানন্তরং শ্রীভবগৎ সেবা নির্বাহোপ-যুক্তবৃত্তিং সম্পাদয়েৎ। মধ্যাহ্নে স্নানাদ্যনন্তরং পূর্ববৎ ভগবদর্চনং ততো মহাপ্রসাদং সেবেত। অথাপরাহ্নে শ্রীবৈষ্ণব সভামধ্যে শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্তনাদৌ নিরতো ভবেৎ। সায়ংকালে স্নানাদ্যনন্তরং পূর্ববৎ শ্রীভগবদর্চনং, ততো ভগবল্লী-লাগান শ্রবণাদি কুর্বীত। প্রদোষে তদুচিত-গন্ধ-মাল্য-নৈবেদ্যতাম্বূলাদি সমর্প্য মহাপ্রসাদসেবনান্তে শয়ীত। তদেবং ব্রহ্মমুহূর্ত কালাৎ প্রদোষ কালং

গুরুগণের গুণাধিক্যের বিশেষাপেক্ষা হয় না। উক্ত প্রকার দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে সাম্প্রদায়িক ভাগবত বলা হয়। সাম্প্রদায়িক ভাগবতগণ শীঘ্র শ্রীভগবৎ প্রসন্নতা লাভোদ্দেশে বিশেষতঃ শ্রীগুরু-পরম্পরানুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আসুরভাব দূষিত ব্যক্তিগণের নিকটে সকল সম্ভাবই ব্যর্থ হইয়া যায়।

দীক্ষিত ব্যক্তি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কালে নিদ্রাত্যাগ করিয়া দন্তধাবন, হস্তপাদ প্রক্ষালন, বস্ত্র পরিবর্ত্তনাদি পূর্বক শ্রীবৈষ্ণবচিহ্ন ধারণাদ্য-নন্তর শ্রীভগবৎ ধ্যানপর হন। তদনন্তর শ্রীভগ-বানের শয্যাত্যাগ প্রার্থনাদি, মঙ্গলারাত্রিক প্রভৃতি সেবা সমাপন করিয়া প্রাতঃ শৌচাদ্যনন্তর যথাবিধি স্নান, বস্ত্র পরিধান বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলোচিত নৈবেদ্যাদি সমর্পণ করেন। তদনন্তর পূজা দ্রব্যাদি সম্পাদন করিয়া আসন শুদ্ধ্যাদি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাসাদি অনুষ্ঠান পূর্বক আসন-স্বাগত-পাদ্যঅর্ঘ্য-আচমনীয়-মধুপর্ক-স্থানীয়-বস্ত্র-যজ্ঞোপবীত-আভরণ-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-বন্দনাদি উপচার সকল যথাবিধি সমর্পণ করেন। প্রাতরর্চ্চন সমাপন পূর্বক শ্রীভগবানের বিশ্রাম প্রার্থনার পর শ্রীভগবৎ সেবা নির্বাহোপযুক্ত বৃত্তি সম্পাদন করেন। মধ্যাহ্নে স্নানাদ্যনন্তর পূর্ববৎ ভগবদর্চ্চন পরে মহাপ্রসাদ সেবন করেন। তদনন্তর অপরাহ্নে শ্রীবৈষ্ণব সভামধ্যে শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রত হন। সায়ংকালে স্নানাদ্যনন্তর পূর্ববৎ ভগবৎ অর্চ্চন, পরে ভগবল্লীলা গান শ্রবণাদি করেন। প্রদোষে তদুচিত গন্ধমাল্য নৈবেদ্যতাম্বূলাদি সমর্পণ পূর্বক মহাপ্রসাদ সেবনান্তে শয়ন করেন। এইপ্রকার ব্রহ্মমুহূর্তকাল হইতে প্রদোষকাল পর্য্যন্ত যথা শাস্ত্রোক্ত পঞ্চকালার্চ্চনে রত হইয়া থাকেন।

যাবদ্ যথা-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চকালার্চনে নিরতো ভবেৎ। সামর্থ্যে সতি অষ্টকালার্চনমপি কুরুতে। অস্মিন্ যথা-শাস্ত্রোক্ত মার্গে যথাকালে যথানিয়মে অর্চন-পাদসেবন-বন্দন-শ্রবণ কীর্তন-স্মরণাদীনাং সাধন-ভক্ত্যঙ্গানামনুষ্ঠানং ভবেৎ। তত্তৎ সাধনভক্ত্যঙ্গ নির্বাহ প্রকারঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে বিস্তৃত-রূপেণ বর্ণিতোঽস্তি।

অস্য যথাশাস্ত্রোক্ত মার্গস্যানুষ্ঠানে যোঽসমর্থঃ, সঃ শরণাগত্যা সর্বভয়নিবারকং শ্রীকৃষ্ণচরণযুগল মাশ্রয়েৎ। অয়মেব শরণাপত্তিমার্গ উচ্যতে। বহিরন্তঃ সর্বেন্দ্রিয়ৈঃ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণৈক পরায়ণতা এব শরণাপত্তিরুচ্যতে। অয়ং শরণাপত্তিমার্গ এব পরমভাগবতানাং পরমাশ্রয়ো ভবতি। অতএব যথাশাস্ত্রোক্ত মার্গাবলম্বিনোঽপি অস্য মার্গস্যা-বলম্বনং কুর্বন্তি। অতএব শ্রীপরমভাগবতা অবশ্য-মেব শ্রীভগবৎ শরণাগতা ভবন্তি, স্বেচ্ছয়া কশ্চিদ্ যথাশাস্ত্রোক্ত মার্গানুশীলনং কুরুতে, কশ্চিৎ ন বা।

যো জনঃ শ্রীভগবৎ শরণাগতঃ সন্ যথা-শাস্ত্রোক্ত মার্গস্যানুশীলনং ন কুরুতে, স নিজেচ্ছয়া পূর্বোক্ত ভক্ত্যঙ্গানামেকস্যানেকেস্য বানুশীলনং কুরুতে। কিন্তু শ্রীপরমাচার্যস্যাদেশেন সদাচারানু-সারেণ চ শ্রীভগবৎ শরণাগতস্য শ্রীগুরোঃ সন্নিধানাৎ শ্রীভগবন্নামাত্মক মহামন্ত্র গ্রহণ পূর্বক সংখ্যয়া তৎ স্মরণ-কীর্ত্তনপরোঽবশ্যমেব ভবেৎ। শাস্ত্রোক্ত সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রদীক্ষায়াং যথাশাস্ত্রোক্ত মার্গানুশীলনে চাযোগ্যোঽপি এতন্নামাত্মক মহামন্ত্র প্রভাবাৎ তদ্‌যোগ্যো ভবতি। শ্রীভগবৎ সেবামাত্রকামা একান্তভাগবতাঃ প্রায়ঃ সপ্রেম-শ্রীভগবন্নামরূপ-গুণ লীলায়াঃ শ্রবণ- কীর্ত্তন-স্মরণপরায়ণা ভবন্তি, কদাচিৎ পাদসেবনার্চনবন্দনপরা ভবন্তি। অর্চনেচ্ছা-জাতে স্বরসেন স্বমন্ত্র দ্বারা সপ্রেমেণ যথেচ্ছোপচারান্ সমর্পয়ন্তি, বিধিবাহুল্যানুষ্ঠানং নেচ্ছন্তি।

সমর্থ হইলে অষ্টকালার্চ্চনও করিয়া থাকেন। এই যথাশাস্ত্রোক্ত মার্গে যথাকালে যথানিয়মে অর্চ্চন, পাদসেবন, বন্দন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি সকল সাধনভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইয়া থাকেন। তত্তৎ সাধনভক্ত্যঙ্গ নির্ব্বাহ প্রকার 'শ্রীভগবৎভক্তি বিলাসে' বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

এই যথা-শাস্ত্রোক্ত মার্গের অনুষ্ঠানে যে ব্যক্তি অসমর্থ হন, তিনি শরণাগত ভাবে সর্বভয় নিবারক শ্রীকৃষ্ণচরণ যুগলকে আশ্রয় করেন, ইহাকে শরণাপত্তি মার্গ বলা হয়। বহিরন্ত সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ মাত্র পরায়ণতাকে শরণাপত্তি বলা হয়। এই শরণাপত্তি মার্গই পরম ভাগবতগণের পরমাশ্রয় হইয়া থাকেন। যথা-শাস্ত্রোক্ত মার্গাবলম্বী সকলও এই মার্গের অবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীপরমভাগবতগণ অবশ্যই শ্রীভগবৎ শরণাগত হইয়া থাকেন, ইচ্ছানু-সারে কোন ব্যক্তি যথা-শাস্ত্রোক্ত মার্গের অনুশীলন করেন, কোনব্যক্তি বা তাহা করেন না।

যে ব্যক্তি শ্রীভগবৎ শরণাগত হইয়া যথা-শাস্ত্রোক্ত মার্গের অনুশীলন করেন না, তিনি নিজেচ্ছানুসারে পূর্বোক্ত ভক্ত্যঙ্গ সকলের একাঙ্গের বা অনেকাঙ্গের অনুশীলন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীপরমাচার্য্যের আদেশ এবং সদাচারানুসারে শ্রীভগবৎ শরণাগত শ্রীগুরুর নিকট হইতে শ্রীভগ-বন্নামাত্মক মহামন্ত্রের গ্রহণ পূর্বক সংখ্যা সহ তৎ স্মরণ-কীর্তন পর অবশ্য হন। শাস্ত্রোক্ত সুপ্রসিদ্ধ মহামন্ত্র দীক্ষাতে এবং যথা শাস্ত্রোক্ত মার্গানুশীলনে অযোগ্য ব্যক্তিও এই শ্রীনামাত্মক মহামন্ত্র প্রভাবে তদ্‌যোগ্য হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবৎ সেবামাত্র কাম একান্ত ভাগবতগণ প্রায় সপ্রেমে শ্রীভগবন্নামরূপ গুণ লীলার শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পরায়ণ হইয়া থাকেন। কদাচিৎ পাদ-সেবনার্চ্চন বন্দনপর হন। অর্চ্চনেচ্ছা হইলে স্বরসের সহিত স্বমন্ত্র দ্বারা সপ্রেমে যথেচ্ছ উপচার

প্রেমোন্মত্ত-শ্রীমহাভাগবতানাং যথেচ্ছ নাম সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যং কর্তব্যম্। শ্রীভগবৎ শরণাগত মহাভাগবতানাং শাস্ত্রোক্ত বৈধ নিয়মানুসারেণার্চ-নাদি ভক্ত্যঙ্গানামনুষ্ঠানং যথাশ্রদ্ধাশক্তি শাস্ত্রোক্ত তত্তদ্ভক্ত্যঙ্গানামনুষ্ঠানঞ্চেতি দ্বৈবিধ্যাদুক্ত-মার্গদ্বয় ভেদঃ স্যাৎ। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রাণামননুমোদিত মনঃকল্পিত ভক্ত্যঙ্গস্যানুষ্ঠানং কদাপি ন কর্তব্যম। তৎ পাষণ্ড মার্গরূপেণ পরিগণ্যতে। যে মহা-ভাগবতাঃ পরিত্যক্ত বিষয়াস্তেষাং কৃতে এবায়ং শরণাপত্তিমার্গঃ শ্রেয়স্করঃ। শ্রীভগবৎ সেবার্থে স্বীকৃত বিষয়ানাং মহাভাগবতানাং কৃতে প্রায়ো যথাশাস্ত্রোক্ত ভক্তিমার্গঃ শ্রেয়স্করো ভবতি।

প্রোক্তানুসারেণ যঃ কোঽপি যেন কেন প্রকারেণ সাধন ভক্ত্যঙ্গানি অনুষ্ঠাতু মর্হতি। কিন্তু বক্ষ্যমান প্রকারেণ দেহত্রয়ানুসন্ধানং সকল মহাভাগবতানামেব কর্তব্যম্। ইদং দৃশ্যং পাঞ্চ-ভৌতিকং শরীরং প্রাকৃত দেহ ইতি কথ্যতে। বর্ণাশ্রমভেদাজ্ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি-বৈষয়িক-সুখদুঃখ-ভোজন-পান শয়ন-মলমূত্রোৎসর্গাদি-দেহধর্মাণি অস্মিন্ প্রাকৃত দেহে এব ভবন্তি। সাংখ্যযোগানুসারেণাস্মাৎ প্রাকৃতদেহাদিতঃ এব জীবাত্মনঃ পার্থক্যানুসন্ধানং ক্রিয়তে। যোগ-শাস্ত্রোক্ত সমাধিনা এতৎ প্রাকৃতদেহসম্বন্ধি চিত্ত-স্যৈব বৃত্তিনিরোধঃ ক্রিয়তে। স্বর্গাদি ফলকামা তত্ত্বজ্ঞানকামা বা জনা এতৎ-প্রাকৃতদেহেনৈব বৈদিক স্মার্ত যজ্ঞাদেরনুষ্ঠানং ক্রিয়তে, তত্ত্বজ্ঞাপক-শাস্ত্রেণ তত্ত্বজ্ঞা এতৎপ্রাকৃত দেহাদীন তদীয় মায়াশক্তিকার্য্যত্বাৎ পরব্রহ্মাভিন্নমাত্ররূপেণ পশ্যন্তি।

কিন্তু শ্রীভগবৎ শরণাগত মহাভাগবতা ভাবনয়া অস্মাৎ প্রাকৃত দেহাদিতঃ পরেঽপ্রাকৃত সিদ্ধ-সাধকদেহাদৌ স্থিত্বৈব সাধনরূপায়াঃ শ্রীভগবদ্-ভক্তেরনুশীলনং কুর্বন্তি। তাদি-শব্দে-

---

সকলের সমর্পণ করিয়া থাকেন, বিধি বাহুল্যানু-ষ্ঠানে ইচ্ছা করেন না।

প্রেমোন্মত্ত শ্রীমহাভাগবতগণের যথেচ্ছ নাম সংকীর্ত্তনই মুখ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ শরণাগত মহাভাগবতগণের শাস্ত্রোক্ত বৈধ নিয়মানুসারে অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান এবং যথাশ্রদ্ধাশক্তি শাস্ত্রোক্ত তত্তৎ ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান এই দ্বৈবিধ্য ভেদে উক্ত মার্গদ্বয় ভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র সকলের অননু-মোদিত মনঃকল্পিত ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান কদাচ কর্তব্য নয়। তাহা পাষণ্ড মার্গরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। যে সকল মহাভাগবত পরিত্যক্ত-বিষয় হন, তাঁহাদের পক্ষেই এই শরণাপত্তিমার্গ শ্রেয়স্কর হন। শ্রীভগবৎ সেবার্থে স্বীকৃত বিষয় মহাভাগবতগণের পক্ষে প্রায় যথা-শাস্ত্রোক্ত ভক্তি মার্গ শ্রেয়স্কর হইয়া থাকেন।

উক্তানুসারে যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে সাধন ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু বক্ষ্যমান প্রকারে দেহত্রয়ানুসন্ধান সকল মহাভাগবতেরই কর্ত্তব্য হয়। এই দৃশ্য পাঞ্চভৌতিক শরীরকে প্রাকৃত দেহ বলা হয়। বর্ণাশ্রমভেদ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি বৈষয়িক সুখ দুঃখ ভোজন পান শয়ন মলমূত্রোৎসর্গাদি দেহ ধর্ম্ম সকল এই প্রাকৃত দেহেই হইয়া থাকে। সাংখ্য-যোগানুসারে এই প্রাকৃত দেহাদি হইতেই জীবাত্মার পার্থক্যানুসন্ধান করা হয়। যোগ-শাস্ত্রোক্ত সমাধি দ্বারা এই প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধি চিত্তেরই বৃত্তি নিরোধ করা হয়। স্বর্গাদি ফল-কাম বা তত্ত্বজ্ঞানকাম ব্যক্তিগণ এই প্রাকৃত দেহ দ্বারাই বৈদিক-স্মার্ত্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞাপক শাস্ত্র দ্বারা তত্ত্বজ্ঞগণ এই প্রাকৃত দেহাদিকে তদীয় মায়াশক্তি কার্য্য হেতু পরব্রহ্মাভিন্ন মাত্ররূপে দেখিয়া থাকেন।

কিন্তু শ্রীভগবৎ শরণাগত মহাভাগবতগণ

নাত্রান্তঃ করণাদি গৃহীতোঽভূৎ। অয়ং সিদ্ধ-সাধকদেহোঽপি সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যরূপো ভবেৎ। যত এতদ্দেহোঽপি চিচ্ছক্তি বিলাস-রূপঃ, ন তু মায়াশক্তি কার্যরূপঃ। শ্রীভগবৎ শরণাগত মহাভাগবতং প্রতি শ্রীভগবাননুগ্রহেণ স্বভক্তি নির্বাহার্থং স্বরূপঘন বৈচিত্র্যরূপ শরীরস্ত সমর্পণং করোতি। অতএব দেহোঽয়ং ষড়্ভাব বিকাররহিতঃ।

যথা রাজা স্বপরিকরান্ যথাযোগ্য পরিচ্ছদং প্রযচ্ছতি, তেঽপি রাজদত্ত পরিচ্ছদ্ ধারণং বিনা রাজকার্য নির্বাহায় সমর্থা ন ভবন্তি। তথা শ্রীভগবৎ শরণাগতিং প্রাপ্তাবেব শ্রীভগবান্ শরণাগত জনান্ স্বরূপঘনবৈচিত্র্যরূপমপ্রাকৃতদেহঃ প্রযচ্ছতি। তদ্ব্যতিরেকেণাপ্রাকৃত শ্রীভগবৎ প্রীতেরনুশীলনং ন সম্ভবতি। যতোঽপ্রাকৃতবস্তু প্রাকৃত গোচরো ন ভবতি। অয়মপ্রাকৃতসিদ্ধসাধক-দেহঃ শ্রীবৈষ্ণব-চিহ্নাঢ্যো নিত্যকৈশোরবয়স্থঃ শ্রীগুরুদত্তনামকশ্চ ভবতি। শ্রীভগবৎশরণাগত সাধক মহাভাগবতা ভাবনয়া অস্মিন্ সিদ্ধসাধক দেহে শ্রীভগবদ্ ব্রজ-ধাম্নি স্বাভিলাষ প্রকটিত স্বগুরুবর্গ সমর্পিত শ্রীভগবৎ শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরু দেবোপদিষ্টমতেন পূর্ব লিখিত স্বাভিলাষানুসারেণ সাধন ভক্ত্যঙ্গানাং নির্বাহং কুর্বন্তি। যদ্যপি প্রাকৃত সাধকদেহেনৈব সাধন ভক্ত্যঙ্গানাং নির্বাহঃ স্যাৎ, তথাপি তদধিষ্ঠিত সিদ্ধসাধকদেহেনৈবোক্তস্থানে তন্নির্বাহ-ভাবনা কুর্বন্তি, যথাস্থানে প্রাকৃতদেহাবস্থানং পশ্যন্তি।

অস্য প্রাকৃতদেহস্যান্তে যাদৃশদেহেন শ্রীভগ-

ভাবনা দ্বারা এই প্রাকৃত শরীরাদি হইতে অতীত অপ্রাকৃত সিদ্ধ-সাধক দেহাদিতে অবস্থান করিয়াই সাধনরূপা শ্রীভগবৎভক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। আদি শব্দের দ্বারা এস্থানে অন্তঃকরণ প্রভৃতি গৃহীত হইলেন। এই সিদ্ধ সাধক দেহও সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যরূপ হইয়া থাকেন। যেহেতু এই দেহও চিচ্ছক্তি বিলাসরূপ হন, মায়াশক্তি কার্য্য হন না। শ্রীভগবৎ শরণাগত মহাভাগবতের প্রতি শ্রীভগবান অনুগ্রহপূর্বক স্বভক্তি নির্বাহার্থে স্বরূপঘন বৈচিত্র্যরূপ শরীরের সমর্পণ করিয়া থাকেন। অতএব এই দেহ ষড়ভাববিকার রহিত হন।

যে প্রকার রাজা রাজপরিকরগণকে যথা-যোগ্য পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া থাকেন। রাজ-পরিকরগণও রাজদত্ত পরিচ্ছদ ধারণ ব্যতিরেকে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন না। সেই প্রকার শ্রীভগবৎ শরণাগত হওয়ামাত্র শ্রীভগবান শরণাগত ব্যক্তিগণকে স্বরূপঘন বৈচিত্র্যরূপ অপ্রাকৃত দেহ প্রদান করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত দেহ ব্যতিরেকে অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎ প্রীতির অনু-শীলন হইতে পারে না, যেহেতু অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত গোচর হয় না। এই অপ্রাকৃত সিদ্ধ-সাধক দেহ শ্রীবৈষ্ণবচিহ্নাঢ্য নিত্য কৈশোর বয়ঃস্থ ও শ্রীগুরু দত্ত নামক হন। শ্রীভগবৎ শরণাগত সাধক মহাভাগবতগণ ভাবনা দ্বারা এই সিদ্ধ-সাধক দেহে শ্রীভগবৎ ব্রজধামে স্বাভিলাষ প্রকটিত স্বগুরুবর্গ সমর্পিত শ্রীভগবৎ শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরু দেবোপদিষ্ট মতে পূর্ব্ব লিখিত স্বাভি-লাষানুসারে সাধন ভক্ত্যঙ্গ সকলের নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যদ্যপি প্রাকৃত সাধক দেহ দ্বারাই সাধন ভক্ত্যঙ্গ সকলের নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তথাপি তদধিষ্ঠিত সিদ্ধসাধক দেহ দ্বারাই উক্ত স্থানে তন্নির্ব্বাহ ভাবনা করেন যথাস্থানে প্রাকৃত দেহাবস্থান দেখিয়া থাকেন।

এই প্রাকৃত দেহান্তে যে প্রকার দেহ দ্বারা শ্রীভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবনেচ্ছা করা হয়

বদ্ধাম্নি শ্রীভগবতঃ সেবনেচ্ছা ভবতি, তমপ্রাকৃতং সচ্চিদানন্দ ঘনবৈচিত্র্যাত্মকদেহং সিদ্ধদেহঃ কথ্যতে। তেন সিদ্ধদেহেন শ্রীভগবদ্ধাম্নি যাদৃশীসেবালাভস্যাভিলাষো ভবতি, তেন সিদ্ধদেহেন শ্রীভগবদ্ধাম্নি তৎসেবনং নিরন্তরং কারয়তি—ঈদৃশীভাবনাপি নিরন্তরং কর্তব্যা। যতঃ শ্রীভগবতোঽ পরিচ্ছিন্ন বৈকুণ্ঠধাম্নি শ্রীভগবন্নিত্যপরিকরদেহাঃ শ্রীভগবৎ স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যস্বরূপা ভবন্তি, শ্রীভগবৎ প্রীতিরপি তন্ময়ী, শ্রীভগবৎ সেবাঽপি শ্রীভগবদ্ধাম্নি স্বতঃসিদ্ধা ভবতি। সা সাধনভক্ত্যা কদাপি সাধ্যা ন ভবতি, কেবলং প্রাকট্যং লভতে। নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবদ্ভক্তানাং প্রাগুক্ত বৈগুণ্যেন সা শ্রীভগবৎ-প্রীতিস্তন্ময়ী শ্রীভগবৎ সেবা চাচ্ছাদিত প্রায়া তিষ্ঠতি বীজায়মানমপি কালাদি বৈগুণ্যেন বীজমিব। সাধনভক্ত্যা তস্যাঃ স্বতঃ সিদ্ধাপ্রেমসেবায়া এব প্রাকট্যং স্যাৎ। অতএব শ্রীমহাভাগবতবৃন্দঃ স্বতঃ সিদ্ধ শ্রীভগবদ্ধাম্নি স্বতঃ সিদ্ধদেহেন স্বতঃ সিদ্ধ প্রীতি-সেবামনুশীলয়ন্তি। তদাচ্ছাদক বৈগুণ্য দূরীকরণায় সিদ্ধসাধকদেহেন সাধনভক্তে র্নির্বাহং কুর্বন্তি। সিদ্ধসাধকদেহোঽপি যদ্যপি শ্রীভগবদনুগ্রহপ্রাপ্তত্বাৎ স্বতঃসিদ্ধ-সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যাত্মকো ভবতি, তথাপি বৈগুণ্যাপসারকত্বাৎ সাধকরূপো ভবতি। ভূতশুদ্ধি-প্রাণায়াম-ন্যাসাদিনা শোষণ-দহণ-প্লাবন-দৃঢ়ীকরণ-যোগ্যত্বসম্পাদন-মন্ত্রময়ীকরণানি সংস্কার বিধানানি ভবন্তি। তানি তদধিষ্ঠানরূপ প্রাকৃত-দেহাদাবেব সম্পাদ্যানি। তেন প্রাকৃতদেহস্তদাকারে বিলয়ং প্রাপ্নোতি। রাগানুগা-সাধনভক্তের্বর্ণনীয় বিষয়ঃ পূর্বমুল্লিখিতং তদনুসারাদত্র যথাযুক্ত রূপেণ তন্নির্বাহ্যম্।

সেই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ ঘনবৈচিত্র্যাত্মক দেহকে সিদ্ধদেহ বলা হয়। সেই সিদ্ধ দেহ দ্বারা শ্রীভগবদ্ধামে যে প্রকার সেবা লাভের অভিলাষ হয় সেই সিদ্ধদেহ দ্বারা শ্রীভগবদ্ধামে সেই সেবন নিরন্তর করাইতেছেন এরূপ ভাবনাও নিরন্তর কর্ত্তব্যা হন। যেহেতু শ্রীভগবানের অপরিচ্ছিন্ন বৈকুণ্ঠ ধামে শ্রীভগবন্নিত্য-পরিকর দেহ সকল শ্রীভগবৎ স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যস্বরূপ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ প্রীতিও তন্ময়ী শ্রীভগবৎ সেবাও শ্রীভগবদ্ধামে স্বতঃসিদ্ধা হইয়া থাকেন। তাহা সাধনভক্তি দ্বারা কদাচ সাধ্যা হন না, কেবলমাত্র প্রাকট্য লাভ করিয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎ ভক্তগণের পূর্ব্বোক্ত বৈগুণ্য দ্বারা সেই শ্রীভগবৎ প্রীতি এবং তন্ময়ী শ্রীভগবৎ সেবা আচ্ছাদিত প্রায় হইয়া থাকেন। সাধন-ভক্তি দ্বারা সেই স্বতঃসিদ্ধা প্রেম-সেবারই প্রাকট্য হয়, অতএব শ্রীমহাভাগবতগণ স্বতঃসিদ্ধ শ্রীভগবদ্ধামে স্বতঃসিদ্ধ দেহ দ্বারা স্বতঃ সিদ্ধ প্রীতি সেবার অনুশীলন করিয়া থাকেন। তদাচ্ছাদক বৈগুণ্য দূরীকরণ জন্য সিদ্ধ-সাধক দেহদ্বারা সাধন ভক্তির নির্বাহ করিয়া থাকেন। সিদ্ধসাধক দেহও যদ্যপি শ্রীভগবদ্ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হেতু স্বতঃসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন বৈচিত্র্যাত্মক হন, তথাপি বৈগুণ্যাপসারকহেতু সাধকরূপ হইয়া থাকেন। ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ন্যাসাদি দ্বারা শোষণ দহন প্লাবন দৃঢ়ীকরণ যোগ্যত্ব সম্পাদন, মন্ত্রময়ীকরণ প্রভৃতি সংস্কার বিধান করা হয়। তাহা তদধিষ্ঠানরূপ প্রাকৃত দেহাদিতেই করা হয়। তদ্দ্বারা প্রাকৃত দেহ তদাকারে বিলয় প্রাপ্ত হয়। রাগানুগা সাধনভক্তি'র বর্ণনীয় বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছেন। তদনুসারে এস্থলে যথাযুক্ত রূপে তন্নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য।

একরূপা সাধরভক্তিরেব রাগানুগা স্বতন্ত্রা চ ভেদাদ্দ্বিবিধা ভবতি। শ্রীব্রজবাসিনাং ভাবাপ্তয়ে কৃতা সতী রাগানুগা নাম ধত্তে। প্রভু বুদ্ধিপূর্বিকা সেবাপ্তয়ে পঞ্চবিধা মুক্তিলাভার্থে বা কৃতা চেৎ স্বতন্ত্রা নাম ধত্তে। শাস্ত্রবিধিমাত্র প্রেরিতাত্বাদিয়ং স্বতন্ত্রা সাধনভক্তি বৈধীভক্তিরিত্যুচ্যতে। বৈধীভক্ত্যধিকারিণঃ স্বস্বাভিলাষানুসারেণ সিদ্ধদেহসেবাদেরনুশীলনং কুর্বন্তি। শ্রীভগবদর্চনেঽধিষ্ঠানস্য প্রয়োজনম্। শ্রীভগবান্ উদ্ধবং (১১।১১) প্রতি—সূর্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্। ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥ ইত্যেকাদশ পূজাস্থানানি কথিতানি। স্থানান্তরে চ ভগবদ্বচনে সূর্যোপলক্ষণেন চন্দ্রস্তারাগণশ্চ, স্বদেহোপলক্ষণেন বাক্যং মনশ্চ গৃহীতম্। কেবল ভূতলে শ্রীভগবতঃ পূজা ন ভবেৎ, অতএব শ্রীশালগ্রামশিলায়াং, মন্ত্রে যন্ত্রে বেদীস্থ নানাবর্ণ চিত্রমণ্ডলে প্রতিমাদৌ চ শ্রীভগবদর্চনং ভবতি। শালগ্রালশিলোপলক্ষণে দ্বারকাচক্রঃ শ্রীভগবন্মুখনির্গতবচনবলাৎ শ্রীগোবর্ধনশিলা চ গৃহীতা। মন্ত্রোপলক্ষণে শ্রীভগবন্নাম চ গ্রহণীয়ং ভবতি। শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী মনোময়ী মণিময়ী ভেদাৎ প্রতিমাষ্ট বিধা ভবতি। এষু অধিষ্ঠানেষু শ্রীভগবদ্রূপস্য ধ্যানেনোপচারাণাং সমর্পণং ভবেৎ। যস্যাধিষ্ঠানস্য যদ্বিশেষ হিতকরং, তেন উপচারকল্পনং কুর্যাৎ। তদসম্ভবস্থলে ধ্যানময়োপচারস্য প্রসিদ্ধোপচারস্য বা সমর্পণং ভবতি। ১

ক্বচিদধিষ্ঠানে কেবলমুখ্যাঙ্গ বিশেষেণৈবার্চনং ভবতি। অতএব সূর্যে ত্রয্যা বিদ্যয়া, অগ্নৌ হবিষা, ব্রাহ্মণে আতিথ্যেন, গোষু যবসাদিনা,

---

একরূপা সাধনভক্তিই রাগানুগা ও স্বতন্ত্রা ভেদে দ্বিবিধা হন। শ্রীব্রজবাসীগণের ভাবপ্রাপ্তি লালসায় কৃতা হইলে রাগানুগা নাম ধারণ করেন। প্রভুবুদ্ধি পূর্বিকা সেবাপ্রাপ্তি লালসায় বা পঞ্চবিধ মুক্তি লাভর্থে কৃতা হইলে স্বতন্ত্রা নাম ধারণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রবিধিমাত্র প্রেরিতা হেতু এই স্বতন্ত্রা সাধনভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলা হয়। বৈধী ভক্ত্যধিকারী সকল নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে সিদ্ধদেহে সেবাদির অনুশীলন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবদর্চনে অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। শ্রীভগবান উদ্ধবের প্রতি সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ বায়ু, জল, পৃথিবী, নিজদেহ এবং সর্ব্বপ্রাণি দেহ এই একাদশ পূজাস্থান বলিয়াছেন। স্থানান্তরে সেই ভগবদ্বচনানুসারে সূর্য্যের উপলক্ষণদ্বারা চন্দ্র ও তারাগণ, স্বদেহের উপলক্ষণ দ্বারা বাক্য এবং মন গৃহীত হন। কেবল ভূতলে শ্রীভগবানের পূজা হয় না অতএব শ্রীশালগ্রাম শিলাতে মন্ত্রে যন্ত্রে বেদীস্থ নানা বর্ণ চিত্রমণ্ডলে এবং প্রতিমাদিতে শ্রীভগবানের পূজা হইয়া থাকে। শালগ্রাম শিলার উপলক্ষণে দ্বারকাচক্র এবং শ্রীভগবন্মুখ নির্গত বচন বলে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাও গৃহীত হন। মন্ত্রোপলক্ষণে শ্রীভগবন্নামও গ্রাহ্য হইয়া থাকেন। শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী এবং মণিময়ী ভেদে প্রতিমা অষ্টবিধা হন। এই সকল অধিষ্ঠানে শ্রীভগবদ্রূপের ধ্যান পূর্ব্বক উপচার সকলের সমর্পণ করা হয়। যে অধিষ্ঠানের যাহা বিশেষ হিতকর তদ্দ্বারা উপচার কল্পনা করা হয়। তদসম্ভবস্থলে ধ্যানময় উপচার বা প্রসিদ্ধোপচার সমর্পণ হয়।

কোন অধিষ্ঠানে কেবল মুখ্যাঙ্গ বিশেষ দ্বারা অর্চন হইয়া থাকে। অতএব সূর্যে ঋক্ যজুঃ সামরূপ ত্রিবিধমন্ত্রদ্বারা, অগ্নিতে হবিদ্বারা

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা, হৃদাকাশে ধ্যাননিষ্ঠয়া, বায়ৌ মুখ্যধিয়া, তোয়ে গন্ধপুষ্পাদিসহ জলেন, আত্মদেহে ভোগেন, সর্বপ্রাণিদেহে সমদৃষ্ট্যা অর্চনং ভবতি। অযোগ্যত্বাৎ তৃণাদি শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে অদেয়ম্, তথাপি অধিষ্ঠানহিতার্থে প্রদেয়ম্। শালগ্রাম-মন্ত্র-যন্ত্র-স্থণ্ডিল-প্রতিমাদৌ প্রসিদ্ধোপচারেণ সমর্চনং ভবতি।

পঞ্চরাত্র বিধিজ্ঞ-পরমভাগবতাঃ শালগ্রামশিলা দ্বারকাচক্রাঙ্ক শিলাসহিত শ্রীমূর্তৌ সমর্চনমেব সর্বতোঽধিকং মন্যন্তে। যতোঽস্যাং শ্রীমূর্তাবেব সর্বোপচারসমর্পণং সর্ববিধভক্ত্যঙ্গানামনুষ্ঠানং মাধুর্যানুভবো যাত্রামহোৎসবাদি নির্বাহঃ পরমানন্দাদিরপি ভবতি। শ্রীমূর্তৌ যাদৃশঃ সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্দর্শনানুভবানন্দো ভবতি, তাদৃশোঽন্যাধিষ্ঠানে ভবিতুং নার্হতি। কিন্তু শ্রীমূর্তাবুক্তবিধ শ্রীভগবদর্চনস্য সর্বাঙ্গপরিপূর্ণতা সত্ত্বেঽপি শ্রীভগবদ্‌ভক্তস্যানাদরে শ্রীমূর্তৌ শ্রীভগবদর্চনং শুভপ্রদং ন স্যাৎ। শ্রীভগবদ্ভক্ত এব শ্রীভগবতশ্চলা শ্রীমূর্তির্ভবতি। শ্রীভগবদ্ভক্তে শ্রীভগবতো যাদৃশঃ পরিপূর্ণরূপাবির্ভাবো ভবতি, তাদৃশোঽন্যাধিষ্ঠানে শ্রীমূর্তৌ বা তন্ন ভবতি; অতএব শ্রীভগবৎ পূজাতঃ শ্রীভগবদ্‌ভক্তস্য পূজাঽধিকা ভবতি। শ্রীভগবদ্‌ভক্তস্যানাদরে প্রতিমাদৌ শ্রীভগবৎ পূজা কদাপি ফলপ্রদা ন ভবতি, প্রত্যুতঃ শ্রীভগবতি অপরাধো ভবতি।

গুণাতীত ভগবৎস্বরূপস্য, বিশ্বরূপাত্মক শ্রীভগবৎ বহিরঙ্গস্বরূপস্য, তৎপ্রতিপাদকবেদাত্মক শ্রীভগবৎস্বরূপস্য চোপাসকত্বাদ্ ব্রাহ্মণো ঽপি শ্রীভগবদ্‌ভক্তরূপো ভবতি। তদনাদরেঽপি শ্রীভগবৎপূজা ফলপ্রদা ন ভবতি। অতএবে-

---

ব্রাহ্মণে অতিথি সৎকার দ্বারা, গাভীতে তৃণাদি দ্বারা, বৈষ্ণবে বন্ধু সৎকার দ্বারা, হৃদয়াকাশে ধ্যান নিষ্ঠা দ্বারা, বায়ুতে মুখ্যপ্রাণবুদ্ধি দ্বারা, জলে গন্ধ পুষ্পাদি সহিত জলদ্বারা, আত্মদেহে ভোগদ্বারা, সর্বপ্রাণিদেহে সমদৃষ্টিদ্বারা অর্চন হইয়া থাকে। অযোগ্য হেতু তৃণাদি শ্রীভগবদুদ্দেশে অদেয় হইলেও অধিষ্ঠানহিতার্থে প্রদান করা হয়। শালগ্রাম মন্ত্র যন্ত্র স্থণ্ডিল প্রতিমা প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধোপচারদ্বারা সমর্চন হইয়া থাকে।

পঞ্চরাত্র বিধিজ্ঞ পরমভাগবতগণ শালগ্রাম শিলা, দ্বারকাচক্রাঙ্কশিলা সহিত শ্রীমূর্ত্তিতে সমর্চনকেই সর্ব্বতোঽধিক মানিয়া থাকেন। এই শ্রীমূর্ত্তিতেই সর্ব্বোপচার সমর্পণ, সর্ববিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান, মাধুর্য্যানুভব এবং যাত্রা-মহোৎসবাদি নির্বাহ, পরমানন্দাদি হইয়া থাকে। শ্রীমূর্ত্তিতে যে প্রকার সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্দর্শনানুভবানন্দ হয় সে প্রকার অন্যাধিষ্ঠানে হইতে পারে না কিন্তু শ্রীমূর্ত্তিতে উক্তপ্রকার শ্রীভগবদর্চনের সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণতা হইলেও, শ্রীভগবদ্ভক্তের অনাদরে শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীভগবদর্চন শুভপ্রদ হন না। শ্রীভগবদ্ভক্তই শ্রীভগবানের চলা শ্রীমূর্ত্তি হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্ভক্তে শ্রীভগবানের যে প্রকার পরিপূর্ণরূপ আবির্ভাব হইয়া থাকে, এ প্রকার অন্যাধিষ্ঠানে বা শ্রীমূর্ত্তিতে তাহা হয় না; অতএব—শ্রীভগবৎ পূজা হইতে শ্রীভগবদ্ভক্তের পূজা অধিক হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্ভক্তের অনাদরে প্রতিমা প্রভৃতিতে শ্রীভগবৎ পূজা কদাচ ফলপ্রদা হন না, প্রত্যুত শ্রীভগবানে অপরাধ হইয়া থাকে।

গুণাতীত ভগবৎস্বরূপের, বিশ্বরূপাত্মক শ্রীভগবৎ বহিরঙ্গ স্বরূপের এবং তৎপ্রতিপাদক বেদাত্মক শ্রীভগবৎস্বরূপের উপাসক হেতু ব্রাহ্মণগণও শ্রীভগবদ্ভক্ত রূপ হন। তদনাদরেও শ্রীভগবৎ পূজা ফলপ্রদ হন না। অতএব

ন্দ্রদ্যুম্নরাজো অগস্তমুনেরভিশাপাদ্ গজশরীরধারণ পূর্ব্বক গ্রাহেণাক্রান্তোঽভূৎ। যতঃ স রাজা অর্চনকালে তস্য মুনেরাগমনং বীক্ষ্যাপি তদনাদরেণ শ্রীমূর্তিপূজনে নিরতো বভূব। কিন্তু শ্রীভগবদর্চনপ্রভাবাৎ গজশরীরেঽপি তস্য ভগবৎস্মৃতিরাসীৎ। গজেন্দ্রস্তবে পরিতুষ্টো ভগবান্ গ্রাহং নিহত্য গজেন্দ্রমোক্ষণঞ্চচার। শ্রীভগবদ্ভক্তানাং বার্তা দূরেঽস্তুঅন্যেষু প্রাণিষু দ্বেষপরায়ণস্যাপি শ্রীভগবৎ পূজা ফলপ্রদা ন ভবতি। অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তেষু পরমাভক্তিপূর্বিকা, ব্রাহ্মণেষু সম্মানপূর্বিকা, সর্বজীবেষু দ্বেষত্যাগপূর্বিকা চ শ্রীভগবদ্ভক্তিরেব ফলপ্রদা ভবতি। শ্রীভগবদবতারবুদ্ধ্যাঽন্যদেবোপাসকা অপি ভগবদ্ভক্তরূপা ভবন্তি। তেষামবজ্ঞাঽপি ভগবদ্ভক্তাবজ্ঞা স্যাৎ। শ্রীভগবৎপ্রীতিরেব জীবস্য নিরূপাধিক স্বভাবরূপা ভবতি। শ্রীভগবদর্চনাদিভি র্ভগবৎপ্রীতেরনুশীলনং ভবতি। অতএব এভিঃ সাধনভক্ত্যঙ্গৈঃ শ্রীভগবৎ প্রীতেরাবির্ভাবো ভবতি।

কোঽপি বাঞ্ছতি চেৎ পূর্ব্বোক্ত ভক্ত্যঙ্গৈঃ শ্রীশিবব্রহ্মাদি প্রীতিঃ, তত্তল্লোকঃ, ত্রিবিধ বিবেক-পঞ্চবিধসমাধি-বৈরাগ্য-সর্ববিধমুক্তিসিদ্ধিঃ সর্ববিধ ভুক্তিশ্চ স প্রাপ্নোতি। কিন্তু আসুরস্বভাবপ্রাপ্তাঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত্যঙ্গেষু বিশ্বাসরহিতাঃ স্বতন্ত্রসাধনস্যানু শীলনং কুর্বন্তি। কেবলশান্তেঃ একান্ত ভক্তিরূপোপাসনায়াশ্চাভাব এবাত্রমুখ্যং কারণমিতি পূর্বমেবোক্তম্। অতএব নানাকামপরো ভূত্বা কশ্চিৎ শ্রীশিবস্য শ্রীগণেশস্য শ্রীসূর্যস্য বা কশ্চিৎ শ্রীদুর্গায়া উপাসনায়াং প্রবর্ততে। শ্রীশিবাদিমুখ্যদেবভক্তিরপি প্রায়স্তাদৃশভক্ত্যঙ্গৈ-

---

ইন্দ্রদ্যুম্ননামক রাজা অগস্ত্যমুনির অভিশাপে গজ শরীর ধারণ পূর্ব্বক গ্রাহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উক্ত রাজা অর্চ্চনকালে উক্ত মুনির আগমন দেখিয়াও তদনাদরে শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতিতে পূজনে রত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবদর্চন প্রভাবে গজশরীরেও ভগবৎস্মৃতি হয়। গজেন্দ্রস্তবে পরিতুষ্ট ভগবান গ্রাহকে নিহত করিয়া গজেন্দ্রের উদ্ধার করেন। শ্রীভগবদ্ভক্তের কথা দূরে থাকুক অন্য প্রাণিসকলে দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিরও শ্রীভগবৎ পূজা ফলপ্রদা হন না, অতএব শ্রীভগবৎ ভক্তগণে পরমাভক্তি পূর্বিকা, ব্রাহ্মণগণে সম্মানপূর্বিকা, সর্ব্বজীবে দ্বেষত্যাগ পূর্বিকা শ্রীভগবদ্ভক্তিই ফলপ্রদা হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদবতার বুদ্ধিদ্বারা অন্য-দেবোপাসকগণও ভগবদ্ভক্তরূপ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অবজ্ঞাও ভগবদ্ভক্তাবজ্ঞা হয়। শ্রীভগবৎ প্রীতিই জীবের নিরুপাধিক স্বভাবরূপা হন। শ্রীভগবদর্চ্চন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসকলদ্বারা সেই ভগবৎপ্রীতির অনুশীলন হইয়া থাকে। অতএব এই সকল সাধন ভক্ত্যঙ্গদ্বারা শ্রীভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে উক্ত ভগবৎ ভক্ত্যঙ্গসকলদ্বারা শ্রীশিব ব্রহ্মাদি প্রীতি, তত্তৎলোক, ত্রিবিধবিবেক, পঞ্চবিধ সমাধি, বৈরাগ্য, সর্ববিধমুক্তি, সিদ্ধি এবং সর্ববিধ ভুক্তিও সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু আসুর স্বভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শ্রীভগবৎ ভক্তঙ্গসকলে বিশ্বাস রহিত হইয়া স্বতন্ত্র সাধনের অনুশীলন করিয়া থাকেন। একমাত্র শান্তির একান্ত ভক্তিরূপা উপাসনার অভাবই এবিষয়ে মুখ্য কারণ হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব নানাকামপর হইয়া কেহ শ্রীশিবের কেহ শ্রীগণেশের কেহ শ্রীসূর্যের কেহ শ্রীদুর্গার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শ্রীশিবাদিমুখ্য দেবভক্তিও

র্ভবতি। অন্যদেবভক্তেঃ ফললাভপ্রকারভেদঃ পূর্বমেবোক্তম্। যদ্যপি শ্রীব্রহ্মশিবাদিদেবাঃ শ্রীবিষ্ণোরেবাবতারাস্তথাপি পূর্বোক্তকারণাদুপাসনায়াং তারতম্যং ভবতি। ন কেবলমুপাসনায়াং তারতম্যং, তদ্বিধাবপি তারতম্যং ভবতি। অক্ষতেন শ্রীবিষ্ণুপূজনং ন ভবতি, কিন্তু শ্রীশিবপূজনং ভবতি। ধুস্তুরপুষ্পাদিভিঃ শ্রীবিষ্ণুপূজনং ন ভবতি, কিন্তু শিবস্য তদতিপ্রিয়ম্। কেতকী পুষ্পেণ শ্রীবিষ্ণুপূজনং ভবতি কিন্তু শ্রীশিবস্য ন, তুলসী শ্রীবিষ্ণোরতিপ্রিয়া, কিন্তু তুলসীদলেন শ্রীগণেশস্য পূজনং ন ভবতি। তুলসী গন্ধমাত্রেণ রুষ্টা ভবতি চণ্ডিকা ইত্যাদীনামুপাসনাবিধীনাং পার্থক্যেনোপাসনায়াশ্চ পার্থক্যং ভবতি। অংশিনঃ শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাদংশরূপ শ্রীব্রহ্মশিবাদেঃ পার্থক্যাভাবেঽপি অংশরূপ শ্রীব্রহ্মশিবাদিতোঽংশী শ্রীবিষ্ণুরবশ্যমেব পৃথক ভবতি। অতএব পুত্রশাপাদ্ ব্রহ্মা অপূজ্যোঽভূৎ, ন তু শ্রীবিষ্ণুঃ। ভৃগুশাপাদ্ রুদ্রো লিঙ্গরূপে পূজ্যোঽভূৎ ন তু শ্রীবিষ্ণুঃ। অতএব শ্রীব্রহ্মশিবাদিতঃ শ্রীবিষ্ণু র্ভিন্নো ভবতি। অংশী শ্রীবিষ্ণুর্ব্রহ্মশিবাদিদেবৈর্ন সমঃ। অতএব শাস্ত্রেষু শ্রূয়তে—যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবম্। অতএব শ্রীব্রহ্ম-শিবদুর্গা-গণেশসূর্য্যাদিভ্যঃ শ্রীবিষ্ণুরধীশ্বরত্বাদ্ ভিন্ন এব। তত্তৎভূজাতোঽপি শ্রীবিষ্ণুপূজা স্বতন্ত্রা ভবতি। নিজাংশপূজাত্বাৎ শ্রীব্রহ্মশিবাদিপূজা শ্রীবিষ্ণুপূজান্তর্গতাঽপি স্বতন্ত্রদৃষ্টিপ্রেরিতাত্বাৎ তত্তৎপূজাতঃ শ্রীবিষ্ণুপূজা ভিন্নৈব ভবতি। তথা তত্তৎপূজা অবিধিপূর্বিকা বিষ্ণুপূজা ইত্যুচ্যতে।

যে জনাঃ শ্রীবিষ্ণোরবতারবুদ্ধ্যা তত্তৎদেবস্য

প্রায় উক্তপ্রকার ভক্ত্যঙ্গসকলদ্বারা হইয়া থাকেন। অন্য দেবভক্তির ফললাভ প্রকারভেদ পূর্বেই বলা হইয়াছে। যদ্যপি শ্রীব্রহ্মশিবাদি দেবগণ শ্রীবিষ্ণুরই অবতার হন, তথাপি পূর্বোক্ত কারণে উপাসনাভে তারতম্য হইয়া থাকে। কেবল উপাসনাতে তারতম্য নয়, উপাসনার বিধিতেও তারতম্য হয়। অক্ষতদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা হয় না কিন্তু শ্রীশিবের পূজা হইয়া থাকে। ধুস্তুর পুষ্প প্রভৃতিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা হয় না কিন্তু ধুস্তুর পুষ্প শিবের অতি প্রিয় হয়। কেতকী পুষ্পদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা হয় কিন্তু শ্রীশিবের পূজা হয় না। তুলসী শ্রীবিষ্ণুর অতিপ্রিয় কিন্তু তুলসীদলদ্বারা শ্রীগণেশের পূজা হয় না। তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিলেও শ্রীদুর্গা ক্রুদ্ধা হইয়া থাকেন ইত্যাদি উপাসনা-বিধিসবলের পার্থক্যদ্বারা উপাসনারও পার্থক্য।

অংশী শ্রীবিষ্ণু হইতে অংশরূপ শ্রীব্রহ্ম শিবাদির পার্থক্য না হইলেও অংশরূপ শ্রীব্রহ্ম শিবাদি হইতে অংশী শ্রীবিষ্ণু অবশ্য পৃথক হইয়া থাকেন। অতএব পুত্রশাপে ব্রহ্মা অপূজ্য হইলেন। শ্রীবিষ্ণু অপূজ্য হইলেন না। ভৃগুশাপে রুদ্র লিঙ্গরূপে পূজ্য হইলেন। শ্রীবিষ্ণু লিঙ্গরূপে পূজ্য হইলেন না। অতএব শ্রীব্রহ্মশিবাদি হইতে শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন হন, অংশী শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবের সম নহেন। অতএব শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়—যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণ-দেবকে ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবের সমরূপে দেখে সে ব্যক্তি নিশ্চয় পাষণ্ড হইয়া থাকে। অতএব শ্রীব্রহ্মা শিব দুর্গা গণেশ সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ হইতে শ্রীবিষ্ণু অধীশ্বর হেতু ভিন্ন হন। তত্তৎপূজা হইতেও শ্রীবিষ্ণু পূজা স্বতন্ত্র হইয়া থাকেন। নিজাংশ পূজা হেতু শ্রীব্রহ্মশিবাদিপূজা শ্রীবিষ্ণু পূজান্তর্ভূর্তা হইলেও স্বতন্ত্রদৃষ্টি প্রেরিতা হেতু তত্তৎপূজা হইতে শ্রীবিষ্ণুপূজা ভিন্নই হইয়া

পূজনং কুর্বন্তি, তে শ্রীবিষ্ণুপূজাবিধিনা বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণেন তত্তৎভূজা কুর্বন্তি। অতএব সা শ্রীবিষ্ণুপূজৈব ভবতি। একান্ত শ্রীবিষ্ণুভক্তাস্তত্তৎদেবপূজা শ্রীবিষ্ণুভক্তবুদ্ধ্যা কুর্বন্তি—তৎ পূর্বমেবোক্তম্। যে জনা বৈষ্ণবচিহ্নং বিহায় তত্তদ্দেবতুষ্টিকরচিহ্নধারণেন তত্তদ্দেবপূজাং কুর্বন্তি, তেহবশ্যমেব শ্রীবিষ্ণুতো ভিন্নরূপেণ স্বতন্ত্রতয়া কুর্বন্তি, তেনাসুরভাবস্য বৃদ্ধির্ভবতি।

পূর্বোক্তপূজাসু শ্রীশিবপূজায়াং ভস্মত্রিপুণ্ড্র-রুদ্রাক্ষমালাধারণস্য শ্রীদুর্গার্চনায়াং স্ফটিকমালা গণেশার্চনে প্রবালমালা সূর্যার্চনে পদ্মাক্ষমালা চ ধারণস্য, ত্রিপুণ্ড্রার্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্বর্তুলাকৃতির্বা পুণ্ড্রধারণস্য চ ব্যবহারো দৃশ্যতে। শ্রীদুর্গার্চনপরা রক্তচন্দন রক্তপুষ্পাদি প্রিয়া ভবন্তি। শক্তিপূজকাঃ প্রায়েণ মৎস্য-মাংসঃমদ্যাদিপ্রিয়া ভবন্তি। শ্রীবিষ্ণুতো ভিন্নত্বদর্শনেন স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানে এতানি চিহ্নানি ভবন্তি। যতো বৈষ্ণবচিহ্নধারণং বিনা শ্রীবিষ্ণুপূজা ন ভবতি, তথা শ্রীবিষ্ণুপূজায়াং যদ্‌বিধানং নির্দ্দিশ্যতে তদ্ব্যতিরেকেণাপি শ্রীবিষ্ণুপূজা ন ভবতি।

যত্র বৈষ্ণবচিহ্নস্য বৈষ্ণবাচার-বৈষ্ণববিধেশ্চ লঙ্ঘনেন স্বতন্ত্রচিহ্নধারণং স্বতন্ত্রবিধেশ্চানুষ্ঠানং ভবতি, তদ্‌বিষ্ণুপূজারূপেণ স্বীকর্তুং ন শক্যতে। স্বতন্ত্রচিহ্নধারণেন স্বতন্ত্রবিধানেন চ যা পূজা ভবতি, সা আসুরভাবান্তর্গতা ভবতি। যতস্তস্যাং শ্রীবিষ্ণুতোষকৃদ্‌ব্যাপারস্যানাদরাৎ শ্রীবিষ্ণাবপ্যনাদরো ভবতি। অতএব তান্ পঞ্চদেবোপাসকাঃ বহ্বীশ্বরবাদিন ইত্যুচ্যতে। এতে পরমেশস্যৈকত্বং নাঙ্গীকুর্বন্তি। পৃথক্‌পৃথক্‌চিহ্নধারণং পৃথক্‌পৃথক্‌পূজাবিধিশ্চৈষামেকত্বদর্শনে বিঘ্নং জনয়তি।

থাকেন। এবং তত্তৎপূজাকে অবিধিপূর্বিকা বিষ্ণুপূজা বলা হয়।

যে সকল ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর অবতার বুদ্ধির দ্বারা তৎতৎ দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপূজার বিধির দ্বারা বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক তৎতৎ পূজা করিয়া থাকেন। অতএব সেই পূজা শ্রীবিষ্ণুপূজাই হইয়া থাকে। একান্ত শ্রীবিষ্ণুভক্তগণ তৎতৎ দেবপূজা শ্রীবিষ্ণুভক্তবুদ্ধিতে করিয়া থাকেন—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে সকলব্যক্তি বৈষ্ণবচিহ্ন ত্যাগপূর্ব্বক তৎতৎ দেবতুষ্টিকর চিহ্নধারণ করিয়া তৎতৎ দেবপূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্য শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্নরূপে স্বতন্ত্রজ্ঞানে তৎতৎ দেবপূজা করেন, তদ্দ্বারা আসুরভাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উক্তপ্রকার পূজা মধ্যে শ্রীশিবপূজাতে ভস্মত্রিপুণ্ড্র এবং রুদ্রাক্ষমালা ধারণের বিধান আছে। শ্রীদুর্গাপূজাতে স্ফটিকমালা ধারণপূর্ব্বক, গণেশ পূজাতে প্রবালমালা ধারণপূর্ব্বক, সূর্য পূজাতে পদ্মাক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক। ত্রিপুণ্ড্র ধারণের বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার পুণ্ড্র ধারণের বা বর্ত্তুলাকার পুণ্ড্রধারণের ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীদুর্গাদিপূজকগণ রক্তচন্দন, রক্তপুষ্পাদি প্রিয় হন। শক্তিপূজকগণ প্রায় মৎস্য মাংস মদ্যাদি প্রিয় হইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্নত্ব দর্শন পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানে এইসকল লক্ষণ হইয়া থাকে। যেহেতু বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ব্যতিরেকে শ্রীবিষ্ণুর পূজা হয় না এবং শ্রীবিষ্ণুপূজাতে যে বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে; তদ্ব্যতিরেকেও শ্রীবিষ্ণুপূজা হয় না।

যে স্থানে বৈষ্ণবচিহ্নের এবং বৈষ্ণববিধির লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বতন্ত্রচিহ্ন ধারণ এবং স্বতন্ত্রবিধির অনুষ্ঠান হয়, তাহা বিষ্ণুপূজারূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। স্বতন্ত্রচিহ্ন ধারণপূর্বক স্বতন্ত্রবিধানে যে পূজা হয়, তাহা আসুর ভাবান্তর্গত হইয়া

এতে ধার্ষ্ট্যং প্রকাশ্যোচ্যন্তে এক এব পরমেশ্বরঃ পঞ্চরূপো বভূবেতি।' ঈদৃশজ্ঞানে সতি পঞ্চরূপস্যার্চনং নার্হতি। তেনৈকরূপস্যৈব পূজা কর্তব্যা। যতস্তৎ পঞ্চদেবোপাসকা তদ্দেবানাং রূপান্তরস্যোপাসনা প্রত্যহং নাচরন্তি। একস্য রূপান্তরে ভিন্নত্বজ্ঞানং নাস্তি।

অতএবৈকদেবস্য রূপান্তরাণামুপাসনা প্রত্যহং ন ভবেৎ। কামনাবশাদ্ যথাবসরং তত্তদ্রূপস্য পূজা ভবতি। তথা চেৎ পঞ্চদেবরূপেণৈকত্বজ্ঞানং তিষ্ঠেৎ তর্হি যস্য কস্যচিদেকস্যৈব পূজনমভূৎ, ন কদাচিৎ পঞ্চরূপস্য। অতএব মনসি পঞ্চজ্ঞানং মুখে একত্ব প্রকাশঃ' ইতি ধূর্ত্তত্বমাত্রং ভবতি। অতএব তৎপঞ্চদেবোপাসকা বহ্বীশ্বরবাদিনো ভবন্তি। তথা শ্রীবৈষ্ণবমার্গস্যানাদরেণ স্বতন্ত্রচিহ্নধারণেন চ স্বতন্ত্রমার্গাবলম্বনে একদেব পূজকোঽপি আসুরভাবদূষিতো ভবতি।

নানাকামাকুলা এব পঞ্চদেবোপাসকা ভবন্তি, অবৈষ্ণবমার্গাবলম্বনেন চ স্বতন্ত্রবুদ্ধ্যান্যদেবার্চনং কুর্বন্তি, এতানদৈবভাবপ্রাপ্তো ইত্যুচ্যতে। যে অদৈবভাবেনাতিশয়দূষিতা ভবন্তি; তেষাং শ্রীবিষ্ণৌ দ্বেষবৎ শ্রীব্রহ্মশিবাদি মুখ্যদেবেঽপি দ্বেষো ভবতি। তেষাং মুমুক্ষায়াং জাতায়াং পূর্বোক্ত-সাংখ্য-যোগজ্ঞানবিজ্ঞানমার্গেঽধিকারলাভায় সর্বদেববুদ্ধ্যা শ্রীগুরুদেবস্যৈবোপাসনা কুর্বন্তি। শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণৌ অবজ্ঞাদিদোষে তেষাং গুরুসেবাপি

থাকে। যেহেতু তাহাতে শ্রীবিষ্ণু তুষ্টিকর ব্যাপারের অনাদর হেতু শ্রীবিষ্ণুতেও অনাদর হইয়া থাকে। অতএব উক্ত পঞ্চদেবপূজকগণকে বহ্বীশ্বর-বাদী বলা হয়। ইহারা পরমেশ্বরের একত্ব স্বীকার করেন না। ভিন্নভিন্ন চিহ্ন ধারণ এবং ভিন্নভিন্ন পূজাবিধি ইহাদের একত্বদর্শনে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। ইহারা বিপ্রলিপ্সা (ধূর্ত্ততা প্রকাশ) করিয়া বলেন—এক পরমেশ্বরই পঞ্চরূপ হইয়াছেন। এরূপ জ্ঞান থাকিলে পঞ্চরূপের পূজা হইতে পারে না। একরূপেরই পূজা কর্ত্তব্যা হয়। যেহেতু উক্ত পঞ্চদেব উপাসকগণ উক্ত দেবগণের অন্যান্য রূপের উপাসনা প্রতি দিবসে করেন না। একদেবের অন্যরূপে ভিন্নত্ব জ্ঞান নাই।

অতএব একদেবের অন্যান্যরূপের উপাসনা প্রতিদিবসে করা হয় না। কামনাবশে যথাবসরে তৎতৎরূপের পূজা হইয়া থাকে। সেই প্রকার যদি উক্ত পঞ্চদেবরূপে একত্বজ্ঞান থাকিত তবে যে কোন একরূপেরই পূজা করা হইত। পঞ্চরূপের উপাসনা করা কদাচ হইত না। অতএব অভ্যন্তরে পঞ্চজ্ঞান, মুখে একত্ব প্রকাশ বিপ্রলিপ্সা (ধূর্ত্তত্ব) মাত্র হইয়া থাকে। অতএব উক্ত পঞ্চদেব উপাসকগণ বহ্বীশ্বর বাদী হন এবং শ্রীবৈষ্ণবমার্গের অনাদরে স্বতন্ত্রচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক স্বতন্ত্রমার্গ অবলম্বনে একদেব পূজক ও আসুরভাব দূষিত হন।

নানাকামাকুল ব্যক্তিগণই পঞ্চদেব উপাসক হন এবং অবৈষ্ণবমার্গ অবলম্বনে স্বতন্ত্র বুদ্ধি দ্বারা অন্য দেবার্চন করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার ব্যক্তিগণকে আসুর ভাবপ্রাপ্ত বলা হয়। যে সকল ব্যক্তি আসুরভাবদ্বারা অতিশয় দূষিত হন, তাঁহাদের শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষবৎ শ্রীব্রহ্মশিবাদি মুখ্য দেবেও দ্বেষ হইয়া থাকে। সেই সকল ব্যক্তির মুক্তি বিষয়ে ইচ্ছা হইলে পূর্বোক্ত সাংখ্য, যোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞাননার্গে অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে সর্বদেব বুদ্ধি দ্বারা শ্রীগুরুদেবেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুতে অবজ্ঞাদি দোষ থাকিলে, তাহাদের

ব্যর্থা ভবন্তি। যদি শ্রীবিষ্ণৌ দেবগণে চাবজ্ঞাদিদোষাভাবঃ স্যাৎ, তথা শ্রীবিষ্ণুভক্তেঃ কিঞ্চিৎ সম্ভাবো বিদ্যতে, তর্হি উদ্দেশ্যসিদ্ধিরপি ভবতি। পূর্বোক্ত দেবভক্তানাং পক্ষেঽপি এবং জ্ঞাতব্যম্।

যে জনা শ্রীবিষ্ণুভক্তৌ, মুখ্যদেববিশেষভক্তৌ শ্রীবিষ্ণুবুদ্ধ্যা গুরুভক্তৌ চ অযোগ্যা ভবন্তি; তেঽতিশয় বিষয়ভোগকামেন ইন্দ্রাদিযজনে প্রবর্ত্তন্তে। নিরুৎসাহাৎ দেবভক্তাবপি যে জনা অনর্হাস্তে দেবভক্তভক্তেরাশ্রয়ং গৃহ্ণন্তি। যতো যদ্ভক্তস্য যাদৃশং মাহাত্ম্যং ভবতি তদ্ভক্তভক্তস্যাপি তাদৃশং মাহাত্ম্যং ভবতি।

অথ তদ্‌যজনভেদানাং সংখ্যা তারতম্যাদি চ সমালোচ্যতে। (১) স্বয়ংভগবতি শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিঃ সর্বপ্রধান-প্রয়োজনং ভবতি। শ্রীভগবতো লীলাব তারেষু প্রীতিরপি এতদন্তর্ভূ'তা ভবতি। অনয়া শ্রীভগবৎপ্রীত্যা তত্তৎ শ্রীমূর্ত্তি-প্রীতিভেদাৎ তত্তদ্‌বৈকুণ্ঠধাম্নি প্রীতিপূর্বিকাসেবায়াঃ প্রাপ্তির্ভবতি। তচ্চ শ্রীভক্তানামভিলাষানুসারেণ ভবতি। সেবাভিলাষবর্জিতভক্তানাং সালোক্যাদিমুক্তির্লভ্যতে। ধ্যানপ্রধানভক্তানাং সাযুজ্যোঽপি ভবতি। শ্রীভগবতো লীলাবতার-বুদ্ধ্যা ভক্তাবতার-বুদ্ধ্যা বা শ্রীভগবৎশক্ত্যাবেশাবতারোপাসকানাং তদ্বৎতারতম্যেন তত্তদ্‌বৈকুণ্ঠলাভঃ। ত্রিধা বিবেকঃ, পঞ্চবিধো যোগো বৈরাগ্যং তত্তৎপ্রাপ্য ফলানি চাস্যাঃ শ্রীভগবৎ-প্রীতের্ভৃত্যবদনুগচ্ছন্তি। সর্বদেবপ্রসন্নতাপি অনয়া শ্রীভগবৎপ্রীত্যৈব ভবতি।

(২) স্বাতন্ত্র্যপরমেশ্বরবুদ্ধ্যা যে জনাঃ শ্রীশিবভক্তিং কুর্বন্তি, শ্রীবিষ্ণৌ দ্বেষাভাবে তে তদ্বৎ শিবলোকং গচ্ছন্তি, সকামানাং স্বর্গাদিরপি ভবতি।

গুরুসেবাও ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি শ্রীবিষ্ণুতে এবং দেবগণে অবজ্ঞাদি দোষ না থাকে এবং শ্রীবিষ্ণুভক্তির কিঞ্চিৎ সম্ভাব থাকে, তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধিও হয়। পূর্ব্বোক্ত দেবভক্তগণের পক্ষেও এরূপ জ্ঞাতব্য।

যে সকল ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুভক্তিতে এবং মুখ্য দেববিশেষ ভক্তিতে এবং শ্রীবিষ্ণুবুদ্ধি দ্বারা গুরু-ভক্তিতে অযোগ্য হন, তাঁহারা অতিশয় বিষয় ভোগ কাম হেতু ইন্দ্রাদি যজনে প্রবৃত্ত হন। নিরুৎসাহ হেতু দেবভক্তিতেও যে সকল ব্যক্তি অযোগ্য হন, তাঁহারা দেবভক্ত-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেহেতু যদ্ভক্তের যেরূপ মাহাত্ম্য হইয়া থাকে, তদ্ভক্তভক্তেরও সেই প্রকার মাহাত্ম্য হয়।

অতঃপর উক্ত যজনভেদ সকলের সংখ্যা এবং তারতম্যাদি সমালোচিত হইতেছে।

(১) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি সর্বপ্রধান প্রয়োজন হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের লীলা-বতারগণে প্রীতিও এতদ্ অন্তর্ভূ'তা হন। এই শ্রীভগবৎ প্রীতিদ্বারা তৎতৎ শ্রীমূর্তি-প্রীতিভেদে তৎতৎ বৈকুণ্ঠধামে প্রীতিপূর্বিকা সেবার প্রাপ্তি হয়। তাহা শ্রীভক্তগণের অভিলাষানুসারে হইয়া থাকে। সেবাভিলাষ বর্জিত ভক্তগণের সালোক্যাদি লাভও হয়। ধ্যানপ্রধান ভক্তগণের সাযুজ্যও হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের লীলাবতার বুদ্ধিদ্বারা বা ভক্তাবতার বুদ্ধিদ্বারা শ্রীভগবৎ-শক্ত্যাবেশাবতারগণের উপাসক সকলের উক্ত প্রকার তারতম্যে তৎতৎ বৈকুণ্ঠলাভ হইয়া থাকে। ত্রিবিধ বিবেক, পঞ্চবিধযোগ এবং বৈরাগ্য আর তত্তৎপ্রাপ্ত ফলসকল এই শ্রীভগবৎপ্রীতির ভৃত্যবৎ অনুগমন করিয়া থাকে। সর্বদেবপ্রসন্নতাও এই ভগবৎপ্রীতির দ্বারাই হইয়া থাকে।

(২) স্বাতন্ত্র্য পরমেশ্বর বুদ্ধিতে যে সকল ব্যক্তি শ্রীশিবভক্তি করেন, শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষ না থাকিলে

শিবে শ্রীপরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি যে জনা 'এক এব পরমেশ্বরঃ শ্রীমূর্তিদ্বয়ে প্রকটিতঃ' ইতি জ্ঞানেন তং শ্রীমূর্তিদ্বয়ং ভজন্তি, তে বৈষ্ণবেষু পরিগণ্যন্তে। তেষাং প্রাপ্তির্যথাভিলষিতা ভবতি। (২)

তদ্বৎস্বতন্ত্রপরমেশ্বরবুদ্ধ্যা যে জনাঃ শ্রীগণেশস্য সূর্যস্য শ্রীদুর্গায়া বা ভজনং কুর্বন্তি, শ্রীবিষ্ণৌ দ্বেষস্য পৃথগ্বুদ্ধের্বাঽভাবে তেঽপি তদ্বৎ তত্তৎ-লোকং গচ্ছন্তি। স্বর্গাদিকামিনাং তত্তৎপ্রাপ্তিরপি ভবতি। উক্তপঞ্চবিধভক্তরূপমহাযাজ্ঞিকা অর্চনমার্গ-শরণাপত্তিমার্গ-ভেদাদ্দ্বিবিধাঃ। ধ্যানমার্গভেদেঽন্য-পঞ্চবিধোঽপি ভবতি। (৩)

নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনং সমাধিভেদাচ্চ দ্বিবিধাঃ। পরমেশ্বরোপাসকাঃ পরমাত্মোপাসকাস্তথা মহাপুরুষোপাসকাঃ স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্যেণ ত্রিবিধা ভবন্তি। প্রকৃত্যন্তর্যামি-বিরাড়ন্তর্যামি—ব্যষ্টিজীবান্তর্যামীতি ভেদাত্রিবিধ-পরমাত্মোপাসকাঃ; এবং মহাপুরুষোপাসকাশ্চ ত্রিবিধাঃ। জ্ঞান-ধ্যানমার্গোপাসকা যথাযুক্ত-সাযুজ্যাধিকারিণো ভবন্তি। (৪)

নানাদেবোপাসকা বৈদিক-স্মার্তমার্গভেদাদ্-দ্বিবিধাঃ। শ্রীভগবৎপ্রাধান্যদৃষ্টি-র্নির্বিশেষব্রহ্ম-প্রাধান্যদৃষ্টিঃ স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টিভেদাচ্চৈতে দ্বিবিধকর্ম্ম-যাজ্ঞিকাঃ প্রত্যেকে ত্রিবিধা। স্বতন্ত্রদৃষ্ট্যা তত্তৎ দেবলোকপ্রাপ্তিঃ। শ্রীপরমেশ্বরপ্রাধান্যে চিত্তশুদ্ধি-র্ভবতি। এবং ত্রিংশদ্বিধা যাজ্ঞিকা বর্ণিতা। এতেষু পরপরেভ্যঃ পূর্বপূর্বাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। (৫)

বিস্তৃতরূপেণৈষাং যাজ্ঞিকরূপোপাসকানামু-

তাঁহারা উক্তপ্রকারে শিবলোকে গমন করেন। সকামগণের স্বর্গাদিও হইয়া থাকে। পরমেশান শ্রীশিবে এবং পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুতে যে সকল ব্যক্তি 'একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ে প্রকট হইয়াছেন', এই জ্ঞানদ্বারা উক্ত শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বৈষ্ণব মধ্যে পরিগণিত হন। তাঁহাদের প্রাপ্তি যথাভিলষিত হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকার স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বুদ্ধিতে যে সকল ব্যক্তি শ্রীগণেশের ভক্তি করেন, অথবা সূর্য্যের ভক্তি করেন, কিংবা শ্রীদুর্গার ভক্তি করেন, শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষ বা পৃথক্ বুদ্ধি না থাকিলে তাহারাও উক্তপ্রকারে তৎতৎলোকে গমন করিয়া থাকেন। স্বর্গাদি কামীগণের তৎতৎ প্রাপ্তিও হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তরূপ মহাযাজ্ঞিক-গণ অর্চনমার্গ ও শরণাপত্তি মার্গভেদে দ্বিবিধ হন। ধ্যান মার্গভেদে অন্য পঞ্চবিধও হইয়া থাকেন। (৩)

নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপাসকগণ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন এবং সমাধিভেদে দ্বিবিধ হন। পরমেশ্বর-উপাসক-গণ, পরমাত্ম-উপাসকগণ এবং মহাপুরুষ-উপাসকগণ নিজস্বাতন্ত্র্যে ত্রিবিধ হন। প্রকৃত্যন্তর্যামী বিরাড়ন্তর্যামী, ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী এই ত্রিবিধভেদে পরমাত্ম-উপাসকগণ ত্রিবিধ হন। মহাপুরুষোপাসকগণও ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। জ্ঞান, ধ্যান, মার্গ উপাসকগণ যথাযুক্ত সাযুজ্যা-ধিকারী হইয়া থাকেন। (৪)

নানা দেব-উপাসকগণ বৈদিক ও স্মার্ত মার্গভেদে দ্বিবিধ হন। শ্রীভগবৎ-প্রাধান্য দৃষ্টি, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-প্রাধান্য দৃষ্টি এবং স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টি দ্বারা এই দ্বিবিধ কর্ম্মযাজ্ঞিক প্রত্যেকে ত্রিবিধ হন। স্বতন্ত্র দৃষ্টিদ্বারা তৎতৎ দেবলোক প্রাপ্তি হয়। শ্রীপরমেশ্বর প্রাধান্যে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। উক্তপ্রকার ত্রিংশৎবিধ (৩০) যাজ্ঞিক লিখিত হইল। ইহাদের মধ্যে পরপর হইতে পূর্বপূর্ব শ্রেষ্ঠ হয়॥ ৫

পাসনাপ্রকারা লিখ্যন্তে।

(১) সর্ববিধযাজ্ঞিকরূপোপাসকানাং শিরোমণয়ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনোপাসকাঃ স্বরস-ভেদেন পঞ্চবিধাঃ ভবন্তি। মধুররসাশ্রিতভক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণে পতিভাব-লালসয়া পূর্বোক্তপ্রকারেণ যথোপযুক্ত শাস্ত্রীয় শ্রীভগবদ্ভক্তিরনুতিষ্ঠন্তি। বৎসলরসাশ্রিতাঃ প্রেয়োরসাশ্রিতা গৌরবপ্রীতরসাশ্রিতাশ্চ ভক্তাঃ ক্রমেণ পুত্রাদিভাবলৌল্যেন, সখ্যভাবলালসয়া পিত্রাদিভাবলালসয়া চ পূর্ববৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিরনুতিষ্ঠন্তি। সম্ভ্রমপ্রীত রসাশ্রিতভক্তা মনুষ্যনাট্যলীলা শ্রীনন্দনন্দনমাধুর্যলালসান্বিতাশ্চেৎ রাগমার্গানুশ্রিতা ভবন্তি। ঐশ্বর্যানুভবপ্রধানাশ্চেৎ স্বতন্ত্রা-বৈধিভক্তিমার্গাশ্রিতা ভবন্তি। শান্তরসাশ্রিতভক্তাঃ স্বতন্ত্রাবৈধিমার্গাশ্রিতা ভবন্তি। অন্যেষু শ্রীভগবদ্ভক্তগণমধ্যেষু কেচিৎ শ্রীমথুরাধামাশ্রিতাঃ, কেচিৎ শ্রীদ্বারকা-ধামাশ্রিতাঃ, কেচিৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামাশ্রিতা সন্তঃ স্বতন্ত্রা বৈধিভক্তিমার্গমনুতিষ্ঠন্তি।

স্ববাসনানুসারেণ কেচিদ্ ভক্তাঃ সেবাং লভন্তে, কেচিৎসালোক্যাদীন্। স্ববাসনানুসারেণ পূর্ববৎ কেচিৎ শ্রীরামনৃসিংহাদি লীলাবতারাণামুপাসকাঃ সন্তঃ যথাবৎ তত্তদ্ধাম্নি গচ্ছন্তি। কেচিৎ শক্ত্যাবেশাবতারাণাং ধাম্নি গচ্ছন্তি। এতে ভক্তাঃ স্বতন্ত্রভক্তিমার্গাশ্রিতাঃ স্বস্বোপাসনানুসারেণ স্বস্ববাসনানুসারেণ চ তত্তদ্ধাম্নি তদ্বৎ শ্রীভগবৎসেবাদি লভন্তে। কেচিৎ শাস্ত্রীয়মার্গানুসারেণ অর্চনাদি-প্রধানা ভবন্তি।

২) কেচিৎ ভক্তাঃ শরণাপত্তিমার্গানুসারেণ নামরূপগুণলীলাদেঃ শ্রবণকীর্তনস্মরণাদিপ্রধানা ভবন্তি। ৩) কেচন ভক্তিযোগিণঃ ধ্যানপ্রধানাঃ।

বিস্তৃতরূপে এইসকল যাজ্ঞিকরূপ উপাসকগণের উপাসনা প্রকার লিখিত হইতেছে॥

১) সর্ববিধ যাজ্ঞিকরূপ উপাসকগণের শিরোমণি স্থানীয় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনোপাসকগণ স্বরসভেদে পঞ্চবিধ হন। মধুররসাশ্রিত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণে পতিভাবলালসায় পূর্বোক্তপ্রকারে যথাযুক্ত শাস্ত্রোক্ত শ্রীভগবৎভক্তির অনুষ্ঠান করেন। বৎসল রসাশ্রিত, প্রেয়োরসাশ্রিত এবং গৌরব-প্রীতরসাশ্রিত ভক্তগণ ক্রমে পুত্রাদিভাব লালসায়, সখ্যভাবলালসায়, পিত্রাদি ভাবলালসায় পূর্ববৎ শ্রীভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। সম্ভ্রম-প্রীত রসাশ্রিত ভক্তগণ মনুষ্যনাট্য শ্রীনন্দনন্দনের মাধুর্য্যলালসান্বিত হইলে রাগমার্গানুশ্রিত হন। ঐশ্বর্যানুভব প্রধান হইলে স্বতন্ত্রা বৈধিভক্তি মার্গাশ্রিত হইয়া থাকেন। শান্তরসাশ্রিত ভক্তগণ স্বতন্ত্রা বৈধিমার্গাশ্রিতা হইয়া থাকেন। অন্য শ্রীভগবদ্ ভক্তগণ মধ্যে কোন ভক্তগণ শ্রীমথুরাধামাশ্রিত, কোন ভক্তগণ শ্রীদ্বারকাধামাশ্রিত, কোন ভক্তগণ শ্রীবৈকুণ্ঠধামাশ্রিত হইয়া স্বতন্ত্রা বৈধিভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান করেন।

স্ব-বাসনানুসারে কোন ভক্তগণ সেবা লাভ করেন। আবার কোন ভক্তগণ সালোক্যাদি লাভ করিয়া থাকেন। স্ব-বাসনানুসারে উক্ত প্রকারে কোন কোন ভক্তগণ শ্রীরামনৃসিংহাদি লীলাবতার সকলের উপাসক হইয়া যথাবৎ তৎতৎ ধামে গমন করিয়া থাকেন। কোন ভক্তগণ শক্ত্যাবেশাবতার সকলের ধামে গমন করিয়া থাকেন। এই সকল ভক্তগণ স্বতন্ত্র ভক্তিমার্গাশ্রিত হইয়া নিজনিজ উপাসনানুসারে, নিজনিজ বাসনানুসারে তৎতৎ ধামে তৎতৎ প্রকারে শ্রীভগবৎসেবাদি লাভ করিয়া থাকেন। কোন ভক্তগণ শাস্ত্রবিহিত মার্গানুসারে অর্চনাদি-প্রধান হন।

২) কোন ভক্তগণ শরণাপত্তি মার্গানুসারে

এতে কেবল ভগবদ্‌বিগ্রহধ্যানপরাশ্চেৎ সাযুজ্যাধিকারিণঃ স্যুঃ।

(৪) কেচন শিবভক্তাঃ শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণৌ দ্বেষভাবত্যাগেন শ্রীশিবে পরমেশ্বরবুদ্ধিমারোপ্যার্চনমার্গপ্রধানাঃ শ্রীশিবস্যোপাসনাং কুর্বন্তি। (৫) কেচন শ্রীশিবভক্তাঃ শরণাপত্তিমার্গাশ্রিতাঃ পূর্ববৎ শ্রীশিবস্যোপাসনাং কুর্বন্তি। (৬) কেচিদ্ যোগিনঃ পূর্ববৎ শ্রীশিবধ্যানপরাঃ স্যুঃ।

(৭) তদ্বৎ কেচিৎ শ্রীগণেশভক্তাঃ অর্চনমার্গপ্রধানাঃ। (৮) কেচন গণেশভক্তাঃ শরণাপত্তিমার্গাশ্রিতাঃ। (৯) কেচন যোগিনো গণেশধ্যানপরাঃ স্যুঃ।

১০) কেচন শ্রীসূর্যভক্তাঃ অর্চনমার্গপ্রধানাঃ। (১১) কেচন শ্রীসূর্যভক্তাঃ শরণাপত্তিমার্গপরাঃ। (১২) কেচিদ্ যোগিনঃ সূর্যধ্যানপরাঃ স্যুঃ।

১৩) কেচন শ্রীদুর্গাভক্তাঃ অর্চনমার্গপ্রধানাঃ। (১৪) কেচন দুর্গাভক্তাঃ শরণাপত্তিমার্গপরাঃ। (১৫) কেচিদ্‌যোগিনঃ দুর্গাধ্যানপরাঃ স্যুঃ।

উক্তোপাসকেষু দশবিধভক্তাঃ, পঞ্চবিধযোগিনশ্চ।

শ্রীশিবাদ্যুপাসকাঃ শ্রীবিষ্ণোরবতারবুদ্ধ্যা শ্রীশিবাদেরুপাসনাকৃতে শ্রীবিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠধামানুগত তত্তদ্‌বৈকুণ্ঠে গচ্ছেয়ুঃ। শ্রীবিষ্ণৌ দ্বেষত্যাগেন পরমেশ্বরবুদ্ধেরারোপণেন চ তত্তদুপাসনাকৃতে শ্রীবৈকুণ্ঠদুর্গবিরজাসমুদ্রমধ্যস্থিত নিত্যব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ তত্তল্লোকং গচ্ছন্তি। কিন্তু ভেদবুদ্ধিস্থিতে তন্ন ভবতি। যে জনাঃ শ্রীবিষ্ণৌ দ্বেষপূর্বক শ্রীশিবাদেরুপাসনাং কুর্বন্তি, তে আসুরভাবং লব্ধ্বা সংসারে পরিভ্রমন্তি।

শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহস্যানুকূল্যানুশীলনেন বিবেক-

নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি প্রধান হইয়া থাকেন।

৩) কোন ভক্তিযোগী সকল ধ্যান-প্রধান হন। ইহারা একমাত্র শ্রীভগবৎবিগ্রহ ধ্যানপর হইলে সাযুজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন।

(৪) কোন শিবভক্তগণ শ্রীভগবান্‌বিষ্ণুতে দ্বেষভাব ত্যাগপূর্বক শ্রীশিবে পরমেশ্বর বুদ্ধির আরোপণ করিয়া অর্চনমার্গ-প্রধান হইয়া শ্রীশিবের উপাসনা করেন। (৫) কোন শিবভক্তগণ শরণাপত্তিমার্গাশ্রিত হইয়া পূর্ববৎ শ্রীশিবের উপাসনা করেন। (৬) কোন যোগীসকল পূর্ববৎ শ্রীশিব ধ্যানপর হন।

(৭) উক্তপ্রকারে কোন শ্রীগণেশ ভক্তগণ অর্চনমার্গ-প্রধান হন। (৮) কোন গণেশভক্তগণ শরণাপত্তি মার্গাশ্রিত হন। (৯) কোন যোগীসকল গণেশধ্যানপর হন।

(১০) কোন শ্রীসূর্যভক্তগণ অর্চনমার্গ প্রধান হন। (১১) কোন শ্রীসূর্যভক্তগণ শরণাপত্তিমার্গপর হন। (১২) কোন যোগীসকল সূর্যধ্যানপর হন।

(১৩) কোন শ্রীদুর্গাভক্ত অর্চন প্রধান হন। (১৪) কোন দুর্গাভক্ত শরণাপত্তিমার্গপর হন। (১৫) কোন যোগীসকল দুর্গাধ্যানপর হন। উক্ত উপাসকগণ মধ্যে দশবিধভক্ত ও পঞ্চবিধ যোগী।

শ্রীশিবাদি উপাসকগণ শ্রীবিষ্ণুর অবতার বুদ্ধির দ্বারা শ্রীশিবাদির উপাসনা করিলে, শ্রীবিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামানুগত তৎতৎ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বর বুদ্ধির আরোপণ দ্বারা তৎতৎ উপাসনা করিলে শ্রীবৈকুণ্ঠদুর্গ স্থানীয় বিরজাসমুদ্র মধ্যস্থিত নিত্যব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ তৎতৎলোকে গমন করেন। কিন্তু ভেদ-বুদ্ধি থাকিলে তাহা হয় না। যে সকলব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষপূর্ব্বক শ্রীশিবাদির

বৈরাগ্য-যোগাদি-স্বয়ংভৃত্যবদনুগচ্ছন্তি। আসুর-ভাবদোষাদ্ যেষাং শ্রীভগবদ্বিগ্রহেঽনাদরো ভবেৎ, তে তাদৃশোপদেষ্টৃরুপদেশানুসারেণ ভূরি ক্লেশাত্তল্লভন্তে। শ্রীভগবদ্বিগ্রহেঽনাদরো দ্বিধা ভবতি। অন্যমুখ্যদেববিগ্রহে পরমেশ্বরতারোপণেন মায়াশক্তি মাত্রাশ্রয়স্বরূপস্যানুশীলনেন চ তদ্ভবতি। স্বতন্ত্রজ্ঞানেন শ্রীশিবাদিবিগ্রহস্যোপাসনমন্যমুখ্য-দেববিগ্রহে পরমেশ্বরতারোপণমুচ্যতে, ইতঃ প্রাক্ তদ্বর্ণিতম্। চিচ্ছক্ত্যাশ্রয়ত্ববিস্মরণেন কেবলমায়া-শক্ত্যাশ্রয়ত্ব-পরমাত্মত্বাদিগুণস্যানুশীলনং মায়া-শক্তিমাত্রাশ্রয়স্বরূপানুশীলনমুচ্যতে; তচ্চ বর্ণিতম্। ভক্ত বৎসলঃ শ্রীভগবানভক্তশাসনাভিপ্রায়ে ধ্যেয়-দৃশ্যবিশ্বয়োঃ সৃষ্ট্যাদিকং করোতি, এতদেব পর-মেশ্বরত্বম্, তৎ সম্বন্ধিনী শক্তিরেব মায়াশক্তি-রিত্যুচ্যতে।

(১৬) শ্রীপরমেশ্বরঃ মায়াশক্ত্যা যদ্বদ্ধ্যেয়-দৃশ্যপ্রপঞ্চয়োঃ সৃষ্ট্যাদিকং করোতি, তাসাং লীলানাং কীর্তনশ্রবণস্মরণপরা ভক্তাঃ পরমেশ্বরো-পাসকা ইত্যুচ্যন্তে। এতাদৃশীং ভক্তিমেব পরমে-শ্বরশক্তিপ্রভাবং জ্ঞানমিতি কথ্যতে।

॥ যোগমার্গ ॥

(১৭) পরমেশ্বরস্য মায়াশক্তির্গ্রাহ্যগ্রাহক-ভেদে পঞ্চবিংশতিধা। তাভিরনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্য সৌরবিশ্বস্য চোৎপত্তির্ভবতি। অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডং প্রথমমহাপুরুষস্য শরীরত্বেন ধ্যাত্বা যে উপাসতে, তে যোগীন্দ্রাঃ প্রথমমহাপুরুষোপাসকা ইতি কীর্ত্যন্তে।

(১৮) একৈকব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশভুবনস্য সৃষ্টি-র্ভবতি, তানি দ্বিতীয়মহাপুরুষস্য শরীরত্বেন ধ্যাত্বা যে উপাসন্তে, তান্ যোগীন্দ্রান্ দ্বিতীয়মহাপুরু-

---

উপাসনা করেন, তাঁহারা আসুরভাব লাভপূর্বক সংসার পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহের আনুকূল্যানুশীলন ফলে বিবেক, বৈরাগ্য, যোগাদি স্বয়ং ভৃত্যবদ্ সাধকের অনুগমন করিয়া থাকেন। আসুরভাব দোষে যাঁহাদের শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে অনাদর হয়, তাহারা তাদৃশোপদেষ্টার উপদেশানুসারে বহু ক্লেশে তল্লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্বিগ্রহে অনাদর দুইপ্রকারে হইয়া থাকে। অন্য মুখ্য দেববিগ্রহে পরমেশ্বরতারোপণ দ্বারা এবং মায়া-শক্তি মাত্রাশ্রয়স্বরূপের অনুশীলন দ্বারাও তাহা হয়। স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে শ্রীশিবাদিবিগ্রহের উপা-সনাকে অন্যমুখ্যদেববিগ্রহে পরমেশ্বরতারোপণ বলা হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে। চিচ্ছক্ত্যা-শ্রয়ত্ব বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল মায়াশক্ত্যাশ্রয়ত্ব, পরমাত্মত্বাদি গুণের অনুশীলনকে মায়াশক্তি-মাত্রাশ্রয়স্বরূপানুশীলন বলা হয়, তাহাও লিখিত হইয়াছে। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অভক্ত শাসনা-ভিপ্রায়ে ধ্যেয় ও দৃশ্যবিশ্বের সৃষ্টি-পালন-সংহার করিয়া থাকেন, ইহাই পরমেশত্ব, তৎসম্বন্ধিনী শক্তিকেই মায়াশক্তি বলা হয়।

(১৬) শ্রীপরমেশ্বর মায়াশক্তিদ্বারা যে প্রকার ধ্যেয় ও দৃশ্যবিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিয়া থাকেন, সেইসকল লীলার কীর্তন-শ্রবণ স্মরণপর ভক্তসকলকে পরমেশ্বরোপাসক বলা হয়। এইরূপ ভক্তিকেই পরমেশ্বরের শক্তিপ্রভাব 'জ্ঞান' বলা হয়।

(১৭) পরমেশ্বরের মায়াশক্তি গ্রাহ্য-গ্রাহক ভেদে পঞ্চবিংশতি প্রকার। সেই সকলদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ও সৌর বিশ্বের উৎপত্তি হয়। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রথম মহাপুরুষের শরীররূপে ধ্যান করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন. সেই সকল যোগীন্দ্রগণ প্রথম মহাপুরুষোপাসক-রূপে খ্যাত হন।

ষোপাসকাঃ কথ্যতে। জ্যোতিশ্চক্রোপাসকাঃ সৌরবিশ্বোপাসকাশ্চ এতদন্তর্ভূতাঃ।

(১৯) চতুর্দশভুবনগতদেবমনুষ্যাদীনাং শরীর বিশেষং তৃতীয়মহাপুরুষস্য শরীরত্বেন ধ্যাত্বা যে উপাসতে; তান্ যোগীন্দ্রান্ তৃতীয় মহাপুরুষোপাসকাঃ কথ্যতে।

(২০) যে যোগীন্দ্রা বহিঃশরীরস্যোপাসনাং পরিত্যজ্য কেবল তত্তদন্তর্যামিনমুপাসতে, তানন্তর্যাম্যুপাসকা ইত্যচ্যতে। বিলয়রূপাং মায়াশক্তিং প্রকৃতিরিত্যুচ্যতে। তস্যা অন্তর্যামিনো যো উপাসনাং করোতি তং প্রকৃত্যন্তর্যাম্যুপাসক ইত্যুচ্যতে।

(২১) চতুর্দশভুবনং বিরাড়্‌বিগ্রহমুচ্যতে। তদন্তর্যাম্যুপাসকং বিরাড়ন্তর্যাম্যুপাসকো হিরণ্যগর্ভোপাসকো বোচ্যতে।

(২২) এবং ব্যষ্টিজীবান্তর্যাম্যুপাসনয়া ব্যষ্টিজীবান্তর্যাম্যুপাসকো ভবতি। তত্তৎশরীরস্য প্রেরকত্বেন ভাবনয়ান্তর্যাম্যুপাসনা ভবতি।

(২৩) পরমেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ পঞ্চবিংশতিপ্রকারা। তাভিরনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানাং সৌরবিশ্বস্য চোৎপত্তির্ভবতি। প্রতিশরীরমেকৈকসংসারিজীবাভিমানী ভবতি। পরমেশ্বরোঽপি পরমাত্মরূপেণ সাক্ষিস্বরূপেঽবতিষ্ঠতি। তে জীবাঃ স্বং শরীরাদ্ ভিন্নতয়া পশ্যন্তঃ তৎসাক্ষিত্বেন দৃষ্টে পরমাত্মবৎ মুক্তো ভবতি। পরমাত্মা বিশ্বশরীরাৎ স্বং নিরন্তরং ভিন্নতয়া পশ্যতি, অতএব নিত্যমুক্তঃ। পরমাত্মবৎ জীবস্য শরীরাদ্ ভিন্নত্বস্য তৎসাক্ষিত্বস্য চ প্রদর্শনমেব সাংখ্যযোগস্য ফলম্।

---

(১৮) এক এক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চতুর্দশ ভুবনের সৃষ্টি হয়, সেই চতুর্দশ ভুবনকে দ্বিতীয় মহাপুরুষের শরীররূপে ধ্যান করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, সেইসকল যোগীন্দ্রকে দ্বিতীয় মহাপুরুষোপাসক বলা হয়। জ্যোতিশ্চক্রোপাসক এবং সৌর-বিশ্বোপাসক এতদন্তর্ভুক্ত হন।

(১৯) চতুর্দশ ভুবনগত দেবমনুষ্যাদির শরীরবিশেষকে তৃতীয় মহাপুরুষের শরীররূপে ধ্যান করিয়া যাহারা উপাসনা করেন, সেই সকল যোগীন্দ্রকে তৃতীয় মহাপুরুষোপাসক বলা হয়।

(২০) যে সকল যোগীন্দ্র বহিঃশরীরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া কেবল তত্তদন্তর্যামীর উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই সকলকে অন্তর্যাম্যুপাসক বলা হয়। বিলয়রূপা মায়াশক্তিকে প্রকৃতি বলা হয়। তাহার অন্তর্যামীর যিনি উপাসনা করেন, তাঁহাকে প্রকৃত্যন্তর্যাম্যুপাসক বলা হয়।

(২১) চতুর্দশ ভুবনকে বিরাটের শরীর বলা হয়, তদন্তর্যামীর উপাসককে বিরাড়ন্তর্যাম্যুপাসক বা হিরণ্যগর্ভোপাসক বলা হয়।

(২২) এই প্রকার ব্যষ্টিজীবান্তর্যামীর উপাসনা দ্বারা ব্যষ্টিজীবান্তর্যাম্যুপাসক হইয়া থাকেন। তত্তৎশরীরের প্রেরকরূপে ভাবনাদ্বারা অন্তর্যামীর উপাসনা হইয়া থাকে।

(২৩) পরমেশ্বরের মায়া-শক্তি পঞ্চবিংশতি-প্রকার ভেদপ্রাপ্তা হন, তদ্দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও সৌরবিশ্বের উৎপত্তি হয়। প্রতি শরীরে এক এক সংসারী জীবাভিমানী হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরও পরমাত্মরূপে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। উক্ত জীবসকল আপনাকে শরীর হইতে ভিন্নরূপে দেখিয়া তৎসাক্ষিস্বরূপে দেখিলে পরমাত্মবৎ মুক্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা বিশ্বশরীর হইতে আপনাকে নিরন্তর ভিন্নরূপে দেখিয়া থাকেন। অতএব নিত্যমুক্ত হন। পরমাত্মবৎ জীবের শরীর হইতে ভিন্নত্ব, তৎসাক্ষিত্ব প্রদর্শনই সাংখ্যযোগেরফল।

জীবাঃ সম্রাটস্থানীয়স্য পরমেশ্বরস্য প্রজা-স্থানীয়ত্বাত্তৎ-শক্তিস্থানীয়াঃ। মায়াশক্তেঃ কার্যত্বা-দনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সৌরবিশ্বানি তৎকারণানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি চ মায়াশক্তের্ন ভিন্নানি কার্য-কারণয়োরভেদাৎ।

স্বশক্তিত্বাৎ জীবশক্তির্মায়াশক্তিশ্চ পরব্রহ্ম-পরমাত্মনঃ স্বরূপান্নাতিরিচ্যতে—শক্তিশক্তিমতো-রভেদাৎ।

এবম্ভূত বিবেকেনাশ্রিতাৎ কার্যাদাশ্রয়রূপা-মায়াশক্তির্ভিন্না। আশ্রিতাৎ মায়াশক্তিত আশ্রয়-ভূতপরব্রহ্মস্বরূপো ভিন্নঃ। আশ্রিতরূপজীবেভ্যঃ আশ্রয়রূপপরব্রহ্মস্বরূপো ভিন্নঃ, আশ্রিতাশ্রয়ভেদা-দ্ভেদঃ।

আশ্রয়রূপমায়াশক্তিতঃ আশ্রিতকার্যাণি ন ভিন্নানি। আশ্রয়রূপপরব্রহ্মস্বরূপাদাশ্রিতা মায়া-শক্তি র্জীবাশ্চ ন ভিন্নাঃ।

অতএব জীবা, মায়াশক্তিস্তৎকার্যাণি চ পর-ব্রহ্মস্বরূপান্ন ভিন্নানি, তদনন্যত্বাৎ। এবংবিধবিবে-কেন সর্বত্রপরব্রহ্মস্বরূপদর্শিনঃ পরব্রহ্মোপাসকাঃ স্বশক্ত্যানুভবসুখস্বরূপ-পরব্রহ্মণোঽনুভবপূর্বকস্তদ্-বৈচিত্র্যরূপেণ জীবান্ মায়াশক্তিং তৎকার্যাণি চানু-ভবন্তি।

(২৪) পরব্রহ্মণঃ স্বরূপমাত্রদর্শিনঃ পরব্রহ্মো-পাসকা অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিনা পরব্রহ্মস্বরূপমাত্রমনু-ভবন্তি। মায়াশক্তেস্তৎকার্যস্য চানুভবং ভ্রমবৎ-হেয়তয়া ত্যজন্তি।

দৈবভাবপ্রাপ্ত-পরমভাগবতানাং সিদ্ধান্তানু-সারেণ অনন্তকল্যাণগুণবারিধি সগুণ পরব্রহ্মো-পাসনায়াঃ প্রাধান্যস্থাপনাদুক্ত-বিধোপাসকানাং পূর্ব-পূর্বশ্রেষ্ঠতারূপতারতম্যং বর্ণিতম্। আসুর-ভাবদূষিতা জনা গুণাতীতস্বরূপমাত্রস্যোপাসনায়াঃ প্রাধান্যং স্বীকুর্বন্তি।

জীব সকল—সম্রাট স্থানীয় পরমেশ্বরের প্রজা স্থানীয় হেতু তৎ শক্তি স্থানীয় হন। মায়া-শক্তির কার্য্যহেতু অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড এবং সৌর-বিশ্বসকল, আর তৎকারণ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব মায়া-শক্তি হইতে ভিন্ন হন না। স্বশক্তি হেতু জীব-শক্তি এবং মায়াশক্তি পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহেন।

এবম্ভূত বিবেকদ্বারা আশ্রিত কার্য্য হইতে আশ্রয়রূপ মায়াশক্তি ভিন্না। আশ্রিতা মায়া-শক্তি হইতে আশ্রয় ভূত পরব্রহ্মস্বরূপ ভিন্ন। আশ্রিতরূপ জীবসকল হইতে আশ্রয়রূপ পরব্রহ্ম-স্বরূপ ভিন্ন।

আশ্রয়রূপ মায়াশক্তি হইতে আশ্রিত কার্য্য সকল ভিন্ন নয়। আশ্রয়রূপ পরব্রহ্মস্বরূপ হইতে আশ্রিতা মায়াশক্তি এবং জীবসকল ভিন্ন নয়। অতএব জীবসকল, মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তির কার্য্যসকল পরব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়। এবং বিধ বিবেকদ্বারা সর্ব্বত্র পরব্রহ্মস্বরূপদর্শী পরব্রহ্মোপাসক সকল স্বশাক্ত্যনুভবসুখস্বরূপ পরব্রহ্মের অনুভবপূর্বক তদ্বৈচিত্র্যরূপে জীব-সকলকে, মায়াশক্তিকে এবং তৎ কার্য্য সকলকে অনুভব করিয়া থাকেন।

২৪। পরব্রহ্মস্বরূপ মাত্রদর্শী পরব্রহ্মো-পাসকগণ অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিদ্বারা পরব্রহ্মস্বরূপ-মাত্রের অনুভব করিয়া থাকেন। মায়াশক্তির এবং মায়াশক্তি কার্য্যের অনুভবকে ভ্রমবৎ হেয়রূপে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

দৈবভাবপ্রাপ্ত পরম ভাগবতগণের সিদ্ধান্তা-নুসারে অনন্তকল্যাণগুণবারিধি সগুণ পরব্রহ্মের উপাসনার প্রাধান্য স্থাপন পূর্ব্বক উক্ত প্রকারে উপাসকগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠতারূপ তারতম্য লিখিত হইল। আসুর-ভাব দূষিত ব্যক্তিগণ

(২৫) ভক্তিমার্গে, ধ্যানমার্গে, জ্ঞানমার্গে চানধিকারিণো নানাদেবোপাসনায়াং নিরতা ভবন্তি। ইমং নানাদেবোপাসনামার্গং কর্ম্মমার্গ ইত্যুচ্যতে। কর্মমার্গোঽপি মুখ্য-গৌণভেদাদ্ দ্বিবিধঃ। বৈদিককর্মমার্গো মুখ্যঃ, স্মার্তকর্মমার্গো গৌণ ইত্যুচ্যতে। বেদোক্তযজ্ঞান্ বৈদিককর্ম, স্মৃত্যুক্তযজ্ঞান্ স্মার্তকর্ম ইতি কথ্যতে। যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পাদককর্মাণ্যপি যজ্ঞান্তর্ভূতানি। কর্ম্মযজ্ঞে সর্বজীবান্তর্যামী পরমেশ্বরো মহাপুরুষরূপেণ সুপূজিতো ভবতি। জীবাঃ—শক্তিবিশেষ প্রেরকা দেবাঃ, সৃষ্টিকৃৎপিতরঃ, শাস্ত্রপ্রকাশকাঃ ঋষয়ঃ, হিতৈষিণো মনুষ্যাঃ, অন্যে চ প্রাণিনঃ—এবং পঞ্চধা বিভজ্যন্তে।

অপূর্ণযজ্ঞঃ পূর্ণযজ্ঞো ভেদাদ্ বৈদিকযজ্ঞো দ্বিবিধঃ। অগ্নিহোত্রং দর্শপৌর্ণমাসৌ চতুর্মাস্যানি ইতি অপূর্ণযজ্ঞাঃ। পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞঃ দর্শাদেরন্তর্ভূতঃ। বৈদিক আগ্রাহনযজ্ঞঃ চাতুর্মাস্যান্তর্গতম্। ইষ্টয়শ্চাপূর্ণযজ্ঞাঃ। পশু-সোমযজ্ঞঃ পূর্ণযজ্ঞ উচ্যতে। পূর্ণযজ্ঞোঽপি প্রাকৃত-বৈকৃত-ভেদাদ্ দ্বিবিধঃ।

ষোড়শী-উক্থ-পুরীষি-অগ্নিষ্টোম-আপ্তোর্যাম-অতিরাত্র-গোসব-বাজপেয়া এতে প্রাকৃতযজ্ঞাঃ পূর্ণযজ্ঞাশ্চোচ্যন্তে। মহাব্রত-সর্বতোমুখ-পৌণ্ডরীক-অভিজিৎ-বিশ্বজিৎ রাজসূয়-অশ্বমেধ-বৃহস্পতিসব-আঙ্গিরসঃ' ইত্যাদয়ো বৈকৃতযজ্ঞাঃ উত্তরযজ্ঞাশ্চোচ্যন্তে। সযূপান্ ক্রতুশ্চোচ্যতে।

অথ স্মার্তযজ্ঞা বর্ণ্যন্তে—ঔপাসন বৈশ্বদেব স্থালীপাক আগ্রয়ণ সর্পবলি ঈশানবলি অষ্টকান্বষ্টকা এতে সপ্তবিধাঃ স্মার্তপাকযজ্ঞাঃ।

(২৬) ব্রহ্মযজ্ঞ দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃযজ্ঞ

গুণাতীত স্বরূপ মাত্রের উপাসনার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন।

(২৫) ভক্তিমার্গে ধ্যানমার্গে এবং জ্ঞানমার্গে অনধিকারীগণ নানা দেবোপাসনাতে রত হন। এই নানা দেবোপাসনা মার্গকে কর্ম্মমার্গ বলা হয়। কর্ম্মমার্গও মুখ্য এবং গৌণ ভেদে দ্বিবিধ হয়। বৈদিক কর্ম্মমার্গকে মুখ্য কর্ম্মমার্গ বলা হয়। স্মার্ত্ত কর্ম্মমার্গকে গৌণ কর্ম্মমার্গ বলা হয়। বেদোক্ত যজ্ঞসকলকে বৈদিককর্ম্ম এবং স্মৃত্যুক্ত যজ্ঞসকলকে স্মার্ত্তকর্ম্ম বলে। যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ্যতা সম্পাদক কর্ম্মসকলও যজ্ঞান্তর্ভূত হইয়া থাকে।

কর্ম্মযজ্ঞে সর্ব্বজীবান্তর্যামী পরমেশ্বর মহাপুরুষরূপে সুপূজিত হইয়া থাকেন এবং জীবসকল শক্তি বিশেষ প্রেরক দেবগণ, সৃষ্টিকৃৎ পিতৃগণ, শাস্ত্র প্রকাশক ঋষিগণ, হিতকারী মনুষ্যগণ এবং অন্য প্রাণিসকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত হন।

অপূর্ণযজ্ঞ এবং পূর্ণযজ্ঞভেদে বৈদিকযজ্ঞ দ্বিবিধ হয়। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য এই সকলকে অপূর্ণযজ্ঞ বলা হয়। পিণ্ড, পিতৃযজ্ঞ দর্শাদির অন্তর্ভূত হয়। বৈদিক আগ্রাহন যাগ চাতুর্মাস্য যাগের অন্তর্ভূত হয়। ইষ্টিসকলও অপূর্ণ যাগ হইয়া থাকে। পশু সোম যাগকে পূর্ণযাগ বলা যায়। পূর্ণযজ্ঞও প্রাকৃত বৈকৃত ভেদে দ্বিবিধ। ষোড়শী, উক্থ পুরীষি, অগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্যাম অতিরাত্র, গোসব, বাজপেয়, এই সকলকে প্রাকৃত যজ্ঞ বলা হয় এবং পূর্ণযজ্ঞও বলা হয়। মহাব্রত, সর্ব্বতোমুখ, পৌণ্ডরীক, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ রাজসূয় অশ্বমেধ বৃহস্পতিসব, আঙ্গিরস ইত্যাদিকে বৈকৃতযজ্ঞ এবং উত্তরযজ্ঞ বলা হয়। সযূপ সকলকে ক্রতুও বলা হয়। (ভাঃ ৩।১২।৪০)

অতঃপর স্মার্ত্তযজ্ঞসকল লিখিত হইতেছে। ঔপাসন বৈশ্বদেব, স্থালীপাক, আগ্রয়ন, সর্পবলি

ভূতযজ্ঞাঃ—এতে স্মার্তপঞ্চমহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং কর্তব্যাঃ। প্রাতঃ সন্ধ্যাতর্পণ-উপাসনহোমবেদ-পাঠৈঃ, মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা বৈশ্বদেব-অতিথিসৎকার-ভূতবলিঃ, সায়ংকালে সন্ধ্যা উপাসনাহোমশ্চ এতে বৈদিকস্মার্তানুসারেণ প্রত্যহং কর্তব্যাঃ। যথাকালং নৈমিত্তিককর্মাণি চ কর্তব্যানি। নানা-দেবার্চন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-পার্বণশ্রাদ্ধ-প্রেতকৃত্য-একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ-গোদান-নানাবিধ-দানানি ইত্যাদিনি নৈমিত্তিক-কর্ম্মাণি।

তদেবং বৈদিকযজ্ঞাঃ শ্রীভগবৎপ্রীতি লাভায় কৃতে সতি শান্ত্যাদিদৈবভাব বর্দ্ধনেন শ্রীভগবৎ প্রীতিলাভে সহায়া ভবন্তি। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্বপ্রভুঃ, দেবা ঋষয়ঃ পিতরশ্চ শ্রীবিষ্ণুভক্তা এবং শ্রীভগবদর্চনাবশিষ্টদ্রব্যেণ, অথবা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্বান্তর্যামী নানানামরূপাভ্যাং তস্যৈব যজনং ভবতি-ইত্থমুক্তযজ্ঞাঃ কৃতে সতি, তথা শ্রীভগ-বদাজ্ঞাপ্রতিপালনবুদ্ধ্যা তৎপ্রীতিকামনয়া কৃতে সতি তেন দৈবভাবস্য বৃদ্ধিস্তৎপ্রীতিলাভশ্চ ভবতি।

স্মার্তযজ্ঞাশ্চ তদ্বৎকৃতে সতি দৈবভাব-বর্দ্ধকাঃ শ্রীভগবৎপ্রীতিপ্রদাশ্চ ভবন্তি।

(২৭) শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণৌ দ্বেষত্যাগেন শ্রীশিবাদৌ নির্বিশেষস্বরূপে বা অন্তর্যামিত্বা-রোপণেন পূর্ববদ্‌বৈদিকযজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতে তেন চিত্তশুদ্ধির্মুক্তৌ যোগ্যতা চ ভবতি।

(২৮) তদ্বৎ স্মার্তযজ্ঞাশ্চ ফলপ্রদা ভবন্তি।

(২৯) দেবর্ষিপিত্রাদৌ স্বতন্ত্রদৃষ্টিসন্ধারণেন নানাকামনয়া বৈদিকযজ্ঞা অনুষ্ঠিতে সতি তত্তৎ-কামলাভো ভবতি, বাসনাভেদাৎ পিতৃদেবাদি-

---

ঈশানবলি, অষ্টকাণ্বষ্টকা এই সপ্তপ্রকার স্মার্ত্ত—পাকযজ্ঞ হইয়া থাকে।

(২৬) স্মার্তকর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিকভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে নিত্যকর্ম্ম সকল—ব্রহ্মযজ্ঞ দেব-যজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ মনুষ্যযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ এই স্মার্ত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রতিদিন কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে সন্ধ্যা, তর্পণ, উপাসন, হোম, এবং বেদপাঠ ; মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যা, বৈশ্বদেব, অতিথি সৎকার এবং ভূত বলি, সায়ংকালে সন্ধ্যা এবং উপাসন হোম এই সকল বৈদিক স্মার্ত্তানুসারে প্রতিদিবসে কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। যথাকালে নৈমিত্তিককর্ম্ম সকলও কর্ত্তব্য হয়। নানাদেবার্চন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, প্রেতকৃত্য, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ, গোদান, নানাবিধ দান এই সকলকে নৈমিত্তিক কর্ম বলা হয়।

উক্ত বৈদিক যজ্ঞসকল শ্রীভগবৎ প্রীতি-লাভের উদ্দেশ্যে কৃত হইলে শান্তি প্রভৃতি দৈব-ভাব বর্দ্ধনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎ প্রীতিলাভে সহায় হয়। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বপ্রভু। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ প্রভৃতি শ্রীভগবান বিষ্ণুর ভক্ত, এইভাবে শ্রীভগবদর্চ্চাবশিষ্টদ্রব্যদ্বারা অথবা শ্রীভগবান বিষ্ণু সর্ব্বান্তর্য্যামী নানা নামরূপদ্বারা শ্রীভগবান বিষ্ণুরই যজন হইতেছে, এইভাবে উক্ত যজ্ঞসকল কৃত হইলে এবং শ্রীভগবদাজ্ঞা প্রতি-পালনবুদ্ধিতে তৎপ্রীতি কামনায় কৃত হইলে তদ্দ্বারা দৈবভাবে বৃদ্ধি এবং প্রীতিলাভ হয়।

স্মার্ত্ত যজ্ঞাদিও উক্তপ্রকারে কৃত হইলে দৈবভাব বর্দ্ধক এবং শ্রীভগবৎ-প্রীতিপ্রদ হয়।

(২৭) শ্রীভগবদ্বিষ্ণুতে দ্বেষত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশিবাদিতে অথবা নির্বিশেষ স্বরূপে অন্তর্য্যামি-ত্বারোপণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং মুক্তি বিষয়ে যোগ্যতা হয়। শ্রীভগবদ্বিষ্ণুতে তদ্ভক্তিতে ও তদ্ভক্তে দ্বেষ থাকিলে তদ্দ্বারা আসুরভাবের বৃদ্ধি হয়, চিত্ত নির্মল হয় না।

২৮) উক্তপ্রকারে স্মার্ত্তযজ্ঞসকলও ফলপ্রদ হয়।

লোকলাভশ্চ স্যাৎ, পরন্তু ঈর্ষা-অসূয়া-তিরস্কারাদি-ভ্যশ্চিত্তমালিন্যমাসুরভাববৃদ্ধিশ্চ স্যাৎ।

(৩০) সকামস্মার্তযজ্ঞানুষ্ঠানেন চ তদ্বৎ-ফললাভঃ স্যাৎ। পূর্ব্বপূর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রমাৎ ত্রিংশৎ-প্রকারা উপাসনাভেদা বর্ণিতাঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব সর্বৈশ্বর্যমাধুর্যপরিপূর্ণঃ। অস্মাত্তদুপাসনৈব সর্বতোঽধিকা শ্রেষ্ঠতমা ভবতি। শ্রীমথুরা-দ্বারকাবিহারিণ উপাসনাতঃ শ্রীগোকুল-বিহারিণ উপাসনা পরিপূর্ণানন্দপ্রদা। যতঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীদ্বারকায়াং পূর্ণতা, শ্রীমথুরায়াং পূর্ণতরতা, শ্রীগোকুলে পূর্ণতমতা ভবতি। ঐশ্বর্যমাধুর্যয়োঃ প্রাকাট্যতারতম্যেন লীলাবতারান্তরাণাং শ্রীপরব্যোমনাথস্য চোপাসনাতঃ শ্রীনৃসিংহদেবস্যোপাসনা সুখপ্রদা, শ্রীরামচন্দ্রস্যোপাসনা ততোঽধিকা, শ্রীকৃষ্ণোপসনা ততোঽধিকা ভবতি। যতঃ শ্রীনারায়ণে কেবলৈশ্বর্যস্য প্রাধান্যং; শ্রীনৃসিংহে, শ্রীরামচন্দ্রে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণে ক্রমাৎ মাধুর্য ভক্তবাৎসল্যাদি-গুণানাং নরলীলা-মাধুর্যস্য চাধিক্যতয়া প্রাকট্যং স্যাৎ। বস্তুগত-ভেদাভাবেঽপি গুণপ্রাকাট্য তারতম্যাদেবং তারতম্যং ভবতি। তত্তদ্রূপস্যোপাসনা তারতম্যেন তত্তন্মন্ত্রস্যাপি মাহাত্ম্য তারতম্যং ভবতি।

শক্ত্যাবেশাবতারাণামুপাসনাতো লীলাবতারাণামুপাসনায়া অবশ্যমেব প্রাধান্যং স্যাৎ। যতঃ শক্তিসাক্ষাৎকারাদ্ বস্তুসাক্ষাৎকারস্য প্রাধান্যং ভবতি। গুণাবতারত্বাৎ শক্ত্যাবেশাবতারাণামুপাসনাতঃ শ্রীশিবস্যোপাসনায়াঃ প্রাধান্যং স্যাৎ। শ্রীব্রহ্মণো বিগ্রহোপাসনা ন ভবতি, বিরাড়্রূপে তদুপাসনা ভবতি। গুণাতীত স্বরূপমাত্রস্যোপাসনাতো গুণপ্রকটকারিপরমেশ্বরস্যোপাসনায়াঃ

---

(২৯) দেব, ঋষি, পিতৃ প্রভৃতিতে স্বতন্ত্র-দৃষ্টি সন্ধারণপূর্বক নানা কামনাদ্বারা প্রেরিত হইয়া যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইলে তত্তৎ কামলাভ হইয়া থাকে। বাসনাভেদে পিতৃদেবাদি লোক লাভও হয়, কিন্তু ঈর্ষা অসূয়া তিরস্কারাদি দ্বারা চিত্তমালিন্য এবং আসুরভাব বৃদ্ধি হয়।

(৩০) সকাম স্মার্ত্তযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও উক্ত প্রকারে ফললাভ হয়। পূর্বপূর্ব শ্রেষ্ঠক্রমে ত্রিংশৎপ্রকার উপাসনাভেদ লিখিত হইল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য পরিপূর্ণ হন। এই হেতু তদুপাসনাই সর্ব্বতোঽধিকা শ্রেষ্ঠতমা হন। শ্রীমথুরা-দ্বারকা বিহারীর উপাসনা হইতেও শ্রীগোকুল বিহারীর উপাসনা পরিপূর্ণানন্দপ্রদা হন। যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদ্বারকাতে পূর্ণতা, শ্রীমথুরাতে পূর্ণতরতা এবং শ্রীগোকুলে পূর্ণতমতা হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রাকট্য তারতম্যে অন্য লীলাবতার সকলের এবং শ্রীপরব্যোমনাথের উপাসনা হইতেও শ্রীনৃসিংহদেবের উপসনা সুখপ্রদা হন। শ্রীরামচন্দ্রের উপসনা ততোঽধিকা হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণোপাসনা ততোঽধিকা হন। যেহেতু শ্রীনারায়ণে কেবল ঐশ্বর্য্য প্রাধান্য হইয়া থাকে। শ্রীনৃসিংহে, শ্রীরামে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণে ক্রমে মাধুর্য্য ও ভক্ত বাৎসল্যাদি গুণের এবং নরলীলা মাধুর্য্যের আধিক্য প্রাকট্য হয়। বস্তুগত ভেদ না থাকিলেও গুণপ্রাকট্য তারতম্যে এইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে। তত্তৎ রূপের উপাসনার তারতম্যে তত্তৎ মন্ত্রেরও মাহাত্ম্য তারতম্য হয়।

শক্ত্যাবেশাবতার সকলের উপাসনা হইতে লীলাবতার সকলের উপাসনার অবশ্য প্রাধান্য হয়, যেহেতু শক্তি সাক্ষাৎকার হইতে বস্তু সাক্ষাৎকারের প্রাধান্য হইয়া থাকে। গুণাবতার হেতু অন্য শক্ত্যাবেশাবতার সকলের উপাসনা হইতে শ্রীশিবের উপাসনার প্রাধান্য হয়।

প্রাধান্যম্ ; যতো গুণপ্রাকট্যানুভবে আনন্দাধিক্যং ভবতি। মাহাত্ম্যানভিজ্ঞা অন্যথা সিদ্ধান্তয়ন্তি। দেবগণরূপবিভূতীনামুপাসনাত্তঃ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্যোপাসনায়া অবশ্যমেব প্রাধান্যং স্যাৎ। অনেন সিদ্ধান্তানুসারেণৈবোপাসনায়াস্তারতম্যং লিখিতম্। উপাসনৈব যজ্ঞসংজ্ঞয়োচ্যতে। যতঃ পরমেশ্বরস্য তুষ্টিকর ব্যাপারমেব যজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। ভো মহোদয়াঃ! শ্রীভগবতঃ এবাং যজ্ঞাদীনামনুষ্ঠানমেবানুশীলনমিত্যুচ্যতে॥ ৯॥

———

নাস্তিকঃ—শ্রীভগবতো গুণাতীতো যঃ স্বরূপঃ সঃ কেবলাস্তিজ্ঞানাত্মকঃ অস্তিত্বানুভবব্যতিরেকেণ তৎস্বরূপস্য গোচরো ন ভবতি। সর্বশক্তিতস্তদ্ব্যাপারাচ্চ তদ্‌ভিন্নঃ। তদ্‌গুণাতীতস্বরূপঃ সর্বত্র সর্বদা সর্ববস্তুভ্যন্তরে বিদ্যামানোঽপি দেশবিশেষেণ কালবিশেষেণ বস্তুবিশেষেণ চাসংস্পৃষ্টঃ। অতএব দেশকালবস্তুপরিচ্ছিন্নাধিষ্ঠানে তাদৃশদ্রব্যেণ তদীয়যজনং নার্হতি। আকাশবায্বগ্নি-সূর্যচন্দ্র-নক্ষত্রাণি জলক্ষিতি-সর্বপ্রাণি শরীর-গোদেহ-ব্রাহ্মণবপু-বৈষ্ণব তনু-বাঙ্-মন স্বদেহ শালগ্রামশিলা-দ্বারকাচক্র-গোবর্ধনশিলা নানাদ্রব্যময়প্রতিমা-মন্ত্র-যন্ত্র মণ্ডল শ্রীনামাদীনি দেশকালবস্তু পরিচ্ছিন্নানি। এতেষু পদার্থেষু সর্বব্যাপকগুণাতীতস্বরূপস্য যজনং কথং সম্ভবতি? তৎকদাপি নার্হতি। যদ্বস্তু সর্ব্বব্যাপকং তস্য দ্রব্যবিশেষে কথং যজনং স্যাৎ, তদপ্যসম্ভবম্।

শ্রীব্রহ্মার বিগ্রহোপাসনা হয় না। বিরাড্‌রূপেই তদুপাসনা হইয়া থাকে। গুণাতীত স্বরূপমাত্রের উপাসনা হইতে গুণপ্রকটকারী পরমেশ্বরের উপাসনার প্রাধান্য হয়। যেহেতু গুণপ্রকট্যানুভবে আনন্দাধিক্য হইয়া থাকে। মাহাত্ম্যানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অন্যথা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

দেবগণরূপ বিভূতি সকলের উপাসনা হইতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনার অবশ্য প্রাধান্য হয়। এই সিদ্ধান্তানুসারেই উপাসনার তারতম্য লিখিত হইল। উপাসনাই যজ্ঞ নামে কথিত হয়। যেহেতু পরমেশ্বরের তুষ্টিকর ব্যাপারকেই যজ্ঞ বলা হয়। হে মহোদয়গণ! শ্রীভগবানের এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকেই অনুশীলন বলা হয়॥ ৯॥

———

নাস্তিক—শ্রীভগবানের গুণ হইতে অতীত যে স্বরূপ তাহা কেবল অস্তিজ্ঞানাত্মক হয়। অস্তিত্বানুভব ব্যতিরেকে তৎ স্বরূপের গোচর হয় না। সকল শক্তি হইতে এবং সকল শক্তি-ব্যাপার হইতে তাহা ভিন্ন, সেই গুণাতীতস্বরূপ সকল দেশে, সকল কালে, সকল বস্তুর অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও দেশ বিশেষ দ্বারা, কাল বিশেষদ্বারা এবং বস্তুবিশেষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না। অতএব দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্নে অধিষ্ঠানে তাদৃশ দ্রব্য দ্বারা তদীয় যজন হইতে পারে না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাসমূহ, জল, পৃথিবী, সর্ব্বপ্রাণিশরীর, গো দেহ, ব্রাহ্মণবপু, বৈষ্ণবতনু, বাক্য, মন, নিজদেহ, শালগ্রামশিলা, দ্বারকাচক্র, গোবর্ধন শিলা, নানাদ্রব্যময় প্রতিমা, মন্ত্র, যন্ত্র-মণ্ডল, শ্রীনাম—এই সকল পদার্থ দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্ন। এই সকল পদার্থে সর্ব্বব্যাপক গুণাতীত স্বরূপের যজন কি প্রকারে হইতে পারে? তাহা কদাচ হইতে পারে না। যে বস্তু সর্বব্যাপক সে বস্তুকে দ্রব্যবিশেষে কি প্রকারে যজন করা

তথাবস্ত্রালঙ্কারজলগন্ধপুষ্পধূপদীপ নৈবেদ্য-রূপ-দধিদুগ্ধঘৃত পিষ্টকাদি ; কিঞ্চ, নানাবিধ-যজ্ঞার্পিতচরু-পুরোডাশাদি সর্ব্বমেব দেশকাল-বস্তুপরিচ্ছিনানি। তৈঃ সর্ব্বব্যাপকবস্তুণো যজন-মপি নার্হতি। অতোঽনুভবাত্মকবস্তুণোঽনুভব-মাত্রেণৈব যজনং সম্ভবতি। দ্রব্যবিশেষেণ অদীয় যজনং নার্হতি।

সূত্রকারঃ—তৎসমাদধাতি—

অঙ্গেষ্বর্পণম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবতোঽঙ্গেষু অর্পণং ভবতি। আকাশ-বায্বগ্নিসূর্যচন্দ্র-নক্ষত্রাণি জল-ক্ষিতি সর্ব্বপ্রাণি-শরীর-গোশরীর-ব্রাহ্মণবপুর্বৈষ্ণবতনু-স্বদেহ-বা ঙ্-মনঃ-শালগ্রামশিলা-দ্বারকাচক্র-গো ব র্ধ ন শি লা-নানাদ্রব্যময়প্রতিমা-শ্রীনাম শ্রীমন্ত্র-যন্ত্র-মণ্ডলাদিষু কস্মিংশ্চিদধিষ্ঠানে শ্রীভগবদুদ্দেশ্যেঽর্পণং ভবতি। তানি অর্পিত বস্তূনি শ্রীভগবতোঽবয়বিশেষেঽর্পি-তানি ভবন্তি। যস্মাৎ কিমপি বস্তু শ্রীভগ-বতোঽঙ্গান্ন পৃথগ্‌ভূতানি। এতেনোক্তং ভবতি— অর্পিত বস্তূনি চ শ্রীভগবতোঽবয়বান্ন পৃথগ্-ভূতানি। শ্রীভগবদবয়ববিশেষে শ্রীভগবতোঽ-বয়ববিশেষেণৈব শ্রীভগবতো যজনং ভবতি। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাওস্ষ্ট্যারম্ভে তদ্‌যোগ্যতা-লাভায় শ্রীভগবতস্তুষ্টিবিধাতুং তস্য যজনে প্রবৃত্তঃ সন্ শ্রীভগবতোঽবয়বব্যতিরেকেণ যজ্ঞসম্ভারং ন প্রাপ্তঃ। বস্তুমাত্রমেব-শ্রীভগবতোঽবয়বত্বেনাপশ্যৎ। শ্রীভগবতোঽবয়বভূতৈর্যজ্ঞসম্ভারৈঃ শ্রীভগবদ্ যজনমহোৎসবস্য সম্পাদনং চকার। তথাহি শ্রীভাগবতে—(২।৬।২৩—২৮)

যদাস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ। নাবিদং যজ্ঞসম্ভারান্ পুরুষাবয়বাদৃতে ॥ তেষু

যায়? তাহাও অসম্ভব।

সেই প্রকার বস্ত্র অলঙ্কার জল গন্ধ পুষ্প ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যরূপ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, পিষ্টকাদি এবং নানাবিধ যজ্ঞে অর্পিত চরু পুরোডাশাদি সকল বস্তুই দেশকাল বস্তু পরিচ্ছিন্ন। তদ্দ্বারা সর্ব্বব্যাপক বস্তুর যজনও হইতে পারে না। এই হেতু অনুভবাত্মক বস্তুর অনুভব মাত্রদ্বারাই যজন হইতে পারে। দ্রব্য বিশেষদ্বারা তদীয় যজন হইতে পারে না।

সূত্রকার তৎ সমাধান করিতেছেন—

শ্রীভগবানের অঙ্গসকলে অর্পণ হইয়া থাকে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাসমূহ জল, পৃথিবী, সর্ব্বপ্রাণিশরীর গোশরীর ব্রাহ্মণদেহ বৈষ্ণবতনু, নিজদেহ বাক্য মনঃ শালগ্রামশিলা দ্বারকাচক্র গোবর্ধনশিলা, নানাদ্রব্যময়প্রতিমা, শ্রীনাম মন্ত্র যন্ত্র মণ্ডল ইত্যাদি যে কোন অধিষ্ঠানে শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয়। সেই অর্পিত বস্তু সকল শ্রীভগবানের অবয়ব বিশেষেই অর্পিত হয়।

যেহেতু কোন বস্তুই শ্রীভগবানের অঙ্গ হইতে পৃথক নহে। এতদ্দ্বারা বলা হইল অর্পিত বস্তু সকলও শ্রীভগবানের অবয়ব হইতে পৃথক নহে। শ্রীভগবানের অবয়ব বিশেষে শ্রীভগবানের অবয়ব বিশেষদ্বারাই শ্রীভগবানের যজন হইয়া থাকে।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টি বিষয়ে যোগ্যতা লাভের জন্য শ্রীভগবানের তুষ্টিবিধান মানসে শ্রীভগবানের যজনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবানের অবয়ব ব্যতিরেকে যজ্ঞসম্ভার পাইলেন না। সকল বস্তুকেই শ্রীভগবানের অবয়ব স্বরূপ দেখিলেন। শ্রীভগবানের অবয়ব-ভূত যজ্ঞসম্ভার সকলদ্বারা শ্রীভগবানের যজন মহোৎসবের সম্পাদন করিলেন—(ভাঃ ২।৬।২৩)

শ্রীনারদকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মা

যজ্ঞস্য পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ। ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ। বস্তূন্যোষধয়ঃ স্নেহারসলোহমৃদো জলম্। ঋচো যজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম॥ নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ। দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সঙ্কল্পস্তন্ত্রমেব চ। গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্। পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারা সম্ভৃতা ময়া॥ ইতি সম্ভৃতসম্ভারাঃ পুরুষাবয়বৈরহম্। তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্॥ ইতি। তস্মাদধিষ্ঠানানি যজনাঙ্গভূতসম্ভারাশ্চ ভগবতোঽবয়বমাত্রং ভবতি।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা॥ গী৪।২৪

ইত্যভিপ্রায়েণ বক্ষ্যমাণবিধয়া বর্ণ্যতে—শ্রীভগবতঃ স্বরূপং গুণাতীতমপি অনন্তকোটি-শক্তীনামাশ্রয়ঃ। যতস্তেষাং শক্তিব্যাপারাণাং সাক্ষিস্বরূপং, প্রেরকরূপং মূলরূপঞ্চ ভবতি। শ্রীভগবান্ স্বকীয়সর্ব্বাশ্রয়তানুভব-পরমানন্দপরিপূর্ণোঽপি স্বশক্তিরূপজীবানামানন্দবিধাতুং শক্তি-বর্গব্যাপারপ্রাকট্যে প্রবৃত্তো ভবতি। শ্রীভগবতঃ স্বশক্তিস্থানীয়জীবানামানন্দবিধানব্যাপারঃ স্বকীয়-পরিপূর্ণতায়া বাধকো ন স্যাৎ। যতঃ স্বাশ্রিত-বাৎসল্যগুণপ্রেরিতঃ সন্ স্বাশ্রিতানন্দবিধান-কারিত্বমেব শ্রীভগবতো ভগবত্তা। যথা ভগবত্ত্ব-রূপগুণ আত্মারামতায়া বাধকো ন ভবতি, তথা আত্মারামত্বরূপগুণোঽপি ভগবত্তায়াঃ। যতঃ স্বার্থে নিরপেক্ষতা পরার্থে প্রবৃত্তের্বাধকো ন স্যাৎ, পরার্থে প্রবৃত্তিরপি স্বার্থে নিরপেক্ষতায়া বাধকো ন ভবতি। যদ্বৎ স্বার্থে নিরপেক্ষত্বাৎ শ্রীভগবান্ আত্মারাম-শিরোমণিঃ। তদ্বৎ স্বার্থে নিরপেক্ষত্বাৎ তৎশক্তিস্থানীয়জীবা অপি স্বতঃসিদ্ধাত্মারামা

বলিলেন—আমি যখন বিরাট মহাপুরুষের নাভি-পদ্ম হইতে আবির্ভূত হইলাম, তখন মহাপুরুষের অবয়ব ভিন্ন অন্য যজ্ঞ সম্ভার সমূহ পাইলাম না। তন্মধ্যে যজ্ঞের পশু, বৃক্ষ, কুশ, যজ্ঞবেদী উত্তম গুণযুক্ত কাল, পাত্রাদি বস্তুসমূহ, ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি, ঘৃত, গুড়, লৌহ, মাটি, জল, চারিবেদ, কর্ম্ম, নামধেয় জ্যোতিষ্টোমাদি, মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতা, অনুক্রম, কল্প সঙ্কল্প, তন্ত্র, ক্রম, ধ্যান, প্রায়শ্চিত্ত, সমর্পণ—এই সকল মহাপুরুষের অবয়বদ্বারা যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করিয়া আমি যজ্ঞেশ্বর মহপুরুষকে যজ্ঞদ্বারা যজন করিলাম।' অতএব অধিষ্ঠান সকল এবং যজনাঙ্গ-ভূত সম্ভার সকল শ্রীভগবানের অবয়ব মাত্র।

এই অভিপ্রায় দ্বারা বক্ষ্যমাণপ্রকারে বলা হইতেছে—শ্রীভগবানের স্বরূপ গুণাতীত হইলেও অনন্তকোটি শক্তির আশ্রয় হন। সেহেতু শ্রীভগবান সেই সকল শক্তি ব্যাপারেরও সাক্ষি-স্বরূপ, প্রেরকরূপ এবং মূলরূপ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ স্বকীয় সর্ব্বাশ্রয়তানুভবে পরমানন্দ পরিপূর্ণ হইলেও স্বশক্তিরূপ জীবসমূহের আনন্দ বিধান-মানসে শক্তি বর্গ ব্যাপার প্রাকট্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের স্বশক্তি স্থানীয় জীবগণের আনন্দবিধানব্যাপার স্বকীয় পরিপূর্ণতার বাধক হয় না। যেহেতু স্বাশ্রিত-বাৎসল্য গুণ-প্রেরিত স্বাশ্রিতানন্দবিধান কারিত্বই শ্রীভগবানের ভগবত্তা হইতেছে। যে প্রকার ভগবত্ত্বরূপগুণ আত্মারামতার বাধক হয় না। সেই প্রকার আত্মারামত্বরূপ গুণও ভগবত্তার বাধক হয় না। যেহেতু স্বার্থে নিরপেক্ষতা পরার্থে প্রবৃত্তির বাধক হয় না। পরার্থে প্রবৃত্তিও স্বার্থে নিরপেক্ষতার বাধক হয় না। যে প্রকার স্বার্থে নিরপেক্ষ হেতু শ্রীভগবান্ আত্মারাম শিরোমণি হন, সেই প্রকার স্বার্থে নিরপেক্ষ হেতু তৎশক্তি স্থানীয় জীবসকলও

ভবন্তি। যথা শ্রীভগবান্ স্বতঃসিদ্ধগুণেন স্বাশ্রিত-বৎসলঃ, তথা জীবা অপি স্বতঃসিদ্ধগুণেন স্বাশ্রয়-প্রীতিমন্তো ভবন্তি। যথা স্বাশ্রিতানন্দবিধানং শ্রীভগবতঃ স্বতঃসিদ্ধগুণঃ, তথা স্বাশ্রয়ানন্দ-বিধানমপি জীবানাং স্বতঃসিদ্ধগুণো ভবতি। অতএব শ্রীভগবতো জীবানাঞ্চ পরস্পরানন্দবিধান-কারিত্বমেব স্বতঃসিদ্ধগুণো ভবতি॥ ১০॥

নাস্তিকঃ—স্বর্ণরৌপ্যামৃদাদিরচিত ঘটাদ্য-ধিষ্ঠানে, নানাদ্রব্যময় শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী মণিময়ী প্রভৃতিষু প্রতিমাদিষু চ প্রাকৃতজড়বস্তুষু সচ্চিদানন্দপরব্রহ্মণঃ যজনং কথং সম্ভবেৎ?

সূত্রকারঃ—সমাদধাতি,

তদভিন্নাৎ ॥ ১১ ॥

অধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়য়োরভিন্নত্বাৎ ঘটাদি পূজা-স্থানানি শ্রীভগবৎস্বরূপাণি ভবন্তি।

ভো মহোদয়াঃ! শাস্ত্রেষু লোকব্যবহারেষু চ চতুর্বিধ অভেদঃ স্বীকার্যঃ। অধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়য়োঃ অংশাংশিনোঃ শক্তিশক্তিমতোঃ কার্যকারণয়োশ্চ। তত্রাদ্যে গঙ্গাজলপ্রবাহে শ্রীগঙ্গাদেব্যা অভেদো যথা শাস্ত্রসিদ্ধস্তথা লোকেঽপি 'গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা' ইতি প্রসিদ্ধিঃ। তথাহি—গঙ্গাজলরূপা-ধিষ্ঠানে গঙ্গাজলরূপপাদ্যাদ্যুপচারৈঃ গঙ্গাদেব্যাঃ পূজনং ভবতি। অতএব যজনকালে প্রতিষ্ঠিত-মৃন্ময়ঘটাদৌ সঙ্কল্পিত-শ্রীনারায়ণাদি-দেবায় নমঃ শ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদিমন্ত্রেণ উপচারার্পণং ভবতি। তত্র মৃদ্‌ঘটায় নমঃ স্বর্ণঘটায় নমঃ স্বর্ণপ্রতি-মায়ৈ নমঃ ইতি বা নোচ্যতে। নীতিবাক্যে চ শ্রূয়তে—অস্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্‌ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মারাম হন। যে প্রকার শ্রীভগবান্ স্বতঃসিদ্ধগুণে স্বাশ্রিতবৎসল হন, সেই প্রকার জীবসকলও স্বতঃসিদ্ধগুণে স্বাশ্রয়প্রীতিমান হইয়া থাকেন। যে প্রকার স্বাশ্রিতানন্দবিধান শ্রীভগ-বানের স্বতঃসিদ্ধগুণ হয়, সে প্রকার স্বাশ্রয়ানন্দ-বিধানও জীব সকলের স্বতঃসিদ্ধগুণ হইয়া থাকে।

অতএব শ্রীভগবান্ ও জীবসকলের পর-স্পরানন্দবিধান কারিত্বই স্বতঃসিদ্ধগুণ হয়॥ ১০॥

নাস্তিক—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা মৃত্তিকাদি নির্মিত ঘটাদি অধিষ্ঠানে, অথবা নানাদ্রব্যময় শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মণিময়ী প্রভৃতি প্রতিমাদি প্রাকৃত জড়বস্তুতে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের যজন কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা কদাচ সম্ভব নহে।

সূত্রকার—অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় অভিন্নহেতু পূজার স্থান ঘটাদি অধিষ্ঠান সমূহ শ্রীভগবৎ স্বরূপ হন।

হে মহোদয়গণ! শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে চতুর্বিধ অভেদ স্বীকার্য্য হইতেছে। অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয়ে, অংশ ও অংশীতে, শক্তি ও শক্তিমানে এবং অহংগ্রহোপাসনাতে। প্রথমতঃ (১) গঙ্গার জলপ্রবাহে ও শ্রীগঙ্গাদেবীতে অভেদ—যেরূপ শাস্ত্রসিদ্ধ, সেইরূপ লোকেও বলে 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' অর্থাৎ গঙ্গাজল রূপ অধিষ্ঠানে, গঙ্গাজলরূপ পাদ্যাদি উপচার দ্বারা শ্রীগঙ্গাদেবীর পূজা হয়। সুতরাং পূজাকালে প্রতিষ্ঠিত মৃন্ময় ঘটাদিতে সঙ্কল্পিত 'শ্রীনারায়ণাদি দেবায় নমঃ' বা 'শ্রীদুর্গাদি দেবতায়ৈ নমঃ' বলিয়া পাদ্যাদি উপচার অর্পণ করা হয়। সে স্থলে 'মৃদ্ ঘটায়ঃ নমঃ, স্বর্ণঘটায় নমঃ বা স্বর্ণ-প্রতিমায় নমঃ' বলা হয় না। নীতি বাক্যেও শ্রুত হয়—মহদ্‌গণ কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে প্রস্তরখণ্ডও দেবত্বপ্রাপ্ত হন'।

অতএব উপাসনা পদ্ধতিতে উপাসক কর্তৃক

অতএব যজনবিধৌ উপাসকৈর্বহির্দৃষ্টিবর্জন-পূর্বক' ধ্যানময়দৃষ্ট্যা অধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়য়োরেকত্ব-চিন্তনং কর্তব্যম্। যথা উপনিষদি—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যত্র পরিদৃশ্যমানং সর্বং জগৎ ব্রহ্ম' ইত্যর্থঃ। অত্রাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম, অধিষ্ঠেয়ং জগৎ অনয়োরভেদভাবনয়া ব্রহ্মদর্শনম্। শ্রীগীতোপ-ষদি চ পূর্ব্বোক্ত বাক্যস্থ ব্যাখ্যায়াং শ্রীভগবতা উক্তম্—ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা, মৎস্থানি সর্বভূতানি। অস্যার্থঃ – অব্যক্তমূর্তিনা ব্রহ্মস্বরূপেণ ময়া ইদং সর্বং জগদ্ব্যাপ্তং। পঞ্চমহাভূতানি প্রাণিনশ্চ অধিষ্ঠানে ময়ি অব-স্থিতানি ভবন্তি। এবমষ্টাঙ্গযোগিনাং সর্ব্বান্ত-র্যামিত্বদর্শনমেব পরমাত্মদর্শনম্, তথা বিশ্বে ভগবৎশক্তি বৈভবদর্শনং ভক্তিযোগিনাং ভগবদ্-দর্শনম্।

অথ শ্রীনারায়ণোপনিষদি চ—অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজাঃ সৃজরেন্। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে, দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ সর্ব্বা দেবতা সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎ-পদ্যন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণো, ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ, শিবশ্চ-নারায়ণঃ, শক্রশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবোঽশ্বিনৌ চ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ কালশ্চ, দিশশ্চ, অধশ্চ ঊর্দ্ধঞ্চ, মূর্তোঽমূর্তশ্চ অন্তর্ব্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। কার্যকারণয়ো-রংশাংশিনোশ্চ অভেদদর্শনাৎ। অথ নিত্যো নিষ্কলো নিরাখ্যাতো নির্বকল্পো নিরঞ্জনো শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। য এবং বেদ—বোধঞ্চ সারথিং কৃত্বা মনঃ প্রগ্রহবান্ পুমান্। প্রয়াতি পরমং পারং বিষ্ণ্বাখ্যং পদম-ব্যয়ম্। বৈধীভক্তি যোগীনামিত্থম্ অনুশীলনীয়ঃ—

বহির্দৃষ্টি বর্জন পূর্বক ধ্যানময় দৃষ্টিতে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয়ের একত্ব চিন্তন হয়, যেমন উপনিষদে—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। এস্থলে অধিষ্ঠান ব্রহ্ম, অধিষ্ঠেয় জগৎ উভয়ের অভেদ ভাবনা—ইহাই ব্রহ্মদর্শন। শ্রীগীতাতেও পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—ময়া ততমিদং সর্বং জগদ-ব্যক্তমূর্তিনা। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ॥' অর্থাৎ অব্যক্তমূর্তি ব্রহ্মস্বরূপ আমা কর্তৃক এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। পঞ্চমহাভূত ও প্রাণিগণ অধিষ্ঠানরূপ আমাতে অবস্থিত, আমি তাহাদিগতে লিপ্ত নহি। অষ্টাঙ্গ যোগীগণের সর্বান্তর্যামিত্ব দর্শনই পরমাত্ম-দর্শন, বিশ্বে ভগবৎ-শক্তিবৈভবদর্শনই ভক্তি-যোগীগণের অনুশীলনীয়—

আদি পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন 'প্রজা সৃষ্টি করিব? অনন্তর নারায়ণ হইতেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, সকল দেবতা, ঋষিগণ, প্রাণিসমূহ উৎপন্ন হইলেন এবং সংহার কালে নারায়ণেই লীন হন। সুতরাং নিত্য পরমেশ্বর একমাত্র নারায়ণ। আর তাঁহা হইতে আবির্ভূত ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, রুদ্রগণ, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঋষিগণ, কাল, দিক্, অধঃ ঊর্দ্ধ, মূর্ত অমূর্ত, অন্তর বাহির এবং পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু, অতীতে যাহা হইয়াছে, আর ভবিষ্যতে যাহা হইবে সকলই নারায়ণ—কার্য কারণে বা অংশ ও অংশীতে অভেদ দর্শনহেতু।

অতএব নিত্য অখণ্ড অদ্বয় নিরঞ্জন শুদ্ধদেব একমাত্র নারায়ণ, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই অনুভবকে সারথি এবং মনকে সংযমিত করিয়া

পূর্বোক্তাধিষ্ঠানেষু শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈর্যক্তং চতুর্ভুজং শ্যামং মদ্রূপং ধ্যায়েৎ' ইতি।

রাগভক্তৌ পরমোপাসকানাং বিষয়ে শ্রীশুকদেব উবাচ কার্ষ্ণাস্তু—কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্ বস্ত্বিহকিঞ্চন॥ সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতিস্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্‌বস্তুরূপ্যতাম্।

অতএব মৎস্যাদ্যবতারাঃ সর্বে শ্রীকৃষ্ণস্যাংশাঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু অংশী, তয়োরংশাংশিনোরভেদঃ, প্রকৃত্যা জীবাত্মনা চ পরমাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ, প্রকৃতিজাতবস্তুভিঃ সহ প্রকৃত্যাঃ কার্যকারণয়োরভেদঃ ইত্থং চতুর্ধা অভেদঃ সর্বত্র প্রসিদ্ধঃ।

বেদেষু চ সামসু—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছা ৩।১৪।১) অধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়য়োরভেদঃ, তত্ত্বমসি (ছা ৬।৮।৭) অংশাংশিনোরভেদঃ, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং (ছা ৬।৮।৭)) শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ কার্যকারণয়োশ্চ, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃ ২।৫।১৯) ইতি অহংগ্রহোপাসনায়ামভেদঃ।

পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব শ্রীমৎপ্রতিমাং পশ্যন্তি, ভেদস্ফূর্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—বস্ত্রোপবীতাভরণ পত্রস্রগ্‌গন্ধ-লেপনৈঃ। অলংকুর্বীত সপ্রেম মদ্‌ভক্তো মাং যথোচিতম্॥ ইত্যত্র সপ্রেমেতি মামিতি চাভেদেন শ্রীমুখোক্তিঃ (১১।২৭।৩২)। ভেদস্ফূর্তের্দোষমাহ—শিলাবুদ্ধিকৃতা কিংবা প্রতিমায়াং হরের্ময়া। অন্যত্র চ—

সংসারের পরপারে শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন। বৈধিভক্তিযোগে উপাসকগণের ইহাই অনুশীলনীয়—পূর্বোক্ত অধিষ্ঠানসমূহে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্যামবর্ণ শ্রীনারায়ণ স্বরূপের ধ্যান করা কর্তব্য।

রাগভক্তিতে পরমোপাসক শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের পক্ষে—শ্রীশুকদেব বলেন—হে মহারাজ! আপনি এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিল জীবাত্মার আত্মা পরমাত্মা বলিয়া জানুন।

বিশেষতঃ বস্তু বিচারে এই বিশ্বের স্থাবর ও জঙ্গম যাহা কিছু সকলকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানুন এবং যত শ্রীভগবদ্‌রূপ আছেন সকলকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানুন। এই জগতে অন্যবস্তু কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান সকলবস্তুর কারণ প্রথমপুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, তাহারও কারণ বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ শ্রীনারায়ণ, তাঁহারও কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণকারণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত আর কি বস্তু থাকিতে পারে নির্ণয় করুন।

সুতরাং মৎস্যাদি অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও অংশী কৃষ্ণের সহিত অভেদ, প্রকৃতি ও জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিশক্তিমানে অভেদ, প্রকৃতিজাত কার্য জাগতিক বস্তু সমূহের সহিত প্রকৃতির কার্যকারণে অভেদ। এই চতুর্বিধ অভেদ সর্বত্র প্রসিদ্ধ। সামবেদে—অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয়ের অভেদ—তত্ত্বমসি, শক্তিশক্তিমানের অভেদ ও কার্যকারণের অভেদ—ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্, অহং গ্রহোপাসায় অভেদ—অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি।

পরম উপাসকগণ অষ্টবিধ শ্রীভগবৎ প্রতিমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দর্শন করেন। ভেদ স্ফূর্তি হইলে ভক্তি বিচ্ছেদ হয় সুতরাং প্রতিমূর্তি ও আরাধ্যদেবে অভেদ দর্শনই যুক্তি-

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্যস্য নারকী সঃ ।

শ্রীসাক্ষীগোপাল-শ্রীক্ষীরচোরা-গোপীনাথাদি শ্রীবিগ্রহাণাং লীলাদৃষ্ট্যা স্থালীপুলাকন্যায়েন সর্বে শ্রীবিগ্রহা ভক্তিবশাৎ ভক্তসবিধেঽভিন্নসাক্ষাদ্ ভগবৎ স্বরূপেণৈব 'বন্ধুবৎ পিতৃবন্মাতৃবৎ-পুত্রবৎ' আচরন্তি। তথাহি—নারদং প্রতি সনক উবাচ—দাসভাবঃ সখ্যভাবঃ পুত্রভাবস্তথৈব চ। নারীভাবো বিশেষেণ গুহ্যাদ্গুহ্যতমঃ স্মৃতঃ। গোপীভাবেন যে ভক্তা সামেবং সমুপাসতে। তেষু তেষ্বিব তুষ্টোঽহং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ভাবানুরূপং সর্বত্র পার্থ ব্যবহরাম্যহম্॥

নাস্তিকঃ—ভগবান্ সর্বব্যাপি বিভুস্তস্মাৎ সাধকানামিচ্ছানুসারতঃ যত্র কুত্রাপি তদ্ভাবনয়া কার্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ, স্থানবিশেষে পাত্রবিশেষে বা পরিচ্ছিন্নভাবেন তস্য ভাবনায়াঃ কিং প্রয়োজনম্, স্থানপাত্রাণাং তারতম্যবিবেকস্য চ কিং প্রয়োজনম্?

সূত্রকারঃ—সমাধাতুমাহ—

আবির্ভাবাচ্চ ॥ ১২ ॥

অধিষ্ঠানেষু শ্রীভগবদাবির্ভাবাচ্চ অধিষ্ঠানানাং ভগবৎ স্বরূপতা। ভো মহোদয়াঃ—শ্রীবিষ্ণোর্ব্যাপকত্বেঽপি তদাশ্রয়রূপস্য বিলক্ষণ-প্রকাশস্থানত্বাদেব শালগ্রামাদিষু নির্ধারণম্—'শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ'। শ্রীশালগ্রামস্য করচরণাদি-অঙ্গাবয়বানাং প্রকাশাভাবেঽপি তস্মিন্ তত্তদ্ভগবদাকারাধিষ্ঠানমিতি চিন্ত্যম্। শ্রীশালগ্রামস্য প্রতিষ্ঠাবিধিঃ ক্রয়-

---

যুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী (শ্রীভাঃ ১১।২৭।৩২) আমার ভক্ত প্রীতির সহিত আমাকে (শ্রীবিগ্রহে) বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, তুলসীপত্র, চন্দনাদি গন্ধলেপন ও বনমালাদিদ্বারা যে অঙ্গে যেমন সাজে সেইরূপ অলঙ্কৃত করিবে'। এই বাক্যে 'সপ্রেম' ও 'আমাকে' শব্দ দ্বারা অভেদ শ্রীমুখের উক্তি। ভেদস্ফূর্তি হইলে দোষ, অন্ধমুনি শ্রীদশরথ মহারাজকে বলিয়াছেন—আমি কি শ্রীহরির প্রতিমাতে কোনদিন শিলা বুদ্ধি করিয়াছিলাম? যাহার জন্য অন্ধ হইয়া এত কষ্ট পাইতেছি? অন্যপুরাণেও কথিত আছে—শ্রীবিষ্ণুর অর্চা বিগ্রহে শিলা বুদ্ধি যে ব্যক্তির হয়, তিনি নারকী।

শ্রীসাক্ষীগোপাল, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ—এই দৃষ্টান্তে সকল শ্রীবিগ্রহই ভক্তিবশে ভক্তের নিকট অভিন্ন সাক্ষাৎ ভগবদ্ স্বরূপে কথা বলেন, চুরি করেন, যুদ্ধ করেন, বন্ধুবৎ পিতৃবৎ-মাতৃবৎ পুত্রবৎ আচরণ করেন। প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

নাস্তিক—ভগবান্ সর্বব্যাপি সুতরাং সাধকের ইচ্ছামত যে কোন স্থানে তাঁহার ভাবনা করিলেই কার্যসিদ্ধি হইতে পারে, বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে বা পাত্রে পরিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার ভাবনার কি প্রয়োজন? স্থান-পাত্রের তারতম্য-বিচারেরই বা কি প্রয়োজন।

সূত্রকার—নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ স্থানে ও পাত্রে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হেতুও অধিষ্ঠান সমূহ ভগবৎস্বরূপতা লাভ করেন।

হে মহোদয়গণ! শ্রীবিষ্ণু সর্বব্যাপক হইলেও তাঁহার অধিষ্ঠান—আশ্রয়রূপ বিলক্ষণ প্রকাশের স্থান ও পাত্র শ্রীশালগ্রামাদিকে নির্ধারিত করা হইয়াছে—যেখানে শ্রীশালগ্রামশিলা অবস্থান করেন, সেখানে শ্রীহরি সন্নিহিত হন। শ্রীশালগ্রামের শ্রীহস্তপদাদি প্রকাশ না থাকিলেও তাঁহাতে উপাসকের নিজ নিজ উপাস্য শ্রীভগবন্মূর্তির ধ্যানদ্বারা নিত্য আবির্ভাব চিন্তনীয় হন। শ্রীশালগ্রামে প্রতিষ্ঠাবিধি বা আবাহন বিসর্জন ও ক্রয়বিক্রয়াদি না থাকায়

বিক্রয়াদি, তস্মিন্ ইষ্টদেবস্যাবাহন বিসর্জনাদ্য-ভাবেঽপি তত্র সর্বদেবময়স্য শ্রীহরের্নিত্যাবির্ভাবঃ প্রমাণয়তি। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনধাম্নি শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিণঃ প্রেমসেবয়া বশীভূয় স্বেচ্ছয়া শ্রীশ্রীরাধারমণঃ শালগ্রামতঃ শ্রীবিগ্রহ-রূপেণ প্রকটীভূতঃ। অতএব স্বেষ্টাকারস্যৈব ভগবতোঽধিষ্ঠানং সুষ্ঠু সিদ্ধিকরম্। তস্মিন্নেব অযত্নতস্তদীয়প্রাকট্যাৎ। তথাচোক্তম্—'মহাপুরুষ-মভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ'।

শ্রীকৃষ্ণাদীনান্তু মথুরাদিক্ষেত্রং মহাধিষ্ঠানম্—তথাহি 'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ। সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্॥' পাত্রং তত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ। হরিরেবৈক উর্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্। দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু। রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ॥

পাত্রান্তরে ভগবদাবির্ভাব-তারতম্যাৎ অধি-ষ্ঠানতারতম্যম্। মনুষ্য-জ্ঞানি-ভক্ত-শালগ্রাম-শ্রীমদর্চাদীনাম্-উত্তরোত্তর শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। শ্রীকৃষ্ণস্য তু শ্রীমথুরা-শ্রীবৃন্দাবন-শ্রীগোবর্ধনাদীনি। শ্রীগৌরকৃষ্ণস্য শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদীনি। অধিষ্ঠানবর্গেষু শ্রীশালগ্রামশিলায়া মুখ্যত্বাৎ সর্বাণ্যেব ভগবদধিষ্ঠানানি উপলক্ষয়তি॥

ইতি অনুশীলনং সমাপ্তম্।

ইতি প্রথম খণ্ডম্॥

—★—

তাঁহাতে শ্রীহরির নিত্য আবির্ভাব প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রেমসেবাতে বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছায় শ্রীশ্রীরাধা রমণ শ্রীশালগ্রাম হইতেই শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট হইয়াছেন।

অতএব নিজানিজ আরাধ্যদেবের সপ্তবিধ অর্চা শ্রীবিগ্রহে আরাধনা সুষ্ঠু সিদ্ধিপ্রদ। কারণ তাঁহাতেই সাধকের ধ্যানাদি প্রযত্ন ব্যতীত শ্রীভগবান প্রকটিত থাকেন। সেইজন্যই বলিয়াছেন—সাধকের নিজ অভিমত শ্রীমূর্তিতেই ভগবানের অর্চনা করিবেন।

শ্রীমথুরা, শ্রীগোকুল, শ্রীবৃন্দাবনাদিধাম শ্রীকৃষ্ণের মহা-অধিষ্ঠান। কারণ দেবর্ষি শ্রীনারদ বলিয়াছেন যে—মথুরাতে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য আবির্ভূত আছেন। শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—সহস্রদল পদ্মাকৃতি শ্রীগোকুল মহাধিষ্ঠান। পূজা পাত্রবিষয়ে অভিজ্ঞ মহাজনগণ সর্বময় ও সর্ব-দেবময় শ্রীহরিকেই একমাত্র পাত্ররূপে নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে সর্বপূজ্য দেব, ঋষি, সাধুবর্গ, এমনকি ব্রহ্মার পুত্রগণ চতুঃসন শ্রীনরদাদি বিদ্যমান থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই অগ্রপূজার পাত্ররূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

পাত্রান্তরে শ্রীভগবদ্ আবির্ভাব তারতম্যহেতু অধিষ্ঠানেরও তারতম্য হয়। মনুষ্য-জ্ঞানি-ভক্ত-শালগ্রাম-শ্রীবিগ্রহ—ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠানবর্গের মধ্যে শ্রীমথুরা-শ্রীবৃন্দাবন শ্রীগোবর্ধনাদি পর পর শ্রেষ্ঠ। শ্রীগৌর কৃষ্ণের শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদি শ্রেষ্ঠ। অধিষ্ঠানবর্গের মধ্যে শ্রীশালগ্রাম মুখ্যহেতু তাঁহাতে সকল শ্রীভগবধিষ্ঠান স্বীকৃত হন।

এই দ্বাদশসূত্র পর্যন্ত অনুশীলন সমাপ্ত। অতঃপর 'নিয়মন' দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবেন।

—★—